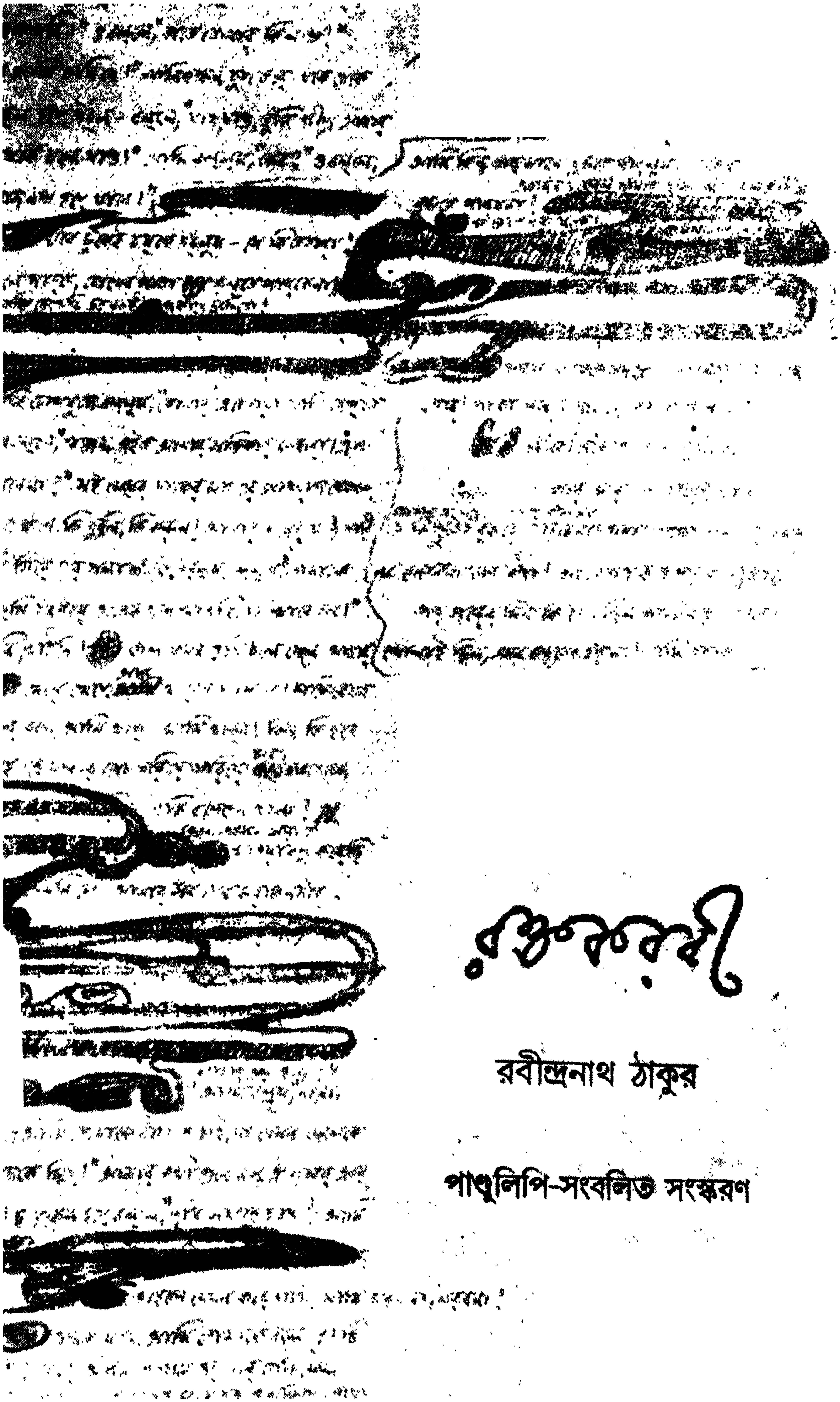

রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ

রক্তকরবী

পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ

রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলকাতা

প্রবাসী পত্রে প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩১
গ্রন্থপ্রকাশ : ১৩৩৩
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৫২, আষাঢ় ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৬১, বৈশাখ ১৩৬৪
নূতন সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৬৮, বৈশাখ ১৩৭০, ভাদ্র ১৩৭৫, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, মাঘ ১৩৮৮
পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪০৫

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

© বিশ্বভারতী ১৯৯৮

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা ১৭
টাইপ-সেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী অ্যাভেনিউ। কলকাতা ২৬
মুদ্রক ম্যাসকট প্রেস
২৪৬এ/বি মানিকতলা মেন রোড। কলকাতা ৫৪

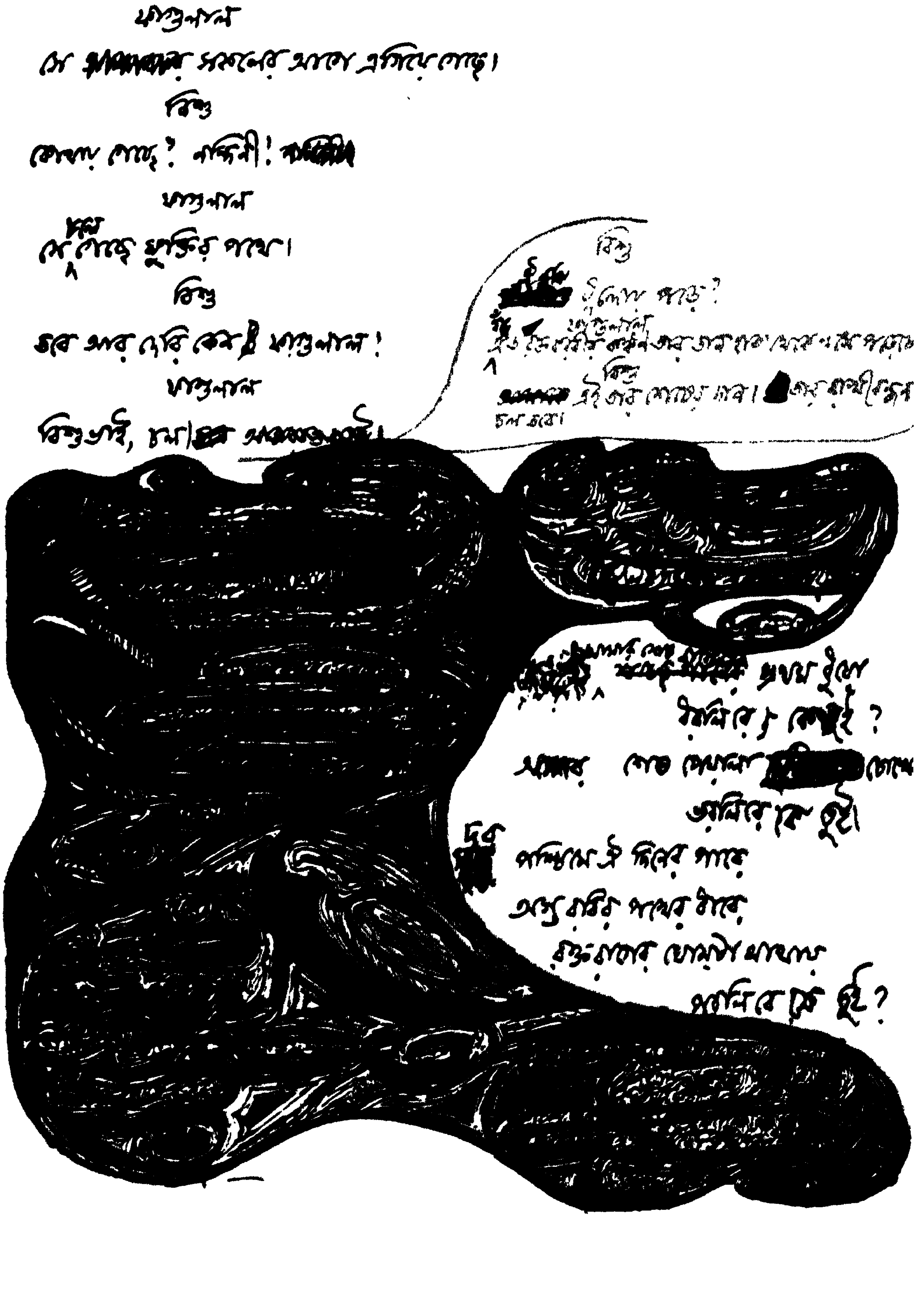

'রক্তকরবী'-পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

নন্দিনী ও কিশোর (সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক)

কিশোর

নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী

আমাকে এত করে ডাকিস কেন কিশোর! আমি কি শুনতে পাই নে?

কিশোর

শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।

নন্দিনী

যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর

সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী

ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

পঙ্‌ক্তি ১-১০ ১০

নন্দিনী ও কিশোর (সুরঙ্গা-খোদাইকর বালক)

<u>কিশোর</u> আর ফুল চাই নন্দিনী? আরো এনেচি।

<u>নন্দিনী</u> দৌড়, দৌড়, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস্ নে।

<u>কিশোর</u> সমস্ত দিন ত কেবল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সোনার তাল তুলে আনি তার মধ্যে থেকে একটু সময় চুরি করে' তোর জন্যে ফুল খুঁজে আন্‌তে পারলে বেঁচে যাই।

<u>নন্দিনী</u> ওরে কিশোর, জান্‌তে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর

তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে-পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী

আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর

অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী

কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে

পঙ্‌ক্তি ১১-২০ ১০

কিশোর — তুমি বলেছিলে রক্তকরবী তোমার চাইই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এদের জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েচি।

নন্দিনী — আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর — অমন কথা বোলো না, নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটি মাত্র গোপন কথার মত। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে আমি তোমাকে ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল। এ যেন আমার হৃদয়ের ভিতর থেকে তুলে আনা।

নন্দিনী — কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে

বুক ফেটে যায়।

কিশোর

সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী

কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে!

কিশোর

কিসের দুঃখ! একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনী

তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্‌ তো কিশোর!

কিশোর

এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

পঙ্‌ক্তি ২১-৩০ ১০

বুক ফেটে যায়।

কিশোর সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে' আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কি করে?

কিশোর কিসের দুঃখ! একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব, নন্দিনী, এই কথা কতবার ভাবি।

নন্দিনী তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কি ফিরিয়ে দেব, বল্‌ত কিশোর।

কিশোর এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, যে আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী

আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর

না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক

নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী

কী অধ্যাপক?

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো! আমাদের

[৩১-৩৩ পর্যন্ত পঙ্‌ক্তি দশম খসড়ার সংযোজন।]

পঙ্‌ক্তি ৩৪-৪০ ৩

১

[দৃশ্যসূচক চিহ্ন]

অধ্যাপক

নন্দিনী, ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে দেখি, আর আমার মনটা বিদ্যার চর্চ্চা থেকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

নন্দিনী

কেন, অধ্যাপক?

৫

অধ্যাপক

নন্দিনী, ক্ষণে ক্ষণে তোমায় দেখি আর আমার মনটা বিদ্যার চর্চ্চা থেকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

নন্দিনী

কেন অধ্যাপক?

৬

অধ্যাপক

নন্দিনী!

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

ঐ চেয়ে দেখ!

৭

অধ্যাপক

নন্দিনী!

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

তুমি অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়ে যাও তখন না হয় একটু সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখ। আমাদের

৮

পূর্বানুগ।

(i) তুমি অমন > বারে বারে তুমি অমন

(ii) বলি। > বলি!

(iii) বললে > বল্‌লে

৯

নন্দিনী

(আপন মনে) আজ আমার রঞ্জন আস্‌বে, আস্‌বে, আস্‌বে!

অধ্যাপক

নন্দিনী!

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে! একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি!

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বল্‌লে ঐ চেয়ে দেখ, আমাদের

১০

নন্দিনী

আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সাম্‌লে চলিস্‌।

কিশোর

না, আমি সাম্‌লে চলব না, চল্‌ব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই আমি রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। (প্রস্থান)

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক

নন্দিনী!

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে! একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি!

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বল্‌লে ঐ চেয়ে দেখ। আমাদের

খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুরঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ীর ধন— সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী

বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই-বা এখানকার কথা কী

পঙ্‌ক্তি ৪১-৫০ ৩

অধ্যাপক

পাকা বাড়ির ছাদের ভিতর থেকে আলো দেখ্‌তে পেলে বোঝা যায় যে একটা অঘটন ঘট্‌চে। তেমনি এখানকার রাজার পুরীতে যখন তোমাকে দেখি সেটা কেমন যেন,— এখানে তুমি যেখানে সেখানে অমন ঠেলা দিয়ে দিয়ে কি দেখ্‌চ

৫

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কেউ বিস্মিত হয় না, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি

৬

ওরা পৃথিবীর বুক চিরে গর্ত্তের ভিতর থেকে বোঝা মাথায় কীটের মতো বেরিয়ে আস্‌চে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন, সব ঐ ধূলোর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে ত ধূলার নয়, সে যে আলোর। তুমি কোন্ সুবর্ণরেখা নদী বেয়ে গিরিশিখরের রহস্য নিয়ে এই গুহাচরদের গর্ত্তের ধারে এসে পৌঁচেছ। যে গ্রহ তোমাকে এনেচেন তাঁর অভিসন্ধি কি তাই ভাবি। এর শেষ কোথায়?

নন্দিনী

তুমি বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের, অধ্যাপক?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কেউ বিস্মিত হয় না, কিন্তু

পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি

৭

খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মত বেরিয়ে আস্‌চে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন, সব ঐ ধূলোর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। তুমি কোন্ সুবর্ণরেখা নদী বেয়ে, গিরিশিখরের রহস্য নিয়ে এই গুহাচরদের গর্ত্তের ধারে এসে পৌঁচেছ। যে গ্রহ তোমাকে এনেচেন তাঁর অভিসন্ধি কি তাই ভাবি। এর শেষ কোথায় ?

নন্দিনী

তুমি বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের, অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কেউ বিস্মিত হয় না, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি

৮

পূর্বানুগ।

(i) ধূলোর ধন সোনা > ধূলোর নাড়ীর ধন সোনা

(ii) 'খোদাইকরের দল' থেকে 'সে যে আলোর' পর্যন্ত অধ্যাপকের সংলাপের অংশ যথাযথ, তার পরের অংশ 'তুমি কোন্ সুবর্ণরেখা··· শেষ কোথায়' বর্জিত হয়ে তার বদলে সংযোজিত হয়েছে : "দরকারের বাঁধনে কে তাকে বাঁধবে ?"

(iii) তুমি বারে বারে > বারে বারে তুমি

৯

খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মত সুরঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আস্‌চে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধূলোর নাড়ীর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে ?

নন্দিনী

বারে বারে তুমি ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে' তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে-আলো আসে তা'তে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি

১০

অপরিবর্তিত।

ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী

অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহরে মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী

তার পরে আবার তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে

পঙ্‌ক্তি ৫১-৬০ ৩

বল দেখি ?

নন্দিনী

তোমাদের সহরকে তোমরা আদর করে যক্ষপুরী নাম দিয়েচ। মাটির নীচে সুরঙ্গ খুদে যক্ষের ধন বের করে' করে' আনচ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল। তারপরে সেগুলোকে খুঁড়ে তুলে তোমাদের ভাণ্ডারের মধ্যে তালা চাবি বন্ধ করে কি করচ আমি বুঝতেই পারিনে। তাই আমি পথহারার মত ঘুরে বেড়াই।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শব সাধনা করি। তার প্রেতটাকে বশে আন্‌তে চাই। সেই সব সোনার তালের যে তালবেতাল তাকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীতে আমাদের সঙ্গে আঁটিবে কে ?

নন্দিনী

আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের জানলার আড়ালে ঢেকে রেখে দিয়েচ, কারো সঙ্গে সে মেশে না, সে যে মানুষ

৫

ভাবচ বল দেখি ?

নন্দিনী

আমি অবাক হয়ে দেখচি এখানকার সমস্ত সহরটা মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াচ্চে। পাতালে সুরঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে আনচ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে

কবর দিয়ে রেখেছিল। আমার মনে হয় তাকে ঘেঁটে ঘেঁটে তোমাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শব সাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী

তারপরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের জানলার আড়ালে ঢেকে রেখেচ, সে যে মানুষ

৬

'ভাবচ বল দেখি ?··· সে যে মানুষ' — পূর্ব্ববর্তী পাঠের অনুরূপ, নিম্নোক্ত পরিবর্তন সহ :

(i) মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাৎড়ে > মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে দুই হাতে অন্ধকার···
(ii) তালবেতালকে > তাল-বেতালকে

৭

পূর্বানুগ।

(i) ভাবচ > ভাব্‌চ

৮

পূর্বানুগ।

(i) সমস্ত সহরটা > সমস্ত সহর
(ii) দুই হাতে অন্ধকার হাৎড়ে > অন্ধকার হাৎড়ে

৯

ভাবচ বল দেখি!

নন্দিনী

আমি অবাক হ'য়ে দেখচি সমস্ত সহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াচ্চে। পাতালে সুরঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনচ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন ; পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল। আমার মনে হয় তাকে ঘেঁটে ঘেঁটে তোমাদের প্রাণ ক্ষয়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শব সাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী

তারপরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেচ, সে যে মানুষ পাছে

১০

পূর্বানুগ।

(i) আমার মনে হয় তাকে ঘেঁটে ঘেঁটে তোমাদের প্রাণ ক্ষয়ে যাচ্চে। (বর্তমান পাঠে বর্জ্জিত)

সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক

আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে— তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

পঙ্‌ক্তি ৬১-৭০ ৩

সে কথা কাউকে জান্‌তেই দাও না।

অধ্যাপক

আমরা ত তাকে মানুষ বলিইনে। মানুষটাকে ছেঁকে ফেলে একেবারে খাঁটি অমানুষটিকে আমরা গাঢ় করে নিয়েচি। তাকেই বলি রাজা। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন প্রচণ্ড শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ সমস্তই তোমাদের তৈরি করা কথা।

অধ্যাপক

এইসব তৈরি-করা কথাই ত মানুষের ঐশ্বর্য্য। উলঙ্গ মানুষ সবাই এক ছাঁদের। তৈরি করা কাপড়ই কোনোটা রাজার পোষাক, কোনোটা ভিখারীর কাঁথা। এস তুমি আমার ঘরের মধ্যে এস, আমি তোমাকে নিয়ে একটু কথা কই। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয়।

৫

সে কথা কাউকে জানতেই দাও না।

অধ্যাপক

ঐ জালের জানলার ভিতর দিয়ে মানুষটা ছেঁকে বেরিয়ে খাঁটি অমানুষটি গাঢ় হয়ে উঠেচে। তাকেই বলি রাজা। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন প্রচণ্ড শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ঙ্কর প্রতাপ। দেখনি রাহুতে সূর্য্যের আধখানা যখন কামড়ে নেয় তখন পশুপক্ষী ভয়েতে কি রকম চঞ্চল হয়ে ওঠে, পূরো সূর্য্যকে তারা ভয় করে না।

নন্দিনী

এই যা সব বলচ এ তোমাদের তৈরি করা কথা।

অধ্যাপক

তৈরি-করা কথাই ত মানুষের ঐশ্বর্য্য। উলঙ্গ মানুষের কোনো পরিচয় নেই, তৈরি-করা কাপড়েই কেউ বা রাজা কেউ বা ভিখিরী। এস আমার ঘরে এস। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয়।

৬

পূর্বানুগ।

(i) দেখনি রাহুতে···ভয় করে না।— বর্তমান পাঠ বর্জিত।

(ii) তৈরি করা > তৈরি-করা

(iii) তৈরি-করা কথাই ত মানুষের ঐশ্বর্য্য। > তৈরি-করা কথাই ত।

৭

পূর্বানুগ।

৮

সে কথা কাউকে জানতেই দাও না।

অধ্যাপক

রাজা যদি মানুষই হবে তাহলে মানুষের মনকে ভূতের মত পেয়ে বস্‌বে কি করে? ঐ জালের ভিতর দিয়ে মানুষ পড়েচে ছাঁকা, অমানুষটি গাঢ় হয়ে উঠেচে। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ঙ্কর শক্তি আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ঙ্কর প্রতাপ।

নন্দিনী

এই যা-সব বলচ এ তোমাদের তৈরি-করা কথা।

অধ্যাপক

তৈরি-করা কথাই ত। উলঙ্গ মানুষের কোনো পরিচয় নেই। তৈরি-করা কাপড়েই কেউ বা রাজা কেউ বা ভিখিরি। এস আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয়।

৯

সেকথা ধরা পড়ে।

অধ্যাপক

রাজা যদি মানুষই হবে তাহলে মানুষের মনকে ভূতের মত পেয়ে বস্‌বে কি করে? ঐ জালের ভিতর দিয়ে মানুষ পড়েচে ছাঁকা, অমানুষটি একান্ত হয়ে উঠেচে। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ঙ্কর শক্তি আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ঙ্কর প্রতাপ [।]

নন্দিনী

এসব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে তোলাই ত। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে তোলা কাপড়ে কেউ বা রাজা কেউ বা ভিখিরী। এস আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা

বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয়।

১০

সেকথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুরঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করে আনি।

অধ্যাপক

আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ঙ্কর শক্তি আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ঙ্কর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে-তোলাই ত। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা কেউ বা ভিখিরী। এস আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয়।

নন্দিনী

তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তেমনি দিন রাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?

অধ্যাপক

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি। তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী

না না, এখন না— আমি এসেচি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক

সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

পঙ্‌ক্তি ৭১-৮০ ৩

নন্দিনী

দিনরাত বিদ্যা নিয়ে আছ, আমি তোমার সময় নষ্ট করব কেন?

অধ্যাপক

নন্দিনী, তোমাকে যক্ষপুরীতে দেখে অবধি একটা তত্ত্ব বুঝতে পেরেচি সেটি হচ্চে এই যে, নিরেট সময়ের চেয়ে ফাঁকা সময়ের মূল্য কম নয়। ক্ষিতি অপ্ যদি যথেষ্ট হত তাহলে বিধাতার সৃষ্টিতে মরুৎ ব্যোমের দরকার থাক্‌ত না। এস আমার ঘরে। তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করি।

নন্দিনী

না এখন না। আমি এসেচি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখতে।

অধ্যাপক

সে ত ঐ জালের জানলার ভিতরে থাকে, সে তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখা দেবে কেন?

৫

নন্দিনী

তোমাদের সুরঙ্গ খোদাইকররা যেমন মাটির মধ্যে কেবলি তলিয়ে যাচ্চে —তুমিও ত দেখি তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে যেন গর্ত্ত খুঁড়ে চলেচ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?

অধ্যাপক

আমরা নিরেট সময়ের মাটির গর্ত্তে ঘন কাজের মধ্যে বদ্ধ পতঙ্গের মত, তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও!

নন্দিনী

না, এখন না। আমি এসেচি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌তে।

অধ্যাপক

জান্‌লার জালের আড়ালে সে থাকে ঢাকা, তোমাকে তার ঘরে ঢুক্‌তে দেবে কেন?

৬

পূর্বানুগ।

(i) খোদাইকররা > খোদাইকর

(ii) আমরা নিরেট সময়ের মাটির গর্ত্তে ঘন কাজের মধ্যে বদ্ধ পতঙ্গের মত, > আমরা নিরেট অনবকাশের গর্ত্তে পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,

(iii) জান্‌লার > জানলার

৭

পূর্বানুগ।

৮

নন্দিনী

তোমাদের খোদাইকর যেমন সুরঙ্গ খুদে খুদে মাটির মধ্যে কেবলি তলিয়ে চলেচে তুমিও ত তেম্‌নি দেখি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়েই চলেচ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক

আমরা নিরেট নিরবকাশের গর্ত্তে পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে গেচি, তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও!

নন্দিনী

না, না, এখন না। আমি এসেচি, তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌ব।

অধ্যাপক

সে থাকে জালের আড়ালে ঢাকা, ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে দেবে না।

৯

পূর্বানুগ।

(i) সুরঙ্গ খুদে খুদে > খনি খুদে খুদে

(ii) কেবলি তলিয়ে চলেচে > তলিয়ে চলেচে
(iii) তুমিও ত তেম্‌নি দেখি > তুমিও তেমনি
(iv) গর্ত্তে পতঙ্গ > গর্ত্তের পতঙ্গ
(v) সেঁধিয়ে গেচি, > সেঁধিয়ে আছি,
(vi) দেখে > দেখে'
(vii) হয়ে > হ'য়ে

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক

জান নন্দিনী?— আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?

অধ্যাপক

সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু, তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন

পঙ্‌ক্তি ৮১-৯০

৩

নন্দিনী

আমি তাকে ঘরে গিয়ে দেখ্‌বই।

অধ্যাপক

চেষ্টা কর। পারবে না। তার ঘরের মধ্যে মানুষ ঢুকতে সুরূ করলেই সব আল্‌গা হয়ে যাবে যে। আমি তাহলে আমার পুঁথির ঘরে চল্‌লুম।

নন্দিনী

শোনো, শোনো, একটা কথা আমাকে বলে' যাও— আমার রঞ্জনকে কি ওরা এখানে আস্‌তে দেবে না?

অধ্যাপক

সে কথা সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা কোরো। কিন্তু আমার পরামর্শ শোনো, এই যক্ষপুরীতে তোমার রঞ্জনকে আন্‌তে চেয়ো না— আমাদের এই মরা ধনের মাঝখানে তোমার সেই প্রাণের ধনকে—

৫

নন্দিনী

আমি ঘরে তার যাবই।

অধ্যাপক

জান, নন্দিনী, আমারও একটা জালের জানলা আছে, তার ভিতর দিয়ে ছাঁকা পড়ে গেছি। সে আমার পাণ্ডিত্যের জাল। আমাতেও মানুষের অনেকটা

বাদ গিয়ে কেবল পণ্ডিতটি বাকি রয়েচে। তাই আমাদের রাজা যেমন ভয়ঙ্কর রাজা, আমিও তেমনি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ তুমি। তোমাকে ত ভয়ঙ্কর বলে ঠেকে না।

অধ্যাপক

তুমি যে নিজের শক্তিতে আমাকে জালের বাইরে টেনে আন, তোমার চোখের সাম্‌নে আমার ভাঙা মানুষ জোড়া লাগে। বেশ বুঝতে পারচি একদিন তুমি আমাদের রাজাকেও জালের বাইরে টেনে নিয়ে আস্‌বে। যে ছিল রাজা সে হঠাৎ মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। সেদিন আমাদের সর্দ্দারদের মুখের ভাব যে কি রকম হবে সেই কথা মনে করে আমার হাসি পাচ্চে।

নন্দিনী

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার রঞ্জনকে কি ওরা এখানে আস্‌তে দেবে না ?

অধ্যাপক

জানি নে। কিন্তু কাজ কি ? আমাদের এই মরা ধনের মধ্যে তোমার সেই প্রাণের ধনকে—

৬

পূর্বানুগ।

(i) আন, > আন,—

তাছাড়া এই খসড়ার পাঠে যে দুটি সংযোজন ঘটেছে তা নিম্নরূপ :

(i) আমার হাসি পাচ্চে। যক্ষপুরীতে যারা থাকে হাসির জোর তারা বুঝতেই পারে না। খুব বেশি মোটা রকমের জোর না হলে তাদের সাড়া পাওয়া যায় না
'যক্ষপুরীতে যারা যায় না।' —এই অংশটি পেন্সিলে লেখা সংযোজন, কিন্তু কার হাতের লেখা তা বোঝা যায় না।

(ii) তোমার সেই প্রাণের ধনকে— > তোমার সেই প্রাণের ধনকে কেন (কেন আনতে চাও)

৭

পূর্বানুগ। সংযোজন : সেই আমার সব চেয়ে দুঃখ

(i) টেনে আন > টেনে আন,—

(ii) আস্‌তে > আন্‌তে

(iii) তোমার চোখের সামনে > তোমার ঐ কালো চোখের চাহনি-মন্ত্রে

৮

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেচি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক

জান, নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। আমাতেও মানুষের

অনেকখানি বাদ গিয়ে কেবল পণ্ডিতটি দেখা যায়। আমাদের রাজা যেমন ভয়ঙ্কর রাজা, আমিও তেমনি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত। তোমাকে দেখ্‌লে আমার সেই মস্ত লোকসানের কথা মনে পড়ে। মানুষ হয়ে জন্মেছিলুম পণ্ডিত হয়ে মরচি।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ তুমি। তোমাকে ত ভয়ঙ্কর ঠেকে না।

অধ্যাপক

তোমার কালো চোখের চাহনিমন্ত্রে আমার ভাঙা মানুষ জোড়া লাগে। বেশ বুঝচি, আমাদের রাজাকেও একদিন জালের বাইরে টেনে আন্‌বে।

নন্দিনী

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে আমাকে এরা নিয়ে এল কিন্তু আমার রঞ্জনকে কি আসতে দেবে না? সে না থাক্‌লে আমার থাকার ত কোনো মানে নেই।

অধ্যাপক

কাজ কি! আমাদের সব মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আন্‌তে চাও? হামানদিস্তের মধ্যে তোমার খোঁপার ঐ রক্তকরবীকে খস্‌তে দেবে?

৯

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেচি ঘরের মধ্যে ঢুকতে [।]

অধ্যাপক

জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ঙ্কর রাজা, আমিও তেমনি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ তুমি। তোমাকে ত ভয়ঙ্কর ঠেকে না।

অধ্যাপক

তোমার চাহনি-মন্ত্রে ভাঙ্গানের ভিতর থেকে পূরো মানুষ যে বেরিয়ে আসে। বেশ বুঝচি, আমাদের রাজাকেও একদিন জালের বাইরে টেনে আন্‌বে।

নন্দিনী

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে আমাকে এরা নিয়ে এল, আমার রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?

অধ্যাপক

সব জিনিষকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন

১০

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেচি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক

জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ঙ্কর রাজা, আমিও তেমনি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ তুমি। তোমাকে ত ভয়ঙ্কর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এরা এখানে আমাকে নিয়ে এল রঞ্জনকে সঙ্গে আন্‌ল না কেন?

অধ্যাপক

সব জিনিষকে টুক্‌রো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন

আনতে চাও?

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী!

নন্দিনী

ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব-একটা হাসি হেসে ওঠেন তা হলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

দেবতার হাসি সূর্যের আলো— তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

পঙ্‌ক্তি ৯১-১০০ ৩

নন্দিনী

না, সে না হলে চল্‌বে না।

অধ্যাপক

এখানে যত সব সুরঙ্গ খোদাইকর আছে তাদের মধ্যে তোমার রঞ্জন—

নন্দিনী

না, আমি আমার রঞ্জনকে এখানে আন্‌ব তবে ছাড়ব।

অধ্যাপক

আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, একদিন আমার কথা মনে পড়বে।
(প্রস্থান)

৫

নন্দিনী

না, আমার রঞ্জনকে আমি এখানেই আনব।

অধ্যাপক

চেষ্টা করে দেখ, কিন্তু বলে রাখচি যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা ক্ষ্যাপা হয়ে উঠ্‌বে। একা নন্দিনীতে রক্ষা নেই তার উপরে আবার রঞ্জন! যক্ষপুরী যে রসাতল, এর মধ্যে সুরলোকের হাওয়া ঢুকলে আমাদের খোদাইকরদের মন কি আর মাটির নীচে সেঁধতে চাইবে? যাই, আমার পুঁথির আড়ালে পালাই গে— অনেকক্ষণ ছাড়া আছি, আর সাহস হচ্চে না! (প্রস্থান)

৬

নন্দিনী

না, আমার রঞ্জনকে আমি এখানেই আনব।

অধ্যাপক

চেষ্টা করে দেখ, কিন্তু বলে' রাখচি যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা ক্ষ্যাপা হয়ে উঠ্‌বে। একা নন্দিনীতে রক্ষা নেই তার উপরে আবার রঞ্জন!

নন্দিনী

আমি তাকে আনবই।

অধ্যাপক

আন্‌বেই? যক্ষপুরের জোরের সঙ্গে পারবে?

নন্দিনী

যক্ষপুরের জোরকে আমার ফাঁকি মনে হয়। ঐ যে ওরা মাটির দিকে মাথা হেঁট করে' প্রাণপণে জোর খাটাচ্চে সে জোর পৌঁচচ্চে কোথায়? কোন্ তলা-ফাটা গর্ত্তে? ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি হঠাৎ খুব একটা হাসি হেসে উঠ্‌তে পারেন তাহলে ওদের চট্‌কা ভেঙে যায়। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

৭

অনেকাংশে পূর্বানুগ।

'আনবেই? ... রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি' পর্যন্ত পাঠ পূর্বানুগ। এর পরের অংশটি ৭ সংখ্যক পাঠে সংযোজিত :

অধ্যাপক

যক্ষপুরীতে যারা থাকে হাসির জোর তারা বুঝতেই পারে না। খুব মোটা রকমের জোর না হলে তাদের সাড় পাওয়া যায় না।

৮

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আনবই।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেচে রঞ্জনকে আন্‌লে তাদের হবে কি?

নন্দিনী

ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি হঠাৎ খুব একটা হাসি হেসে উঠ্‌তে পারেন তাহলেই ওদের চট্‌কা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা হাসির জোর বোঝে না, গায়ের জোর বোঝে।

৯

আনতে চাও? তোমার খোঁপার ঐ রক্তকরবীকে কি লোহার শিকলের সূত্রে গাঁথা চলে?

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আনবই এই আমার পণ।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কি ?

নন্দিনী

ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে উঠ্‌তে পারেন তাহলেই ওদের চট্‌কা ভেঙ্গে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

দেবতার হাসি সূর্য্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দ্দারদের টলাতে গেলে গায়ে জোর চাই।

১০

আন্‌তে চাও ?

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতরে প্রাণ নেচে উঠ্‌বে।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেচে, রঞ্জনকে আন্‌লে তাদের হবে কি ?

নন্দিনী

ওরা জানে না ওরা কি অদ্ভুত! ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে উঠ্‌তে পারেন তাহলেই ওদের চট্‌কা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

দেবতার হাসি সূর্য্যের আলো, তাতে বরফ গলে কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দ্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ঐ নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

জানলে কী করে?

নন্দিনী

হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক

সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে!

নন্দিনী

যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক

তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর

পঙ্‌ক্তি ১০১-১১০ ৬

তার যে জোর সে তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মত। ঐ নদীর মতই সে বাধা মানে না, পাথর ঠেলে ফেলে, তবু সেটা বড় কথা নয়; ঐ নদীর মতই সে যে নাচে, গায়, আনন্দে মরীয়া হয়ে ছোটে, সেইটেই তার আসল ধন, সেইটেই সে সবাইকে ছড়িয়ে দিয়ে চল্‌তে থাকে।

অধ্যাপক

আর কুড়োতে গিয়ে অন্য ধনের কথা মানুষ ভুলে যায়। যক্ষপুরীতে সে চল্‌বে না।

নন্দিনী

যক্ষপুরে তোমাদের যত অর্থ সব ঐ নীচের দিকের গর্ত্তে। আমার রঞ্জন যদি এখানে আসে তাহলে এখানকার সমস্ত আকাশ অর্থে ভরে যাবে।

৭

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মত। ঐ নদীর মতই যে বাধা মানে না। অনায়াসে পাথর ঠেলে ফেলে; আবার ঐ নদীর মতই সে নাচে, গায়, আনন্দে মরীয়া হয়ে ছোটে।

৮

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মত। ঐ নদীর মতই

বাধা মানে না, পাথর ঠেলে ফেলে। আবার ঐ নদীর মতই সে নাচে গায়, আনন্দে মরিয়া হয়ে ছোটে।

অধ্যাপক

তারি ঢেউয়ে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেচে, আমরা তোমার আর নাগাল পাইনে।

নন্দিনী

ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে? আমার ভালবাসা আকাশের মত, তার দিকে তাকিয়ে, তার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। আমি আপনার ছায়া দেখি. তারি তরঙ্গলীলায়, কখনো ঝড়ের মেঘে, কখনো ভোরের আলোয়, কখনো স্বপ্নরাত্রির তারায় তারায়। অধ্যাপক, তোমাকে আমার একটি গোপন খবর দিই।

অধ্যাপক

ধন্য কর আমাকে। তোমার ঐ আজকের মৃদু হাসির আড়ালের রহস্যটা জেনে নিই।

নন্দিনী

আমি নিশ্চয় জানি আজ এখানে রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

নিশ্চয় জান্‌লে কি করে?

নন্দিনী

তার চিঠি এসেচে।

অধ্যাপক

সর্দ্দারের চোখ এড়িয়ে বাইরে থেকে এখানে চিঠি আস্‌বে কেমন করে?

নন্দিনী

আকাশ থেকে আমার হাতে এসে পড়েচেক্ষ আকাশের রং বাতাসের লীলা সঙ্গে নিয়ে এসেচে।

অধ্যাপক

বুঝাতে পারলেম না নন্দিনী। আকাশের রং বাতাসের লীলা ও ত উড়ো খবরের

৯

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মত। ঐ নদীর মতই সে বাধা ঠেলে ফেলে আবার ঐ নদীর মতই সে হাসে, নাচে, গায়, আনন্দে মরিয়া হ'য়ে ছোটে।

অধ্যাপক

আর নন্দিনীকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমরা শুক্‌নো ডাঙায় দাঁড়িয়ে তার আর নাগাল পাইনে।

নন্দিনী

ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায়? আমার ভালোবাসা আকাশের মত, আপনার সমস্ত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। আমি নিজের ছায়াকে রঙে রঙে বিচিত্র করে দেখি তারি তরঙ্গলীলায়। অধ্যাপক,

তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই।

অধ্যাপক

তোমার ঐ হাসির আড়ালে কোনো একটী গোপন খবরের আভাস দিয়েচে যেন, শুকতার পিছনে অরুণ আলোর মত।

নন্দিনী

বলি শোন, আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

জানলে কি করে ?

নন্দিনী

হবে হবে, দেখা হবে। তার খবর এসেচে।

অধ্যাপক

সর্দ্দারের চোখ এড়িয়ে বাইরে থেকে এখানে খবর আসবে কি করে ?

নন্দিনী

যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে আমার হাতে এসে পড়েচে।

অধ্যাপক

বুঝতে পারলুম না, নন্দিনী। আকাশের রং, বাতাসের লীলা, ও ত নিতান্ত উড়ো খবরের

১০

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মত। ঐ নদীর মতই সে যেমন হাস্‌তেও পারে তেম্‌নি ভাঙতেও পারে।

অধ্যাপক

নন্দিনীর মুখে কেবলি রঞ্জন, রঞ্জন, রঞ্জন !

নন্দিনী

অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

জান্‌লে কি করে' ?

নন্দিনী

হবে, হবে, দেখা হবে। তার খবর এসেচে।

অধ্যাপক

সর্দ্দারের চোখ এড়িয়ে বাইরে থেকে এখানে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে ?

নন্দিনী

যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রং, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক

তার মানে আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় কোন্ উড়ো খবর

এসেছে।

নন্দিনী

যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব, উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক

রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে। আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে ; আর সাহস হচ্ছে না।

খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে

নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না ?

নন্দিনী

ভয় করবে কেন ?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণসূর্যকে ভয় করে না।

পঙ্‌ক্তি ১১১-১২০ ৬

অধ্যাপক

একবার রঞ্জনের কথা উঠ্‌লে নন্দিনীর মুখ আর থাম্‌তে চায় না। যাক্‌গে, এবার আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যার আড়ালে গিয়ে ঢুকে পড়িগে। তোমার মধ্যে মন আমার অনেকক্ষণ ছাড়া পেয়েচে। আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করচে না ?

নন্দিনী

ভয় করবে কেন ?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্য্যকে জন্তুরা ভয় করে— পূর্ণসূর্য্যকে ভয় করে না।

৭

পূর্বানুগ।

৮

মত শোনাচ্চে।

নন্দিনী

এর চেয়ে স্পষ্ট করে' এখন বলব না। যখন রঞ্জন আসবে তখন তোমাকে দেখিয়ে দেব আকাশের উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক

রঞ্জনের কথা উঠ্‌লে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে, আমার

আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে। আর সাহস হচ্চে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করচে না?

নন্দিনী

ভয় করবে কেন?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্য্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণসূর্য্যকে ভয় করে না।

৯

পূর্বানুগ।

(i) এর চেয়ে স্পষ্ট করে' > স্পষ্ট করে'

(ii) আসবে > আস্‌বে

(iii) তখন তোমাকে দেখিয়ে দেব > তখন দেখিয়ে দেব

(iv) আমার > আমার ত

(v) কথা জিজ্ঞাসা > কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা

১০

এসেচে।

নন্দিনী

স্পষ্ট করে' এখন বল্‌ব না। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে' মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক

হায়রে, রঞ্জনের কথা উঠ্‌লে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে, আমার ত আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে, আর সাহস হচ্চে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করচে না?

নন্দিনী

ভয় করবে কেন?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্য্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণসূর্য্যকে ভয় করে না।

যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে— তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা-বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে।

কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে

নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ-যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে ?

নন্দিনী

কেন, কী করবে তুমি ?

পঙ্‌ক্তি ১২১-১৩০

৬

যক্ষপুরী যে গ্রহণ-লাগা পুরী। ঐ সোনার গর্ত্তের রাহুতে ওকে খাব্‌লে খেয়েচে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলচি এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্ত্তগুলো আমাদের সাম্‌নে আরো হাঁ করে উঠ্‌বে— তবু বলচি তুমি পালাও। যেখানকার লোকে, মাৎলামি করে' মা-বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলচে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাক গে। (প্রস্থান)

৭

যক্ষপুরী যে গ্রহণ-লাগা পুরী। ঐ সোনার গর্ত্তের রাহুতে ওকে খাব্‌লে খেয়েচে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলচি এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্ত্তগুলো আমাদের সাম্‌নে আরো হাঁ করে উঠ্‌বে— তবু বলচি তুমি পালাও— যেখানকার লোকে মাৎলামি করে' মা-বসুন্ধরার আঁচলকে টুক্‌রো টুক্‌রো ছিঁড়ে ফেলচে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে।

(খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে আমাকে দেবে ?

নন্দিনী

কেন, কি করবে তুমি ?

৮

পূর্বানুগ।

(i) যক্ষপুরী যে গ্রহণ-লাগা > যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা

(ii) ঐ সোনার > সোনার

(iii) রাখতে >রাখ্‌তে
(iv) বলচি > বল্‌চি
(v) করে' > করে

৯

পূর্ব্বানগ।
(i) হাঁ করে' > হাঁ করে'
(ii) মাৎলামি করে' > দস্যুবৃত্তি করে'
(iii) ছিঁড়ে ফেলচে না, > ছেঁড়ে না,
(iv) (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) > (কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে)
(v) খসিয়ে আমাকে দেবে? > খসিয়ে দেবে?

১০

যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী। সোনার গর্ত্তের রাহুতে ওকে খাব্‌লে খেয়েচে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখ্‌তে চায় না। আমি তোমাকে বল্‌চি এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্ত্তগুলো আমাদের সাম্‌নে আরো হাঁ করে' উঠ্‌বে, তবু বলচি, তুমি পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে' মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাক গে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নন্দিনী

কেন, কি করবে তুমি?

অধ্যাপক

কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পরো তার একটা-কিছু মানে আছে।

নন্দিনী

আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক

হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। ঐ রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী

আমার মধ্যে ভয়!

অধ্যাপক

সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি ; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে ?— জান ? মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।

পঙ্‌ক্তি ১৩১-১৪০ ৭

অধ্যাপক

আমি কতবার ভেবেছি তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর' তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী

আমি ত জানিনে কি মানে।

অধ্যাপক

হয়ত তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। ঐ রক্তের রঙের মধ্যে একটা ভয়-লাগানো রহস্য অছে, শুধু মাধুর্য্য নয়।

নন্দিনী

আমার মধ্যেও ভয় ?

অধ্যাপক

তুমি শ্বেত করবীর মত সহজ নও। সুন্দরের হাতে রঙের তুলি দিয়েচে বিধাতা,— কি জানি রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখতে এসেচ। এতফুল থাকতে এ ফুল তুমি কেন বেছে নিয়েচ ? জান, মানুষ না জেনে এম্‌নি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।

৮

অনেকাংশে পূর্বানগ। পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করা গেল :

(i) ঐ রক্তের রঙের মধ্যে > ঐ রক্ত আভার মধ্যে

(ii) তুমি শ্বেত করবীর··· বেছে নেয়। > সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েচে বিধাতা, জানি নে রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখতে এসেচ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি, সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে ? জান, মানুষ না জেনে এম্‌নি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয় ?

৯

অধ্যাপক

কতবার ভেবেচি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী

আমি ত জানিনে কি মানে ?

অধ্যাপক

হয়ত তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। ঐ রক্ত আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়।

নন্দিনী

আমার মধ্যেও ভয় ?

অধ্যাপক

সুন্দরের হাতে 'রক্তের তুলি দিয়েচে বিধাতা ; জানিনে, রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখতে এসেচ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি, সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে ? জান, মানুষ না জেনে এমনি করে' নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

রঞ্জন আমাকে কখনো-কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা— সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক

তা, আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল

একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে?

নন্দিনী

আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার

পঙ্‌ক্তি ১৪১-১৫০

৭

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ আমি গলায় পরেচি, হাতে পরেচি।

অধ্যাপক

তা বেশ করেচ। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও। আমি ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। (অধ্যাপকের প্রস্থান)

৮

পূর্বানুগ।

(i) 'বুকে পরেচি'— সংযোজন।

(ii) 'তা বেশ করেচ।'— বর্জিত হয়েছে বর্তমান পাঠে।

৯

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেচি, বুকে পরেচি, হাতে পরেচি [।]

অধ্যাপক

তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, আমি ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝাবার [বোঝবার] চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

(অধ্যাপকের প্রস্থান। জালের দরজায় ঘা দিয়া)

১০

নন্দিনী

রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানিনে আমার কেমন মনে হয় আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা। সেই রং গলায় পরেচি, বুকে পরেচি, হাতে পরেচি।

অধ্যাপক

তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, আমি ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

(অধ্যাপকের প্রস্থান)

বর্তমান খসড়ায় এর পরেই ডান দিকের ফাঁকা অংশে 'সুরঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ' শীর্ষক গোকুল-নন্দিনীর সংলাপ সংযোজিত হয়েছিল। তার শেষে ছিল গোকুলের কথা : "অর্থাৎ আজ তোমার মনে কি একটা ফন্দী আছে। একটা বিপদ কিছু ঘটাবে। নির্ব্বোধরা ঠাউরে রেখেচে তুমি সুন্দরী, জানে না কি ভয়ঙ্করী তুমি। যাই ওদের সাবধান করিগে। (প্রস্থান)", পরে এই অংশ বর্জিত হয়েছে এবং মুদ্রিত আকারে এরই রূপান্তরিত পাঠ দেখা যাচ্ছে।

তোমার দরকার কী?

গোকুল

না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্‌ কাজের প্রয়োজনে এনেছে?

নন্দিনী

অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল

একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি! তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ঐ কী ঝুলছে।

নন্দিনী

রক্তকরবীর মঞ্জরী।

গোকুল

ওর মানে কী?

নন্দিনী

ওর কোনো মানেই নেই।

পঙ্‌ক্তি ১৫১-১৬০

দ্রষ্টব্য : অধ্যাপকের প্রস্থানের পর সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ-সূত্রে গোকুল ও নন্দিনীর কথোপকথনের উপরোক্ত অংশটি প্রথম খসড়া থেকে নবম খসড়া পর্যন্ত ছিল না অর্থাৎ আলোচ্য অংশটি সংযোজিত হয়েছে দশম খসড়া থেকে। দশম খসড়ার ১৫ পৃষ্ঠার ডানদিকে সর্বপ্রথম এই অংশটি সংযোজিত হয়, কিন্তু একই সঙ্গে তা বর্জিত হতে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ১৪৬ থেকে ১৬৬ সংখ্যক পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত অংশটি প্রকৃতপক্ষে শেষ খসড়ায় পরিবর্তিত রূপে সরাসরি এসেছে।

যাই হোক, দশম খসড়ার উল্লিখিত বর্জিত পাঠ এই আলোচ্য অংশের পূর্বরূপ বিবেচনায় এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল :

(সুরঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল এখানে তোমাকে রাজা কোন কাজে এনেচে বল ত।

নন্দিনী বোধ হয় অন্তত একটা মানুষকেও কাছে রাখতে চায় যে তার কোনো কাজেই লাগবে না।

গোকুল তাতেই ত সন্দেহ হয়।

নন্দিনী	রাজার ত অনেক খাঁচার পাখী আছে তাদের কোনো দরকার নেই— বোধকরি আমিও তেমনি একজন।
গোকুল	এখানে তুমি বিশুকে জাদু করেছ, ফাগুকে জাদু করেচ— ভারি গোল বাধিয়েছ। রাজা বোধকরি তোমার ফাঁসে আমাদের জড়িয়ে একটা কিছু নতুন ফেসাদ করতে চায়। কিন্তু বলে রাখচি আমি তোমাকে চিনেচি। (প্রস্থান)
নন্দিনী	ভীতু অন্যকে যখন ভয় দেখাতে চায় ভারি অদ্ভুত দেখতে হয়। এ সহরে এরা ছায়া দেখে দেখে চমকে ওঠে! রঞ্জন এলে এদের ভরসা দিতে পারবে।
গোকুল	(ফিরিয়া আসিয়া) বল ত, ফুল দিয়ে আজই তুমি এত বিশেষ করে সেজেচ কেন?
নন্দিনী	আজ আমার মন খুসি আছে বলে।
গোকুল	অর্থাৎ আজ তোমার মনে কি একটা ফন্দী আছে। একটা বিপদ কিছু ঘটাবে। নির্ব্বোধরা ঠাউরে রেখেচে তুমি সুন্দরী, জানে না কি ভয়ঙ্করী তুমি! যাই ওদের সাবধান করি গে। (প্রস্থান)

গোকুল

আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী!

নন্দিনী

আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন?

গোকুল

দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলি গে, 'সাবধান! সাবধান! সাবধান!'

প্রস্থান

নন্দিনী

জালের দরজায় ঘা দিয়ে

শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে

নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী

আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার

পঙ্‌ক্তি ১৬১-১৭০ ২

['সুনন্দা' বর্জিত ক'রে] নন্দিনী (রাজার মহলের জানালার বাহিরে) শুন্‌তে পাচ্চ? আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চ?

নেপথ্যে

যখনি ডাকো, নন্দা, শুন্‌তে পাই। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই। একটুও সময় নেই।

নন্দিনী

তোমার ঘরের মধ্যে আজ কি একবার যেতে দেবে?

৩

নন্দিনী

(জানলায় ঘা দিয়ে)

শুন্‌তে পাচ্চ?

(নেপথ্যে)

যখনি ডাকো, নন্দা, শুন্‌তে পাই। কিন্তু বারে বারে ডেকো না। আমার সময় নেই, একটুও সময় নেই।

নন্দিনী

তোমার

৫

নন্দিনী

(জানালায় ঘা দিয়ে)

শুন্‌তে পাচ্চ ?

(নেপথ্যে)

যখনি ডাক, নন্দা, শুন্‌তে পাই। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও সময় নেই!

নন্দিনী

তোমার

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

(জালের জানলায় ঘা দিয়ে)

শুনতে পাচ্চ ?

নেপথ্যে

নন্দা, শুন্‌তে পাচ্চি কিন্তু বারে বারে ডেকো না। আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী

তোমার

৯

পূর্বানুগ।

১০

নন্দিনী '(জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুন্‌তে পাচ্ছ ?' থেকে 'একটুও না' পর্যন্ত অংশ যথাযথ। তারপরে, নন্দিনীর সংলাপটি রয়েছে এইভাবে : "তোমার ঘরের মধ্যে আমাকে যেতে দাও, আজ খুসিতে আমার মন ভরে' আছে।"

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি কোনাকুনিভাবে কেটে দিয়েছেন। পরে, 'প্রবাসী'তে মুদ্রণকালে এই বর্জিত অংশ পুনরায় গ্রহণ করেছেন। প্রচলিত পাঠ 'প্রবাসী'র অনুরূপ।

ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী

কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে প/পাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে

নিজে পরো।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে

আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝর্না ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে

আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী

দূর থেকে ঐ গান শুনতে পাচ্ছ?

পঙ্‌ক্তি ১৭১-১৮০ ২

নেপথ্যে

আজ ঘরের মধ্যে দেখা হবে না। কি চাও তুমি বল।

নন্দিনী

আমি কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে এনেচি।

নেপথ্যে

তুমি আপনি পর।

নন্দিনী

আমাকে মানাবে না, আমি পরেচি রক্তকরবী।

নেপথ্যে

আমাকেও মানায় না। আমি হিমালয়ের চূড়ার মত, বরফে ঢাকা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকে যেমন ঝরনা, তোমার গলায় কুঁদফুলের মালা তেমনি। তোমার ঘরের দরজা খুলে দিতে বল,— ভিতরে যাব।

নেপথ্যে

না, আস্‌তে দেব না। তোমার কি বল্‌বার আছে শীঘ্র বলে নাও। সময় নেই, সময় নেই।

নন্দিনী

দূরে বাইরে থেকে গান শুনতে পাচ্ছ না?

ও

ঘরের মধ্যে একবার যেতে দেবে?

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে দেখা হবে না। যা বল্‌তে হয় বাইরে থেকে বল।

নন্দিনী

কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে এনেচি।

নেপথ্যে

তুমি নিজে পর।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না। আমি পরেচি রক্তকরবী।

নেপথ্যে

আমাকেও মানায় না। আমি হিমালয়ের চূড়ার মত, বরফে ঢাকা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝরণা ঝরে, আর তোমার গলাতেও কুঁদফুলের মালা দুল্‌বে। ঘরের দরজা খুলে দিতে বল। ভিতরে যাব।

নেপথ্যে

না আস্‌তে দেব না। কি বলবে শীঘ্র বলে নাও! সময় নেই, সময় নেই!

নন্দিনী

দূর থেকে ঐ গান শুনতে পাচ্ছ?

৫

ঘরের মধ্যে একবার যেতে দেবে?

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে দেখা হবে না। যা বল্‌তে হয় বাইরে থেকে বল।

নন্দিনী

কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে এনেচি।

নেপথ্যে

নিজে পর।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না। আমি পরেচি রক্তকরবী।

নেপথ্যে

আমাকেও মানায় না। আমি যে হিমালয়ের চূড়ার মত বরফে ঢাকা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝরণা ঝরে, তোমার গলাতেও কুঁদ ফুলের মালা দুল্‌বে। ঘরের দরজা খুলে দিতে বল, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে

না, আস্‌তে দেব না, কি বলবে, শীঘ্র বলে নাও। সময় নেই, সময় নেই।

নন্দিনী

দূর থেকে ঐ গান শুন্‌তে পাচ্চ ?

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

ঘরের মধ্যে একবার যেতে দেবে ?

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না। যা বল্‌তে হয় বাইরে থেকে বল।

নন্দিনী

কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে প/পাতায় ঢেকে এনেচি।

নেপথ্যে

নিজে পর।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না। আমার মালা রক্তকরবী।

নেপথ্যে

আমি পর্ব্বতের চূড়ার মত, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝরণা ঝরে, তোমার গলাতেও কুঁদ ফুলের মালা দুল্‌বে। জাল খুলে দিতে বল, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে

আস্‌তে দেব না, কি বল্‌বে শীঘ্র বল, সময় নেই।

নন্দিনী

দূর থেকে ঐ গান শুন্‌তে পাচ্চ ?

৯

পূর্বানুগ।

(i) ঘরের মধ্যে একবার যেতে দেবে ? > ঘরের মধ্যে আমাকে যেতে দাও, আজ খুসিতে আমার মন ভ'রে আছে।

(ii) নিজে পর। > নিজে পর'।

(iii) আমাকে মানায় না। আমার > আমাকে মানায় না, আমার

(iv) কুঁদ ফুলের মালা > মালা

(v) দিতে বল, > দাও,

১০

পূর্বানুগ।

(i) জাল খুলে দিতে বল, > জাল খুলে দাও,

নেপথ্যে

কিসের গান ?

নন্দিনী

পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—
আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে ?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে

পঙ্‌ক্তি ১৮১-১৯০ ২

নেপথ্যে

কিসের গান ?

নন্দিনী

পৌষের গান। ক্ষেতে ফসল পেকেচে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে আয়রে চলে'
আয় আয় আয়!
ডালা যে তার ভরেচে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়!

সেও আমার নিশ্চয় এতক্ষণে ধান কাট্‌তে বেরিয়েছে— তার হাতে যে সোনার তাগা আছে আজ রোদ্দুরে তারি আভা। তোমার দরজাটা একটু ফাঁক করে দাও না, শুন্‌তে পাবে :

হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে

৩

নেপথ্যে

কিসের গান ?

নন্দিনী

পৌষের গান। ক্ষেতে ফসল পেকেচে, এবার কাট্‌তে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে, আয়রে চলে
আয় আয় আয়!

ডালা যে তার ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।

দরজাটা একটু ফাঁক করে দাও না শুন্‌তে পাবে!

হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে

৫

নেপথ্যে

কিসের গান?

নন্দিনী

পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাট্‌তে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে আয়রে চলে,
আয়, আয়, আয়!
ডালা যে তার ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

নেপথ্যে

কিসের গান?

নন্দিনী

পৌষের গান। ফসল পেকেচে, কাটতে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে আয়রে চলে'
আয়, আয়, আয়।
ডালা যে তার ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি হায়, হায়, হায়।

দেখ্‌চ না, পৌষের রোদ্দুর আজ পাকা ধানের রাগিণী আকাশে মেলে দিচ্চে।

হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে

৯

পূর্বানুগ।

(i) পৌষের রোদ্দুর আজ পাকা ধানের > পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য

১০

অপরিবর্তিত।

দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো? খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে

আমি মাঠে যাব? কোন্‌ কাজে লাগব?

নন্দিনী

মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝর্নার মতো নাচতে পারে? যাও যাও, আর কথা কোয়ো না,

---

পঙ্‌ক্তি ১৯১-২০০ ২

দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে
মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়।

কে ধান কাট্‌তে বেরিয়েচে বল্‌চ? তোমার রঞ্জন না কি?

নন্দিনী

হাঁগো, সেই আমার রঞ্জন। তুমিও আজ বেরিয়ে এসো— তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই:

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হল,
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোল দুয়ার খোল।

নেপথ্যে

আমি! মাঠে যাব! মাঠে আমি কোন কাজে লাগ্‌ব?

নন্দিনী

কেন, সেখানে খুব সহজ কাজ! তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে

সহজ কাজই যার পক্ষে সব চেয়ে শক্ত আমি যে সেই মানুষ। প্রকাণ্ড সরোবর একরত্তি ঝরণাটির মত নেচে বইতে পারে না। যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না,

---

৩

দিগ্বধূরা ধানের ক্ষেতে
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে
মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়!

তুমিও বেরিয়ে এস— তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই!

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হল,
ঘরেতে আজ কে রবে গো খোল দুয়ার খোলো!

নেপথ্যে

আমি! মাঠে যাব! কোন্ কাজে লাগব?

নন্দিনী

কেন? মাঠের কাজ তোমার এই যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে সহজ।

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই যার পক্ষে শক্তর চেয়ে শক্ত, আমি সেই মানুষ। প্রকাণ্ড সরোবর কি ঝরণার মত নাচ্‌তে পারে? যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না,

৫

তুমিও বেরিয়ে এস, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই!

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হল,
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোল দুয়ার খোল।

নেপথ্যে

আমি! মাঠে যাব! কোন্ কাজে লাগ্‌ব?

নন্দিনী

কেন? মাঠের কাজ তোমার এই যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে সহজ।

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই যার পক্ষে শক্তর চেয়ে শক্ত আমি সেই মানুষ। প্রকাণ্ড সরোবর কি ঝরণার মত নাচতে পারে? যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না।

৬

পূর্বানুগ।

(i) সহজ কাজটাই যার পক্ষে শক্তর চেয়ে শক্ত আমি সেই মানুষ। >
সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত।

৭

পূর্বানুগ।

৮

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে
মরি, হায় হায়, হায়!

তুমিও বেরিয়ে এস, রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হ'ল
ঘরেতে আজ কে র'বে গো খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে

আমি! মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগ্‌ব?

নন্দিনী

মাঠের কাজ তোমার এই যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার নূপুর-পরা ঝরণার মত নাচ্‌তে পারে? যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না,

৯

পূর্বানুগ।

(i) আমি! মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগ্‌ব? > আমি মাঠে যাব কোন কাজে লাগব?

(ii) তোমার এই যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে > তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে

১০

পূর্বানুগ।

(i) আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব? > আমি মাঠে যাব কোন কাজে লাগব?

সময় নেই।

নন্দিনী

অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত! আচ্ছা, রাজা, বলো তো— পৃথিবীর এই মরা ধন দিন রাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে

কেন, ভয় কিসের?

নন্দিনী

পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়।

পঙ্‌ক্তি ২০১-২১০ ২

আমার সময় নেই।

নন্দিনী

সব জোয়ানদের সঙ্গে মিলে ধান কাটতে এস। আমি আলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি!

নেপথ্যে

['খঞ্জনী' বর্জিত করে] নন্দিনী, একথা তুমি ছাড়া আর কেউ মুখে আন্‌তে পারত না। সবার সঙ্গে মিলে আমি ধান কাট্‌ব?

নন্দিনী

সব রকম কাজেই তোমার চেহারা মনে আন্‌তে পারি। আমার ত বাধে না। আমি জানি যে, তোমার বজ্র কঠিন হাত নিয়ে যদি ধান কাট্‌তে আস তোমার মত কেউ পারবে না!

নেপথ্যে

বল কি! তোমার রঞ্জনও পারবে না!

নন্দিনী

না, না, অদ্ভুত তোমার শক্তি। আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি, তোমার কাস্তের তালে তালে কাটা ধান কেমন অবলীলায় লুটিয়ে লুটিয়ে পড়চে, যেন নাচের মত।

৩

আমার সময় নেই।

নন্দিনী

আমার একটি কথা রাখ, সব জোয়ানদের সঙ্গে মিলে ধান কাট্‌তে এস, একবার আলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি।

নেপথ্যে

নন্দিন্‌, একথা তুমি ছাড়া কেউ মুখে আনতে পারত না। আমি ধান কাট্‌ব সবার সঙ্গে মিলে?

নন্দিনী

সব কাজেই তোমার চেহারা মনে আনতে পারি। আমার ত বাধে না।

৫

আমার সময় নেই।

নন্দিনী

আমার একটি কথা রাখ! সব জোয়ানদের সঙ্গে মিলে ধান কাট্‌তে এস, একবার আলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি।

নেপথ্যে

নন্দিন্‌, একথা তুমি ছাড়া কেউ মুখে আনতে পারত না। আমি ধান কাট্‌ব সবার সঙ্গে মিলে?

নন্দিনী

সব কাজেই তোমার চেহারা আমি মনে আন্‌তে পারি। আমার ত বাধে না। তোমার বজ্রকঠিন হাতে যদি ধান কাট্‌তে আস কেউ তোমার মত পারবে না।

নেপথ্যে

বল কি? তোমার ভালোবাসার রঞ্জনও না?

নন্দিনী

না, না! অদ্ভুত তোমার শক্তি? বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি তোমার কাস্তের তালে তালে কাটা ধান লুটিয়ে পড়চে, নাচের মত। তুমি এই যক্ষপুরীর রাজা, তোমার শক্তি যে কত সুন্দর হতে পারে তা কেউ দেখ্‌তেই পায় না। একদিন দেখেছিলুম বড় বড় সোনার তাল অনায়াসে তুলে সাজাচ্ছিলে; কিন্তু সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয় যেমন সাড়া দিতে পারে পাকা ধানের ক্ষেত?

৬

পূর্বানুগ। এই পাঠে নন্দিনীর সংলাপের 'সব কাজেই···বাধে না' অংশটুকু বর্জিত হয়েছে। একইভাবে নন্দিনীর পরবর্তী সংলাপের 'বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি··· দেখ্‌তেই পায় না।' অংশটুকুও বর্জিত।

(i) তুলে > তুলে তুলে

(ii) পাকা ধানের > ধানের

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ। নীচের পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য!

(i) না, না! অদ্ভুত তোমার…ধানের ক্ষেত ? > না, না, অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন খেয়ালক্রমে আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুক্‌তে দিয়েছিলে, সেদিন দেখেছিলুম বড় বড় সোনার তাল কেমন অনায়াসে তুলে তুলে সাজাচ্চ। কিন্তু সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয় যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত ?

৯

সময় নেই।

নন্দিনী

অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুক্‌তে দিয়েছিলে তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য্য হইনি কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয় যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত ?

১০

'সময় নেই' থেকে 'ধানের ক্ষেত ?' পর্যন্ত অংশ অপরিবর্তিত রূপে এই খসড়ায় রক্ষিত হয়েছে। এর পরের অংশ বর্তমান খসড়ায় সংযোজিত হতে দেখি :

আচ্ছা, রাজা, বল ত, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না ?

নেপথ্যে কেন ভয় কিসের ?

নন্দিনী পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুসি হয়ে দেয়।

কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না ?— এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে।

নেপথ্যে

অভিসম্পাত ?

নন্দিনী

হাঁ, খুনোখুনি-কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে

শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে, আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী ?

নন্দিনী

ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

পঙ্‌ক্তি ২১১-২২০ ২

নেপথ্যে

আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, ['খঞ্জনী' বর্জন করে] নন্দিন্ ?

নন্দিনী

ভারি খুসি লাগে। তোমার এই শক্তি যদি আজ পৌষের রোদ্দুরে ক্ষেতে চাষীদের মাঝখানে এসে প্রকাশ পায় তাহলে সমস্ত পৃথিবী খুসি হয়ে ওঠে, তাই তোমাকে ডাক্‌তে এসেচি।

৩

তোমার বজ্রকঠিন হাতে যদি ধান কাট্‌তে আস কেউ তোমার মত পারবে না।

নেপথ্যে

বল কি ? তোমার ভালোবাসার রঞ্জনও পারবে না ?

নন্দিনী

না, না, অদ্ভুত তোমার শক্তি। বেশ দেখতে পাচ্চি তোমার কাস্তের তালে তালে কাটা ধান লুটিয়ে লুটিয়ে পড়চে, নাচের মত। তুমি এই যক্ষপুরীর রাজা, তোমার শক্তি যে কত সুন্দর হতে পারে তা কেউ দেখ্‌তেই পায় না। একদিন দেখেছিলুম বড় বড় সোনার তাল অনায়াসে তুলে তুলে তুমি সাজাচ্ছিলে ; কিন্তু সোনার পিণ্ড কি তোমার হাতের আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে পাকা ধানের ক্ষেত ?

নেপথ্যে

আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, নন্দিন্ ?

নন্দিনী

ভারি খুসি লাগে। জালের জান্‌লার পিছনে পিঁজ্‌রের অন্ধকারে অদৃশ্য রেখে ওকে অমন ভয়ঙ্কর করে তুলেচ কেন? আলোতে বেরিয়ে এস, মাটির উপরে পা দেও, পৃথিবী খুসি হয়ে উঠুক্।

৫

নেপথ্যে

আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, নন্দিন্?

নন্দিনী

ভারি খুসি লাগে। জালের জালনার পিছনে আড়াল করে ওকে অমন ভয়ঙ্কর বানিয়ে তুলেচ কেন? আলোতে বেরিয়ে এস, মাটির উপরে পা দেও, পৃথিবী খুসি হয়ে উঠুক্।

৬

নেপথ্যে

আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, নন্দিন?

নন্দিনী

ভারি খুসি লাগে। তাই ত বলচি আলোতে বেরিয়ে এস, মাটির উপরে পা দেও, পৃথিবী খুসি হয়ে উঠুক্।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) দেও > দাও

৯

অপরিবর্তিত।

(i) দাও > দেও

১০

কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে এস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাৎ নিয়ে এস। দেখ্‌চ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে কিম্বা সন্দেহ করচে কিম্বা ভয় পাচ্চে?

নেপথ্যে

অভিসম্পাৎ?

নন্দিনী

হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাৎ।

নেপথ্যে

শাপের কথা জানিনে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, নন্দিন?

নন্দিনী

ভারি খুসি লাগে। তাইত বল্‌চি আলোতে বেরিয়ে এস, মাটির উপর পা দেও, পৃথিবী খুসি হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে

নন্দিনী, তুমি কি জান?— বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী

ও কী বলছ তুমি!

পঙ্‌ক্তি ২২১-২৩০ ২

আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুসি ধরে না গো, ঐ যে উথলে—
মরি, হায় হায় হায়!

ও কি ও! তুমি অমন হেসে উঠলে যে!

৩

আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসি ধরে না গো ঐ যে উথলে
মরি হায় হায় হায়!

ও কি ও! অমন হেসে উঠলে কেন?

নেপথ্যে

নন্দিনী, তুমি আমাকে কি মনে কর, বল ত?

নন্দিনী

সে আরেকদিন বল্‌ব, আজ ত তোমার সময় নেই, আজ যাই!

৫

আলোর খুসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসি ধরে না গো, ঐ যে উথলে—
মরি হায় হায় হায়!

নেপথ্যে

নন্দিন্, তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকেও একটা মায়ার আবরণে আধঢাকা করে রেখেচেন ?

নন্দিনী

না, জানিনে।

নেপথ্যে

তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে এনে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর খুব পষ্ট করে পেতে চাচ্চি। কিছুতেই নাগাল পাচ্চিনে।

নন্দিনী

ও কি বলচ তুমি ?

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) আধঢাকা > আধ-ঢাকা

(ii) ভিতর > মধ্যে

(iii) চাচ্চি। > চাচ্চি—

৯

আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে
ধরার খুসি ধরে না গো, ঐ যে উথলে
মরি, হায়, হায়, হায় !

নেপথ্যে

নন্দিন তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে' রেখেচেন ? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্চি, কিছুতেই ধরতে পারচিনে। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই। না পারি ত ভেঙে চুরে ফেল্‌তে চাই।

নন্দিনী

ও কি বল্‌চ তুমি !

১০

'আলোর হাসি' স্থলে 'আলোর খুসি'। ছত্রগুলি নিম্নরেখাঙ্কিত। পরের অংশে সামান্য পরিবর্তন।

(i) নন্দিন তুমি কি > নন্দিন, তুমি কি

নেপথ্যে

তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারি নে কেন? সামান্য পাপড়ি-ক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল ব'লেই কঠিন।...

আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী

সে আর-একদিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না না, যেয়ো না, বলে যাও। আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী

কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—

পঙ্‌ক্তি ২৩১-২৪০ ২

নেপথ্যে

['খঞ্জনী' বর্জন করে] নন্দিনী, তুমি আমাকে কি মনে কর বল দেখি?

নন্দিনী

সে কথা আর একদিন এসে তোমার কাছে বলব। আজ যে তোমার সময় নেই। আজ তবে যাই।

নেপথ্যে

না, না, যেয়ো না, বলে যাও তুমি আমাকে কি মনে কর।

নন্দিনী

আমি মনে করি আশ্চর্য্য। তোমার প্রকাণ্ড হাতে কি প্রচণ্ড একটা জোর ফুলে ফুলে উঠেচে, ঝড় আসবার আগেকার মেঘের মত।

৩

নেপথ্যে

না, না, যেয়ো না, বলে যাও আমাকে কি মনে কর।

নন্দিনী

কতবার তোমাকে বলেচি, মনে করি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড হাতে কি প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেচে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মত।

৫

নেপথ্যে

ঐ আবরণেই তোমার শক্তি। তোমার ঐ দুখানি কালো চোখের ছায়ায় ছায়ায় লুকোচুরি করে' বেড়াচ্চে যে, তা'কে ধরব কেমন করে? আচ্ছা, নন্দিনী, তুমি আমাকে কি মনে কর বল ত!

নন্দিনী

সে আরেকদিন বলব। আজ ত তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না, না, যেয়ো না! বলে যাও, আমাকে কি মনে কর।

নন্দিনী

কতবার তোমাকে বলেচি, মনে করি আশ্চর্য্য! প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেচে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মত—

৬

পূর্ব্ববর্তী পাঠের অনুরূপ।

৭

'আলোর খুসি উঠল জেগে... ও কি বলচ তুমি?' পর্যন্ত পাঠ পূর্ব্ববর্তী পাঠের অনুরূপ। তার পরের পাঠ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে :

নেপথ্যে

তোমার ঐ রক্তকরবীর রক্তিমা ছিনিয়ে নিয়ে বুকের ভিতরটাকে রাঙিয়ে নিতে ইচ্ছে করে পাপড়ি ক'টির আবরণে তার বাধা দেয়। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— অতি কোমল বলেই অতি কঠিন। আচ্ছা, নন্দিনী, তুমি আমাকে কি মনে কর বলত!

নন্দিনী

সে আরেক দিন বলব। আজ ত তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না, না, যেয়ো না! বলে যাও, আমাকে কি মনে কর!

নন্দিনী

কতবার তোমাকে বলেচি, মনে করি আশ্চর্য্য! প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেচে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মত,—

৮

পূর্ব্বানুগ।

(i) তোমার ঐ রক্তকরবীর রক্তিমা ছিনিয়ে নিয়ে বুকের ভিতরটাকে রাঙিয়ে নিতে ইচ্ছে করে পাপড়ি ক'টির আবরণে তার বাধা দেয়।
> তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছিনিয়ে নিতে পারি নে কেন? সামান্য পাপড়ি ক'টির পাহারায় তার বাধা দেয়। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে, কোমল বলেই কঠিন। আচ্ছা, নন্দিনী, তুমি আমাকে কি মনে কর, বল ত।

৯

নেপথ্যে

তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চক্ষের পাতায় চিরদিনের মত অঞ্জন করে পরতে পারিনে কেন? সামান্য পাপড়ি ক'টির পাহারায় তার বাধা দেয়। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে ; কোমল বলেই কঠিন ! আচ্ছা নন্দিনী, তুমি আমাকে কি মনে কর, খুলে বল ত।

নন্দিনী

সে আর একদিন বল্‌ব। আজ ত তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না, না, যেয়োনা, বলে যাও, আমাকে কি মনে কর।

নন্দিনী

কতবার বলেচি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেচে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মত—

১০

পূর্বানুগ।

(i) আমার চক্ষের পাতায় চিরদিনের মত অঞ্জন করে পরতে পারিনে কেন? > আমার চোখের পাতায় অঞ্জন করে পরতে পারিনে কেন?

(ii) সামান্য পাপড়ি ক'টির পাহারায় তার বাধা দেয়। > সামান্য পাপড়ি ক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েচে।

দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে

আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে

বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতোই ?

পঙ্‌ক্তি ২৪১-২৫০ ২

দেখে আমার মন নাচে!

নেপথ্যে

আর রঞ্জনকে দেখে' তোমার মন যে নাচে সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা আজ থাক্। তোমার ত সময় নেই।

নেপথ্যে

না, না, সময় আছে, তুমি বল!

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, সে তুমি বুঝতে পারবে না।

নেপথ্যে

পারব, পারব, বল তুমি। আমি বুঝতে চাই।

নন্দিনী

সে যেন পালের সঙ্গে হালের তাল-মেলানো নাচ। মনে করনা রঞ্জন সেই পাল, আর হাল আমি ; তার উপরে হাওয়ার টান যখন যেমন লাগে আমার অন্তরের টানে তারি জবাব চলে।

নেপথ্যে

কিন্তু তুমি যে বল্‌লে আমার শক্তিতে তোমার মনকে নাচায়, সে কিরকম ?

নন্দিনী

কি জানি। সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারিনে। আমি যাই।

নেপথ্যে

না, যেয়ো না। বল, আমাকে তুমি যেটুকু জান সে তোমার ভালো লাগে কিনা!

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মত ঐরকম ভালো লাগে ?

৩

দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

আর রঞ্জনকে দেখে' তোমার মন যে নাচে সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক্। তোমার ত সময় নেই।

নেপথ্যে

না, না, সময় আছে, শুধু এই কথাটি বলে যাও!

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবেই না।

নেপথ্যে

বুঝব, আমি বুঝতে চাই!

নন্দিনী

সে যেন পালের সঙ্গে হালের তাল-মেলানো নাচ। মনে কর না আমার রঞ্জন যেন সেই পাল, আর হাল যেন আমি। তার উপরে হাওয়ার ঝোঁক যেমনটি পড়ে আমার হালে তার জবাবটি তেমনি চম্‌কিয়ে চম্‌কিয়ে ওঠে।

নেপথ্যে

তুমি যে বল্‌লে আমার শক্তিতে তোমার মনকে নাচায়, সে কি রকম ?

নন্দিনী

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারিনে। আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না। বল আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা ?

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতই ?

৫

দেখে' আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

আর রঞ্জনকে দেখে' তোমার মন যে নাচে সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক্, তোমার ত সময় নেই।

নেপথ্যে

না, না, সময় আছে। শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে

বুঝব! আমি বুঝতে চাই।

নন্দিনী

রঞ্জন যেন একটি হাল্কা নৌকোর আকাশে ওড়া পাল— আর আমি যেন তার হাল, গভীর জলে-ডোবা। তার পালের উপরে হাওয়ার ছন্দটি খেলে আমার হালের মধ্যে তার জবাবটি চম্‌কিয়ে ওঠে। তার উদ্যমের সঙ্গে আমার সংযমের এই তাল-মেলানো নাচ।

নেপথ্যে

তুমি যে বল্‌লে, আমার শক্তিতে তোমার মনকে নাচায় সে কি রকম?

নন্দিনী

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারিনে। আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না। বল আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা!

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতই?

৬

মূলত পূর্বানুগ। কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বর্তমান পাঠে, পরিবর্তনগুলি উদ্‌ধৃত হল :

(i) রঞ্জন যেন একটি > রঞ্জন একটি
(iii) আকাশে ওড়া > আকাশে-ওড়া
(ii) আমি যেন তার > আমি তার
(iv) তার উদ্যমের সঙ্গে...তাল-মেলানো নাচ। > সে ঠেলে নিয়ে যায় আমি বেঁধে রেখে দিই, এই দুইয়ের মিলনে আমাদের জীবনের নাচ।
(v) আমার শক্তিতে > আমার শক্তিতেও

৭

পূর্বানুগ।

(i) তার পালের উপরে > পালের উপরে
(ii) আমার হালের মধ্যে > হালের মধ্যে

৮

পূর্বানুগ।

(i) রঞ্জন একটি হালকা··· তাল-মেলানো নাচ। > রঞ্জন একটি হাল্‌কা নৌকোর আকাশে-ওড়া পাল, তার উপর হাওয়ার খেয়াল খেলে, আর আমি গভীর জলের হাল, আমার মধ্যে তার জবাবটি ডাইনে বাঁয়ে চম্‌কিয়ে ওঠে। সে ঠেলে নিয়ে যায়, আমি বেঁধে রেখে দিই, এই দুইয়ের মিলনে আমাদের জীবনের নাচ।

(ii) বল > বল',

৯

পূর্বানুগ।

(i) না, না, সময় আছে। > আছে সময়,

(ii) আমি বুঝতে চাই। > বুঝতে চাই।

(iii) 'রঞ্জন একটি হালকা··· জীবনের নাচ'। শীর্ষক সংলাপটির পরিবর্তিত রূপ এই খসড়ায় দাঁড়িয়েছে এইভাবে :

"রঞ্জন যেন হাল্‌কা নৌকোর আকাশে-ওড়া পাল, তার বুকে হাওয়ার খেয়াল খেলে ; আর আমি গভীর জলের হাল, আমার হেলা দোলায় সেই হাওয়ার জবাব ডাইনে বাঁয়ে চম্‌কিয়ে ওঠে। সে ঠেলে নিয়ে যায়, আমি বেঁধে রেখে দিই, এই দুইয়ের মিলনে আমাদের আনন্দের নাচ।"

(iv) সব কথা > সে কথা

১০

দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

আর রঞ্জনকে দেখে' তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক্‌। তোমার ত সময় নেই।

নেপথ্যে

আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে' যাও!

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে

বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারিনে, আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না, বল' আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না?

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতই?

নন্দিনী

ঘুরে-ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি, রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী

জাদু বলছ কাকে?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বলব? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী

তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল

পঙ্‌ক্তি ২৫১-২৬০ ২

নন্দিনী

আবার ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা। আর সব তুমি বোঝ কিন্তু এসব কথা কিছুই বোঝ না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি? আমার মধ্যে কেবল জোর আছে, জাদু নেই, রঞ্জনের মধ্যে জাদু আছে।

নন্দিনী

তুমি যে বল্‌লে তোমার সময় নেই, আমি তাহলে এখন যাই।

নেপথ্যে

জোরের কাজ করতে সময় লাগে, ['খঞ্জন' বর্জন করে] নন্দিনী জাদু করতে সময় লাগে না।

নন্দিনী

তুমি কাকে বল্‌চ জাদু?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বল্‌ব? পৃথিবীর নীচের তলায় রাশ রাশ পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানেই রয়েচে জোর,—উপরের তলায় একটুখানি মাটিতে ঘাস উঠেচে, ফুল ফুটেচে, ঐখানেই রয়েচে জাদু। আমি দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ঐ সবুজ জাদুটুকু কেড়ে আন্‌তে পারি নে। কে আমাদের কেবল কতকগুলো বস্তুর খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেচে, নিজের

কাছে রেখেচে রাজকোষের চাবি। আমরা কি অনন্তকাল এইরকম শিশু হয়েই থাকব ?

নন্দিনী

তোমার সুরে বোধ হচ্চে তুমি যেন রেগে উঠচ, আমি যাই তবে।

৩

নন্দিনী

আবার ঘুরে ফিরে একই কথা! এসব কথা তুমি কিছুই বোঝ না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে রঞ্জনের মধ্যে জাদু আছে।

নন্দিনী

জাদু বলচ কাকে ?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নীচের তলাতে পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানেই রয়েচে জোর ; উপরের তলায় অল্প একটুখানি মাটিতে ঘাস্ উঠ্চে, ফুল ফুট্চে, ঐখানেই রয়েচে জাদু। দুর্গমের থেকে আমি হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ঐ সবুজ জাদুটুকু কেড়ে আন্তে পারিনে। কে আমাদের কেবল কতকগুলো মোটা বস্তুর খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেচে, নিজের হাতে রেখেচে আসল সম্পদের চাবি ? আমরা কি অনন্তকাল এইরকম শিশুই থাকব ?

নন্দিনী

অমন রেগে উঠ্চ কেন ? আমি যাই।

৫

নন্দিনী

আবার ঘুরে ফিরে একই কথা ? এসব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী

জাদু বলচ কা'কে ?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েচে জোর, উপরের তলায় অল্প একটুখানি মাটিতে ঘাস উঠ্চে, ফুল ফুট্চে, ঐখানেই রয়েচে জাদু। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ঐ সবুজ জাদুটুকু কেড়ে আন্তে পারিনে। কে আমাদের কেবল কতকগুলো বস্তুর খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেচে, নিজের হাতে রেখেচে আসল সম্পদের চাবি ? আমরা কি অনন্তকাল এইরকম শিশুই থাকব ?

নন্দিনী

অমন রেগে উঠ্চ কেন ? আমি যাই।

৬

পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ। সামান্য পরিবর্তন এইরকম :

(i) সেইখানে রয়েচে জোর, > সেইখানে রয়েচে জোর ;

(ii) ফুল ফুট্‌চে, > ফুল ফুট্‌চে ;

৭

পূর্বানুগ। 'নেপথ্যে'-র সংলাপের 'কে আমাদের··· শিশুই থাকব ?' অংশ বর্জিত হয়েছে বর্তমান পাঠে। একইভাবে আর-একটি পরিবর্তন :

(i) অমন রেগে উঠ্‌চ কেন ? আমি যাই। > আজ তবে যাই।

৮

অনেকাংশে যথাযথ। নীচের পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) আছে > আছে,

(ii) সেইখানে রয়েচে জোর, > সেইখানে রয়েচে জোরের মূর্ত্তি।

(iii) ঐ খানেই রয়েচে জাদু > সেইখানে রয়েচে জাদুর খেলা।

(iv) ঐ সবুজ জাদুটুকু > ঐ প্রাণের জাদুটুকু

(v) আজ তবে যাই। > তোমার এত আছে তবু কেবলি অমন লোভীর মত কথা বল কেন ?

৯

নন্দিনী

ঘুরে ফিরে একই কথা ; এসব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী

জাদু বল্‌চ কাকে ?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বল্‌ব ? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা। সেইখানে রয়েচে জোরের মূর্ত্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠ্‌চে, ফুল ফুট্‌চে, সেইখানে রয়েচে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারিনে।

নন্দিনী

তোমার এত আছে তবু কেবলি অমন লোভীর মত কথা বল

১০

অপরিবর্তিত।

কেন ?

নেপথ্যে

আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই। রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী

তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছট্‌ফট্‌ করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে

বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো

পঙ্‌ক্তি ২৬১-২৭০ ২

নেপথ্যে

না, যেয়ো না, আমার কথাগুলো বলে নিই। সোনাকে বাড়িয়ে তুলে ত পরশমণি হয় না! শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছাল না। তাই পাহারা দিয়ে তোমাকে বাঁধি, রঞ্জনের মত যৌবন থাক্‌লে মুক্ত রেখে তোমাকে বাঁধতে পারতুম। বেঁধে রাখবার এম্‌নি করে' আয়োজনেই সময় গেল কিন্তু হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। তুমি বোধহয় ভাল করে জানই না, আমি কত মস্ত, আমার কত শক্তি, কত সঞ্চয়। তুমি ঐ এতটুকু মানুষ, তোমার কাছে আজ স্বীকার করচি, আমি ক্লান্ত। —একদিন দূরদেশে আমারি মত একটি ক্লান্ত পাহাড়কে আমি দেখেছিলুম— বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি যে তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন নিশীথ রাতে একটা ভীষণ শব্দ শুনতে পেলুম— যেন একটা দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল। পরদিন সকালে দেখি সেই পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে কোথায় বসে গেচে। বাইরে থেকে কেউ কি জানে নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত আমার মধ্যে সমস্তই কেবল ভার ; —বিধাতার বাঁশিতে যে নাচের মন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডের ভার হালকা করে দিয়ে তাকে আকাশে আকাশে নাচিয়ে তোলে নন্দিন্‌ তোমাকে দেখে আমি সেই নাচের ছন্দের আভাস পাই। কিন্তু আমার তুলনায় তুমি কে, তুমি কতটুকু। অথচ তোমাকেও আজ ঈর্ষা করতে হচ্চে বিধাতা আমাকে এমন বিদ্রূপ কেন করলে ? তার ভাণ্ডার থেকে যা লুটে নেবার তা ত লুটে নিচ্চিই কিন্তু তার বদ্ধমুঠোর মধ্যে যে দান লুকোনো আছে, সেইটেই আসল জিনিষ, সে আমি কেন পাব না ? যে করে' হোক্‌

মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে— এই ভাণ্ডারের মালমশলায় আমার অরুচি হয়ে গেচে!

৩

নেপথ্যে

আমার সব কথা শুনে যাও। সোনাকে জমিয়ে তুলে ত পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা দিয়ে তোমাকে বাঁধি। রঞ্জনের মত যৌবন থাক্‌লে ছাড়া রেখে তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বেঁধে রাখবার আয়োজনেই সময় গেল কিন্তু হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। আমি যে কত মস্ত, কত প্রবল তুমি তা মনেই করতে পার না। কিন্তু আজ আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মত

৫

নেপথ্যে

আমার সব কথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বল্‌তে পারিনে। শুনে যাও আমার কথাটা। সোনাকে জমিয়ে তুলে ত পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা দিয়ে তোমাকে বাঁধি, রঞ্জনের মত যৌবন থাক্‌লে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বেঁধে রাখবার আয়োজনেই সময় গেল; হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। আমি যে কত মস্ত, কত প্রবল, তুমি তা মনেই করতে পার না। কিন্তু আজ আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মত

৬

পূর্বানুগ। পূর্ববর্তী পাঠের 'আমি যে কত মস্ত··· প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মত' অংশ বর্জিত হয়ে নীচের অংশ সংযোজিত হতে দেখি এই অংশের পরিবর্তে :

নন্দিনী

তুমি ত নিজেই নিজে বেঁধেছ তারপর কেন যে এমন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছ বুঝিনে।

নেপথ্যে

বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি

৭

পূর্বানুগ।

(i) তারপর কেন যে > তারপরে কেন যে

(ii) বুঝিনে। > বুঝতে পারিনে!

৮

নেপথ্যে

আমার যা আছে তা বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে ত পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই লোভের পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধি; রঞ্জনের মত যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বেঁধে রাখবার আয়োজনেই সময় গেল; হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী

তুমি ত নিজেকেই নিজে জালে বেঁধেচ তারপরে কিসের জন্যে এমন ছটফট্ করচ বুঝতে পারিনে।

নেপথ্যে

বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলচি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, অমি ক্লান্ত। ক্ষুধার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমি গ্রাস করে চলেচে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়চে, ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারচে না।

৯

কেন ?

নেপথ্যে

আমার যা আছে সব বোঝা হ'য়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে ত পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই, রঞ্জনের মত যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমায় বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গাঁঠ দিতে দিতেই সময় গেল। হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী

তুমি ত নিজেকেই জালে বেঁধেচ, তারপরে কেন এমন ছট্‌ফট্ করচ বুঝতে পারিনে।

নেপথ্যে

বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মত

১০

অপরিবর্তিত।

একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি— আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী

তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে

নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। এক দিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল।

পঙ্‌ক্তি ২৭১-২৮০ ৩

একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলচি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। ক্ষুধার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমি গ্রাস করে চলেচে, তাতে মরুর পরিসরই কেবল বাড়চে, ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারচে না।

নন্দিনী

তুমি যে এত ক্লান্ত, তোমাকে দেখে ত তা মনেই হয় না! আমি ত তোমার ঐ মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্চি।

নেপথ্যে

নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারি মত একটি ক্লান্ত পাহাড়কে দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি যে, তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেচে। একদিন গভীর রাতে একটা ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল।

৫

একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলচি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। ক্ষুধার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমি গ্রাস করে চলেচে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়চে, ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারচে না।

নন্দিনী

তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে ত তা মনেই হয় না। আমি ত তোমার মস্ত জোরটাই দেখ্‌তে পাচ্চি।

নেপথ্যে

নন্দিন্, একদিন দূরদেশে আমারি মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি যে, তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেচে। একদিন গভীর রাতে একটা ভীষণ শব্দ শুন্‌লুম যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল।

৬

পূর্বানুগ। সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন,

(i) একটি ছোট > তোমার মত একটি ছোট

(ii) কোন্ দৈত্যের > কোন দৈত্যের

৭

পূর্বানুগ।

(i) একটি ছোট ঘাসের > একটি ছোট্ট ঘাসের

৮

পূর্বানুগ।

৯

একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌চি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েচে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়চে, ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারচে না।

নন্দিনী

তুমি এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তা মনেই হয় না। আমি ত তোমার মস্ত জোরটাই দেখ্‌তে পাচ্চি।

নেপথ্যে

নন্দিন্, একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেচে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুন্‌লুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল।

১০

পূর্বানুগ।

(i) তুমি এত ক্লান্ত > তুমি যে এত ক্লান্ত

সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের আগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছিল্ম সে এর উল্‌টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কী দেখছ?

নেপথ্যে

বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী

বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ

পঙ্‌ক্তি ২৮১-২৯০ ৩

সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেচে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে নিজেকে যে কেমন করে ভিতরে ভিতরে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটি জিনিষ যা দেখ্‌চি সে— এর উল্টো!

নন্দিনী

আমার মধ্যে কি দেখেচ?

নেপথ্যে

বিধাতার বাঁশিতে যে নাচের ছন্দটি বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী

বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল ভার হাল্কা হয়ে গেচে। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকদের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্চে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এমন সহজ

৫

সকালে দেখি, পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেচে। শক্তির ভার নিজেকে নিজের অগোচরে কেমন করে' ভিতরে ভিতরে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটি জিনিষ যা দেখচি সে এর উল্টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কি দেখচ ?

নেপথ্যে

বিধাতার বাঁশিতে যে নাচের ছন্দটি বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী

বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল ভার হাল্কা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্চে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ

৬

পূর্বানুগ। পরিবর্তনটুকু :

(i) নটবালকের > নটবালকদের

৭

পূর্বানুগ।

(i) একটা জিনিষ যা দেখচি > একটা জিনিষ দেখচি

৮

পূর্বানুগ।

(i) দেখে > দেখে'

(ii) যা দেখচি > দেখ্‌চি

(iii) যে নাচের > নাচের যে

৯

সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেচে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটা জিনিষ দেখেচি, সে এর উল্টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কি দেখ্‌চ ?

নেপথ্যে

বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী

বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্‌কা হ'য়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্চে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এমন সহজ

১০

অপরিবর্তিত।

হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী

তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও-না কেন?

নেপথ্যে

নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী

তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে, আমি যাই।

পঙ্‌ক্তি ২৯১-৩০০ ২

নন্দিনী

এমন করে যখন তুমি কথা কও আমার ভয় করে। আমাকে তোমার দুর্গ থেকে যেতে দাও।

৩

হয়েচ, এমন সুন্দর! আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকেও আমি ঈর্ষা করি। বিধাতার ভাণ্ডারটা ত আমি লুট করচি কিন্তু তার হাতের মুঠিতে যে দান রয়েচে সেখানে তোমার একটি আঙুল যতটুকু পৌঁছয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না! যে করে হোক সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে, ভাণ্ডারের ভারী ভারী সামগ্রীতে আমার অরুচি হয়েচে।

নন্দিনী

এমন করে' যখন কথা কও ভয় করে! তোমার দুর্গ থেকে আমাকে যেতে দাও!

৫

হয়েচ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু; তবু তোমাকেও আমি ঈর্ষা করি। বিশ্বের বড় মালখানা ত আমি লুঠ করতে বসেচি, কিন্তু বিধাতার ডানহাতের মুঠির মধ্যে যে দান রয়েচে সেখানে তোমার চাঁপার কুঁড়ির মত একটি আঙুল যতটুকু পৌঁছয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। যে করে' হোক সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে, মোটা সামগ্রীতে আমার অরুচি হয়েচে।

নন্দিনী

এমন করে' যখন কথা কও ভয় করে। তোমার দুর্গ থেকে আমাকে যেতে দাও!

৬

নিম্নলিখিত পরিবর্তন ছাড়া বর্তমান খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। পরিবর্তনটি এইরকম :   (i) কতটুকু ; > কতটুকু,

(ii) 'বিশ্বের বড় মালখানা ... করতে বসেচি,' অংশটি বর্জিত হয়েছে, তার বদলে পেন্সিলে লেখা নীচের অংশটি প্রস্তাবিত সংযোজনের পরিচয় দিচ্ছে :

নন্দিনী

তুমি ইচ্ছে করলে বাইরে বেরিয়ে এসে সবি পেতে পার। তবে কেন যে তুমি আপনাকে ঢাকা দিয়ে রেখে বঞ্চিত করছ কে জানে

নেপথ্যে

এইখানে থেকে বিশ্বের বড় বড় সব মালখানা লুঠ কর্‌তে লেগেছি।

৭

হয়েচ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকেও আমি ঈর্ষা করি।

নন্দিনী

তুমি ইচ্ছে করলে বাইরে বেরিয়ে এসে সবই পেতে পারো, তবে কেন যে তুমি আপনাকে ঢাকা দিয়ে রেখে বঞ্চিত করচ কে জানে ?

নেপথ্যে

এইখানে থেকে বিশ্বের বড় বড় সব মালখানা লুঠ করতে লেগেচি। কিন্তু বিধাতার ডান হাতের মুঠির মধ্যে যে দান রয়েচে সেখানে তোমার চাঁপার কুঁড়ির মত একটি আঙুল যতটুকু পৌঁছয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। যে করে' হোক্ সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে, মোটা সামগ্রীতে আমার অরুচি হয়েচে।

নন্দিনী

এমন করে যখন কথা কও তখন ভয় করে। তোমার দুর্গ থেকে আমাকে যেতে দাও।

৮

হয়েচ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী

তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে' রেখে বঞ্চিত করেচ। সহজ হয়ে বেরিয়ে এস না।

নেপথ্যে

এইখানে গুপ্ত থেকে বিশ্বের বড় বড় মালখানার মোটা মোটা জিনিষ লুঠ করতে লেগেচি, কিন্তু বিধাতার ডান হাতের মুঠির মধ্যে যে দান ঢাকা রয়েচে সেখানে তোমার চাঁপার কলির মত আঙুলটি যতটুকু পৌঁছোয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে।

নন্দিনী

তুমি আমার রঞ্জনকে এখানে আন্‌তে দিচ্চ না কেন ?

নেপথ্যে

তাকে আন্‌তে বলে দিয়েচি কিন্তু ইচ্ছে ছিল না।

নন্দিনী

কেন ছিল না?

নেপথ্যে

আমি কারো কাছে হার সইতে পারিনে।

নন্দিনী

বুঝতে পারচি, এই জন্যেই সকলে তোমাকে উৎপাত বলে জানে। আমি তাই নিয়ে কত লোকের সঙ্গে কত ঝগড়া করেচি। কিন্তু—

নেপথ্যে

আমার হয়েও ঝগড়া করেচ? কেন?

নন্দিনী

সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলুম সেদিন ত ঐ জালের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখনি। তোমার চোখে সেদিন ভীষণ চষমাটা ছিল না, বর্ম্ম ছিল খোলা। সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখেছিলুম বলেই ত আজ ইচ্ছে করচে যে ঢেউ-খেলানো ক্ষেতের মাঝখানে তোমার প্রকাণ্ড শরীরটা, সবুজ সাগরের তলা থেকে শাদা পাহাড়ের মত, জেগে উঠুক। সবাই তোমাকে আপনাদের কাজে একবার কাছে দেখে নিক্। সেই প্রথম দিনের মত কবে তুমি আবার দেখা দেবে?

নেপথ্যে

যখন অনেক সময় পাব। তাড়াতাড়িতে আর আমি তোমাকে দেখা দেব না। পূরো সময় নিয়ে যদি কখনো আমায় দেখতে পাও তাহলে হয়ত আমাকেও ভালোবাস্‌তে পার।

নন্দিনী

আজ তবে যাই।

৯

হয়েচ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী

তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে' রেখে বঞ্চিত করেচ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন?

নেপথ্যে

নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড় বড় মালখানার মোটা মোটা জিনিষ চুরি করতে বসেচি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠোর মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মত আঙুলটি যতটুকু পৌঁছোয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে।

নন্দিনী

তোমার এসব কথা আমি ভালো বুঝতে পারিনে, আমি যাই।

১০

প্রায় অপরিবর্তিত।

(i) হাতের মুঠোর মধ্যে > হাতের মুঠির মধ্যে

নেপথ্যে

আচ্ছা, যেয়ো, কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী

না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই ব'লেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিনী ?

নন্দিনী

তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ ?

নেপথ্যে

আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই

পঙ্‌ক্তি ৩০১-৩১০ ২

নেপথ্যে

যেতে দিয়ে ফিরে পাবার শক্তি যদি থাকত যেতে দিতুম। সেই শক্তিই খুঁজচি।

নন্দিনী

আমাকে যদি যেতে দিতে না চাও আমার রঞ্জনকে এখানে আস্‌তে দিতে চাও না কেন ?

নেপথ্যে

তাকে এখানে আনতে বলে দিয়েচি কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না।

নন্দিনী

কেন ছিল না ?

নেপথ্যে

তোমাকে ত বলেইচি, আমি যত বড়ই হই এক জায়গায় রঞ্জনের সমকক্ষ হতে পারচিনে। আমি সব সইতে পারি হার সইতে পারিনে।

নন্দিনী

এই জন্যেই লোকে তোমাকে উৎপাত বলে, আমি তাই নিয়ে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেচি— কিন্তু—

নেপথ্যে

আমার হয়ে ঝগড়া করেচ ? কেন ?

নন্দিনী

সেই যেদিন প্রথম আমাকে দেখা দিয়েছিলে সেদিন ত জালের জানলার বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখ নি। সেদিন তোমার চোখে ঐ ভীষণ চষমাটা

ছিল না, তোমার বর্ম্ম ছিল খোলা। সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখেছিলুম বলেই ত আজ মনে হচ্চে তুমি যদি এই পৌষের সকালে রঞ্জনের সঙ্গে ধান কাটতে যাও, ঢেউ-খেলানো ক্ষেতের মাঝে প্রকাণ্ড শরীরটা সবুজ সাগরের তলা থেকে শাদা পাহাড়ের মত জেগে ওঠে তাহলে সে কি অপূর্ব্ব হয়! তুমি আমাকে কবে আবার দেখা দেবে?

নেপথ্যে

যখন সময় পাব; অপরিমিত সময়।

নন্দিনী

আজ তবে যাই।

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো। কিন্তু এই জান্‌লার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিচ্চি তোমার হাতখানি একবার এর উপরে রাখ।

নন্দিনী

না, তোমার সব বাদ দিয়ে শুধু একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

৩

নেপথ্যে

যেতে দিয়েও ফিরে পাবার শক্তি যদি থাক্‌ত তবে শেষ বসন্ত যেমন অনায়াসে তার ফুলকে বিদায় দেয় তেম্‌নি করেই দিতুম।

নন্দিনী

আমাকে না যেতে দেবে ত আমার রঞ্জনকে আস্‌তে দিচ্চ না কেন?

নেপথ্যে

তাকে আনতে বলে দিয়েচি কিন্তু ইচ্ছে ছিল না।

নন্দিনী

কেন ছিল না?

নেপথ্যে

আমি যে কিছুতেই কারো কাছে হার সইতে পারিনে।

নন্দিনী

এইজন্যেই তোমাকে সকলে উৎপাত বলে। আমি তাই নিয়ে কত ঝগড়া করেচি— কিন্তু—

নেপথ্যে

আমার হয়েও ঝগড়া করেচ? কেন?

নন্দিনী

সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলুম সেদিন ত এই জালের জানলার বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখনি। তোমার চোখে সেদিন ভীষণ চষমাটা ছিল না, ঐ বর্ম্ম ছিল খোলা। সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখেছিলুম বলেই ত আজ এত ইচ্ছে করচে, ঢেউ খেলানো ক্ষেতের মাঝে প্রকাণ্ড শরীরটা সবুজ সাগরের তলা থেকে শাদা পাহাড়ের মত জেগে উঠুক— সবাই তোমাকে আপনাদের কাজে একবার কাছে দেখে নিক্‌। সেই প্রথম দিনের মত কবে তুমি আমাকে

আবার দেখা দেবে ?

নেপথ্যে

যখন অনেক সময় পাব। তাড়াতাড়িতে আর আমি তোমাকে দেখা দেব না। পূরো সময় নিয়ে যদি কখনো আমাকে দেখ্‌তে পাও তাহলে হয়ত আমাকেও ভালবাস্‌তে পার।

নন্দিনী

আজ তবে যাই।

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো, কিন্তু এই জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিচ্চি তোমার হাতখানি একবার এর উপরে রাখ।

নন্দিনী

না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে শুধু একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

শুধু সেই হাতখানা দিয়ে ধরতে চাই বলে' আমার থেকে সবই পালিয়ে যায়, কিন্তু আমার সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই ধরা দেবে কি, নন্দিন ?

নন্দিনী

আমি ত তোমাকে ভালবাস্‌তে চাই, তুমিই ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না।

নেপথ্যে

অনবকাশের ঘন জালের মধ্যে জড়িয়ে আমি কিরকম ঢাকা পড়ে গেছি,

৫

নেপথ্যে

যেতে দিয়েও ফিরে পাবার শক্তি যদি আমার থাকত তবে শেষ-বসন্ত যেমন অনায়াসে তার ফুলকে বিদায় দেয় তেমনি করেই তোমাকে বিদায় দিতুম।

নন্দিনী

আমাকে না যেতে দেবে ত আমার রঞ্জনকে আনতে দিচ্চ না কেন ?

নেপথ্যে

তাকে আনতে বলে দিয়েছি, কিন্তু ইচ্ছে ছিল না।

নন্দিনী

কেন ছিল না ?

নেপথ্যে

আমি যে কিছুতেই কারো কাছে হার সইতে পারিনে।

নন্দিনী

সেইজন্যেই তোমাকে সকলে উৎপাত বলে। আমি তাই নিয়ে কত ঝগড়া করেচি, কিন্তু—

নেপথ্যে

আমার হয়েও ঝগড়া করেচ, কেন ?

নন্দিনী

সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলুম সেদিন ত এই জালের জানলার বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখ নি। তোমার চোখে সেদিন ভীষণ চষমাটা ছিল না, ঐ বর্ম্ম ছিল খোলা। সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখেছিলুম বলেই ত আজ এত ইচ্ছে করচে, যে, তোমার প্রকাণ্ড শরীরটা, ঢেউ-খেলানো ক্ষেতের মাঝখানে সবুজ সাগরের তলা থেকে শাদা পাহাড়ের মত জেগে উঠুক্ সবাই তোমাকে আপনাদের কাজে একবার কাছে দেখে নিক্। সেই প্রথমদিনের মত কবে তুমি আবার দেখা দেবে ?

নেপথ্যে

যখন অনেক সময় পাব। তাড়াতাড়িতে আর আমি তোমাকে দেখা দেব না। পূরো সময় নিয়ে যদি কখনো আমাকে দেখ্‌তে পাও তাহলে হয়ত আমাকেও ভালবাস্‌তে পার।

নন্দিনী

আজ তবে যাই।

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো, কিন্তু এই জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিচ্চি তোমার হাতখানি একবার এর উপরে রাখ।

নন্দিনী

না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে শুধু একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে !

নেপথ্যে

শুধু হাতখানা দিয়ে ধরতে চাই বলে' আমার কাছ থেকে সবাই পালিয়ে যায়, কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই ধরা দেবে কি, নন্দিন্ ?

নন্দিনী

তুমি ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না।

নেপথ্যে

অনবকাশের ঘন জালের মধ্যে জড়িয়ে কি রকম ঢাকা পড়ে গেছি

৬

পূর্ব্বানুগ। পূর্ব্ববর্তী পাঠের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এইভাবে :

(i) ঐ বর্ম্ম > বর্ম্ম

(ii) 'আমি ত তোমাকে ভালোবাস্‌তে চাই' বর্তমান পাঠে বর্জ্জিত।

(iii) অনবকাশের > আমার অনবকাশের

তাছাড়া, 'আমার অনবকাশের ... পড়ে গেছি' সংলাপটি বর্জ্জিত হতে দেখি এই খসড়ায়। তার বদলে নীচের অংশটি সংযোজিত হয়েছে :

নেপথ্যে

তোমাকে ঘরে আনতে হলে আমার অনবকাশের উজোন ঠেলে আনতে হয়।...

৭

পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি এইরকম :

(i) আজ এত ইচ্ছে করচে > আজ ইচ্ছে করচে

(ii) শুধু হাতখানা > শুধু একখানা হাত

(iii) তুমিই ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না। > তুমি ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না।

৮

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো। কিন্তু এই জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিচ্চি তোমার হাতখানি একবার এর উপরে রাখ।

নন্দিনী

না, না,— তোমার সবখানা বাদ দিয়ে কেবল একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলে' আমার কাছ থেকে সবাই পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে তোমাকে যদি ধরতে চাই ধরা দেবে কি, নন্দিন্ ?

নন্দিনী

তুমি ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না তবে কেন এসব বলচ ?

নেপথ্যে

এখন তোমাকে ঘরে আন্‌তে হলে

৯

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো— কিন্তু জানালার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্চি তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী

না, না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই ধরা দেবে কি নন্দিন্ ?

নন্দিনী

তুমি ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এসব বলচ ?

নেপথ্যে

আমার অনবকাশের উজান ঠেলে, তোমাকে ঘরে আন্‌তে চাই

১০

অপরিবর্তিত।

নে। যে দিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি।

নন্দিনী

আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায়, ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে? নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?

নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না। এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

পঙ্‌ক্তি ৩১১-৩২০ ২

নেপথ্যে

আচ্ছা তাহলে একটা গান শুনিয়ে দিয়ে যাও।

নন্দিনী

ধান-কাটার গান?

নেপথ্যে

না, এমন কিছু যা তুমি কোনো এক বিশেষ দিনে রঞ্জনকে শুনিয়েছিলে। আমি তোমাদের বুঝতে চাই।

নন্দিনী

রঞ্জন যেদিন তোমার মতই বলেছিল, "আমার সময় নেই", সেইদিন গেয়েছিলুম :

নাইবা এলে সময় যদি নাই।
ক্ষণেক এসে বোলো না গো, যাই যাই যাই।
আমার প্রাণে আছে জানি
সীমাবিহীন গভীর বাণী,
তোমায় চিরদিনের কথাখানি
বল্‌তে যেন পাই।
যখন দখিন হাওয়া কানন ঘিরে
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,ক্ষ
যখন পূর্ণিমা চাঁদ কারে চেয়ে
একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে,

যেন সময়হারা সেই সময়ে
একটি সে গান গাই

নেপথ্যে

সেই সময় একদিন আমিও পাব। এখন তুমি যাও ; আমারও সময় আসবে। চিরদিনই তুমি আমার জগতের বাইরে থাকবে এ আমি কিছুতেই সইব না।

নন্দিনীর প্রস্থান।

সর্দ্দারের প্রবেশ

মহারাজা।

নেপথ্যে

কি ?

সর্দ্দার

আজ আমাদের ধ্বজাপূজায় রাজাকে স্বহস্তে চণ্ডীর কাছে ধ্বজা উৎসর্গ করতে হয়। তার সময় হয়ে এল।

নেপথ্যে

তোমরা একজন কেউ আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজ সমাধা কর গে।

সর্দ্দার

সে কি মহারাজ! বিশেষ কোনো কাজে নিযুক্ত আছেন ?

নেপথ্যে

না, না, দিনের পর দিন কেবলি কি কাজেই নিযুক্ত থাক্‌তে হবে ? এখন আমি অবকাশে নিযুক্ত থাকব।

সর্দ্দার

মহারাজকে একথা বলা বাহুল্য যে, যক্ষপুরীর কাজে ঠাসবুনানী— অল্পমাত্র অবকাশেই ফাঁক পড়ে যায়।

৩

তুমি বুঝতে পারবে না। সে জাল আপনাকে আপনি বুনেই চলেচে, কোথাও তার শেষ দেখ্‌তে পাইনে। কিন্তু একদিন সময় পাবই। তুমি চিরদিন আমার জগতের বাইরে থাকবে এ আমি কিছুতেই সইব না। আচ্ছা, আজ তবে যাও। নন্দিনীর প্রস্থান

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

মহারাজ!

নেপথ্যে

কি!

সর্দ্দার

আজ ধ্বজাপূজায় রাজাকে স্বহস্তে চণ্ডীর কাছে ধ্বজা উৎসর্গ করতে হয়। তার সময় হয়ে এল।

নেপথ্যে

কেউ আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজ সমাধা কর।

সর্দ্দার

সে কি মহারাজ! কোনো কাজে নিযুক্ত আছেন?

নেপথ্যে

দিনের পর দিন কেবলি কি কাজেই নিযুক্ত থাক্‌তে হবে? আজ অবকাশে নিযুক্ত থাকব।

সর্দ্দার

রাগ করচেন কেন? একথা কি জানেন না, যে, যক্ষপুরীর কাজে ঠাস-বুনানি, অল্প অবকাশেই খেই হারিয়ে যায়।

নেপথ্যে

যক্ষপুরীর কাজ কার কাজ? যত ভয় সেই কাজ নষ্ট করতেই, অথচ অবকাশ নষ্ট করতে কোনো ভয় নেই কেন, এই সব কথা কিছুদিন থেকে ভাবচি।

সর্দ্দার

যক্ষপুরীর পক্ষে এটা ভাল খবর নয়।

নেপথ্যে

যক্ষপুরীর ভালো কার ভালো? তারো জবাব মনের মধ্যে পাইনে। রঞ্জনকে এখানে আন্‌তে বলেছিলুম মনে আছে?

সর্দ্দার

তাকে নিয়ে এখানকার কোন্ প্রয়োজন?

নেপথ্যে

এখানকার প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন।

সর্দ্দার

আমি ত তাকে চিনিনে। হয়ত তাকে আনা হয়েচে। খবর নিতে চল্লুম।
(প্রস্থান)

৫

তুমি বুঝতে পারবে না। সে জাল আপনাকে আপনি বুনেই চলেচে, কোথাও তার শেষ দেখ্‌তে পাইনে। কিন্তু একদিন সময় পাবই। তুমি চিরদিন আমার জগতের বাইরে থাকবে এ কিছুতেই সইব না। আচ্ছা, যাও তবে!

নন্দিনীর প্রস্থান

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

মহারাজ!

নেপথ্যে

কি!

সর্দ্দার

আজ ধ্বজাপূজায় রাজাকে স্বহস্তে চণ্ডীর কাছে ধ্বজা উৎসর্গ করতে হয়। তার সময় হয়ে এল।

নেপথ্যে

কেউ আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজ সমাধা কর।

সর্দ্দার

সে কি মহারাজ! কোনো কাজে নিযুক্ত আছেন?

নেপথ্যে

কেবলি কি কাজেই নিযুক্ত থাক্‌তে হবে? আজ অবকাশে নিযুক্ত থাকব।

সর্দ্দার

রাগ করচেন কেন? একথা কি জানেন না যে যক্ষপুরীর কাজে ঠাস-বুনানি? অল্প অবকাশেই খেই হারিয়ে যায়?

নেপথ্যে

যক্ষপুরীর কাজ কার কাজ? যত ভয় সেই কাজই নষ্ট করতে, অবকাশ নষ্ট করতে কোনো ভয় নেই কেন, এইসব কথা ভাবচি।

সর্দ্দার

যক্ষপুরীর পক্ষে এ ত ভালো খবর নয়?

নেপথ্যে

যক্ষপুরীর ভালো কার ভালো? তারো জবাব মনের মধ্যে পাইনে। এখন যাও, আমি এখন সময় দিতে পারব না।

(প্রস্থান)

৬

পূর্ববর্তী পঞ্চম খসড়ার পাঠ সম্পূর্ণ বর্জিত। তার বদলে নীচের অংশটি সংযোজিত হতে দেখি ঃ

যে দিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিনই আগমনীর লগ্ন লাগবে। এখনো সময় হয়নি।

নন্দিনী

তুমি রঞ্জনকে আন ত রাজা! সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে করে আনে। এখানে যারা তোমার চারদিকে আছে তারা সোনার পিণ্ড বোঝাই করে ক্লান্তি নিয়ে আসে।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে-ছুটি বয়ে বেড়ায় সে-ছুটি মধু দিয়ে ভরে রাখে কে আমি কি জানিনে? নন্দিন্, তুমি কি আমাকে কেবল ফাঁকা ছুটি দিয়েই বিদায় করবে? মধু কোথায় পাব?

নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না। এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

৭

পূর্বানুগ।

(i) ... যেদিন পালের হাওয়ায় > তোমাকে ঘরে আনতে হলে আমার অনবকাশের উজোন ঠেলে আনতে হয়। যেদিন পালের হাওয়ায়

(ii) *সে-ছুটি মধু দিয়ে > সে ছুটি রক্তকরবীর মধু দিয়ে*

(iii) না। > না,

৮

আমার অনবকাশের উজান ঠেলে আন্‌তে হয়। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আস্‌বে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগ্‌বে। এখনো সময় হয়নি।

নন্দিনী

তুমি রঞ্জনকে আনো ত রাজা। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে। এখানে ত চারদিকে দেখি কাজের বোঝার উপর ক্লান্তির বোঝা।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে-ছুটি বয়ে বেড়ায় সে-ছুটি রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে আমি কি জানিনে? নন্দিন্‌, তুমি ত আমাকে ফাঁকা ছুটি দিয়েই বিদায় করতে চাও, মধু কোথায় পাব?

নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

৯

নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগ্‌বে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয়নি।

নন্দিনী

আমি তোমাকে বলচি, রাজা সেই পালের হাওয়া আন্‌বে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানিনে? নন্দিন, তুমি ত আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?

নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

ছুটি কী ক'রে মধুতে ভরে তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও, তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী

যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আসবে— আসবে— আসবে। কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

প্রস্থান

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা

ও কী কথা! সকাল থেকেই মদ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ

পঙ্‌ক্তি ৩২১-৩৩০ ১

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা? শীঘ্‌ঘির বের কর!

ও কি বল্‌চ, আজ সকাল থেকেই মদ?

আজ যে ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, আজ

২

নেপথ্যে

সর্দ্দার, এখানে আমরা কাজ নষ্ট করতেই ভয় করি, অবকাশ নষ্ট করতে কেন ভয় করিনে। দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড় লোকসান সে সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে আমার মনে সন্দেহ এসেচে।

সর্দ্দার

যক্ষপুরীর পক্ষে এটা ভালো খবর নয়।

নেপথ্যে

তর্ক পরে হবে, এখন একটু একলা থাকতে দাও। যক্ষপুরীর ভালো যে কার ভালো সে কথা স্পষ্ট বুঝতে পারচিনে। রঞ্জনকে এখানে আন্‌তে বলেছিলুম, মনোযোগ করেচ?

সর্দ্দার

এখানে কি তার কোনো প্রয়োজন আছে ?

নেপথ্যে

এখানকার প্রয়োজনের কথা জানি নে, আমার প্রয়োজন আছে।

সর্দ্দার

হয়ত তাকে আনা হয়েচে আমি খবর নিতে চল্লুম। (প্রস্থান)

~ ॥ ~

২ [দৃশ্যবদলের চিহ্ন]

ফাগুলাল (সুরঙ্গ খোদাইকর)

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা, শিগ্‌গির বের কর।

চন্দ্রা

ও কি বলচ, সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, আজ

৩

২ [দৃশ্যবদলের চিহ্ন]

ফাগুলাল (সুরঙ্গ খোদাইকর)

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা, বের কর।

চন্দ্রা

ও কি কথা ? সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, আজ

৫

২ [দৃশ্যবদলের চিহ্ন]

ফাগুলাল (সুরঙ্গ খোদাইকর)

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ চন্দ্রা! বের কর।

চন্দ্রা

ও কি কথা ? সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, আজ

৬

নন্দিনী

আমি বলচি তুমি রঞ্জনকে আনিয়ে নাও। ছুটি কি করে মধুতে ভরে তার জবাব তাকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড় সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। আমার মত অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায় তখন বীণার তার ছিঁড়ে যায় যে।

নন্দিনী

কে বল্‌লে তুমি অসুন্দর! তুমি যে সুন্দর এখানে থেকে সে কথা ভুলে গেছ। রঞ্জন মনে করিয়ে দেবে।

নেপথ্যে

দেখ, আমাকে অমন কথা দিয়ে ভুলিয়ো না। সুন্দরকে ঈর্ষা করিনে, আমি প্রবল— কত সুন্দরকে ছারখার করে দিয়েচি। কোন্ সাহসে রঞ্জনকে আমার কাছে পাঠাতে চাও?

নন্দিনী

তোমাকে ভয় করিনে বলে রাগ কর কেন?

নেপথ্যে

সুন্দরের পাওনা যদি ভালবাসা হয়, প্রবলের পাওনা ভয়। দুই দেবতার দুই রকমের নৈবেদ্য। কিন্তু আর নয়— চলে যাও, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ফাগুলাল (সুরঙ্গ-খোদাইকর)

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ চন্দ্রা! বের কর।

চন্দ্রা

ও কি কথা? সকাল থেকেই মদ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ

৭

পূর্বানুগ

(i) আমাকে অমন কথা দিয়ে > আমাকে কথা দিয়ে অমন

(ii) আমি প্রবল— কত সুন্দরকে > কত সুন্দরকে

৮

নন্দিনী

আমি বল্‌চি তুমি রঞ্জনকে আনিয়ে নাও। ছুটি কি করে' মধুতে ভরে, তার জবাব তাকে চোখে দেখ্‌লেই পাবে; সে বড় সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে তখন বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়।

নন্দিনী

তুমি যে সুন্দর এখানে থেকে থেকে সে কথা ভুলে গেচ। রঞ্জন মনে করিয়ে দেবে।

নেপথ্যে

আমাকে কথা দিয়ে ভুলিয়ো না। সুন্দরকে ঈর্ষা করিনে, কত সুন্দরকে ছারখার করেচি। কোন্ সাহসে রঞ্জনকে আমার কাছে পাঠাতে চাও।

নন্দিনী

তোমাকে রাগ করিনে বলে' রাগ কর কেন?

নেপথ্যে

সুন্দরের পাওনা ভালোবাসা, প্রবলের পাওনা ভয়। কিন্তু আর নয়, চলে যাও, নইলে বিপদ ঘটতে পারে। (প্রস্থান)

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা বের কর!

চন্দ্রা

ও কি কথা? সকাল থেকেই মদ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণ-চণ্ডীর ব্রত গেচে, আজ

৯

নন্দিনী

ছুটি কি করে' মধুতে ভরে তার জবাব, রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড় সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায় বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘট্‌বে।

নন্দিনী

যাচ্চি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আস্‌বে, আস্‌বে, আস্‌বে, কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না। (প্রস্থান)

এর পরবর্তী অংশ 'ফাগুলাল খোদাইকর··· ব্রত গেচে, আজ' পর্যন্ত পাঠ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

১০

অপরিবর্তিত।

ধ্বজাপূজা, সেইসঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বল কী! ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে!

ফাগুলাল

দেখ নি? ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির, একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা, ছুটি পেয়েছ ব'লেই মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

পঙ্‌ক্তি ৩৩১-৩৪০ ১

ওদের অস্ত্রপূজা হবে।

বল কি? ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে?

দেখনি? যেখানে ওদের মদের ভাঁড়ার, ওদের অস্ত্রশালা, তার পাশেই ওদের মন্দির।

তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ খাবে? গাঁয়ে থাকতে পার্ব্বণের দিনে, সেদিন নেই। ছুটি নিয়ে যে কি করা যেতে পারে সে কথা অনেকদিন হল ভুলে গেছি। ছুটি এখন বোঝা হয়ে উঠেচে। দাও আমাকে মদ দাও!

আমি বলচি এখানকার কাজ ছেড়ে দাও।

চল, আমরা ঘরে ফিরে যাই।

২

ওদের ধ্বজা পূজা আর তার সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বল কি? ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে?

ফাগুলাল

দেখনি, ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা, আর মন্দির। একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ খাবে? গাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বণের ছুটিতে ত কখনো—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখীর ছুটি সে এক জিনিষ ; খাঁচার মধ্যে পাখীর শিকল খুলে দিলে ছুটিতে সে কেবল মাথা ঠুকে ঠুকে মরে। যক্ষপুরীতে ছুটি কাজের চেয়ে বড় বোঝা। দাও আমাকে মদ দাও!

চন্দ্রা

এখানকার কাজ ছেড়ে দাও। চল, ঘরে ফিরে যাই!

৩

ওদের ধ্বজাপূজা, তার সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বল কি ? ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে ?

ফাগুলাল

দেখনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ খাবে ? গাঁয়ে থাকতে পার্ব্বণের ছুটিতে ত কখনো—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখীর ছুটি সে এক জিনিষ, খাঁচার মধ্যে পাখীর শিকল খুলে দিলে সে ত মাথা ঠুকে ঠুকেই মরে। যক্ষপুরীতে ছুটি কাজের চেয়ে বড় বোঝা।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও না। চল, ঘরে ফিরে যাই।

৫

ওদের ধ্বজাপূজা, তার সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বল কি ? ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে ?

ফাগুলাল

দেখনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা, আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা, ছুটি পেয়েচ বলেই মদ ? গাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বণের ছুটিতে ত—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখীর ছুটি, সে হল সহজ ছুটি। তার শিকল খুলে খাঁচার মধ্যে ছুটি দিলে সে মাথা ঠুকেই মরে। যক্ষপুরীতে ছুটি কাজের চেয়ে বেশি বোঝা।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও না। চল ঘরে ফিরে যাই।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) ছুটি দিলে সে > ছুটি দিলে পাখী

৮

ধ্বজা পূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্র পূজা।

চন্দ্রা

বল কি? ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে?

ফাগুলাল

দেখনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ? গাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বণের ছুটিতে ত—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখীর ছুটি সহজ ছুটি; শিকল খুলে খাঁচার মধ্যে ছুটি দিলে পাখী মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরীতে ছুটি কাজের চেয়ে বেশি আপদ।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও না। ঘরে ফিরে যাই।

৯

ধ্বজাপূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্র পূজা।

চন্দ্রা

বল কি? ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে?

ফাগুলাল

দেখনি? ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্ব্বণের ছুটিতে ত—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখী ছুটি পেলে উড়তে পায়, শিকল খুলে খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও না, চল না ঘরে ফিরে।

১০

প্রায় অপরিবর্তিত।

(i) শিকল খুলে খাঁচার মধ্যে > খাঁচার মধ্যে
দেখা যাচ্ছে, 'বল কি... গায়ে গায়ে' শীর্ষক পাঠ এই খসড়ায় কেটে দিয়ে বর্জিত হয়েছে। কিন্তু, অনুমান করা যায়, কবি তাঁর অভিপ্রায় বদল করেন, কারণ মুদ্রিত পাঠে এই অংশ রক্ষিত।

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা

আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট ক'রে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ ? ফালতো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল

আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার। যারা তাকে খায়, তার হাড়-গোড় ক্ষুর-লেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে।—

ঐ-যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

পঙ্‌ক্তি ৩৪১-৩৫০ ১

ঘরে ফিরে যাই ? বল্লেই হল ? এত সহজ ? ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

কেন বন্ধ ?

আমাদের ঘর নিয়ে এদের শিকিপয়সার মুনফা নেই।

ওদের যেটুকু দরকার তাছাড়া ওরা আমাদের আর কিছুই রাখ্‌বে না ?

আমাদের বিশু মাতাল বলে, আস্ত পাঁঠা পাঁঠার নিজে[র] পক্ষেই দরকার, যারা ওকে খাবে তারা ওর হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়েই ফেলে। দাও আমার মদ।

চল, আমরা লুকিয়ে পালিয়ে যাই।

পাহারা নেই বুঝি ? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা।

দুপুর রাত্রে পালাব।

আমাদের মকররাজকে দেখেচ ত ?

দেখ্‌ব কি ? মুখের মধ্যে এক জোড়া চষমার কাঁচ ছাড়া আর ত কিছুই দেখা যায় না।

সেই চষমার কাঁচের কথাই বলচি। সেই কাঁচ দিনেও দেখে, রাত্রেও দেখে, মাটির নীচে অন্ধকারে কাজ করি তাও দেখ্‌তে পায়, বেরিয়ে এসে উপরে উঠে মাৎলামি করে বেড়াই সেও চষমায় ধরা পড়ে। যেখানে মানুষের চোখ চলে না এমন দেশ আছে, যেখানে ওর চষমা চলে না এমন দেশ পাব কোথায় ? দাও, দাও, মদ দাও !

সমস্ত দিনই ত তোমরা অন্ধকারে কাজ কর, তার পরে ছুটি পেলেই আবার তখনি মদ খেয়ে আরেক অন্ধকার তৈরি করে তোলো, এর কি দরকার বল ত!

ঐ আমাদের বিশু মাতাল এসেচে, মদ কেন খাই ওকে জিজ্ঞাসা কর।

২

ফাগুলাল

ঘরেব রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে এদের ত মুনফা নেই।

চন্দ্রা

আমরা কি ওদেরই দরকারের গায়ে গায়ে আঁট করে তৈরি? ফাল্‌তো কিছুই নেই?

ফাগুলাল

আমাদের বিশু পাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার, যারা ওকে খায় ওর হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, পাঁঠা যে ভ্যাঁ করে ডাকে সেটাতেও আপত্তি।

চন্দ্রা

চল, লুকিয়ে পালিয়ে যাই।

ফাগুলাল

পাহারা নেই বুঝি? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা।

চন্দ্রা

দুপুর রাতে পালাব।

ফাগুলাল

আমাদের মকররাজকে দেখেচ ত?

চন্দ্রা

দেখ্‌ব কি? মুখের মধ্যে একজোড়া চষমার কাঁচ ছাড়া আর ত কিছুই দেখা যায় না।

ফাগুলাল

তার কথাই বলচি। সেই কাঁচ দিনেও দেখে, রাত্রেও দেখে। মানুষের চোখ চলে না এমন দেশ আছে, ওর চষমা চলে না এমন দেশ পাব কোথায়? দাও, দাও, মদ দাও!

চন্দ্রা

সমস্ত দিনই ত অন্ধকারে কাজ কর আবার ছুটি পেলেই মদ খেয়ে মাথার ভিতরটাতে অন্ধকার করে তোলো কেন? ঐ যে তোমাদের বিশু মাতাল আসচে।

৩

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘরে ওদের কোনো মুনফা নেই যে ?

চন্দ্রা

তা আমরা কি ওদেরই দরকারের গায়ে গায়ে চালের গায়ে তুঁষের মত ? ফাল্‌তো কিছুই নেই।

ফাগুলাল

আমাদের বিশু পাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার ; যারা ওকে খায় ওর হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, জন্তুটা যে হাড়কাঠের সামনে ভ্যাঁ করে ডাকে তাতেও আপত্তি।

চন্দ্রা

চল, লুকিয়ে পালিয়ে যাই।

ফাগুলাল

পাহারা নেই বুঝি ?

চন্দ্রা

দুপুর রাতে পালাব।

ফাগুলাল

জালের জানলার ভিতর দিয়ে মকররাজকে দেখেচ ত ?

চন্দ্রা

দেখব কি ? মুখের মধ্যে একজোড়া চষমার কাঁচ ছাড়া আর ত কিছুই দেখা যায় না।

ফাগুলাল

সেই কাঁচ যে দিনেও দেখে, রাত্রেও দেখে। চোখ চলে না এমন দেশ আছে, ওর চষমা চলে না এমন দেশ পাব কোথায় ? দাও, দাও, মদ দাও !

চন্দ্রা

দিনে কাজ কর অন্ধকারে, আবার ছুটি পেলে মদ খেয়ে মাথার ভিতরটা অন্ধকার করে তোলো কেন ? ঐ যে তোমাদের বিশু পাগল আসচে।

৫

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘরে ওদের যে কোন মুনফা নেই।

চন্দ্রা

তা আমরা কি ওদেরই দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো ? ধানের গায়ে তুঁষের মত ? ফাল্‌তো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল

আমাদের বিশু পাগ্‌লা বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার ; — যারা ওকে খায় ওর হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, জন্তুটা যে হাড়কাঠের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ভ্যাঁ করে' ডাকে তাতেও আপত্তি।

চন্দ্রা

চল, লুকিয়ে পালিয়ে যাই।

ফাগু

পাহারা নেই বুঝি ?

চন্দ্রা

দুপুর রাতে পালাব।

ফাগুলাল

জালের জানলার ভিতর দিয়ে মকররাজকে দেখেচ ত ?

চন্দ্রা

দেখ্‌ব কি ! মুখের মধ্যে এক জোড়া চষমার কাঁচ ছাড়া আর ত কিছুই দেখা যায় না।

ফাগুলাল

সেই কাঁচ যে দিনেও দেখে রাতেও দেখে। চোখ চলে না এমন দেশ আছে, ওর চষমা চলে না এমন দেশ পাব কোথায় ? দাও, মদ দাও !

চন্দ্রা

দিনে কাজ কর অন্ধকারে, আবার ছুটি পেলে মদ খেয়ে মাথার ভিতরটা অন্ধকার করে' তোলো কেন ? ঐ যে বিশু পাগল আসচে।

৬

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোন মুনফা নেই।

চন্দ্রা

তা আমরা কি ওদেরই দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো ? ধানের গায়ে তুঁষের মত ? ফাল্‌তো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল

আমাদের বিশু পাগলা বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার ;— যারা তাকে খায় তার হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। জন্তুটা হাড়কাঠের সাম্‌নে ভ্যাঁ করে' ডাকলেও আপত্তি করে। ঐ যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আস্‌চে।

৭

পূর্বানুগ।

(i) ভ্যাঁ করে' ডাকলেও আপত্তি করে। > ভ্যাঁ করে, ডাকলেও সেটাকে বাহুল্য বলে' আপত্তি করে।

৮

পূর্বানুগ।

(i) আমরা কি ওদেরই > আমরা কি ওদের

(ii) লাগানো? ধানের গায়ে > লাগানো, যেন ধানের গায়ে

(iii) বিশু পাগলা > বিশু পাগল

(iv) তাকে খায় তার > তাকে খায় তারা

(v) জন্তুটা হাড়কাঠের··· আপত্তি করে! > হাড়কাঠের সামনে সে যে ভ্যাঁ করে ডাকে সেটাকেও তারা বাহুল্য বলে আপত্তি করে।

৯

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোন মুনফা নেই।

চন্দ্রা

আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো? যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফালতো কিছুই নেই।

ফাগুলাল

আমাদের বিশু পাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার; যারা তাকে খায় তার হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে' ডাকে সেটাকে বাহুল্য বলে' আপত্তি করে! ঐ যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আস্‌চে।

১০

প্রায় অপরিবর্তিত

(i) তারা যে ভ্যাঁ করে' > পাঁঠা ভ্যাঁ করে'।

লক্ষণীয়, শেষ পর্যন্ত 'তারা যে' রক্ষিত হয়েছে মুদ্রিত পাঠে।

(ii) সেটাকে > সেটাকেও

চন্দ্রা

কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগুলাল

তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে— সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল

তাতে আর আশ্চর্যটা কী?

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো, সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে! মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

পঙ্ক্তি ৩৫১-৩৬০ ১

কাজ ভোলাবার কে গো তোরা!
রঙীন সাজে কে যে পাঠায়
কোন্ সে ভুবন-মনোচোরা!
কঠিন পাথর সারে সারে
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে,
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে
ঝরাও রসের সুধা ঝোরা!

৬

চন্দ্রা

এতদিন আমরা আছি ওর গান আগে শুনি নি। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেচে।

ফাগুলাল

তাই ত দেখচি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েচে, সে ওর প্রাণ টেনেচে তাই গানও টেনেচে।

ফাগু

তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি ?

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য্য কিছুই নেই। কোন্‌দিন তোমার গলা থেকেও গান বের করবে বা। ও মায়াবিনী মায়া জানে, বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ আজ ঘটেনি, এখানে আসবার আগেই ঘটেচে। অনেককাল থেকে নন্দিনীকে ও জানে।

৭

পূর্ব্বানুগ।

(i) ওর গান আগে > ওর গান ত আগে

৮

চন্দ্রা

কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেচে।

ফাগুলাল

তাই ত দেখচি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েচে, সে ওর প্রাণ টেনেচে, গানও টেনেচে।

ফাগুলাল

তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি ?

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য্য কিছুই নেই ! কোন্‌দিন তোমার গলা থেকেও গান বের করবে বা ! মায়াবিনী মায়া জানে— বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ আজ ঘটেনি ; এখানে আসবার আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

৯

চন্দ্রা

কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেচে।

ফাগুলাল

তাই ত দেখ্‌চি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েচে, সে ওর প্রাণ টেনেচে, গানও টেনেচে।

ফাগুলাল

তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি।

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য্য কিছুই নেই। সাবধান থেকো, কোনদিন তোমার গলা থেকেও গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কি দশা হবে? মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ আজ ঘটেনি। এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) কোনদিন > কোন্‌দিন।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়? গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে!
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা

তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।

পঙ্‌ক্তি ৩৬১-৩৭০ ১

বিশু বেয়াই, তুমি বুঝি সকাল থেকেই মেতেচ?

স্বপনতরীর তোরা নেয়ে,
লাগ্‌ল পালে নেশার হাওয়া,
পাগ্‌লা পরাণ চলে গেয়ে।
কোন্ উদাসীর উপবনে
বাজ্‌ল বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে
ঝঞ্ঝা ঘনায় ঘনঘোরা।

বেয়ান, মদ কেন খাই তাও কি জিজ্ঞাসা করতে হয়? বিনা মদে জীব বাঁচতেই পারে না, জন্মকাল থেকে অভ্যেস।

২

বিশুর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে!
লাগ্‌ল পালে নেশার হাওয়া
পাগ্‌লা পরাণ চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা,
তোর দুলিয়ে দিয়ে না',
নতুন ঘাটে ঘাটে চল্‌রে বেয়ে।

চন্দ্রা

শোন, শোন, বিশু বেয়াই, একবার আমাদের এই পুরোনো ঘাটে তোমার নৌকো ভিড়োও।

৩

বিশু

গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া
পাগলা পরাণ চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা।
তোর দুলিয়ে দিয়ে না',
নতুন ঘাটে ঘাটে চল্‌রে বেয়ে

চন্দ্রা

আরে শোন, শোন, বিশু বেয়াই, একবার আমাদের পুরোনো ঘাটে নৌকো ভেড়াও!

৫

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে?
লাগ্‌ল পালে নেশার হাওয়া
পাগল পরাণ চলে গেয়ে!
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা'
তোর দুলিয়ে দিয়ে না'
নতুন ঘাটে ঘাটে চল্‌রে বেয়ে!

চন্দ্রা

আরে শোনো, বিশু বেয়াই, একবার আমাদের পুরোনো ঘাটে নৌকো ভেড়াও।

৬

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই শুনে যাও, শুনে যাও! যাও কোথায়? গান শোনবার লোক এদিকেও এক আধ জন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে?
লাগ্‌ল পালে নেশার হাওয়া
পাগল পরাণ চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা'
তোর দুলিয়ে দিয়ে না'
নতুন ঘাটে ঘাটে চল্‌রে বেয়ে!

চন্দ্রা

তাহলে দেখছি আমাদের ঘাটে আর নৌকো ভিড়বে না। আমরা বড় পুরোনো।

৭

পূর্বানুগ।

(i) যাও কোথায় ? > যাও কোথায় !

(ii) পারে, > পারে,—

৮

পূর্বানুগ।

(i) এদিকেও > এখানেও

(ii) তাহলে দেখছি > তবে দেখছি

(iii) আমরা বড় পুরাণো। > আমরা পুরানো।

৯

পূর্বানুগ।

(i) নতুন ঘাটে ঘাটে চল্‌রে বেয়ে ! > তোর নূতন ঘাটে চল্‌রে বেয়ে।

(ii) তাহলে দেখছি আমাদের ঘাটে আর নৌকো ভিড়বে না। আমরা পুরোণো। > তবে ত আশা নেই, আমাদের ঘাট যে পুরোনো।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) তোর নূতন ঘাটে > তোর সুদূর ঘাটে

(ii) তবে ত আশা ··· ঘাট যে পুরোনো। > সুদূর ঘাটে ! তবে ত আশা নেই, আমাদের ঘাট যে বড় কাছে।

বিশু

আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে।

চন্দ্রা

তোমার স্বপন-তরীর নেয়েটি কে, সে আমি জানি।

বিশু

বাইরে থেকে কেমন করে জানবে? আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

চন্দ্রা

তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

পঙ্‌ক্তি ৩৭১-৩৮০ ১

কি পাগলের মত বক্‌চ?

জলেস্থলে আকাশে বিধাতা ছুটির রসের মদ ছড়িয়ে রেখেচে, তবে জীবলোকে জীব কাজ করতে রাজি হল। বনের সবুজে, রোদের সোনায়, ঝরণার ঝিলমিলিতে—

২

আমার ভাবনা ত সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে॥

৩

বিশু

আমার ভাবনা ত সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে,
তোমার ঘোম্‌টা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে।

৫

বিশু (গান)

আমার ভাবনা ত সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে,
তোমার ঘোম্‌টা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে

চন্দ্রা

তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু

কেমন করে জানবে ? তুমি তাকে বাইরে থেকে দেখেচ। আমার স্বপন তরীর মাঝখানে তাকে জান না।

চন্দ্রা

সেই তোমার তরী ডোবাবে একদিন, এই বলে রেখে দিলুম! তোমার সেই সাধের নন্দিনী!

৬

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তনের চিহ্ন :

(i) আমার স্বপন তরীর মাঝখানে > তরীর মাঝখান থেকে

(ii) সেই তোমার তরী > তরী

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) নেয়েটি > নেয়ে

(ii) করে > করে'

(iii) দেখেচ। > দেখেচ,

(iv) আমার স্বপন তরীর মাঝখানে তাকে জান না। > আমার তরীর মাঝখানে থেকে ত দেখনি।

(v) তরী ডোবাবে একদিন, এই বলে রেখে দিলুম। > তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম—

৯

বিশু

আমার ভাবনা ত সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাকে পিছে,
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে!

চন্দ্রা

তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু

বাইরে থেকে কেমন করে জানবে ? আমার তরীর মাঝখানে থেকে তাকে ত দেখনি।

চন্দ্রা

তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী!

১০

বিশু

আমার ভাবনা ত সব মিছে
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
মুখের বসন খুলে দাও,
চোখের আবেশ মেলে চাও,
দাও হাসির মায়ায় পরাণ ছেয়ে!

বাকি সংলাপ অংশ 'তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি ... সাধের নন্দিনী' অপরিবর্তিত। লক্ষণীয়, 'আমার ভাবনা' শীর্ষক গানের কথা অংশ এখানে পরিবর্তিত, কিন্তু অবশেষে, পূর্ববর্তী পাঠই মুদ্রিত হয়েছে, অর্থাৎ গানটির এই পরিবর্তিত পাঠ বর্জিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল

দেখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশু

কেন, কী করেছে?

গোকুল

কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন? ওর রকম-সকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্রা

বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা ; ও যে এখানে অষ্ট প্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল

আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটা গোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশু

যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে

পঙ্‌ক্তি ৩৮১-৩৯০ ৫

গোকুলের প্রবেশ

দেখ বিশু, তোমাদের ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকে না।

বিশু

কেন, কি করেচে ?

গোকুল

ওকে এখানকার রাজা কেন এনেচে বুঝতে পারিনে। ও ত কোনো কাজ করে না।

বিশু

ওরে গোকুল একটা জায়গায় না-কাজ করার ফাঁকটা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

চন্দ্রা

দেখ বেয়াই, এ জায়গায় ও যে সমস্ত দিন কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায় এ আমরা দেখতে পারিনে।

গোকুল

আমরা মোটাসোটা গোছের চেহারাকে বিশ্বাস করি— ঐ রকম রূপসী দেখ্‌লে সন্দেহ হয়।

বিশু

গোকুল, যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের উপরে অবিশ্বাস ঘটিয়ে দেয় ঐটেই হল সবচেয়ে সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে

৬

এই খসড়ার পাঠ-পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) 'গোকুলের প্রবেশ'-এর পরে 'গোকুল' সংযোজিত, আগের পাঠে ছিল না।

(ii) ওরে গোকুল একটা ··· ছেড়ে বেঁচেছি। > এখানে না-কাজ করার একটা অমন সুন্দর ফাঁক যদি কোথাও জোটে ত দোষ কি ?

(iii) দেখ বেয়াই, ··· পারিনে। > দেখ বেয়াই, এ আমাদের বড় দুঃখের জায়গা, এখানে ও যে সমস্ত দিন কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায় এ আমরা দেখতে পারিনে।

(iv) আমরা মোটাসাটা ··· সন্দেহ হয়। > মোটাসাটা গোছের চেহারাকে বিশ্বাস করি— ঐ রকম রূপসী দেখলে সন্দেহ হয়।

৭

পূর্বানুগ।

৮

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল

দেখ বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকে না।

বিশু

কেন, কি করেচে ?

গোকুল

ওর রকম সকম কিছু বুঝতেই পারিনে। কেন যে এখানকার রাজা ওকে আনলে তাও ত জানিনে। ও কোনো কাজই করে না।

বিশু

না-কাজ করার অমন সুন্দর ফাঁক এখানে যদি কোথাও জোটে তাতে দোষ কি।

চন্দ্রা

বেয়াই, এ আমাদের বড় দুঃখের জায়গা, এখানে ও যে সমস্ত দিন সুন্দরীপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখ্‌তে পারিনে।

গোকুল

বেশ সাদাসিধে মোটাসোটা গোছের চেহারাকে বিশ্বাস করি। নন্দিনীর ছাঁচের রূপসী দেখ্‌লে সন্দেহ হয়। ওরা দুষ্টগ্রহের ফাঁদ।

বিশু

গোকুল, যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবিশ্বাস ঘটিয়ে দেয় এইটেই সবচেয়ে সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে

৯

(গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ)

গোকুল

দেখ বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেক্‌চে না।

বিশু

কেন, কি করেচে?

গোকুল

কিছুই করে না, তাই ত খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন? ওর রকম সকম কিছুই বুঝিনে।

চন্দ্রা

বেয়াই, এ আমাদের বড় দুঃখের জায়গা, ও যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে' বেড়ায় এ আমরা দেখ্‌তে পারিনে।

গোকুল

আমরা বিশ্বাস করি সাদামাটা গোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারি।

বিশু

যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয় এইটেই সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে

১০

অপরিবর্তিত।

লক্ষণীয় নবম খসড়ার পাঠের কিছু কিছু অংশ বর্তমান খসড়ার পাঠে বর্জন করার উদ্দেশ্যে কেটে দেওয়া হলেও মুদ্রিত অবস্থায় নবম খসড়ার পাঠ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মুর্‌খু, কিন্তু এখানকার সর্দার পর্যন্ত ওকে দু চক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশু

দেখো দেখো চন্দ্রা, সর্দারের দু চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে; তা হলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে। —আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল?

ফাগুলাল

সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল

বিশুভাই, ঐ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে। সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না, ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি

পঙ্‌ক্তি ৩৯১-৪০০ ৫

বুঝতে পারে না, এই হল তাদের সাজা!

চন্দ্রা

আচ্ছা আমরাই যেন মুর্খু কিন্তু এখানকার সর্দ্দার পর্য্যন্ত ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান!

বিশু

এ মুল্লুকে বিধাতা আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েচেন, শেষকালে সর্দ্দারের দুই চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন আমাদের না লাগে। তুই কি বলিস্ ফাগুলাল!

ফাগু

সত্যি কথা বলি, দাদা, ওকে যখন দেখি তখন নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে।

গোকুল

দেখ বিশু, তোমার খাতিরেই ওকে সহ্য করি। একদিন কিন্তু— (প্রস্থান)

৬

নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলিসহ পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ :

(i) এই হল তাদের সাজা! > সেই ত নরকবাসীর সাজা!

(ii) এ মুল্লুকে বিধাতা ... বলিস্ ফাগুলাল। > দেখো, দেখো চন্দ্রা। সর্দ্দারের দু' চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে তাহলে একদিন আমাকে দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠ্‌বে। আচ্ছা তুই কি বলিস্ ফাগুলাল।

(iii) সত্যি কথা বলি, ... লজ্জা করে। > সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সাম্‌নে আমি কথা কইতে পারিনে।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) সেই ত নরকবাসীর সাজা! > নরকবাসীর সেই সব চেয়ে বড় সাজা।

(ii) লাগে > লাগে,

(iii) আমাকে দেখেও > আমাদের দেখেও

৯

বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড় সাজা তাই।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মুর্খু, কিন্তু এখানকার সর্দ্দার পর্য্যন্ত ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশু

দেখো, দেখো চন্দ্রা, সর্দ্দারের দু' চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তাহ'লে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হ'য়ে উঠবে। আচ্ছা, তুই কি বলিস্, ফাগুলাল?

ফাগুলাল

সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারিনে।

গোকুল

বিশু ভাই, ঐ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেচে সেইজন্যে দেখতে পাচ্চ না ও কি অলক্ষণ নিয়ে এসেচে। ও বিকেল বেলার রাঙা মেঘ, রাত্তিরের জন্যে ঝড় এনেচে লুকিয়ে। ওর ভয়ের মূর্ত্তি এবার দেখা দেবে,

১০

অপরিবর্ত্তিত।

তবে, গোকুলের 'বিশু ভাই, ঐ মেয়েকে' শীর্ষক সংলাপটির পরিবর্তিত রূপ দাঁড়িয়েছে :

"বিশু ভাই, ঐ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেচে। সেইজন্যে দেখতে পাচ্চ না ও কি অলক্ষণ নিয়ে এসেচে। বুঝতে দেরী..."

এখানেও দেখা যাচ্ছে, 'দেখে তোমার মন ... নিয়ে এসেচে' পর্যন্ত অংশ বর্জিনচিহ্নিত হলেও শেষপর্যন্ত তা মুদ্রিত হয়েছে।

হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল

বিশুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু

স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারি দিকেই, এমন-কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে?

চন্দ্রা

তাই বৈকি! তোমাদের মতো জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু

এক দিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা

পঙ্‌ক্তি ৪০১-৪১০ ২

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জান্‌তে চায় আমরা মদ খাই কেন?

বিশু

বেয়ান, মদ কেন খাই জিজ্ঞাসা করতে হয়? মদ নইলে জীব বাঁচে? জন্মকাল থেকে অভ্যেস।

চন্দ্রা

কি পাগলের মত বক্‌চ?

বিশু

জলে-স্থলে বিধাতা ছুটির মদ ছড়িয়ে রেখেচে তবে জীবলোকে জীব কাজ করতে রাজি হল। ক্ষুধা মারচে চাবুক; তৃষ্ণা মারচে চাবুক; বলচে

৩

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন?

বিশু

বেয়ান, মদ কেন খাই জিজ্ঞাসা করতে হয়? মদ নইলে জীব বাঁচে? জন্মকাল থেকে অভ্যেস। মদ যে ছুটির সিংহদ্বার।

চন্দ্রা

কি যে বল তুমি, বুঝতেই পারিনে।

বিশু

জলে স্থলে বিধাতা ছুটির মদ ছড়িয়ে রেখেচে, নইলে জীবলোকে জীব কাজ করতে রাজি হত না। একদিকে ক্ষুধা মারচে চাবুক, তৃষ্ণা মারচে চাবুক, বল্‌চে কাজ আছে। অন্যদিকে বনের সবুজ বল্‌চে

৫

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জান্‌তে চায় আমরা মদ খাই কেন?

বিশু

বেয়ান, মদ কেন খাই জিজ্ঞাসা করতে হয়? নইলে জীব বাঁচে? মদ যে ছুটির সিংহদ্বার।

চন্দ্রা

কি যে বল, বুঝতে পারিনে।

বিশু

জলে স্থলে বিধাতা ছুটির মদ ছড়িয়ে রেখেচে। নইলে জীবলোকে জীব কাজ করতে রাজিই হত না। একদিকে ক্ষুধা মারচে চাবুক, তৃষ্ণা মারচে চাবুক

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তৃষ্ণা মারচে চাবুক > তৃষ্ণা মারচে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েচে;

৮

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু

বেয়ান, মদ নইলে কি জীব বাঁচে? মদ যে ছুটির সিংহদ্বার।

চন্দ্রা

কি যে বল, বুঝতে পারিনে।

বিশু

বিধাতার কৃপায় মদের বরাদ্দ চারদিকেই-- এমন কি তোমাদের ঐ বাহুর বন্ধনে, চোখের কটাক্ষে।

চন্দ্রা

তাই বই কি! তোমাদের মত জন্মমাতালদের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই! মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েচেন।

বিশু

একদিকে ক্ষুধা মারচে চাবুক, তৃষ্ণা মারচে চাবুক, তারা

৯

বলে রেখে দিলুম। (প্রস্থান)

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন?

বিশু

স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ চারিদিকেই; এমন কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা ছুটির মদ জোগাও। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, জীবলোকে মজুরী করতে হয় আবার মজুরী ভুলতেও হয়— মদ না হলে ভোলাবে কিসে?

চন্দ্রা

তাই বই কি! তোমাদের মত জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েচেন।

বিশু

একদিকে ক্ষুধা মারচে চাবুক, তৃষ্ণা মারচে চাবুক, তারা

১০

বলে রাখলুম। (প্রস্থান)

ফাগুলাল

শুনচ বিশু, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু

স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরী করতে হয় আবার মজুরী ভুলতেও হয়— মদ না হলে ভোলাবে কিসে?

চন্দ্রা

তাই বই কি! তোমাদের মত জন্ম মাতালের জন্য বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েচেন।

বিশু

একদিকে ক্ষুধা মারচে চাবুক, তৃষ্ণা মারচে চাবুক, তারা

জ্বালা ধরিয়েছে— বলছে ‘কাজ করো’। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে— বলছে ‘ছুটি! ছুটি!’

চন্দ্রা

এইগুলোকে মদ বলে নাকি?

বিশু

প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিন রাত লেগে আছে! প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,

পঙ্‌ক্তি ৪১১-৪২০ ১

ওকে মদ বল কিসের?

এরা হল প্রাণের মদ, চারদিকে ছড়ানো মদ, ফিকে নেশা, কিন্তু সে নেশা দিনরাতই লেগে আছে। যখন থেকে পাতালে অন্ধকারে যক্ষের ভাণ্ডারে সিঁধ কাটতে লেগেছি তখন থেকে সেই মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গিয়ে অন্তরাত্মা মদ চাই মদ চাই করচে।

গান

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে—

২

কাজ আছে; বনের সবুজ বল্‌চে ছুটি, রোদের সোনা বল্‌চে ছুটি; ঝরণার ঝিল্‌মিলি বল্‌চে ছুটি—

চন্দ্রা

কি বল্‌চ তুমি? ঐ গুলোকে মদ বলে না কি?

বিশু

এইসব হল প্রাণের মদ, ওর নেশা ফিকে, কিন্তু সেটা দিনরাতই লেগে আছে। অমন চোখ পাকিয়ে রইলে কেন? প্রমাণটা দেখ না। এ রাজ্যে যখন এলেম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগ্‌লুম, তখন থেকে সেই আজন্মকালের মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল, অন্তরাত্মা তাই ত আজ এমন মদ চাই মদ চাই করচে।

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে,

৩

ছুটি, রোদের সোনা বল্‌চে ছুটি, ঝরণার ঝিলমিলি বল্‌চে ছুটি—

চন্দ্রা

ঐগুলোকে মদ বলে না কি?

বিশু

ওরা প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণটা দেখ না। এ রাজ্যে যখন এলেম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগ্‌লেম তখন থেকে আমাদের সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল, অন্তরাত্মা তাই ত মদ চাই মদ চাই করচে। ঐ মদের দরবারই হচ্চে ছুটির দরবার। বেঁচে থাকার মধ্যেই সেই ছুটির মদ যদি কিছু কিছু থাকে ত ভালই, নইলে মরণের থেকে ধার করে নিতে হয়।

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে,

৫

বল্‌চে কাজ আছে। অন্যদিকে বনের সবুজ বল্‌চে ছুটি, রোদের সোনা বল্‌চে ছুটি, ঝরণার ঝিলমিল্ বলচে ছুটি—

চন্দ্রা

এইগুলোকে মদ বলে না কি?

বিশু

ওরা প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখনা। এ রাজ্যে যখন এলেম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগ্‌লেম তখন থেকে আমাদের সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল, অন্তরাত্মা তাই ত মদ চাই, মদ চাই করচে। ঐ মদের দরবারই হচ্চে ছুটির দরবার। বেঁচে থাকার মধ্যেই সেই ছুটির মদ যদি কিছু কিছু থাকে ত ভালোই, নইলে মরণের কাছ থেকে ধার করে নিতে হয়।

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে,

৬

তারা জ্বালা ধরিয়েচে; বল্‌চে কাজ আছে। অন্যদিকে বনের সবুজ বল্‌চে ছুটি, রোদের সোনা বল্‌চে ছুটি, ঝরণার ঝিলমিল বলচে ছুটি— ওরা নেশা ধরিয়েচে।

চন্দ্রা

এইগুলোকে মদ বলে না কি?

বিশু

ওরা প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখ না। এ রাজ্যে এলেম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগলেম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল, অন্তরাত্মা তাই ত মদ চাই, মদ চাই করচে।

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে,

৭

পূর্বানুগ।

(i) বনের সবুজ বল্‌চে ছুটি, রোদের সোনা বল্‌চে ছুটি, ঝরণার ঝিলমিল বলচে ছুটি > বনের সবুজ মেলেচে মায়া, রোদের সোনা মেলেচে মায়া,

(ii) —ওরা নেশা ধরিয়েচে। > ওরা নেশা ধরিয়েচে। ওরা বলচে ছুটি দিলুম।

৮

পূর্বানুগ।

(i) বল্‌চে কাজ আছে। > বল্‌চে কাজ কর।

(ii) ওরা বলচে ছুটি দিলুম। > বলচে, ছুটি, ছুটি!

(iii) হয়ে গেল, অন্তরাত্মা > হয়ে গেল। অন্তরাত্মা

৯

জ্বালা ধরিয়েচে, বল্‌চে কাজ কর। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেচে মায়া, রোদের সোনা মেলেচে মায়া! ওরা নেশা ধরিয়েচে, বলচে, ছুটি, ছুটি!

চন্দ্রা

এইগুলোকে মদ বলে নাকি?

বিশু

প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখ। এ রাজ্যে এলেম। পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগলেম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই ত হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করচে। সহজ নিঃশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনি মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে,

১০

অপরিবর্তিত।

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।

চন্দ্রা

এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ— তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি

পঙ্‌ক্তি ৪২১-৪৩০ ১

তবে মরণ রসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে
দেয় যে রঙীন করে!

তা এসনা এখান থেকে পালাই আমরা।

আমাদের সেই নীল চাঁদোয়া খাটানো বড় মদের আড্ডায় পালাবার জো থাক্‌লে ত বাঁচতুম। রাস্তা বন্ধ তাই ত এই মদ ধরেচি। বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সমস্ত সূর্য্যের আলো আমরা খুব কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েচি এই এক চুমুকের তরল আগুনে,—সমস্ত দিনটির যে ছড়ানো সোহাগ, সেই ত কষে ছানিয়ে নিয়েচি একটি রাঙা চুম্বন রসে, এ সইতে পারা শক্ত, কিন্তু এ না হলেও সইতে পারিনে। যক্ষপুরীতে কারো সময় নেই, তাই চার প্রহরকে গাঢ় করে নিতে হয় একদণ্ডের মধ্যে। প্রতিদিন আমাদের একটি করে সোনা ওর অতলে তলিয়ে মারা যায় তার সব রং সব রসের ভরা নিয়ে— সেই লোকসান ভোলবার জন্যে একটা দণ্ড পাই, বেয়ান, সেটাও যদি তোমার

২

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে
দেয় যে রঙীন করে।

চন্দ্রা

এস না, বেয়াই, এখান থেকে পালাই আমরা!

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়া খাটানো বড় মদের আড্ডায়! রাস্তা যে বন্ধ। তাই ত এই ঘরের তৈরি মদের উপর টান। বারো ঘণ্টায় সমস্ত হাসি গান সমস্ত সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েচি এক চুমুকের তরল আগুনে, সমস্ত দিনটির ছড়ানো সোহাগ কষে' ছানিয়ে নিয়েচি একটি রাঙা চুম্বনরসে, এ সইতে পারা শক্ত, কিন্তু এ না হলেও ত সয় না। যক্ষপুরীতে সময় নেই, চার প্রহরকে গাঢ় করে নিতে হয় এক দণ্ডের মধ্যে। আমাদের একটি করে দিন, একটি করে' সোনার তরী, প্রত্যহ অতলে তলিয়ে যায় তার সব রং সব রসের ভরা নিয়ে— এতবড় লোকসান ভোলাবার জন্যে একদণ্ড মাত্র পাই সেটাও যদি তোমার হাতে মারা যায় তবে ত নিষ্ঠুরতায় যক্ষপুরীর সর্দ্দারদেরও

৩

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে
দেয় যে রঙীন করে'!

চন্দ্রা

এস না, বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়া-খাটানো বড় মদের আড্ডায়। রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই হাটের মদের উপরে টান! বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান, সমস্ত সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েচি এক চুমুকের তরল আগুনে, সমস্ত দিনটির ছড়ানো সোহাগ কষে' ছানিয়ে নিয়েচি একটি রাঙা চুম্বনরসে— এ সইতে পারা শক্ত, কিন্তু এ না হলেও ত সয় না। যক্ষপুরীতে সময় নেই, চার প্রহরকে গাঢ় করে' নিতে হয় এক দণ্ডে। সেই গাঢ়তা মৃত্যুর মতই তীব্র, তা হোক, যেমন আমাদের ঠাস দাসত্ব তারই উপযুক্ত নিবিড় ছুটি। বিধাতা তোমার মধ্যে যে মদটুকু জুগিয়ে রেখেছিলেন গাঁয়ের পক্ষে সে যথেষ্ট ছিল, যক্ষপুরীর পক্ষে না— তাই এই মদের উপর তোমার এত ঈর্ষা!

৫

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে'।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে
দেয় যে রঙীন করে'।

চন্দ্রা

এস না, বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, বড় মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই

হাটের মদের উপর টান। বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান, সমস্ত সূর্য্যের আলো কড়া করে' চুঁইয়ে নিয়েচি এক চুমুকের তরল আগুনে, সমস্ত দিনটির ছড়ানো সোহাগ কষে' ছানিয়ে নিয়েচি একটি রাঙা চুম্বনরসে,—এ সইতে পারা শক্ত, কিন্তু এ না হলেও ত সয় না। যক্ষপুরীতে সময় নেই, চার প্রহরকে গাঢ় করে নিতে হয় একদণ্ডে। সেই গাঢ়তা মৃত্যুর মতই তীব্র ; তা হোক্, যেমন আমাদের ঠাস্ দাসত্ব তারই

৬

'তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে' থেকে চন্দ্রার উক্তি 'এস না, বেয়াই, পালাই আমরা', পর্যন্ত অংশ পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ, কিন্তু তার পরেই বিশুর সংলাপ অংশ বহুলাংশে এই খসড়ার পাঠে পরিবর্তিত হতে দেখি। তার পরিবর্তিত রূপটি এইরকম :

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে। সেই বড় মদের আড্ডায়। রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই হাটের মদের উপর টান। যক্ষপুরীতে আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ। তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান, সমস্ত সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েচি এক চুমুকের তরল আগুনে। তার গাঢ়তা মৃত্যুর মতই তীব্র ; তা হোক্, যেমন ঠাস দাসত্ব তেম্‌নি

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) মদের উপর > মদের পরে

(ii) যক্ষপুরীতে > যক্ষপুরে

৯

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে'।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙীন করে।

চন্দ্রা

এস না, বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়। রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই কয়েদখানার চোরাই মদের উপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুইয়ে নিয়েচি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি

১০

অপরিবর্তিত।

নিবিড় ছুটি।—

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে।
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথি,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে!

চন্দ্রা

যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু

হয় নি তো কী? তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা' 'সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

পঙ্‌ক্তি ৪৩১-৪৪০ ১

হাতে মারা যায় তাহলে নিষ্ঠুরতায় যক্ষপুরের সর্দ্দারদেরও ছাড়িয়ে যাবে!

তোর রিক্ত প্রহর মিথ্যে কেন গোনা!
সূর্য্যডোবায় ডুবেচে তোর সোনা।
তবে আসুক না সেই তিমির রাতি
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি
দিক্ ভোলাবার ঘোরে॥

বেয়ান, তোমাদের চোখে মুখে হাসিতেও রসিক বিধাতা কিছু কিছু করে মদ জুগিয়ে এসেচেন সে ত আমাদের ভোলাবার জন্যে।

কি ভোলাবার জন্যে?

শুধু এই কথাটা, যে, সংসারের পক্ষে আমরা দরকারী জিনিষ, তার বেশি কিছু নই। একদিকে পিঠের উপর পড়চে ক্ষুধাতৃষ্ণার চাবুক, আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েচে মন ভোলাবার মদ। কাজ ফুরোলেই জবাব দিতে দেরি করে না, মদের জোগানটাও তখন কমিয়ে আনে। আর তোমরা যারা ওর পেয়ালা বয়ে বেড়াও একদিন ওর পেয়ালা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদেরও রসের আসর ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে। দেখ না, যখনি আমাদের কাজের বয়স চলে যায়, এই সংসারের কারখানা ঘরে আমাদের আনাগোনা বন্ধ হতে থাকে ততই আমাদের চোখের উপরে কানের উপরে বোধের উপরে পর্দ্দা পড়ে যেতে থাকে— তার মানে, নেশাঘরের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে আসে। তার পরে আলোও যায় নিবে। পেয়ালাও যায় ফুরিয়ে, তখন সব বাণীই হয় শান্ত কেবল একটি বাণী অন্ধকারে শোনা যায় "আর দরকার নেই।" আমাদের যক্ষপুরীর সর্দ্দারেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা। দিনের বেলায় করেচে

চাবুকের বরাদ্দ সন্ধ্যাবেলায় মদের। আর তার পরে যখন দরকার ফুরোলে বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় তখন এমনি অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে যে মন বলতে থাকে চাবুকেও রাজি আছি কিন্তু মদ না হলে চল্‌বে না।

বেয়াই, তুমি কি বল্‌চ, আমি ভাল বুঝিনে। আমি একটা কথা জানি, ও একদিন আমাকে ভালবাস্‌ত— মদের চেয়ে অনেক বেশি। তখন আমাদের মনে হত ওতে আমাতে মিল্‌লেই সব পূরো হয়ে যায় তার বাইরে আর কিছুই বাকি থাকে না। জগতে এইটুকুর বেশি আর কিচ্ছুই চাবার থাকে না।

জানি জানি, যেমন জুঁইয়ের বোঁটার উপরে কেবল গুটি চার পাঁচ পাপড়ি ধরলেই বাস সমস্ত ভরপূর— তার পরে জুঁই ফুলের আর কিছুই কমানো বাড়ানো চলে না— তখন বর্ষার যে সন্ধ্যা তার সব তারা হারিয়ে বসেচে সেও এইটুকু জুঁয়েতেই পুলকিত হয়ে ওঠে, সেইরকম আর কি। জগতে সব কিছুতেই এই চাওয়াই ত চাওয়া।

তবে আর কি ? তাই হোক না ! মদের ভাঁড় ফেলে দিয়েও আর একবার তেমনি করে আমাকে চাক্ না। তাহলে আমার মধ্যে যা কিছু আছে সব যে ঢেলে দিয়ে আমি বেঁচে যাই।

জুঁইয়ের বোঁটা যদি মুচ্‌ড়ে যায় তাহলে গাছের সঙ্গে ফুলের সহজ রসের আনাগোনা আর থাকে না।

এখানে আমাদের যে বোঁটায় লেগেচে ঘা। তোমাদের দেওয়া নেওয়ায় তেমন করে কি আর কখনই জোড় মিলবে ? সেই জোড় ভাঙার দুঃখ মদ দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

কিন্তু বেয়াই, আমার দিকে ত কিছু বদল হয়নি।

খুব হয়েচে, এখনো জান্‌তে পারনি। এই যক্ষপুরীর মরু হাওয়ায় তোমার ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে তুমি এখন সোনার হারের স্বপ্ন দেখ্‌চ।

২

ছাড়িয়ে যাবে।

তোর — রিক্ত প্রহর মিথ্যে কেন গোনা ?
সূর্য্য — ডোবায় ডুবেচে তোর সোনা।
তবে — আসুক না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি নেশার চরম সাথী,
তোর — ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি
দিক্ ভোলাবার ঘোরে ॥

যখন কাজের বয়স যায়, সংসারের কারখানাঘরে আমাদের আনাগোনা বন্ধ হবার সময় আসে তখন চোখের উপরে কালের উপরে নেশাঘরের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে আসে। তখন রঙীন আলোর প্রদীপ যায় নিবে, পেয়ালা যায় ফুরিয়ে, সব বাণীই হয় শান্ত, কেবল প্রকৃতি মহারানীর তোরণদ্বার থেকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কেবল একটি বাণী বার বার শোনা যায় "তোমাকে আর দরকার নেই।"

চন্দ্রা

বেয়াই, তুমি কি বল, বুঝতেই পারিনে। আমি একটা কথা জানি, একদিন ও আমাকে ভালোবাস্‌ত— মদের চেয়ে অনেক বেশি। তখন ওতে আমাতে মিলে গিয়েই সব যেন ভর্ত্তি হয়েছিল, আর কিছুই বাকি ছিল না।

বিশু

একটুখানির মধ্যেই সমস্ত ভর্ত্তি করে দেয় যে মিল তাকে চাওয়াই ত একমাত্র চাওয়া।

চন্দ্রা

তাই হোক্ না। মদের ভাঁড় ফেলে দিয়ে ও আর একবার তেমনি করে আমাকে চাক্ না।

বিশু

হায়রে বেয়ান, এখানে যে আমাদের বোঁটাতেই লেগেচে ঘা, ফুল পড়েচে ভেঙে ; সেই জোড় ভাঙার দুঃখ কড়া মদ দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে হয়। বিধাতা তোমার মধ্যে যে মদটুকু জুগিয়ে রেখেছিলেন সে আজ ওর পক্ষে যথেষ্ট হয় না। ঐ মদের উপর তাই তোমার এত ঈর্ষা।

চন্দ্রা

তোমরা যা বল, আমার ত কিছু বদল হয়নি, বেয়াই।

বিশু

ভিতরে হয়েচে। যক্ষপুরীর হাওয়ায় তোমার ফুলের মালা শুকিয়ে গেচে এখন তুমি সোনার হারের স্বপ্ন দেখচ।

৩

তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেচে অকাজেরি কাজে।
তবে আসুক না সেই তিমির রাতি
লুপ্তি নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি'
দিক্ ভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা

যা বল বেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই গেছ রসাতলে, আমাদের ত কিছু বদল হয়নি।

বিশু

ভিতরে ভিতরে হয়েচে। এখানে তোমাদের ফুলের মালা গেছে শুকিয়ে, প্রাণটা সোনার হার সোনার হার করে খাবি খাচ্চে।

৫

উপযুক্ত নিবিড় ছুটি। বিধাতা তোমার মধ্যে যে মদটুকু জুগিয়ে রেখেছিলেন গাঁয়ের পক্ষে সে যথেষ্ট ছিল, যক্ষপুরীর পক্ষে না,— তাই এই মদের উপর তোমার এত ঈর্ষা।

তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে
তোর দিন মরেচে অকাজেরি কাজে।
তবে আসুক্ না সেই তিমির রাতি
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি
দিক ভোলাবার ঘোরে ॥

চন্দ্রা

যা বল বেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই গেছ রসাতলে আমাদের ত কিছুই বদল হয়নি।

বিশু

ভিতরে ভিতরে হয়েচে। এখানে তোমাদের ফুলের মালা গেছে শুকিয়ে, প্রাণটা সোনার হার সোনার হার করে খাবি খাচ্চে।

৬

'উপযুক্ত নিবিড় ছুটি ··· এত ঈর্ষা!' > নিবিড় ছুটি।

লক্ষণীয়, সংলাপটির অনেকটা অংশ বর্জিত হয়েছে এই খসড়ার পাঠে। বর্জিত পাঠ : 'বিধাতা তোমার মধ্যে ··· এত ঈর্ষা।'

পরবর্তী অংশ যথাযথভাবে রক্ষিত— 'তোর সূর্য্য ··· খাবি খাচ্চে।' পর্যন্ত।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আমাদের ত > আমাদের মেয়েদের ত

৮

পূর্বানুগ।

(i) করে > করে'

(i) মেয়েদের ত কিছুই বদল হয় নি। > মেয়েদের ত বদল হয়নি।

৯

নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেচে অকাজেরি কাজে।
তবে আসুক না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিক ভোলাবার ঘোরে।

১০

নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেচে অকাজেরি কাজে।
তবে আসুক্ না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিক ভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা

যাই বল বিশু বেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেচ। আমাদের মেয়েদের ত কিছু বদল হয়নি।

বিশু

হয়নি ত কি? তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন সোনা সোনা করে প্রাণটা খাবি খাচ্চে।

চন্দ্রা

কখ্‌খনো না।

বিশু

আমি বলছি— হাঁ। ঐ-যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানে। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তা, চলো-না কেন এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু

সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা-সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিম-খোর পাখি যেমন ছাড়া

পঙ্‌ক্তি ৪৪১-৪৫০ ১

কখ্‌খনো না।

আমি বল্‌চি, হাঁ। তোমার স্বামী যে বারো ঘণ্টার উপরে আরো চার ঘণ্টা করে খেটে আসে, তার কারণ ও ও জানে না, তুমিও জান না, কিন্তু আমি জানি। তোমার সোনার হারের স্বপ্ন ওকে ভিতরে ভিতরে চাবুক মারে, সে আমাদের সর্দ্দারদের চাবুকের চেয়ে কম নয়— তাতেই ওকে খাটুনির পরেও খাটায়।

আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তাহলে এখান থেকে পালিয়ে আমাদের গাঁয়ে ফিরে যাইনে কেন?

তুমি ভাবচ, বেয়ান, তোমার গাঁয়ের রাস্তা বাইরে থেকে এখানকার সর্দ্দাররা বন্ধ করেচে— ঐ সর্দ্দাররা ভিতর থেকেও বন্ধ করেচে। শুধু তোমার গাঁয়ের পথটা যায়নি, গাঁয়ের মনটাও গেচে। ঐ সর্দ্দাররাই তাদের বাড়ি নিয়ে রথ নিয়ে তাদের সর্দ্দারনীর অহঙ্কার নিয়ে তোমার মন ভুলিয়েচে।

২

চন্দ্রা

কখ্‌খনো না।

বিশু

আমি বল্‌চি হাঁ। ঐ ফাগুলাল যে বারো ঘণ্টার উপর আরো চার ঘণ্টা খেটে আসে তার কারণটা ওও জানে না, তুমিও জান না, অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার হারের স্বপ্ন ওকে ভিতরে ভিতরে চাবুক মারে, সে আমাদের সর্দ্দারের চাবুকের চেয়ে কম নয়, তাতে ওকে খাটুনির পরেও খাটায়।

চন্দ্রা

আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তাহলে এখান থেকে পালিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাইনে কেন ?

বিশু

বেয়ান, তোমার গাঁয়ের পথ সর্দ্দাররা বাইরে থেকে যেমন বন্ধ করেচে ভিতর থেকেও তেমনি। শুধু পথটা গেলে রক্ষা ছিল মনটাও গেচে। ঐ সর্দ্দারের কোঠাবাড়ি, সর্দ্দারনীর মোটা গয়না তোমার ইচ্ছাটাকে খোঁটায় বেঁধেছে। আর নড়তে পারবে না।

৩

চন্দ্রা

কখ্‌খনো না।

বিশু

আমি বলচি, হাঁ। ঐ ফাগুলাল বারো ঘণ্টার উপর আরো চার ঘণ্টা খেটে আসে তার কারণ ও জানে না, তুমিও জান না, অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার হারের স্বপ্ন ওকে ভিতরে ভিতরে চাবুক মারে— সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তাহলে এখান থেকে পালিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাইনে কেন ?

বিশু

কেমন করে যাবে ? সর্দ্দাররা যে গাঁয়ে যাবার পথটাও মেরেচে, মনটাও মেরেচে।

৫

চন্দ্রা

কখ্‌খনো না।

বিশু

আমি বলচি, হাঁ। ঐ ফাগুলাল বারো ঘণ্টার উপরে আরো চার ঘণ্টা খেটে আসে, তার কারণ ও জানে না, তুমিও ত জান না, অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার হারের স্বপ্ন ওকে ভিতরে ভিতরে চাবুক মারে, সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তাহলে এখান থেকে পালিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাইনে কেন ?

বিশু

গাঁয়ে কেমন করে যাবে ? সর্দ্দার যে তার পথটাও মেরেচে, মনটাও মেরেচে।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) বারো ঘণ্টার উপরে > বারো ঘণ্টার উপর

৮

পূর্বানুগ।

(i) স্বপ্ন ওকে ভিতরে ভিতরে > স্বপ্ন ওকে অন্তরে অন্তরে

(ii) যাইনে > যাইনা

(iii) গাঁয়ে কেমন করে যাবে ? > গাঁয়ে ফিরবে কেমন করে ?

৯

পূর্বানুগ।

১০

চন্দ্রা কখ্‌খনো না।

বিশু আমি বল্‌চি হাঁ। ঐ যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা আচ্ছা বেশ, তা চল না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু সর্দ্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেচে তা নয় ইচ্ছাটা সুদ্ধ আট্‌কেচে। আজ যদি বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আস্‌বে, আফিংখোর পাখী যেমন ছাড়া

পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্‌খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন?

চন্দ্রা

এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল

অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু

কী বলো দেখি।

ফাগুলাল

আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু

সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন?

পঙ্‌ক্তি ৪৫১-৪৬০ ১

সেই গাঁটুকুর মধ্যে যাতে খুসি হতে সেই তোমার সহজ ঐশ্বর্য্য আর নেই।

আচ্ছা ভাই বিশু, আমরা মুর্খু মানুষ, চিরদিন হাত হাতিয়ার নিয়ে কারবার করে এসেচি, তাই আমাদের লাগিয়েচে এই মাটির নীচের কাজে, কিন্তু তোমাকে কেন? শুনেচি, তুমি ছিলে পাঠশালার সেরা ছেলে, পুঁথি পড়ে পড়ে প্রায় চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে কোদাল ধরালে কেন?

সে অনেক কথা, কাউকে বলতে সাহস হয় না।

নাই বা বল্‌লে, আমরা আন্দাজ করেচি।

কি বল্‌ দেখি?

গোড়ায় ওরা তোমাকে চর রেখেছিল, আমরা কি করি কি বলি জানবার জন্যে।

চুপ্‌ চুপ্‌।

তুমি ভাবচ কথাটা চাপা আছে! আমরা সকলেই জানি।

তবে আমাকে তোরা জ্যান্ত রাখ্‌লি কেন?

২

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, শুনেচি তুমি ছিলে পাঠশালার সেরা ছেলে, পুঁথি পড়ে

পড়ে প্রায় চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুর্খুদের সঙ্গে এরা কোদাল ধরালে কেন ?

বিশু

সে অনেক কথা, কাউকে বল্‌তে সাহস হয় না।

ফাগুলাল

নাই বা বল্‌লে, আমরা আন্দাজ করেচি।

বিশু

কি বল্‌ দেখি ?

ফাগুলাল

গোড়ায় ওরা তোমাকে চর রেখেছিল আমরা কি করি কি বলি জানবার জন্যে।

বিশু

চুপ্‌, চুপ!

ফাগুলাল

ভাবচ কথাটা চাপা আছে। সব্বাই জানে।

বিশু

তবে আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন ?

৩

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি ত একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুর্খুদের সঙ্গে এরা কোদাল ধরালে কেন ?

বিশু

সে অনেক কথা, কাউকে বল্‌তে সাহস হয় না।

ফাগুলাল

আমরা আন্দাজ করেচি।

বিশু

কি বল্‌ দেখি ?

ফাগুলাল

ওরা তোমাকে চর রেখেছিল আমরা কি করি কি বলি জান্‌বার জন্যে।

বিশু

চুপ্‌ চুপ্‌।

ফাগুলাল

কথাটা চাপা নেই, সব্বাই জানে।

বিশু

তবে আমাকে জ্যান্ত রাখ্‌লি কেন ?

৫

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি ত একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোয়াতে

বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুর্খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন ?

বিশু

সে অনেক কথা, কাউকে বল্‌তে সাহস হয় না।

ফাগুলাল

আমরা আন্দাজ করেচি।

বিশু

কি বল্‌ দেখি ?

ফাগুলাল

ওরা তোমাকে চর রেখেছিল আমরা কি করি কি বলি জানবার জন্যে।

বিশু

চুপ্‌ চুপ।

ফাগুলাল

কথাটা সব্বাই জানে।

বিশু

তবে আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন ?

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) চুপ, চুপ।

৯

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি ত একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুর্খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন ?

চন্দ্রা

এতদিন আছি এই কথাটির জবাব বেহাইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল

অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু

কি বল্‌ দেখি।

ফাগুলাল

আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু

সবাই জানতিস যদি ত আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন ?

১০

পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি ত একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুর্খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন?

চন্দ্রা

এতদিন আছি এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল

অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু

কি বল্ দেখি।

ফাগুলাল

আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু

সবাই জান্‌তিস্ যদি ত আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন?

ফাগুলাল

এও জানি, এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁকতে পারলে না বেয়াই?

বিশু

আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা! বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে? তবু চেষ্টা দেখো।' চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা

পঙ্‌ক্তি ৪৬১-৪৭০ ১

কেননা জানি, একাজ তোমার দ্বারা হ'ল না। তুমি আমাদেরই সঙ্গে গেলে মিশে। আজ তুমি যেমন আমাদের আপন এমন আর কেউ নেই!

মকররাজ আমার কাছে খনিবিদ্যা শিখ্‌বে বলে তার সর্দ্দার ত আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল। কিছুদিন শিখ্‌লও বটে, কিন্তু সে ত শেখা নয় যেন একেবারে জোঁক লাগিয়ে শুষে নেওয়া। যখন আমার বিদ্যে আর বাকি রইল না, তখন সর্দ্দার বল্‌লে, তোমাকে আর কিচ্ছুই করতে হবে না, দিনের বেলায় আমাদের কারিগররা যখন সুরঙ্গ তৈরি করবে, তুমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবে, তার পরে সন্ধ্যেবেলায় আমার কাছে এসে গল্প করবে। দিনের বেলায় তুমি ওদের বন্ধু, সন্ধে বেলায় আমার। বলে' অল্প একটুখানি চোখ টিপে হাসলে।

এমন আরামের কাজ বেশিদিন টিঁকল না কেন?

কি বল, বেয়ান, আরামের কাজ? চারদিকে জ্যান্ত মানুষের মাঝখানে একটামাত্র ভূতকে যদি বাস করতে হয় তবে সে কি ভয়ঙ্কর একলা,— আমার সেই দশা হল। সর্দ্দারকে গিয়ে বল্‌লুম, দেশে যাব, আমার শরীর বড় খারাপ। সর্দ্দার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "আহা, এমন খারাপ শরীর নিয়ে যাবেই বা কি করে! তবু না হয় চেষ্টা করে দেখ।" চেষ্টা করে দেখ্‌লুম। দেখি, একটা দরজা যদি বা কোনো সুযোগে খোলে ত আরেকটা বন্ধ। ঢোকবার সময় এতগুলো দরজার হিসেব পাইনি। বুঝ্‌লুম, মকরের পেটে পৌঁছবার মুখে যে পথ আল্‌গা থাকে, পেটে পৌঁছলে সে পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তোদের দলে মিলে গেলুম। কোদাল ধরলুম, মদও ধরলুম। তোদের সঙ্গে আজ আমার এইটুকু মাত্র তফাৎ যে, সর্দ্দার তোদের যতটা অবজ্ঞা

২

ফাগুলাল

কেননা, জানি, একাজ তোমার দ্বারা হল না। তুমি আমাদেরই সঙ্গে গেলে মিশে। আজ তোমার মত আমাদের এমন আপন আর ত কেউ নেই।

বিশু

এখানকার মকররাজ খনিবিদ্যা শিখ্‌বে বলে আমাকে নিয়ে এল। সে ত শেখা নয় একেবারে জোঁক বসিয়ে শুষে নেওয়া। আমার বিদ্যের তলানি পর্য্যন্ত যখন বাকি রইল না, সর্দ্দার বল্‌লে এখন থেকে তুমি দিনের বেলায় আমাদের কারিগরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সন্ধ্যে বেলায় আমাদের সঙ্গে। বলে' অল্প একটুখানি চোখ টিপে হাস্‌লে।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁকে থাকতে পারলে না, বেয়াই?

বিশু

কি করে পারি? সবগুলিই হল জ্যান্ত মানুষ, আর তাদের পেয়ে বসবার জন্যে একটামাত্র ভূত, ভূতের পক্ষে কি সেটা আরামের? বল্‌লুম, "দেশে যাব, শরীর বড় খারাপ।" সর্দ্দার বল্‌লে, "আহা, এমন খারাপ শরীর নিয়ে যাবেই বা কি করে? তবু চেষ্টা করে দেখ।" চেষ্টা করে দেখ্‌লুম। দেখি একটা দরজায় যদিবা ফস্‌কা গিরো, আরেকটাতে বজ্র আঁটন। বুঝ্‌লুম, মকরের পেটে পৌঁছবার যে পথ আলগা, পৌঁছলেই সেটা ঠাসা বন্ধ। তখন তোদের দলে মিশ্‌লুম, কোদালও ধরলুম মদও ধরলুম। আজ তোতে আমাতে এইটুকু তফাৎ, সর্দ্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা

৩

ফাগুলাল

এও জানি একাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁকে থাকতে পারলে না, বেয়াই?

বিশু

কি করে পারি? সবগুলিই হল জ্যান্ত মানুষ আর তাদের পেয়ে বসবার জন্যে একটা মাত্র মরা ভূত, ভূতের পক্ষে সেটা কি আরামের? বল্‌লুম, "দেশে যাব, শরীর বড় খারাপ।" সর্দ্দার বল্‌লে, "আহা এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবে কি করে? তবু চেষ্টা করে' দেখ।" চেষ্টা করে দেখ্‌লুম। দেখি একটা দরজায় যদি বা ফস্‌কা গিরো, আরেকটাতে বজ্র আঁটন। বুঝ্‌লুম মকরের পেটে পৌঁছবার পথ আলগা, পৌঁছলেই ঠাসা বন্ধ। শেষে কোদালও ধরলুম, মদও ধরলুম। এখন তোতে আমাতে এইটুকু তফাৎ, সর্দ্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা

৫

ফাগুলাল

এও জানি একাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজে টিঁকে থাক্‌তে পারলে না বেয়াই ?

বিশু

আরামের কাজ বল্লে ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা! বল্‌লুম, "দেশে যাব, শরীর বড় খারাপ।" সর্দ্দার বল্‌লে, "আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবে কি করে? তবু চেষ্টা করে' দেখ।" চেষ্টা করে' দেখলুম। দেখি একটা দরজায় যদি বা ফস্‌কা গিরো, আরেকটাতে, বজ্র আঁটন। মকরের পেটে পৌঁছবার পথ আল্‌গা, পৌঁছলেই ঠাসা বন্ধ। শেষে কোদালও ধরলুম, মদও ধরলুম। এখন তোতে আমাতে তফাৎ এই যে, সর্দ্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা

৬

পূর্বানুগ।

(i) আরামের কাজ বল্লে ? > আরামের কাজ!

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) এও জানি > এও জানি,

(ii) দেখি একটা দরজায় যদি বা ফস্‌কা গিরো,. আরেকটাতে, বজ্র আঁটন। মকরের পেটে পৌঁছবার পথ আল্‌গা, পৌঁছলেই ঠাসা বন্ধ। > দেখি মকরের কবলে পৌঁছবার পথ আল্‌গা, পৌঁছলেই সব ঠাসা বন্ধ।

৯

ফাগুলাল

এও জানি একাজ তোমার দ্বারা হ'ল না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁক্‌তে পারলে না বেয়াই ?

বিশু

আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হ'য়ে লেগে থাকা ? বল্লুম, "দেশে যাব, শরীর বড় খারাপ।" সর্দ্দার বল্‌লে, "আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে ? তবু চেষ্টা দেখ।" চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই থাকে না। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেচি। এখন তোতে আমাতে তফাৎ এই যে সর্দ্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা

১০

অপরিবর্তিত।

করে আমাকে তার চেয়েও বেশি! ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কী বিশুদাদা? আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই— সোনাব্যাঙ যতই মক্ মক্ শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়া সাপের।

চন্দ্রা

কত দিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন। সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি— এক হাতের

পঙ্ক্তি ৪৭১-৪৮০ ১

করে আমাকে তার চেয়ে বেশি করে। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের পরে মানুষের হেলা বেশি!

কিন্তু বিশুদাদা, আমরা সবাই যে তোমাকে মাথায় করে রেখেচি!

সেটা প্রকাশ পেলেই আমাকে মরতে হবে। তোদের আদরের মানুষ সব ক'টাই আজ গারদে বন্ধ। আমি বড় বেশি মাতাল বলেই আমাকে নেহাৎ উপেক্ষা করে ছাড়া রেখেচে। সেই অপমানের দুঃখে মদের মাত্রা আমার দিনে দিনে বেড়ে চলেচে।

আচ্ছা, বেয়াই, কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে, কতদিনে আমরা ছুটি পাব?

কোনো দিন না। একদিনের পর দুই দিন, দুই দিনের পর তিন দিন, তার আর শেষ কোথায়? পাতালে যক্ষপুরীর দিকে সুরঙ্গ বানাচ্চি, এক হাতের

২

করে আমাকে তার চেয়ে করে বেশি। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কি, বিশুদাদা, আমরা ত সবাই তোমাকে মাথায় করে রেখেচি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মরতে হবে। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দ্দারদের দৃষ্টিও পড়ে সেইখানে; সে দৃষ্টি শুভদৃষ্টি নয়।

চন্দ্রা

বেয়াই, কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

বেয়ান, পাঁজিতে ত দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দুই দিন, দুই দিনের পর তিন দিন। পাতালে যক্ষপুরীর দিকে সুরঙ্গ কেটে চলেছি, এক হাতের

৩

করে আমাকে তার চেয়ে বেশি। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কি বিশু দাদা, আমরা ত সবাই তোমাকে মাথায় করে রেখেচি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মরতে হবে। তোদের আদর পড়ে যেখানে, সর্দ্দারের দৃষ্টিও পড়ে সেইখানে। সোনাব্যাংকে কোলাব্যাং যতই মক্‌মক্ করে অভ্যর্থনা করে ততই সেটা কানে পৌঁছয় বোড়া সাপের।

চন্দ্রা

কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

বেয়ান, পাঁজিতে ত দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিনদিন। পাতালে সুরঙ্গ কেটেই চলেচি, এক হাতের

৫

করে আমাকে তার চেয়ে বেশি। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কি বিশুদাদা? আমরা ত তোমাকে মাথায় করে রেখেচি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মরতে হবে। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দ্দারের দৃষ্টিও পড়ে সেইখানে। সোনা ব্যাং কোলা ব্যাঙকে যতই মক্‌মক্ করে অভ্যর্থনা করে ততই সেটা কানে পৌঁছয় বোড়া সাপের।

চন্দ্রা

কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

বেয়ান, পাঁজিতে ত দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিনদিন। সুরঙ্গ কেটেই চলেচি এক হাতের

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) মক্‌মক্‌ করে > মক্‌মক্‌ করে'

৮

পূর্বানুগ।

(i) রেখেছি। > রেখেছি।

(ii) দৃষ্টিও পড়ে সেইখানে। > দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই

(iii) সোনা ব্যাং কোলা ব্যাঙকে যতই মক্‌মক্‌ করে' অভ্যর্থনা করে ততই কানে পৌঁছয় বোড়া সাপের। > সোনা ব্যাঙ যতই মক্‌মক্‌ করে' কোলা ব্যাঙের অভ্যর্থনা করে ততই সেটা কানে পৌঁছয় বোড়া সাপের।

(iv) লেখে না। > লেখে না।

৯

করে আমাকে তার চেয়েও বেশী। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কি বিশু দাদা? আমরা ত তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দ্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই। সোনা ব্যাঙ যতই মক্‌মক্‌ শব্দে কোলা ব্যাঙের অভ্যর্থনা করে সেটা কানে পৌঁছয় বোড়া সাপের।

চন্দ্রা

কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

পাঁজিতে ত দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিনদিন; সুরঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের

১০

অপরিবর্তিত।

পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি— এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগু-ভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা ?

ফাগুলাল

পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশু

আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা

বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কী দরকার ?

বিশু

দরকার ব'লে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে,

পঙ্‌ক্তি ৪৮১-৪৯০ ১

পর দুই হাত, দুই হাতের পর তিন হাত, তারি বা শেষ কোথায় ? তারপরে সেখান থেকে তাল তাল সোনা নিয়ে মকররাজের ভাণ্ডারে জমা করচি— একতালের পর দুই তাল, দুই তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরী নিছক অঙ্কশাস্ত্রের দেশ, এখানে অঙ্কের পিছনে অঙ্ক সার বেঁধে চল্‌তে থাকে। তার কোনো মানে নেই। সেইজন্যেই ওদের কাছে আমরা ত মানুষ নই আমরা সংখ্যা। বিশু ভাই তুমি কোন্ সংখ্যা ?

এই যে আমার পিঠের কাপড়ে দাগ মারা আছে, আমি ৪৭ফ।

আমি হচ্চি ৬৯ঙ। পৃথিবীতে আমরা ছিলুম মানুষ, যক্ষপুরীতে আমরা হয়েচি দশ পঁচিশ খেলার ঘুঁটি। আমাদের যে অতখানি খোওয়া গেছে সেটা ভোলাতে হবে ত— অতএব বেয়ান—

ওদের সোনা অনেক ত জমা হয়েচে, আর কি দরকার ?

যে জিনিষের দরকার আছে তার শেষ আছে, যার দরকার নেই তারই শেষ নেই। খাওয়ার সীমা আছে,

২

পর দুই হাত, দুই হাতের পর তিন হাত। সেখান থেকে তাল তাল সোনা এনে মকররাজের ভাণ্ডারে তুলচি, এক তালের পর দুই তাল, দুই তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরী অঙ্কশাস্ত্রের দেশ, এখানে অঙ্কের পিছনে অঙ্ক সার বেঁধে চলে, তার কোনো মানে নেই। তাই ত ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগু ভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা ?

ফাগুলাল

এই যে আমার পিঠের কাপড়ে দাগ মারা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশু

আমি হচ্চি উনসত্তর ঙ। পৃথিবীতে ছিলুম মানুষ, যক্ষপুরীতে হয়েচি দশ পঁচিশ খেলার ঘুঁটি। অতখানি খোয়া গেল সেটা ভুলতে হবে, সেইজন্যেই ত বেয়ান—

চন্দ্রা

ওদের সোনা ত অনেক জমা হল আরো কি দরকার!

বিশু

দরকার থাকলে শেষও থাকে। খাওয়ার দরকার আছে,

৩

পর দুহাত, দু হাতের পর তিন হাত। সেখান থেকে তাল তাল সোনা এনে ভাণ্ডারে তুলচি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরী অঙ্কশাস্ত্রের দেশ, অঙ্কের পিছনে অঙ্ক সার বেঁধে চলে, কোনো অর্থে গিয়ে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগু ভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা?

ফাগুলাল

এই যে আমার পিঠের কাপড়ে দাগ মারা আছে। আমি ৪৭ফ।

বিশু

আমি হচ্চি ৬৯ঙ। পৃথিবীতে ছিলুম মানুষ, যক্ষপুরীতে হয়েচি দশ পঁচিশের ছক— যাঁরা কড়ি নিয়ে জুয়ো খেলচেন তাঁদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নেই।

চন্দ্রা

ওদের সোনা ত অনেক জমা হল। আরো কি দরকার।

বিশু

দরকার বলে' পদার্থটার শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে

৫

পর দু'হাত, দু'হাতের পর তিন হাত। সেখান থেকে তাল তাল সোনা তুলে আনচি, এক তালের পর দু'তাল, দু'তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরী অঙ্কশাস্ত্রের দেশ; অঙ্কের পিছনে অঙ্ক সার বেঁধে চলে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগু ভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা?

ফাগুলাল

এই যে পিঠের কাপড়ে দাগ মারা আছে। আমি ৪৭ফ।

বিশু

আমি ৬৯ঙ। নিজের গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েচি দশ পঁচিশের ছক, আমাদের বুকের উপর দিয়ে জুয়ো খেলা চলচে।

চন্দ্রা

বেয়াই, ওদের সোনা ত অনেক জম্‌ল, আরো কি দরকার।

বিশু

দরকার বলে' পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে,

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) সেখান থেকে তাল তাল সোনা > তাল তাল সোনা

(ii) সার বেঁধে চলে, > সার বেঁধে চলেচে।

(iii) দাগ মারা আছে। > দাগ দেখ না।

(iv) আমাদের বুকের > বুকের

(v) জুয়ো খেলা চলচে। > জুয়ো খেলা চলেচে।

৯

পর দু'হাত, দু'হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আন্‌চি, এক তালের পর দু'তাল, দু'তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেচে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগু ভাই, তুমি কোন সংখ্যা?

ফাগুলাল

পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশু

আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েচি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়ো খেলা চল্‌চে।

চন্দ্রা

বেয়াই, ওদের সোনা ত অনেক জম্‌ল, আরো কি দরকার?

বিশু

দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে,

১০

অপরিবর্তিত।

পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়। নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ।— বুঝতে পারলে না ?

চন্দ্রা

না।

বিশু

মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ্ লাগে। সে ভাবে, সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আশমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা

নবান্নের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

পঙ্‌ক্তি ৪৯১-৫০০ ১

নেশার সীমা নেই, যদি থাকে ত সে অপঘাত মরণে। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ। মকররাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না ?

না।

মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে মনে করি আমি আর আমি নই, আমাদের মকররাজও সোনার তাল হাতে নিয়ে মনে করে সে যা' তার চেয়েও সে অনেক বড়। আর আমি পারচিনে বউ, আমাকে দাও, মদ দাও।

তোমার পায়ে পড়ি ঘরে চল। সেই ক্ষেতের ধারে, নদীর পারে, ঠাকুরবাড়ির নহবৎখানার পাশে। অঘ্রাণ শেষ হল, ধান পেকেচে, ঘরে ঘরে নবান্নের ধুম পড়েচে— সেখানে মদের দরকার হবে না।

দেখ, আমাকে রাগিয়ো না। তোমাকে হাজার বার বলেচি মকররাজের মুলুকে হাটে ঘাটে শ্মশানে মশানে সব দিকেই পাকা রাস্তা, কেবল ঘরের দিকে নয়।

রাস্তা নিশ্চয় মিলবে একবার সর্দ্দারকে গিয়ে যদি—

২

তার সীমা আছে, নেশার দরকার নেই তার সীমা নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, মকররাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না ?

চন্দ্রা

না।

ফাগুলাল

মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে ভুলে যাই যে ভাগ্যপুরুষের দাঁড়ে বাঁধা ময়না আমি, মনে করি উড়চি বুঝি। সোনার তাল হাতে নিয়ে আমাদের মকররাজের মনেও সেই মোহ জন্মায়— ও ভাবে মস্ত কেউ। এই ভুলটাকে জমিয়ে তোলবার জন্যেই মানুষের এত মদের বায়না।

চন্দ্রা

তোমাদের পায়ে পড়ি ঘরে চল। অঘ্রাণ শেষ হল, ধান পেকেচে, ঘরে ঘরে নবান্নের ধুম পড়েচে,— সেখানে মদের দরকার হবে না।

ফাগুলাল

দেখ চন্দ্রা আমাকে রাগিয়ো না। হাজার বার বলেচি মকররাজের মুলুকে হাটে ঘাটে শ্মশানে মশানে সব দিকেই পাকা রাস্তা; কেবল ঘরের দিকে নয়।

চন্দ্রা

একবার সর্দ্দারকে গিয়ে যদি আমরা—

৩

কাজেই তার শেষও পাওয়া যায়, নেশার দরকার নেই, কাজেই তার শেষ নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, মকররাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?

চন্দ্রা

না।

ফাগুলাল

মদের পেয়ালা হাতে ভুলে যাই ভাগ্য পুরুষের দাঁড়ে বাঁধা ময়না আমি, মনে করি আমার ছুটি। সোনার তাল হাতে মকররাজের সেই মোহ লাগে— ও ভাবে ও অসাধারণের আস্‌মানে, সাধারণের শিকলপরা দাঁড় থেকে ওর ছুটি।

চন্দ্রা

অঘ্রাণ শেষ হল, গ্রামে নবান্নের ধুম পড়েচে পায়ে পড়ি ঘরে চল।

৫

কাজেই তার শেষও পাওয়া যায়। নেশার দরকার নেই কাজেই তার শেষ নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, মকররাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?

চন্দ্রা

না।

বিশু

মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্য পুরুষের দাঁড়ে বাঁধা ময়না আমি, মনে করি আমার ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে মকররাজের সেই মোহ লাগে। ও ভাবে অসাধারণের আস্‌মানে ও উড়চে, সাধারণের শিকলপরা দাঁড় থেকে ওর ছুটি।

চন্দ্রা

অঘ্রাণ শেষ হল। গ্রামে নবান্নের ধুম পড়েচে, পায়ে পড়ি ঘরে চল।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, আমাকে রাগিয়ো না। হাজারবার বলেচি এই মুল্লুকে হাটে ঘাটে শ্মশানে মশানে সব দিকেই পাকা রাস্তা, কেবল ঘরের দিকে নয়।

চন্দ্রা

একবার সর্দ্দারকে গিয়ে যদি আমরা—

৬

নীচের পরিবর্তন ছাড়া বাকি অংশের পাঠ পূর্বানুগ।

(i) ও ভাবে অসাধারণের আস্‌মানে ও উড়চে, সাধারণের শিকলপরা দাঁড় থেকে ওর ছুটি। > ও ভাবে সর্ব্বসাধারণের শিকলপরা দাঁড়ে ও বাঁধা নয়, অসাধারণের আস্‌মানে ও বুঁদ হয়ে গেচে।

৭

পূর্বানুগ। তবে পূর্ববর্তী পরিবর্তিত পাঠের 'ও ভাবে সর্ব্বসাধারণের ··· বুঁদ হয়ে গেচে।' অংশটি পুনরায় এই খসড়ায় বদলানো হয়েছে।

(i) ও ভাবে সর্ব্বসাধারণের শিকলপরা দাঁড়ে ও বাঁধা নয়। অসাধারণের আস্‌মানে ও বুঁদ হয়ে গেচে। > ও ভাবে সর্ব্বসাধারণের ভাগ্য-দাঁড়ের থেকে ওর ছুটি, অসাধারণের আস্‌মানে, ও উড়চে।

৮

পূর্বানুগ।

(i) পেয়ালা হাতে নিয়ে > পেয়ালা নিয়ে

(ii) মকররাজের সেই > এখানকার কর্ত্তার সেই

(iii) বলেচি > বলেচি,

(iv) ও ভাবে সর্ব্বসাধারণের ভাগ্য-দাঁড়ের থেকে ওর ছুটি, > ও ভাবে, সর্ব্বসাধারণের ভাগ্য দাঁড় থেকে ও ছাড়া,

৯

পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?

চন্দ্রা

না।

বিশু

মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্য-পুরুষের দাঁড়ে বাঁধা ময়না আমি। মনে করি আমার ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্ত্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্ব্বসাধারণের ভাগ্য দাঁড় থেকে ও ছাড়া, অসাধারণের আস্‌মানে ও উড়চে।

চন্দ্রা

অঘ্রাণ প্রায় শেষ হল, গ্রামে নবান্নের ধুম পড়েচে, পায়ে পড়ি ঘরে চল। একবার সর্দ্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

১০

পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?

চন্দ্রা

না।

বিশু

মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডীর মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্ত্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্ব্বসাধারণের মাটির টান ও'তে পৌঁছয় না। অসাধারণের আস্‌মানে ও উড়চে।

চন্দ্রা

নবান্নের সময় এল বলে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চল্‌চে। পায়ে পড়ি ঘরে চল। একবার সর্দ্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি?

চন্দ্রা

কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা

ঐ-যে সর্দার।

বিশু

তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয় শুনেছে।

চন্দ্রা

কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

পঙ্‌ক্তি ৫০১-৫১০ ১

সর্দ্দারকে আজও চিন্‌লে না?

কেন, ওকে দেখে ত বেশ—

বেশ না ত কি! বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। ঐ ত হ'ল মকরের দাঁত। আগা তীক্ষ্ণ, গোড়া শক্ত। খাঁজে খাঁজে কাম্‌ড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও সে কামড় আলগা করতে পারে না।

ঐ যে স্বয়ং আস্‌চে সর্দ্দার!

তবেই হয়েচে— আমাদের কথা নিশ্চয় ওর কানে গেচে! এখন যদি এখান থেকে সরি তাহলে ওর সন্দেহ আরো বাড়বে।

এমন ত কিছু বলিনি যাতে—

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে করে যে ওরা! কাজেই কোন্ কথার টীকে কোথায় গিয়ে আগুন লাগাবে কেউ জানে না।

২

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দ্দারকে চেন নি বুঝি?

চন্দ্রা

কেন, ওকে দেখে ত বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝকঝকে। ঐ ত হল মকরের দাঁত। খাঁজে খাঁজে অতি সুন্দর করে কাম্‌ড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও সে কামড় আল্‌গা করতে পারে না।

চন্দ্রা

ঐ যে স্বয়ং আস্‌চে সর্দ্দার।

বিশু

তবেই হয়েচে, নিশ্চয় আমাদের কথা ওর কানে গেছে। এখন যদি সরি তাহলে সন্দেহ আরো বাড়বে।

চন্দ্রা

এমন ত কিছু বলিনি যাতে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে করে যে ওরা। কাজেই কোন্‌ কথার টীকে কোন্‌ খড়ের চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

৩

ফাগুলাল

চন্দ্রা, আমাকে রাগিয়ো না। হাজারবার বলেচি এই মুলুকে হাটে ঘাটে শ্মশানে মশানে সব দিকেই পাকা রাস্তা, কেবল ঘরের দিকে নয়।

চন্দ্রা

একবার সর্দ্দারকে গিয়ে যদি আমরা—

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দ্দারকে চেননি বুঝি?

চন্দ্রা

কেন, ওকে দেখে ত বেশ—

বিশু

হাঁ বেশ ঝকঝকে। মকরের দাঁত। খাঁজে খাঁজে বড় পরিপাটি করে কাম্‌ড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারেন না।

চন্দ্রা

ঐ যে সর্দ্দার।

বিশু

তবেই হয়েচে আমাদের কথা নিশ্চয় শুনেচে। এখন সরে গেলে আরো বেশি সন্দেহ করবে।

চন্দ্রা

কেন, এমন ত কিছু বলিনি যাতে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্‌ কথার টীকে কোন্‌ চালে গিয়ে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

৫

পূর্বানুগ।

সামান্য পরিবর্তন : (i) দাঁত ; (ii) আল্‌গা

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) মকরের দাঁত। > মকরের দাঁত ;

৮

পূর্বানুগ।

(i) বড় পরিপাটি করে > পরিপাটি করে'

(ii) সরে > সরে'

(iii) জানে না। > জানে ?

৯

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দ্দারকে এখনো চেননি বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন, ওকে দেখে ত আমার বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝকঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড় পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা

ঐ যে সর্দ্দার।

বিশু

তবেই হয়েচে। আমাদের কথা নিশ্চয় শুনেচে।

চন্দ্রা

কেন, এমন ত কিছু বলিনি, যাতে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্‌ কথার টীকে কোন্‌ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

১০

অপরিবর্তিত।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা

সর্দারদাদা!

সর্দার

কী নাতনি, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা

একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার

কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু

সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো-ব্যাবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত

পঙ্‌ক্তি ৫১১-৫২০ ১

তোমরা যাই বল, সর্দ্দারকে কিন্তু আমার—

চুপ্‌চুপ!

সর্দ্দারমশায়!

কি নাৎনী, খবর ত সব ভালো?

একবার আমাদের বাড়ি যেতে দাও!

কেন; এখানে তোমাদের যে বাসা বেঁধে দিয়েচি সে ত তোমাদের বাড়ির চেয়ে ভালো বই মন্দ নয়। কি হে ৬৯-ঙ; তুমি যে এখানে? তোমাকে এদের মধ্যে দেখ্‌লে আমার মনে হয় সারস এসেচে বকের দলকে নাচ শেখাতে।

সর্দ্দারজি, অমন ঠাট্টা কোরো না। ওদের নাচাবার সখ আমার একটুও নেই। তত বড় পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে একটানে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসাটা যে কত সাংঘাতিক তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত

২

চন্দ্রা

তোমরা যাই বল, সর্দ্দারকে কিন্তু আমার—

বিশু

চুপ্ চুপ্।

সর্দ্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা

সর্দ্দারমশায় !

সর্দ্দার

কি নাৎনী, খবর ভালো ত ?

চন্দ্রা

একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দ্দার

কেন, এখানে যে বাসা বেঁধে দিয়েচি সে ত খাসা, বাড়ির চেয়ে ভালো। —খবরদারী করবার জন্যে সরকারী খরচে চৌকিদার পর্য্যন্ত রেখে দিয়েচি। কি হে ৬৯-ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখ্‌লে মনে হয় সারস এসেচে বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু

সর্দ্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগ্‌চে না। নাচাবার মত পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে একটানে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসাটা যে কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত

৩

সর্দ্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা

সর্দ্দার দাদা !

সর্দ্দার

কি নাৎনী ! খবর ভালো ত ?

চন্দ্রা

একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও !

সর্দ্দার

কেন, যে বাসা বেঁধে দিয়েছি, খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারী খরচে চৌকিদার পর্য্যন্ত রাখা গেছে। কি হে ৬৯ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখ্‌লে মনে হয় সারস এসেচে বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু

সর্দ্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগ্‌চে না। নাচাবার মত পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে একটানে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসাটা কত সংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত

৫

পূর্বানুগ। পরিবর্তন :

(i) যে বাসা > যে-বাসা

(ii) খাসা,

(iii) দেখলে

৬

পূর্বানুগ। নীচের পরিবর্তনটুকু লক্ষণীয় :

(i) খাসা, > খাসা,—

(ii) এখান থেকে একটানে > এখান থেকে টেনে

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) ব্যবসাটা > ব্যবসা

৯

পূর্বানুগ।

(i) বেঁধে দিয়েচি, খাসা ; > যে বাসা দিয়েচি সে ত খাসা,

(ii) সারস এসেচে > সারস এসেচেন

১০

অপরিবর্তিত।

দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার

নাতনি, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল

না না, সে হবে না সর্দারজি! এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়ো-জোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু

চুপ চুপ ফাগুলাল!

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দার

এই-যে, বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে

পঙ্‌ক্তি ৫২১-৫৩০ ১

দেখেচি এম্‌নি হয়েচে যে সাদা চালে চল্‌তেও ভয় হয়।

সর্দ্দার দাদা!

কি নাৎনী!

মাটির নীচে সুরঙ্গ আর কতদূর গাঁথবে, তোমাদের যক্ষের ধন যে আর ফুরোয় না। ছুটি দাও আমাদের! আর একবার সেই আমাদের সবুজ ক্ষেত, সেই খেয়াঘাটের জামগাছতলাটা দেখে আসি। কিসের জন্যে প্রাণ কাঁদে সে ত বল্‌তে পারিনে! ঐ দেখ না, তোমাদের মানুষগুলো কি আর মানুষ আছে? সারাদিন অন্ধকারে ভূতের মত খাটে, সারা সন্ধ্যেবেলা প্রেতের মত মেতে বেড়ায়। দেখে দয়া হয় না?

বল কি, মানুষগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে দেখে দুঃখ হয় না? খুবই উদ্বিগ্ন হয়েচি। ওরা মনিবকে মান্‌বে না, নিয়মকে মান্‌বে না সেই কুলক্ষণ দেখা যাচ্চে। ওদের পাখা নেই তবু উড়তে যাবে এমনতরো ভাবখানা, সেটা ঘাড় ভাঙবার প্রণালী, কি বল হে ৬৯-ঙ, তাই নয় কি?

ভয় নেই, সর্দ্দার, ভদ্ররকম কায়দায় আত্মহত্যা করে মরবার মত উঁচুতেও ওরা নেই, যে তলার মাটিতে ওদের চীৎ করিয়ে রেখেচ সেখানে উঠবে কোথায় যে পড়বে? মাঝে মাঝে পাশ ফিরতে চায় সেটাতে দুর্ঘটনার কোনো হেতু নেই।

নাৎনী ওদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে আমরা নিজের খরচে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেচি। তার কাছে সন্ধেবেলায়—

সে হবে না, সর্দ্দার! সন্ধে বেলায় মদ খেয়ে আমরা উৎপাত করি কিন্তু উপদেশ দিতে এলে তার চেয়েও হাঙ্গাম হবে, নরহত্যা করতেও বাধবে না।

আরে ফাগুলাল, চুপ্ চুপ্! অস্থানে অসহিষ্ণু হবার দোষ এই যে তাতে আরো বেশি সহ্য করতে হয়।

শুন্‌লে ত নাৎনী! তোমাদের পুরুষগুলো—

সর্দ্দারদাদা, মাঝে মাঝে এদের সবাইকে ঘরের হাওয়া খাইয়ে আন তাহলে সব নষ্টামি সহজে সারবে। গোসাঁইয়ের উপদেশে উল্টো হবে।

পাকা কথা বলেচ! মেয়ে মানুষ, তোমাদের সহজ বুদ্ধিতে সব সমস্যা সহজ হয়ে আসে। তোমার কথা শুনে মনে পড়চে, ঐ যে রঘুনাথের ব্যামো হল, তাকে যতই বৈদ্যের বড়ি খাওয়ালুম তার রোগ বেড়ে উঠতে লাগ্‌ল; তার দ্বারা আমাদের আর কোন কাজ হবে না হিসেব করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম— এখন খবর পাচ্চি সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেচে। গোসাঁইয়ের উপদেশও সেই বৈদ্যের বড়ি। এই যে বল্‌তে বল্‌তেই গোসাঁইজি এসে পড়েচেন। প্রভু, প্রণাম! আমাদের এই কারিগরদের মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে, এদের কানে

২

দেখেচি,— এমন হয়েচে যে, সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

চন্দ্রা

সর্দ্দার দাদা!

সর্দ্দার

কি নাৎনী!

চন্দ্রা

চেয়ে দেখ, তোমাদের মানুষগুলো কি মানুষ আছে? অন্ধকারে সারাদিন ভূতের মত খাটে, দিন গেলে সারা সন্ধে প্রেতের মত মেতে বেড়ায়। দেখে দয়া হয় না?

সর্দ্দার

বল কি? মানুষ নষ্ট হয়ে যাচ্চে, দুঃখ হয় না? খুবই উদ্বিগ্ন হয়েচি। মনিবকে মানবে না, নিয়মকে মানবে না সেই কুলক্ষণ দেখা যাচ্চে। পাখা নেই তবু উড়তে যাবে এম্‌নি ভাবখানা— সেটা ঘাড় ভাঙবারই উপায়। কি বল হে ৬৯ঙ, তাই নয় কি?

বিশু

ভয় নেই, সর্দ্দার। ভদ্ররকমে আত্মহত্যা করে মরবার মত উঁচুতেও ওরা নেই। যে তলার মাটিতে ওদের চীৎ করিয়ে রেখেচ সেখানে উঠ্‌বে কোথায় যে পড়বে? মাঝে মাঝে পাশ ফিরতে চায় সেটাতে ভূমিকম্পের আশঙ্কা নেই।

সর্দ্দার

নাৎনী। একটা সুখবর আছে। ওদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে নিজের খরচে কেনারাম গোসাঁইকে আনিয়ে রেখেচি। তার কাছে রোজ সন্ধেবেলায়—

ফাগুলাল

সে হবে না, সর্দ্দারজি, পষ্ট বলচি। সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে আমরা উৎপাত করি কিন্তু উপদেশ দিতে এলে তার চেয়েও হাঙ্গাম হবে, নরহত্যা করতেও বাধবে না।

বিশু

আরে ফাগুলাল, চুপ্ চুপ্।

সর্দ্দার

এই যে বলতে বলতেই স্বয়ং উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম! আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে, এদের কানে

৩

দেখেচি। এমন হয়েচে, সাদা চালে চল্লেও পা কাঁপে।

সর্দ্দার

নাৎনী, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোসাইঁকে আনিয়ে রেখেচি। এদের কাছ থেকে কিছু কিছু প্রণামী আদায় করে অনায়াসে তার খরচ উঠে যাবে। গোসাইঁজির কাছে রোজ সন্ধেবেলায়—

ফাগুলাল

সে হবে না সর্দ্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড় জোর মাৎলামি করি কিন্তু সন্ধেবেলায় উপদেশ শুনলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু

চুপ চুপ ফাগুলাল। অস্থানে অসহিষ্ণু হলে অনেক বেশি সহ্য করতে হয়।

গোসাইঁয়ের প্রবেশ

সর্দ্দার

এই যে বল্‌তে বল্‌তেই উপস্থিত। প্রভু প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে; এদের কানে

৫

নিম্নোক্ত পরিবর্তন ছাড়া পূর্বানুগ :

(i) এদের কাছ থেকে কিছু কিছু প্রণামী আদায় করে অনায়াসে তার খরচ উঠে যাবে > এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে তার খরচ উঠে যাবে।

(ii) শুনলে > শুন্‌লে

(iii) চুপ চুপ ফাগুলাল। অস্থানে অসহিষ্ণু হলে অনেক বেশি সহ্য করতে হয় > চুপ্ চুপ্ ফাগুলাল। (পরের পঙ্‌ক্তি বর্জিত)

৬

পূর্বানুগ।

(i) প্রণাম। > প্রণাম!

(ii) ওঠে; > ওঠে,

৭

পূর্বানুগ।

(i) কেনারাম গোসাইঁকে > আমাদের কেনারাম গোসাইঁকে

(ii) প্রণাম! > প্রভু, প্রণাম!

(iii) চুপ চুপ > চুপ্ চুপ্ ফাগুলাল।

৮

পূর্বানুগ।

(i) তার খরচ উঠে যাবে > খরচ উঠে যাবে।

(ii) দেখেছি। > দেখেচি,

৯

দেখেচি, এমন হয়েচে শাদা চালে চল্‌তেও পা কাঁপে।

চন্দ্রা

মাটির নীচে সুরঙ্গ আর কত খুদবে? তোমাদের যক্ষের ধন যে আর ফুরোয় না। ছুটি দাও, সর্দ্দার ছুটি দাও, একবার আমাদের সেই শিষ-দোলানো যবের ক্ষেত, সেই খেয়াঘাটের ঝুরি-ঝোলা বটতলাটা দেখে আসি। কিসের জন্যে যে প্রাণ কাঁদে সে ত বল্‌তে পারিনে। দেখ্‌চ না তোমাদের মানুষগুলো সমস্ত দিন অন্ধকারে ভূতের খাট্‌নি খাটে, আর সমস্ত সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে মেতে বেড়ায়— দেখে তোমার দয়া হয় না?

সর্দ্দার

বল কি? ওদের জন্যে আমাদের কি কম উদ্বেগ? সেই জন্যেই ত ওদের ভাল কথা শোনাবে বলে স্বয়ং আমাদের কেনারাম গোসাইঁকে আনিয়ে নিয়েচি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোসাইঁজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল

না, না, সে হ'বে না, সর্দ্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড় জোর মাৎলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘট্‌বে।

বিশু

চুপ্, চুপ্, ফাগুলাল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দ্দার

এই যে বল্‌তে বল্‌তেই উপস্থিত। প্রভু প্রণাম! আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে

১০

দেখেচি, এমন হয়েচে শাদা চালে চল্‌তেও পা কাঁপে।

সর্দ্দার

নাৎনী, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেচি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে' খরচটা উঠে যাবে। গোসাইঁজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল

না, না, সে হবে না, সর্দ্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড় জোর মাৎলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘট্‌বে।

বিশু

চুপ্‌, চুপ্‌, ফাগুলাল!

গোসাইঁয়ের প্রবেশ

সর্দ্দার

এই যে বল্‌তে বল্‌তেই উপস্থিত! প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে

একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন, ভারি দরকার।

গোঁসাই

এই এদের কথা বলছ ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে ব'লেই সংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা ! আশীর্বাদ করি, সর্বদাই অবিচলিত থাকো ; তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হাল্‌কা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে

পঙ্‌ক্তি ৫৩১-৫৪০

১

একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন,— ভারি দরকার !

বৎস, তোমরা যে স্বয়ং ধরণীর মত। অবিচলিত হয়ে যখন সব সহ্য কর তখনই সমাজের উন্নতি, স্থিতি, ঐশ্বর্য্য। নিজের প্রাণপাত করে' সংসারটাকে তোমাদের পিঠের উপরে ধরে রেখেচ। কূর্ম্ম অবতারের মত নিজের বোঝাকে বড় করে নিজেকে তার নীচে লুকিয়েচ। নরনারায়ণের বাহন তোমরা ! হরি হরি ! বাবা সাতচল্লিশ ফ, একবার বুঝে দেখ, তোমাদের অশ্রান্ত সেবার গুণেই আমাদের অন্নবস্ত্র যা কিছু। আমি নাম কীর্ত্তন করি বটে, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমরাই আমার নামাবলীখানা তৈরি করেচ তবে ত শরীরটা পবিত্র হল। বড় কম কথা নয় ! আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সর্ব্বদা অবিচলিত থাকো, আর তোমাদের পরে ঠাকুরের দয়াও অবিচলিত থাক্ ! বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বল দেখি, হরি হরি হরি হরি ! সব বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে ! হরিনাম আদাবন্তে

২

একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন ! ভারি দরকার।

গোসাঁই

এদের কথা বলচ ? আহা, এরা ত মাটি বল্লেই হয়। ধৈর্য্যে ধরণী ! স্থির হয়ে যখন সব সহ্য করে তখনি সমাজের উন্নতি বল স্থিতি বল ঐশ্বর্য্য বল যা কিছু। কূর্ম্ম অবতারের মত এরা বোঝাকেই বড় করে' নিজেকে তার নীচে চাপা দিয়েছে। কি সুন্দর ! বাবা সাতচল্লিশ ফ, একবার ভেবে দেখ যে মুখে নামকীর্ত্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে সেখানা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তোমরাই তৈরি করেচ। এ কি কম কথা ! আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদা অবিচলিত থাকো আর ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাক্। বাবা, একবার কণ্ঠ

খুলে বল, হরি, হরি ! তোমাদের বোঝা সব হাল্কা হয়ে যাক্। হরিনাম আদাবন্তে

৩

একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন। ভারি দরকার।

গোসাঁই

এই এদের কথা বলচ ? এরা ত মাটি বল্‌লেই হয়। ধৈর্য্যে স্বয়ং ধরণী। এরা স্থির হয়ে যখন সবই সহ্য করে তখনি আমাদের ঐশ্বর্য্য বল উন্নতি বল যা কিছু ! কূর্ম্ম অবতারের মত এরা বোঝাকেই বড় করে' নিজেকে তার নীচে চাপা দিয়েচে। কি সুন্দর ! বাবা সাতচল্লিশ ফ, একবার ভেবে দেখ যে মুখে নামকীর্ত্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা তোমরাই বানিয়েচ। এ কি কম কথা ! আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বদা অবিচলিত থাকো, আর ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাক্ ! বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বল, হরি, হরি ! তোমাদের সব বোঝা হাল্কা হয়ে যাক্ ! হরিনাম আদাবন্তে

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) ধৈর্য্যে স্বয়ং > আহা ধৈর্য্যে স্বয়ং

(ii) এরা স্থির হয়ে যখন সবই সহ্য করে তখনি আমাদের > এরা যতক্ষণ স্থির হয়ে সবই সহ্য করে ততক্ষণ আমাদের

(iii) বাবা সাতচল্লিশ ফ > বাবা ৪৭ফ

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) যে নামাবলীখানা > যে-নামাবলীখানা

(ii) ফেলে > ফেলে'

৮

পূর্বানুগ।

নীচের পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) এই এদের কথা বলচ ? এরা ত মাটি ··· চাপা দিয়েচে। > এই এদের কথা বল্‌চ ? আহা, স্বয়ং কূর্ম্ম অবতার এরা, বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েচে বলেই সংসার টিঁকে আছে।
—এর পরবর্তী অংশ যথাযথ।

৯

একটু শান্তি মন্ত্র দেবেন— ভারি দরকার !

গোসাইঁ

এই এদের কথা বল্‌চ ? আহা, এরা ত স্বয়ং কূর্ম্ম অবতার। বে[illegible]ার [illegible]চে নিজেকে চাপা দিয়েচে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখ, যে মুখে নাম কীর্ত্তন করি সেই মুখে অন্ন যোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েচ তোমরাই। এ কি কম কথা ! আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদাই অবিচলিত থাক, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাক্‌বে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বল, হরি, হরি ! তোমাদের সব বোঝা হাল্‌কা হয়ে যাক্‌। হরিনাম আদাবন্তে

১০

অপরিবর্তিত।

চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা

আহা, কী মধুর! বাবা, অনেক দিন এমন কথা শুনি নি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগুলাল

এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু

ফাগুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই। চুপ চুপ!

চন্দ্রা

ইহকাল পরকাল তুমি দু'ই খোওয়াতে বসেছ! তোমার গতি হবে কী! এমন মতি তোমার আগে ছিল না। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

পঙ্‌ক্তি ৫৪১-৫৫০ ১

চ মধ্যে চ।

গোসাইঁঠাকুর, এতক্ষণ অবিচলিত হয়েই ছিলুম, কিন্তু এখন আর পারচিনে। সর্দ্দারজি, ভুল করচ। সাধুকথায় আমাদের মজিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। যে টাকা এই গোসাইঁ পুষতে খরচ করচ তাতে আরেকটা মদের ভাঁটি খুল্‌তে পারতে। ঐ মোটা-ফোঁটাওয়ালার বাক্যসুধার চেয়ে সেটা তোমাদেরই কাজে বেশি লাগ্‌ত।

২

চ মধ্যে চ।

ফাগুলাল

অবিচলিত ছিলেম এতক্ষণ, আর পারচিনে। সর্দ্দার, গোসাইঁ পুষতে যে টাকা খরচ করচ তাতে মদের ভাঁটি আরো অনেকগুলো বাড়াতে পারতে। মোটা-ফোঁটাওয়ালার বাক্যসুধার চেয়ে সেটা তোমাদের কাজে বেশি লাগ্‌ত।

৩

চ মধ্যে চ।

ফাগুলাল

অবিচলিত ছিলুম এতক্ষণ, আর পারচিনে। সর্দ্দার, এ অপব্যয় কেন?

বিশু

ফাগুলাল ক্ষেপ্‌লে আর রক্ষে নেই। চুপ্‌ চুপ!

৫

পূর্বানুগ।

(i) পারচিনে। > পারচিনে!

(ii) চুপ্ চুপ! > চুপ্ চুপ্

৬

পূর্বানুগ। নীচের পরিবর্তনটি লক্ষণীয় :

(i) আর পারচিনে > আর ত পারিনে!

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

৯

চ মধ্যে চ!

চন্দ্রা

আহা, কি মধুর! বাবা অনেকদিন এমন কথা শুনিনি। দাও, দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও!

ফাগুলাল

এতক্ষণ অবিচলিতই ছিলুম আর ত পারিনে। সর্দ্দার এত বড় অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু

ফাগুলাল ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ্ চুপ্!

চন্দ্রা

ইহকাল পরকাল তুমি দুই খোয়াতে বসেচ? তোমার গতি হবে কি? এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্চি তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেচে!

১০

অপরিবর্তিত।

(i) অবিচলিতই > অবিচলিত

গোঁসাই

যাই বল সর্দার, কী সরলতা! পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দার

বুঝেছি বৈকি। এও বুঝেছি, উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিট্‌খিট্ শুরু করছে।

গোঁসাই

কোন্ পাড়া বললে সর্দার-বাবা?

সর্দার

ঐ-যে ট-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোঁসাই

বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড়্ করছে, মূর্ধন্য-ণরা

পঙ্‌ক্তি ৫৫১-৫৬০ ১

আহা, সর্দ্দার, এদের কি সরলতা! হরি হরি! পেটে মুখে এক! মাঝখানে পর্দ্দাটা নেই। আমার মুখের উপদেশ ভালো লাগে না একথা তোমার মত মানুষও আমার মুখের সাম্‌নে বল্‌তে সাহস করত না। আমি কেনারাম গোসাইঁ! হায় হায় এদের আমরা শেখাব কি, এদের কাছে আমাদের শিক্ষা করবার ঢের আছে। হরি, হরি!

শিক্ষা দিতে এরা সদ্য সুরু করবে সেইরকম ভাবটা দেখচি। প্রথম পাঠটা আজই বুঝে নেওয়া গেল – দ্বিতীয় পাঠের জন্যে তুমি আর এখানে সবুর কোরো না। তার দায় আমারই থাক্!

গোসাইঁ ঠাকুর, একটু থামো, পায়ের ধুলোটা দাও। আশীর্ব্বাদ কর আমার স্বামীর যেন সুমতি হয়।

নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে— সর্দ্দারজি যখন রয়েচেন তখন সুমতির ভাবনা নেই।

প্রভু, আপনি ও পাড়ায় হরিনাম শুনিয়ে আসুন, সেখানকার লোকেরা একটু যেন খিট্‌খিট্ করচে।

কোন্ পাড়ায় বল্‌লে, সর্দ্দার বাবা?

ঐ যে ট ঠ ড ঢ পাড়ায়। যেখানে ৭১ট হচ্চে মোড়ল, তার চালা থেকে সুরু করে ১২৩ ঢয়ের চালা পর্য্যন্ত। মূর্দ্ধণ্য ণদের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

বুঝেচি। বাবা, শুনে খুশি হবে, মূৰ্দ্ধণ্য ণরা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বোধ হয় যেন আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

২

গোসাইঁ

হায় হায়, সর্দ্দার, এদের কী সরলতা! পেটে মুখে এক। আমার উপদেশ ভাল লাগে না একথা মুখের সামনে বলতে একটুও বাধ্‌ল না! মধুসূদন, এদের আমরা শেখাব কি, এদের কাছে আমাদের শিক্ষা করবার ঢের আছে।

সর্দ্দার

শিক্ষা দিতে সদ্যই শুরু করবে, সেই রকম ভাবটা দেখাচ্চে। কাজ নেই, এদের ভার আমিই নেব। আপনি বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানকার লোকেরা একটু যেন খিট্‌খিট্‌ করতে শুরু করেচে।

গোসাইঁ

কোন্‌ পাড়ায় বল্লে সর্দ্দার বাবা?

সর্দ্দার

ঐ যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে একাত্তর ট হচ্ছে মোড়ল, তার চালা থেকে শুরু করে ১২৩ ঠ-এর চালা পর্য্যন্ত। মূৰ্দ্ধণ্য ণ-এর ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোসাইঁ

বুঝেচি। বাবা, শুনে খুসি হবে, মূৰ্দ্ধণ্য ণ-রা

৩

গোসাইঁ

আহা সর্দ্দার, কি সরলতা! পেটে মুখে এক। মধুসূদন, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে।

সর্দ্দার

শিক্ষা দিতে এখনি সুরু করল বলে' সেইরকম ভাবখানা দেখচি। কাজ নেই এদের ভার আমিই নেব। আপনি বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানকার করাতীরা একটু যেন খিট্‌খিট করতে সুরু করেচে।

গোসাইঁ

কোন্‌ পাড়ায় বল্লে, সর্দ্দার বাবা?

সর্দ্দার

ঐ যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে একাত্তর ট হচ্ছে মোড়ল, তার চালা থেকে সুরু করে ১২৩ঠ-এর চাল পর্য্যন্ত। মূৰ্দ্ধণ্য ণ-য়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোসাইঁ

বুঝেচি। বাবা, শুনে খুসি হবে, মূৰ্দ্ধণ্য ণ-রা

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) এক। > এক!

(ii) দেবে। > দেবে!

(iii) দেখচি। > দেখ্চি!

(iv) আপনি > আপ্নি (v) আসুন > আসুন্

(vi) এদের ভার আমিই নেব > এদের ভার আমিই নিচ্চি।

(vii) কোন্ পাড়ায় বল্লে, > কোন্ পাড়া বল্লে,

(viii) একাত্তর ট > ৭১ট

৬

পূর্বানুগ। পরিবর্তন :

(i) খিট্খিট করতে সুরু করেচে। > খিট্খিট্ সুরু করেচে।

(ii) ট ঠ > ট-ঠ

৭

পূর্বানুগ।

(i) বর্তমান পাঠে দেখা যাচ্ছে যে লেখা আছে 'সেখানে ৭১চ হচ্চে মোড়ল', সম্ভবত '৭১চ' ভুল ক'রে লেখা হয়েছে এবং তা কবির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

৮

পূর্বানুগ।

(i) 'ভাবখানা দেখ্চি।'-এর পরে 'বুঝচি উৎপাত বেধেচে কোথা থেকে ;' এই খসড়ায় নব-সংযোজন। এর পরের অংশ 'এ'দের ভার আমিই নিচ্চি' থেকে পরবর্তী অংশ যথাযথ।

(ii) করে > করে'

(iii) চাল > চালা

৯

গোসাইঁ

যাই বল, সর্দ্দার, কি সরলতা! পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেচ?

সর্দ্দার

শিক্ষা দিতে সুরু করলে বলে, সেইরকম ভাবখানা দেখচি। বুঝেচি উৎপাত বেধেচে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্চে। আপনি বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা একটু যেন খিট্খিট্ সুরু কর্চে।

গোসাইঁ

কোন্ পাড়া বল্লে, সর্দ্দার বাবা?

সর্দ্দার

ঐ যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্চে মোড়ল। মূর্দ্ধণ্য ণ-য়ের ৬৫

যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোসাঁই

বাবা, দন্ত্য ন-পাড়া যদিও এখনো ঠাণ্ডা হয়নি মূর্দ্ধণ্য ণরা

১০

গোসাঁই

যাই বল, সর্দ্দার, কি সরলতা! পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেচ?

সর্দ্দার

বুঝেচি বৈ কি! এও বুঝেচি উৎপাত বেধেচে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্চে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা একটু যেন খিট্‌খিট্‌ সুরু করেচে।

গোসাঁই

কোন্ পাড়া বল্‌লে, সর্দ্দার বাবা?

সর্দ্দার

ঐ যে টঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্চে মোড়ল। মূর্দ্ধণ্য ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোসাঁই

বাবা, দন্ত্য ন-পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড়্‌ করচে, মূর্দ্ধণ্য ণ-রা

ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল ব'লে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা

প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই

ভয় নেই, মা-লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

প্রস্থান

সর্দার

ওহে ৬৯ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি।

বিশু

তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়! কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের

পঙ্‌ক্তি ৫৬১-৫৭০ ১

এমন কি ওদের সাড়ে আঠারো নিজে এসে আমার কাছে একটা জপমালা চেয়ে নিলে। তোমাদের রাজসরকার থেকে কিছু বেশি করে' জপমালা আনিয়ে দিয়ো। আহা নারদ বলেচেন, অশান্ত চিত্তের পক্ষে জপ হচ্চে কেমন যেমন সাপের ফোঁসের উপরে সাপুড়ের বাঁশি। এখন তবে আসি। সন্ধেবেলায় আমার ওখানে প্রভুর নামকীর্ত্তন হবে, সময় মত একবার এসো। হরি হরি!

ওহে উনসত্তর ঙ, ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখচি।

সর্দ্দারজি, আমার চোখ দুটোর একটু দোষ হয়েচে, নানাকারণে তোমার মত অত বেশি পষ্ট দেখ্‌তে পাইনে।

কিন্তু ওদের রকমটা যেন—

তা হতেও পারে। ঐ যে গোঁসাইজি এদের কূর্ম্ম অবতার বল্লেন— কথাটা সত্য। কঠিন বর্ম্মের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে এরা স্থির হয়ে অনেক সহ্য করে। কিন্তু শাস্ত্র পড়েচ, তুমি ত জান, অবতার বদল হয়ে থাকে। দায়ে পড়লে কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, তখন বর্ম্মের

২

ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেচে। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা আমাদের শাস্ত্রে বলেচে সেটা ওদের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখা গেল। আমার কাছে মন্ত্র নেবার মত তাদের কান দোরস্ত হল বলে। তবু আরো মাস কয়েক

ওদের পাড়ায় ফৌজের দল রাখাটা ভাল। ওদের সাড়ে আঠারো সেদিন যেচে আমার কাছ থেকে একটা জপমালা চেয়ে নিলে। রাজসরকার থেকে কিছু বেশি করে জপমালা আনিয়ে দিয়ো। তবে এখন আসি। (প্রস্থান)

সর্দ্দার

ওহে ঊনসত্তর ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখচি।

বিশু

তা হতে পারে। গোসাঁইজি এদের কূর্ম্ম অবতার বল্লেন-- এরা গায়ের চামড়া খুব কড়া করে' তুলে অনেকটা দূর সহ্য করে। কিন্তু জান ত শাস্ত্র মতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, তখন বর্ম্মের

৩

ইদানীং অনেকটা মধুররসে মজেচে। শাস্ত্রে বলে যে, তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা. সেটা তোমাদের কাছে কেবল মুখের কথা. কিন্তু এদের মধ্যেই প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ করা গেল। আমার কাছে মন্ত্র নেবার মত কান ওদের দোরস্ত হল বলে। তবু আরো ক'টা মাস ওদের পাড়ায় ফৌজের দল রাখাটা ভাল। কেননা নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ, ফৌজের প্রভাবে অহঙ্কারটার দমন হয়, তাতে আমাদের রাস্তা অনেকটা সহজ হয়ে আসে। তবে আসি। (প্রস্থান)

সর্দ্দার

ওহে ৬৯ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখচি।

বিশু

তা হতে পারে। গোসাঁইজি এদের কূর্ম্ম অবতার বল্লেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম্ম কখনও হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, তখন বর্ম্মের

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পাঠ-পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয় :

(i) কিন্তু এদের মধ্যেই প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ করা গেল। > কিন্তু এদের মধ্যে প্রথম সেটা দেখা গেল।

(ii) মন্ত্র নেবার মত কান ওদের দোরস্ত হল বলে। > মন্ত্র নেবার মত কান এদের দোরস্ত হল বলে।

(iii) অনেকটা সহজ হয়ে আসে। > অনেকটা সহজ হয়।

(iv) দেখচি। > দেখচি !

৬

পূর্বানুগ।

(i) ভাল > ভালো

(ii) বল্লেন > বল্‌লেন

(iii) কখনও > কখনো

৭

পূর্ব্বানুগ।

(i) কান এদের > কান ওদের

(ii) কেননা > কেননা,

৮

পূর্ব্বানুগ।

(i) শাস্ত্রে বলে যে, ... প্রত্যক্ষ করা গেল।-- বর্তমান খসড়ায় বর্জিত হয়েছে।

৯

ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেচে। মন্ত্র নেবার মত কান তৈরী হ'ল বলে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহঙ্কারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা

প্রভু, আশীর্ব্বাদ কর, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোসাঁই

ভয় নেই, মা লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। (প্রস্থান)

সর্দ্দার

ওহে ৬৯ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখচি!

বিশু

তা হতে পারে। গোসাঁইজি এদের কূর্ম্ম অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্ম্মের

১০

অপরিবর্তিত।

বদলে বেরিয়ে পড়ে দম্ভ, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, একটু থামো। সর্দার-দাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার

কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনেও রাখব।

প্রস্থান

চন্দ্রা

আহা, দেখলে ? সর্দার লোকটি কী সরেস ! সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু

মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা

কামড়টা এর মধ্যে কোথায় ?

বিশু

জান না ? ওরা ঠিক করেছে, এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না।

পঙ্‌ক্তি ৫৭১-৫৮০ ১

বদলে দম্ভ বেরিয়ে পড়ে, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ দেখা যায়। অবতারদের বেশি না ঘাঁটানোই ভাল। ওদের ঠাণ্ডা রাখলে ওরা অনন্ত শয়নে শুয়ে দিব্যি নিদ্রা দিয়ে থাকে টুঁ শব্দটি করে না।

বিশু বেহাই তুমি কি বকচ তার ঠিক নেই। সর্দ্দার দাদা, আমার কথাটা ভুলো না।

কিছুতেই না। তুমি যা বলেচ তা খাঁটি কথা, গোসাইঁয়ের উপদেশ কোনো কাজের নয়। তোমরা মেয়েরা আছ তোমাদের উপরেই আমার বেশি ভরসা। তোমরা রস দিয়ে এদের বশে রাখো তার কাছে কি শাস্ত্র কথা লাগে ?

সর্দ্দার দাদা, আমরা রস দেব যে পাত্র ভরে' আমাদের ঘর, সেই ঘর চাই যে— নইলে রস বিগ্‌ড়ে যাবে। দোহাই তোমার, দোহাই ধর্ম্মের, তোমার এই পাতালপুরীর মাতালদের বাঁচতে দাও !

দেখ নাৎনী আজ তুমি যা বল্‌লে তার মধ্যে বিচার করবার কথা ঢের আছে। আমি ভুলব না, সে তুমি পরে দেখে নেবে। এখন তবে যাই, আমার ত এক জায়গায় কাজ নয়।

আহা দেখ্‌লে ! সর্দ্দার লোকটি কিন্তু মন্দ নয় সবার সঙ্গেই হেসে কথা !

মকরের দাঁতের একটা গুণ হচ্চে তার হাসি, আরেকটা তার কামড়। হাসির মানে বুঝতে দেরি হয় কামড়ের মানে এক পলকেই বোঝা যায়।

বিশু বেয়াই, আমি ত হাসির মানে বুঝি খুসি, তুমি সর্দ্দারের যা দেখ তাতেই সন্দেহ কর।

তুমি সর্দ্দারের যা দেখ তাতেই মুগ্ধ হও।

আমি হাসির মানে কি বুঝলুম বলব ? উনি এখনি মকরের সভায় মন্ত্রণা দিতে চল্লেন। এইবার নিয়ম হবে এখানে পুরুষ কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রী আসতে পারবে না।

২

বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ। অবতারদের বেশি না ঘাঁটানোই ভাল। ঠাণ্ডা রাখলে অনন্ত শয়নে শুয়ে ওরা দিব্যি নিদ্রা দেয়, টুঁ শব্দটি করে না।

চন্দ্রা

বিশু বেহাই, তুমি একটু থামো। সর্দ্দার দাদা, আমার প্রার্থনাটা ভুলো না।

সর্দ্দার

কিছুতেই না। গোঁসাইদের চেয়ে মেয়েদের পরেই আমার বেশি ভরসা। তোমরা রস দিয়ে এদের বশে রাখ তার কাছে কি শাস্ত্র লাগে ? আমি তবে যাই, আমার ত এক জায়গায় কাজ নয়। প্রস্থান

চন্দ্রা

আহা দেখ্‌লে ! সর্দ্দার লোকটি কিন্তু মন্দ নয়। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু

মকরের দাঁতের একটা গুণ হচ্চে তার হাসি, আরেকটা তার কামড়। হাসির মানে বুঝতে দেরি হয়, একটু চাপ দিলেই কামড়ের মানে বোঝা যায়।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তুমি সর্দ্দারের যা দেখ সন্দেহ কর।

বিশু

আমি ওর হাসির মানে কি বুঝলুম বল্‌ব ? উনি চল্লেন মকররাজসভায় মন্ত্রণা দিতে। এইবার নিয়ম হবে এখানে কারিগরদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না।

৩

বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ। অবতার জাতটাকে বেশি না ঘাঁটানোই ভাল। অবতরণ হ'তে হ'তে হঠাৎ যখন উত্তরণ সুরু হয় তখন একেবারে একলম্ফে। ঠাণ্ডা রাখ্‌লে অনন্তশয়নে শুয়ে ওরা দিব্যি নিদ্রা দেয়, টুঁ শব্দটি করে না।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, একটু থামো। সর্দ্দার দাদা, আমার প্রার্থনাটা ভুলো না।

সর্দ্দার

কিছুতেই না। গোসাইঁদের চেয়ে মেয়েদের পরেই আমার বেশি ভরসা। তোমরা রস দিয়ে এদের বশে রাখ তার কাছে কি শাস্ত্র লাগে ? চল্লেম,

---

আমার ত এক জায়গায় কাজ নয়। (প্রস্থান)

চন্দ্রা

আহা দেখ্‌লে ? সর্দ্দার লোকটি কিন্তু সরেস ! সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু

মকরের দাঁতের একটা গুণ হচ্চে তার হাসি আরেকটা তার কামড়। কামড়ের মানে বুঝতে দেরি হয় না, হাসি বুঝতে সময় লাগে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তুমি সর্দ্দারের যা দেখ সন্দেহ কর।

বিশু

আমি ওর হাসির কি বুঝলুম বলি। এইবার নিয়ম হবে এখানে কারিগরদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আস্‌তে পারবে না।

৫

বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, আর ধৈর্য্যের বদলে গোঁ। অবতার জাতটাকে বেশি না ঘাঁটানোই ভালো। ঠাণ্ডা রাখ্‌লে অনন্ত শয়নে শুয়ে ওরা দিব্যি নিদ্রা দেয়, টুঁ শব্দটি করে না।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তুমি একটু থামো। সর্দ্দার দাদা, আমার প্রার্থনাটা ভুলো না।

সর্দ্দার

কিছুতেই না। গোঁসাইদের চেয়ে মেয়েদের পরেই আমার বেশি ভরসা। তোমরা রস দিয়ে এদের বশে রাখো তার কাছে কি শাস্ত্র লাগে ? চল্লেম, আমার ত এক জায়গায় কাজ নয়। (প্রস্থান)

চন্দ্রা

আহা দেখ্‌লে ? সর্দ্দার লোকটি কি সরেস ? সবার সঙ্গেই হেসে কথা !

বিশু

মকরের দাঁতের একটা গুণ তার হাসি, আরেকটা তার কামড়। কামড়ের মানে বুঝতে দেরি হয় না— হাসি বুঝতে সময় লাগে।

চন্দ্রা

হাসি থেকে কি বুঝলে শুনি !

বিশু

বুঝলুম যে এইবার নিয়ম হবে এখানে কারিগরদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আস্‌তে পারবে না।

৬

পূর্বানুগ। তবে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) অনন্ত শয়নে শুয়ে > অনন্ত সর্পটার ফণার উপর শুয়েও

(ii) কামড়ের মানে বুঝতে দেরি হয় না > কামড়ের মানে সহজ

(iii) হাসি বুঝতে > হাসিটী বুঝতেই

(iv) হাসি থেকে > হাসির মানে

৭

পূর্বানুগ।

(i) বসে [বশে]

৮

বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, একটু থামো। সর্দ্দার দাদা, আমার প্রার্থনাটা ভুলো না।

সর্দ্দার

কিছুতেই না। শুনে রাখ্‌লুম, মনেও রাখ্‌ব। (প্রস্থান)

চন্দ্রা

আহা, দেখ্‌লে ? সর্দ্দার লোকটি কি সরেস ? সবার সঙ্গেই হেসে কথা !

বিশু

মকরের দাঁতের গোড়ায় হাসি শেষে কামড়।

চন্দ্রা

কামড়টা এর মধ্যে কোথায় ?

বিশু

জান না, ওরা ঠিক করেচে এবার থেকে এখানে কারিগরদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আস্‌তে পারবে না।

৯

পূর্বানুগ।

(i) শেষে কামড় > অন্তিমে কামড়

১০

অপরিবর্তিত।

(i) গোড়ায় হাসি > সুরুতে হাসি

চন্দ্রা

কেন !

বিশু

সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা

ওমা ! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই ? তারা কী বলে ?

বিশু

তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী ? অনেক দিন খবর পাই নি।

বিশু

যত দিন চরের উচ্চপদে ভর্তি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাস খেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে

পঙ্‌ক্তি ৫৮১-৫৯০ ১

কেন ?

আমরা যে মানুষ নই, কেবল সংখ্যা, স্ত্রীরা থাকলে সেই হিসাবটা একটু ঘুলিয়ে যায়। আমরা আমাদের স্ত্রীর স্বামী আবার আমরা হ য ব র ল পাড়ার ১৪৫ থেকে ৫৭৭, এ দুটো কথার সুর ঠিক মেলে না।

ওমা, তাই বলে স্ত্রীগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেল্‌বে ? কেন, ওদের নিজের ঘরে স্ত্রী নেই— তারা মেয়ে মানুষ নয় ?

বেয়ান, তারাও যে সোনার তালের মদ খেয়েচে— তারা কি তোমাদের দেখতে পায়, না আমাদের ? নেশায় তারা তাদের স্বামীদের ছাড়িয়ে গেছে ; স্বামীরা যদি বা আমাদের এক দুই কিম্বা শিকি বা আধখানা বলেও গণ্য করে, তাদের সোহাগের স্ত্রীরা আমাদের একেবারেই শূন্য দেখে।

দেখ চন্দ্রা, অনেকক্ষণ সহ্য করেচি আর সইবে না, আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, বের কর।

বেয়ান, তুমি ভয় পাচ্চ, মদে আমাদের পশু করে ফেলে, কিন্তু কেবল সংখ্যা হয়ে থাকার চেয়ে পশু হওয়া ভাল, এই মনে রেখে একটু দয়া কোরো।

তোমার স্ত্রী নেই বুঝি, বিশু বেহাই ?

একদিন ছিল। যতদিন চরের কাজে ভর্ত্তি ছিলুম ততদিন সর্দ্দারনিদের কোঠাবাড়িতে তার তাস খেলার ডাক পড়ত। যখন বিশুদের [ফাগুলালদের] দলে

২

চন্দ্রা

কেন ?

বিশু

আমরা ত কেবল সংখ্যা ; ওদের চোখে আমরা ত নর নই ; কিন্তু নারী থাকলে আমাদের সেই তত্ত্বটার বিপর্যয় ঘটে। সাংখ্যের তত্ত্ব ডিঙিয়ে বৈশেষিকে গিয়ে পৌঁছই।

চন্দ্রা

ওমা, তাই বলে' স্ত্রীগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেলবে ? কেন, ওদের ঘরে কি স্ত্রী নেই ? তারা মেয়ে মানুষ নয় ?

বিশু

বেয়ান, তারাও সোনার তালের মদ খেয়েচে। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। স্বামীরা যদিবা আমাদের এক দুই কিম্বা আধখানা বা শিকিখানা বলে গণ্য করে, এরা আমাদের একেবারেই শূন্য বলে' হিসেবের সম্পর্কই রাখে না।

ফাগুলাল

দেখ চন্দ্রা, অনেকক্ষণ সয়েচি আর চল্‌বে না। মদ কোথায় লুকিয়েচ বের কর।

বিশু

বেয়ান, তুমি ভয় পাচ্চ মদে আমাদের পশু করে, — কিন্তু কেবল সংখ্যা হয়ে থাকার চেয়ে পশু হওয়ার গৌরব আছে। এই মনে রেখে একটু দয়া কোরো।

চন্দ্রা

তোমার ঘরে স্ত্রী নেই বুঝি, বিশু বেহাই ?

বিশু

একদিন ছিল। যতদিন চরের কাজে ভর্ত্তি ছিলুম ততদিন সর্দ্দার্‌নিদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলায় ডাক পড়ত। যখন বিশুদের [ফাগুলালদের] দলে

৩

চন্দ্রা

কেন ?

বিশু

আমরা ত কেবল সংখ্যা ; ওদের চোখে আমরা ত নর নই— নারী সঙ্গে থাক্‌লে আমরা সাংখ্যতত্ত্ব পেরিয়ে বৈশেষিকে গিয়ে পৌঁছই। আমাদের বিশিষ্টতা ঘুচলেই শিষ্টতা পাকা হবে এই ওদের বিশ্বাস।

চন্দ্রা

ওমা, তাই বলে স্ত্রীগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেলবে ? কেন, ওদের ঘরে কি স্ত্রী নেই ? তারা মেয়েমানুষ নয় ?

বিশু

বেয়ান, তারাও সোনার তালের মদ খেয়েচে। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। স্বামীরা যদি বা আমাদের শিকিখানা বা আধখানা বলেও মানে ওরা আমাদের শূন্য বলে হিসেবের সম্পর্কই রাখে না।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তোমার ঘরে ত স্ত্রী ছিল তার হল কি কিছু খবর পাইনি।

বিশু

যতদিন চরের উচ্চপদে ভর্ত্তি ছিলুম ততদিন সর্দ্দারনিদের কোঠাবাড়িতে তার তাস খেলার ডাক পড়ত। যখন বিশুদের দলে

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে এই পাঠে :

(i) তারা মেয়েমানুষ নয় ? — বর্জিত

(ii) তারাও সোনার তালের মদ খেয়েচে > তারাও সোনার তালের মদে মাতাল।

(iii) আমাদের শিকিখানা ··· রাখে না। > আমাদের আধখানা শিকিখানা বলেও জানে, ওরা জানে শূন্য বলে।

(iv) কিছু খবর পাইনি > অনেকদিন ত খবর পাই নি।

(v) সর্দ্দারনিদের > সর্দ্দারনীদের

৬

পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ। সামান্য পরিবর্তন :

(i) সঙ্গে থাক্‌লে > সঙ্গে থাকলে যে

(ii) স্ত্রী ছিল তার হল কি > স্ত্রী ছিল, তার হল কি,

৭

পূর্বানুগ।

(i) বৈশেষিকে গিয়ে পৌঁছই। > বৈশেষিকে পৌঁছই।

৮

চন্দ্রা

কেন ?

বিশু

নারী সঙ্গে থাক্‌লে আমরা যে সংখ্যার চেয়েও বড় হয়ে উঠি, আমরা হই নর। ওদের হিসেবের খাতায় তার কোন স্থান নেই।

চন্দ্রা

ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই ? তারা কি বলে ?

বিশু

তারাও সোনার তালের মদে মাতাল ! নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। স্বামীরা যদি বা আমাদের আধখানা শিকিখানা বলে জানে, ওরা জানে শূন্য বলে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তোমার ঘরে ত স্ত্রী ছিল তার হ'ল কি ? অনেকদিন তার খবর পাইনি।

বিশু

যতদিন চরের উচ্চপদে ভর্‌তি ছিলুম সর্দ্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাস খেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রথমাবধি অসতর্কতাবশত 'বিশুদের দলে' চলে এসেছে। এই খসড়ায় তা সংশোধন করে 'ফাগুলালদের দলে' বসানো হয়েছে।

৯

কেন ?

বিশু

সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার সঙ্গে নারীর যোগ ওদের গণিতশাস্ত্রে অযোগ্য অতএব বর্জ্জনীয়।

চন্দ্রা

ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই ? তারা কি বলে ?

বিশু

তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁস। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়িনে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তোমার ঘরে ত স্ত্রী ছিল, তার হল কি ? অনেক দিন খবর পাইনি।

বিশু

যতদিন চরের উচ্চপদে ভরতি ছিলুম সর্দ্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাস খেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে

১০

অপরিবর্তিত।

(i) সংখ্যারূপে ওদের ··· অতএব বর্জ্জনীয়। > সংখ্যারূপে ওদের হিসেবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

যোগ দিলুম, ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্‌কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা

ছি, এমন পাপও করে!

বিশু

এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, দেখো দেখো, ঐ কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খী, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ! ঝল্‌মল্‌ করছে। কী চমৎকার ঘোড়-সওয়ার! বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু

ঐ তো সর্দারনীরা ধ্বজাপূজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা

আহা, কী সাজের ধুম! কী চেহারা! আচ্ছা বেয়াই, যদি

পঙ্‌ক্তি ৫৯১-৬০০ ১

যোগ দিয়ে কোদাল কাঁধে ধরলুম ও পাড়ায় তার নেমন্তন্নও বন্ধ হল। সেই ঘৃণায় লজ্জায় সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

বেয়াই, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ও যখন একলা মদ খেতে বসে তখন বড় ভয় করি। তুমি থাক্‌লে তবু—

আচ্ছা চল।

২

যোগ দিয়ে কোদাল ধরলুম ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হল। সেই ঘৃণায় লজ্জায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা

ছি ছি, এমন পাপও করে!

বিশু

এ পাপের শাস্তি ভগবান তাকে দেবেন। আর জন্মে সে নিশ্চয়ই সর্দ্দার্‌নি হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বেয়াই, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ও যখন একলা মদ খেতে বসে বড় ভয় করি।

৩

যোগ দিয়ে কোদাল ধরলুম ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হল। সেই লজ্জার ধিক্কারে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেচে।

চন্দ্রা

ছি! এমন পাপও করে!

বিশু

এ পাপের শাস্তি ভগবান তাকে দেবেন। আর জন্মে সে সর্দ্দারনি হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বেয়াই, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ও যখন একলা মদ খেতে বসে বড় ভয় করি।

৫

যোগ দিয়ে কোদাল ধরলুম ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হল। সেই লজ্জার ধিককারে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

চন্দ্রা

ছিঃ! এমন পাপও করে।

বিশু

এ পাপের শাস্তি ভগবান তাকে দেবেন। আর জন্মে সে সর্দ্দারনি হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, দেখ, দেখ, ঐ কারা ধুম করে' চলেচে! একেবারে সারে সারে ময়ূরপংখী— হাতীর পিঠে হাওদাগুলোর ঝালর দেখেচ! ঝলমল করচে। ঘোড়-সওয়ারের দল, কি চমৎকার দেখাচ্চে— বর্ষার ডগায় যেন এক এক টুকরো সূর্য্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেচে।

বিশু

ঐ ত সর্দ্দারনীরা আজ ধ্বজাপূজার ভোজে চলেচে।

চন্দ্রা

আহা, কি সাজের ধুম, কি চেহারা! আচ্ছা বেয়াই, যদি

৬

পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি :

(i) সর্দ্দারনি > সর্দ্দারনী

(ii) কি চেহারা! > আর কি চেহারা!

৭

পূর্বানুগ।

(i) ছিঃ! > ছি!

৮

পূর্বানুগ।

(i) ছি! > ছি,

চন্দ্রার সংলাপ 'বিশু বেয়াই, দেখ দেখ, ... নিয়ে চলেচে' -এর পরিবর্তিত রূপ এই খসড়ায় নীচে দেখানো গেল :

"বিশু বেয়াই, দেখ, দেখ, ঐ কারা ধূম করে চলেচে। সারে সারে

ময়ূরপংখী, হাতির হাওদাগুলোর ঝালর দেখেচ, ঝলমল করচে। ঘোড়াসওয়ারের দল কি চমৎকার! বর্ষার ডগায় যেন এক এক টুকরো সূর্য্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেচে।"

৯

যোগ দিলুম ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিককারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেচে।

চন্দ্রা

ছি এমন পাপও করে!

বিশু

এ পাপের শাস্তিতে আর জন্মে সে সর্দ্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, দেখ, দেখ, ঐ কারা ধুম করে চলেচে! সারে সারে ময়ূরপংখী, হাতীর হাওদায় ঝালর দেখেচ? ঝলমল করচে। কি চমৎকার ঘোড় সওয়ার! বর্ষার ডগায় যেন এক এক টুক্‌রো সূর্য্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেচে।

বিশু

ঐ ত সর্দ্দারনীরা ধ্বজাপূজার ভোজে যাত্রা করেচে।

চন্দ্রা

আহা, কি সাজের ধুম! কি চেহারা! আচ্ছা বেয়াই, যদি

১০

অপরিবর্তিত।

লক্ষণীয়, 'এ পাপের শাস্তিতে ... আর জন্মে সে সর্দ্দারনী হয়ে জন্মাবে'। শীর্ষক অংশটি বর্জন করার অভিপ্রায় নিয়ে কেটে দেওয়া হলেও কার্যত তা হয় নি, মুদ্রিত পাঠে তা পুনরায় রক্ষিত হয়েছে।

কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম ক'রে বেরতে ? আর, তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘটত।

চন্দ্রা

এখন আর ফেরবার পথ নেই ? একেবারে না ?

বিশু

আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে

পাগল ভাই!

বিশু

কী পাগ্‌লি ?

ফাগুলাল

ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা

তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও

পঙ্‌ক্তি ৬০১-৬১০ ১

(নেপথ্যে)

পাগ্‌লা ভাই!

কি পাগ্‌লী!

ঐ আস্‌চে তোমার খঞ্জন। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমার [আমরা] যাই।

কেন, বেয়াই, খঞ্জনকে পেলে তোমার নেশায় পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন ?

২

বিশু

আচ্ছা চল।

নেপথ্যে

পাগ্‌লা ভাই!

বিশু

কি পাগ্‌লী!

ফাগু

ঐ আসচে তোমার নন্দিনী, ['খঞ্জন' বর্জন ক'রে] তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমরা যাই।

চন্দ্রা

কেন বেয়াই, নন্দিনীকে ['খঞ্জনকে' বর্জ্জন ক'রে] পেলে তোমার নেশায় পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না ?

৩

বিশু

আচ্ছা চল।

(নেপথ্যে)

পাগ্‌লা ভাই।

বিশু

কি পাগ্‌লি।

ফাগু

ঐ আসচে তোমার নন্দিনী। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমরা যাই।

চন্দ্রা

কেন বেয়াই, নন্দিনীকে পেলে তোমার নেশায় পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন ? কোন্ সুখে ও

৫

কাজ ছেড়ে না দিতে তাহলে আজ তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেড়াতে ? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ আমাদেরও ঐ দশা হ'ত।

চন্দ্রা

বেয়াই, তুমি ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছিলে ?

বিশু

তা' দিয়েছিলুম সেকথা কবুল করতেই হবে।

চন্দ্রা

এখন কি আর ফেরবার পথ নেই ?

বিশু

আছে বই কি। নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে

পাগল ভাই।

বিশু

কি পাগ্‌লি ?

ফাগু

ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। তোমার স্বপনতরীর নেয়ে। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল, চন্দ্রা, আমরা যাই।

চন্দ্রা

কেন বেয়াই! নন্দিনীকে পেলে তোমার নেশায় পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন? কোন্ সুখে ও

৬

পূর্বানুগ।

(i) বেড়াতে? > বেরতে?

(ii) আছে বই কি। > আছে।

(iii) তাহলে আজকের মত > আজকের মত

৭

পূর্বানুগ।

৮

কাজ ছেড়ে না দিতে আজ তুমিও ওদের দলে ধুম করে বেরতে আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘট্‌ত।

চন্দ্রা

বেয়াই, তুমি ইচ্ছে করেই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলে?

বিশু

তা দিয়েছিলুম, কবুল করতেই হবে।

চন্দ্রা

এখন আর ফেরবার পথ নেই?

বিশু

আছে, নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে

পাগল ভাই!

বিশু

কি পাগলী!

ফাগুলাল

ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা

কেন বেয়াই, নন্দিনীকে পেলে তোমার নেশায় পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না? কোন্ সুখে ও

৯

কাজ ছেড়ে না দিতে তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ আমাদেরও ঐ দশা ঘটত।

চন্দ্রা

এখন আর ফেরবার পথ নেই? একেবারে না?

বিশু

আছে নৰ্দ্দমার ভিতর দিয়ে!

নেপথ্যে

পাগল ভাই!

বিশু

কি পাগলী?

ফাগুলাল

তোমার ঐ নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা

তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও

১০

অপরিবর্তিত।

(i) তোমার ঐ নন্দিনীর > ঐ তোমার নন্দিনীর

তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি বেয়াই!

বিশু

ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা

বেয়াই, অমন উল্‌টিয়ে কথা কও কেন?

বিশু

তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল

বিশুদাদা, পষ্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু

বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের— আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

পঙ্‌ক্তি ৬১১-৬২০ ১

আমি তোমাকে আসল কথাটা বলি বোঝ আর নাই বোঝ। এই যক্ষপুরীতে এসে শুধু যে প্রাণের গভীর তলাকার সুখটিকে ভুলেচি তা নয় সেখানকার দুঃখটিকেও ভুলেচি। ওকে দেখ্‌লে আমার সেই দুঃখ জেগে ওঠে।

তোমার আবার গভীর দুঃখটা কি শুনি—

সে কথা কাকে বলব! জীবনের একটা এপার আছে, আর একটা ওপার আছে। সেই দু'পারে আর মিল্‌ল না। তাদের মাঝখানে বিচ্ছেদের ধারা কেঁদে বয়ে যায়। ওকে আমি সেই কান্নারই গান শোনাই। বেয়ান, তোমরা আর দেরী কোরো না, যাও!

২

বিশু

নেশা করি কিসের জন্যে বেয়ান? যে ধন একদিন ছিল, আজ হারিয়েচে, তারই দুঃখ ভুল্‌ব বলে। আর যে-দূরের ধনকে কাছে পেতে হবে এখনো পাইনি তার জন্যে দুঃখটি ত ভুলতে পারিনে। সেই দূরটিতে আছে "আহা" আর আমার এই বুকটিতে আছে "উহুঁ", বিরহের ফাঁকের ভিতর দিয়ে এরা কেবলি সুরে সুর মেলাচ্চে। যক্ষপুরীর সোনার পিণ্ডের মধ্যে এই বিরহ দুঃখটাকেই ভুলে বসেছিলুম। কি জানি নন্দিনকে ['খঞ্জনকে' বর্জন ক'রে] দেখ্‌লে আমার সেই দুঃখ জাগে।

৩

তোমাকে ভুলিয়েচে বল ত?

বিশু

ও আমাকে ভুলিয়েচে দুঃখে।

চন্দ্রা

বিশু বেহাই, তুমি অমন উল্টিয়ে কথা কও কেন ?

বিশু

থলের ভিতর দিকটাকে বাইরে উল্টিয়ে নিলে তবে তার থেকে মাল বেরোয়। এমন সব কথা আছে যার উল্টো দিকেই অর্থ। তাই বলচি মানুষের একটি দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই। সে হচ্চে মানুষ হবারই দুঃখ। যক্ষপুরীতে দিনরাত ধুলো মেখে আর সোনা ঘেঁটে ঘেঁটে পশু হবার যে দুঃখ তারই মধ্যে ডুবেচি, সেইটে ভোলবার জন্যেই নেশা।

ফাগুলাল

বিশু দাদা, এসব কথা যদি আমাদের কাছে বল্‌তেই হয় ত পষ্ট করে বল, নইলে রাগ ধরে। মনে হয় মুর্খু পেয়ে আমাদের সঙ্গে কথার খেলা খেলচ। চন্দ্রাকে কি বল্‌চ তুমি ?

বিশু

আমি বলছি, কাছের পাওনাকে নিয়ে যে বাসনার দুঃখ সেইটেই পশুর, আর দূরের পাওনাকে নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষার দুঃখ সেইটে মানুষের। এই আকাঙ্ক্ষার দুঃখের আগুনেই মানুষ আপন স্বর্গপুরীর উপকরণ তৈরি করে।

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ, নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি সহ :

(i) ভুলিয়েচে > ভুলিয়েচে,

(ii) বিশু বেহাই, তুমি অমন > বিশু বেয়াই, তুমি অমন

(iii) বেরোয়। > বেরয়।

(iv) ধুলো মেখে আর সোনা ঘেঁটে ঘেঁটে > ধুলো মেখে সোনা ঘেঁটে

(v) ডুবেচি, > ডুবেচি—

(vi) বিশু দাদা, এসব কথা ... কি বল্‌চ তুমি ? > বিশু দাদা, পষ্ট করে কথা বল, নইলে রাগ ধরে। মনে হয়, মুর্খু পেয়ে আমাদের সঙ্গে কথার খেলা খেলচ। চন্দ্রাকে কি বলচ তুমি ?

(vii) 'এই আকাঙ্ক্ষার ... তৈরী করে।' বাক্যটি এই খসড়ায় প্রথমে রাখা হয়েছিল, পরে বর্জিত হয়েছে।

৬

পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয় :

(i) ও আমাকে ভুলিয়েচে > ভুলিয়েচে

(ii) তুমি অমন উল্টিয়ে > অমন উল্টিয়ে

(iii) বেরয় > বেরোয়

(iv) সে হচ্ছে মানুষ হবারই ... জন্যেই নেশা। — বর্জিত।

(v) পাওনাকে নিয়ে যে বাসনার > পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে

(vi) পাওনাকে নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষার > পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে

৭

তোমায় ভুলিয়েচে বল ত ?

বিশু

ভুলিয়েচে দুঃখে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, অমন উল্টিয়ে কথা কও কেন ?

বিশু

থলের ভিতরটাকে বাইরে উল্টিয়ে নিলে তবে তার থেকে মাল বেরোয়। এমন সব কথা আছে যার উল্টো দিকেই অর্থ। তাই বলচি মানুষের একটি দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই। সে মানুষ হবারই দুঃখ।

ফাগুলাল

বিশু দাদা, পষ্ট করে কথা বল, নইলে রাগ ধরে।

বিশু

আমি বলচি, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ সেইটেই পশুর, আর দূরের পাওনা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ সেইটেই মানুষের।

৮

তোমাকে ভুলিয়েচে ?

বিশু

ভুলিয়েচে দুঃখে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, অমন উল্টিয়ে কথা কও কেন ?

বিশু

ভিতরটাকে বাইরে উল্টিয়ে নিলে তবেই ত থলের থেকে মাল বেরোয়। এমন সব গভীর কথা আছে যার উল্টো দিকেই অর্থ। তারি মধ্যে একটি কথা এই, মানুষের এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই। সে যে মানুষ হবারই দুঃখ।

ফাগুলাল

বিশু দাদা, পষ্ট করে কথা বল, নইলে রাগ ধরে।

বিশু

আমি বলচি, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে আছে।

৯

তোমাকে ভুলিয়েচে বল দেখি বেয়াই ?

বিশু

ভুলিয়েচে দুঃখে।

চন্দ্রা

বেয়াই, অমন উল্টিয়ে কথা কও কেন ?

বিশু

গভীর কথার ভিতরের দিকেই অর্থ ; বুঝতে গেলে উল্টিয়ে দেখতে হয়। আমার মনের সেই রকমেরই একটি কথা তোদের বলি ; এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল

বিশু দাদা, স্পষ্ট করে কথা বল, নইলে রাগ ধরে।

বিশু

বলচি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চির দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) গভীর কথার ভিতরের ... দুঃখ আর নেই। > তোরা বুঝবিনে, এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই।

চন্দ্রা

এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই— একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে ?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব ? এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে

পঙ্‌ক্তি ৬২১-৬৩০ ১

পাগ্‌লা ভাই।

কি পাগ্‌লী।

দুর্গের বাইরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল তুমি শুনেছিলে ?

আমার সকাল কি তোর সকালের মত, যে, গান শুন্‌তে পাব ? এ সকাল যে ক্লান্ত রাত্তিরের ঝেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট।

ওরা গান গাচ্ছিল, "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে।" এখান থেকে বেরবার পথ ত সব বন্ধ, মনে করলুম প্রাকারের উপর চড়ে

২

চন্দ্রা

তোমার এসব কথা বুঝি নে, বেয়াই। এইটুকু বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ, যে-মেয়েকে যত কম বোঝো সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম। কিন্তু আমরা তোমাদের সোজা পথে নিয়ে যাই, বিপদের মধ্যে নিয়ে ফেলিনে। তোমাকে এই বলে দিলেম ঐ মেয়ে তোমাকে সর্ব্বনাশের রাস্তায় নিয়ে যাবে।

~ ।। ~

---

৩ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা]

নন্দিনী

পাগ্‌লা ভাই।

বিশু

কি পাগ্‌লী!

নন্দিনী

দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, তুমি শুনেছিলে?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মত, যে, গান শুন্‌তে পাব? এ সকাল ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

এখান থেকে বেরবার পথ ত সব বন্ধ, মনে করলুম প্রাকারের উপর চড়ে'

৩

নেপথ্যে

পাগল ভাই।

বিশু

কি পাগ্‌লি। আমার সেই চিরদুঃখের আলোটিকে যক্ষপুরীর কোন্ ফাটল দিয়ে আমার কাছে এনে দেয় ঐ নন্দিনী!

চন্দ্রা

এসব কথা বুঝিনে, বেয়াই। কিন্তু একটা কথা বুঝি— সেটা তোমাকে বলি। যে মেয়েকে তোমরা যত কম বুঝতে পার সেই তোমাদের বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম— তবু যা হোক্ আমরা তোমাদের সোজা পথে নিয়ে যাই। কিন্তু আজ তোমাকে বলে রাখলুম ঐ মেয়েটাই তোমাকে সর্ব্বনাশের রাস্তায় দাঁড় করাবে।

~ ॥ ~

৩ [দৃশ্যান্তরের চিহ্ন]

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মত যে, গান শুন্‌তে পাব? এ যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

এখান থেকে বেরবার পথ ত সব বন্ধ। মনে করলুম প্রাকারের উপরটাতে চড়ে

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ, নিম্নোক্ত পরিবর্তন সহ :

(i) পাগল ভাই। > পাগল ভাই!

(ii) কি পাগ্‌লি। আমার সেই > আমার সেই ...

(iii) যক্ষপুরীর কোন্‌ ফাটল দিয়ে > যক্ষপুরের কোন্‌ ফাঁকের মধ্যে দিয়ে

(iv) নন্দিনী! > নন্দিনী।

(v) বুঝিনে, বেয়াই > বুঝিনে বেয়াই।

(vi) কিন্তু একটা কথা বুঝি— সেটা তোমাকে বলি। যে মেয়েকে > একটা কথা বুঝি, যে মেয়েকে

(vii) কিন্তু আজ তোমাকে বলে রাখলুম > কিন্তু আজ বলে রাখলুম

৬

পূর্বানুগ।

(i) রাস্তায় দাঁড় করাবে। > রাস্তায় দাঁড় করাবে। প্রস্থান এখানে, পূর্ববর্তী পাঠে দৃশ্য-শেষের চিহ্ন ছিল, তা বর্তমান পাঠে বর্জিত।

(ii) 'নন্দিনীর প্রবেশ'— সংযোজিত।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) বুঝি, যে মেয়েকে > বুঝি যে, যে মেয়েকে

(ii) কিন্তু আজ তোমাকে বলে রাখলুম ঐ মেয়েটাই তোমাকে সর্ব্বনাশের রাস্তায় দাঁড় করাবে। > কিন্তু আজ বলে রাখলুম ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে আন্‌বে।

চন্দ্রার এই সংলাপটির সঙ্গে '(চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান)' সংযোজিত হয়েছে।

(i) পথ ত সব বন্ধ। > পথ সব বন্ধ।

৯

চন্দ্রা

এসব কথা বুঝিনে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে-মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝো সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাধাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক্‌ তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে' রাখলুম ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে আন্‌বে। (চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান)

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে ?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মত যে গান শুন্‌তে পাব ? এ যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝাঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুসিতে ভাবলুম এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে'

১০

অপরিবর্তিত।

ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু

আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু

তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী

কেন ?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে।

পঙ্‌ক্তি ৬৩১-৬৪০

১

আমিও ওদের গানে যোগ দেব। সর্দ্দারের চেলারা কিছুতে পথ দেখিয়ে দিল না। তাই তোমার কাছে এসেচি।

আমার কাছে এসেচিস্‌ ? আমি ত দুর্গের প্রাকার নই।

হাঁ, পাগল, তুমি আমার দুর্গের প্রাকার। আমি তোমার কাছে এলেই বাইরের আকাশ দেখ্‌তে পাই।

তোমার মুখে ও কথা শুন্‌লে আমার আশ্চর্য্য মনে হয়।

কেন ?

এই যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল আমার মনে হ'ত, আর যাই থাক্‌ জীবন থেকে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেচি— এখানকার টুক্‌রো মানুষের [টুক্‌রো] গুলোর সঙ্গে মিশিয়ে তাল পাকিয়ে গেচি, সেই পিণ্ডের মধ্যে

২

আমিও ওদের গানে যোগ দেব। সর্দ্দারের চেলারা কিছুতে পথ দেখিয়ে দিল না। তাই তোমার কাছে এসেচি।

বিশু

আমার কাছে ? আমি ত দুর্গের প্রাকার নই।

নন্দিনী

হাঁ পাগল, তুমি আমার দুর্গের প্রাকার। তোমার কাছে এলে বাইরের আকাশ দেখ্‌তে পাই।

বিশু

তোর মুখে একথা শুনে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

নন্দিনী

কেন ?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, আর যাই থাক্ বা না থাক্ জীবন থেকে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেচি। এখানকার টুক্‌রো মানুষগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে এম্‌নি তাল পাকিয়ে গেছি, যে সেই পিণ্ডটার মধ্যে কোথাও ফাঁক পাবার

৩

দাঁড়িয়ে ওদের গানে যোগ দেব। সর্দ্দারের চেলারা কিছুতেই পথ দেখিয়ে দিল না। তাই তোমার কাছে এসেচি।

বিশু

আমার কাছে ? আমি ত দুর্গের প্রাকার নই।

নন্দিনী

হাঁ পাগল, তুমি আমার দুর্গের প্রাকার— তোমার কাছে এলে বাইরের আকাশ দেখতে পাই।

বিশু

তোর মুখে একথা শুনে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

নন্দিনী

কেন ?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেচি। মনে হত এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে এক হামানদিস্তায় আমাকে কুটে এরা একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে,

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি এই রকম :

(i) ··· দুর্গের প্রাকার— তোমার কাছে এলে বাইরের আকাশ দেখতে পাই > ··· দুর্গের প্রাকার। তোমার কাছে এলে বাহিরকে দেখ্‌তে পাই।

(ii) টুকরো > টুক্‌রো

(iii) হামানদিস্তায় কুটে > হামানদিস্তায় আমাকে কুটে

(iv) তুলেছে, > তুলেচে—

৬

পূর্বানুগ।

(i) তোমার কাছে এলে বাহিরকে > তোমার কাছে এলে উঁচুতে উঠে বাহিরকে

(ii) মানুষদের সঙ্গে এক হামানদিস্তায় আমাকে > মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক হামানদিস্তায়

৭

পূর্বানুগ।

(i) পথ দেখিয়ে দিল না। > পথ দেখিয়ে দিলে না।

(ii) এক হামানদিস্তায় > এক-হামানদিস্তায়

(iii) তুলেচে—

৮

ওদের গানে যোগ দেব। সর্দ্দারের চেলারা কিছুতেই পথ দেখিয়ে দিল না। তাই তোমার কাছে এসেচি।

বিশু

আমার কাছে? আমি ত দুর্গের প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার দুর্গের প্রাকার। তোমার কাছে এলে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখ্‌তে পাই।

বিশু

তোমার মুখে একথা শুনে আশ্চর্য্য লাগে।

নন্দিনী

কেন?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হ'ত জীবন হ'তে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেচি। মনে হত এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেচে।

৯

ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেচি।

বিশু

আমি ত প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এলে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখ্‌তে পাই।

বিশু

তোমার মুখে একথা শুনে আশ্চর্য্য লাগে।

নন্দিনী

কেন?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত জীবন হ'তে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেচি। মনে হ'ত এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক-ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেচে।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু

সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া

পঙ্‌ক্তি ৬৪১-৬৫০ ১

কোথাও ফাঁক নেই, তার থেকে আমার আস্ত আমি বলে পদার্থটা উদ্ধার করা অসম্ভব। এমন সময় তুমি তোমার ঐ আশ্চর্য্য দৃষ্টি নিয়ে কোথা থেকে এলে, আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে যে, আমি বুঝতে পারলুম তুমি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েচ, আমি এখনো হারিয়ে যাইনি।

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে গোপন একখানা আকাশ আছে সেইটে তোমায় আমায় মিলে ভাগ করে নিয়েচি।

একটি গোধূলির আকাশ। সেখানে আমি হচ্চি একটা মরু পাহাড়ের নির্জ্জন চূড়া আর তুমি হচ্চ সন্ধ্যার তারাটি।

সেখানে তুমি গান কর আর আমি শুনি!

আমার মধ্যে যে সুর কোথাও বাকি ছিল তা আমি জান্‌তুম না, তোমাকে দেখেই আমার গান কেঁদে জেগে উঠেচে।

তোমায় গান শোনাব তাইত আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাকো
ওগো দুখ-জাগানিয়া!

২

জো নেই। এমন সময় তুমি আমার মুখের দিকে এমন করে' চাইলে, বুঝলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্চে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটিতেই একখানি আকাশ বেঁচে আছে। আর সমস্ত বোজা।

বিশু

হাঁ পাগ্‌লী, একখানি গোধূলির আকাশ। সেখানে আমি হচ্চি একটা মরু পাহাড়ের নির্জ্জন চূড়া, আর তুমি হচ্চ সন্ধ্যার তারাটি— আর কোথাও কিছু নেই।

নন্দিনী

না, না, সেখানে তুমি হচ্চ গান করবার মানুষ, আর গান শোনবার মানুষ আমি। আর কোথাও কেউ নেই।

বিশু

আমার মধ্যে সুর যে বাকি ছিল তা ভুলেই গিয়েছিলুম— তোমাকে দেখে আমার গান কেঁদে জেগে উঠেচে।

গান

তোমায় গান শোনাব তাইত আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই ত ডাকো
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

৩

তার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, বুঝলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্চে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতর কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে, বাকি আর সব বোজা।

বিশু

সেই আকাশেই আমার এই গান জাগল :

তোমায় গান শোনাব তাইত আমায় জাগিয়ে রাখো,
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই ত ডাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

৫

এই খসড়ার পাঠ ঈষৎ পরিবর্তন-সহ পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি এইরকম :

(i) সেই আকাশেই আমার এই গান জাগল : > সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি :

(ii) জাগিয়ে রাখো, > জাগিয়ে রাখ

(iii) ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া। > ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।

৬

পূর্বানুগ।

(i) তার মধ্যে কোথাও ফাঁক > তার মধ্যে ফাঁক

(ii) আকাশ বেঁচে আছে, > আকাশ বেঁচে আছে।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) বেঁচে আছে। > বেঁচে আছে,

৯

পূর্বানুগ।

(i) কোথাও ফাঁক > তার মধ্যে ফাঁক

(ii) গড়ের ভিতর > গড়ের ভিতরে

১০

অপরিবর্তিত।

এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া !

নন্দিনী

বিশু-পাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া' ?

বিশু

তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।

পঙ্‌ক্তি ৬৫১-৬৬০ ১

এল আঁধার ঘিরে.
পাখী এল নীড়ে
তরী এল তী
শুধু আমার হিয়া ম পায় না কো—
ওগো দুখ জা.গানিয়া !

পাগল, এ কি তুমি আমাকেই বল্‌চ ?

হাঁ।

আমি তোমার দুখ-জাগানিয়া ? কি দুখ তোমার জাগালুম ?

জান না ? তুমি যে আমাকে পাগ্‌লা বলেছিলে সে তুমি কি না জেনেই বলেছিলে ? আমাকে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় কোন্‌ একদিন বেড়ার ভিতর থেকে বের করে দিয়েছিল বাঁধা পথ থেকে দুঃখের পথে— যে জন লুকিয়ে আছে তাকেই খুঁজে বেড়াবার দুঃখ— আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।— সেই খুঁজে বেড়াবার দুঃখটি এই যক্ষপুরীতে এসে হারিয়ে ফেলেছিলুম। তুমি আমার সেই না-পাওয়া ধনের দূতী ; আমার হারানো দুঃখকে সঙ্গে করে এনেচ।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে !

২

এল আঁধার ঘিরে,
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো—
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

নন্দিনী

পাগল, তুমি কি আমাকেই বলচ দুখ-জাগানিয়া ?

বিশু

তুমি আমার সমুদ্রের ওপারের দূতী, যেদিন এলে এই যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়া এসে ধাককা দিল, যার আভাস এনে দিলে সে বুঝি আমার যুগযুগান্তরের বেদনা।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্না ধারার দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।

৩

এল আঁধার ঘিরে,
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায়নাকো
ওগো দুখ জাগানিয়া।

নন্দিনী

বিশু পাগল, তুমি আমাকেই বল্‌চ দুখ-জাগানিয়া ?

বিশু

তুমি আমার সমুদ্রের দূর পারের দূতী, যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়া এসে ধাক্কা দিল।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তন :

(i) ··· পায়না কো > ··· পায় নাকো—

(ii) দুখ জাগানিয়া > দুখ-জাগানিয়া

(iii) আমাকেই বল্‌চ দুখ-জাগানিয়া ? > আমাকে বল্‌চ 'দুখ-জাগানিয়া !'

(iv) যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে > যক্ষপুরীতে আমার হৃদয়ে

(v) থাম্‌তে দিলে না যে। > থামতে দিলে না যে।

৬

পূর্বানুগ।

(i) তুমি আমাকেই বল্‌চ > তুমি আমাকে বলচ

(ii) দূতী, > দূতী।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) ধাককা দিল। > ধাককা দিলে।

৯

পূর্বানুগ।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) তুমি আমার সমুদ্রের দূর পারের > তুমি আমার সমুদ্রের কোন্ অগম পারের

আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া!

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি পাগল! যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু

কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী

না। দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে

পঙ্‌ক্তি ৬৬১-৬৭০ ১

তুমি যে তার পরশ নিয়ে এলে।

কার পরশ?

ওগো, সুন্দরী, সেই চির বিস্ময়ের।

আমায় পরশ করে',
প্রাণ সুধায় ভরে'
তুমি যাও যে সরে',—
বুঝি আমার সুরের আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো—
ওগো, দুখ-জাগানিয়া।

তবে তোমাকে একটা কথা বলি, পাগ্‌লা।

বল।

তুমি যে দুঃখের কথা বল আমি আগে তার কিছুই জানতুম না।

কেন, তোমার রঞ্জনের কাছে—

রঞ্জনের কাছে এর কোনো খবরই পাইনি। দুই হাতে দাঁড় ধরে' সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তার কেশর ধরে সে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে

২

আমায় পরশ করে'
প্রাণ সুধায় ভরে'
তুমি যাও যে সরে'
বুঝি আমার সুরের আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া ॥

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি, পাগ্‌লা।

বিশু

বল।

নন্দিনী

যে দুঃখটির কথা তুমি ~~বল আগে আমি তা~~ জানতুম না।

বিশু

কেন, তোমার রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী

রঞ্জনের কাছে এর খবর নেই। দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে

৩

আমায় পরশ করে'
প্রাণ সুধায় ভরে'
তুমি যাও যে সরে'
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে
দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি, পাগলা।

বিশু

বল।

নন্দিনী

যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।

বিশু

কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী

না। দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। কিছু পরিবর্তন নিম্নরূপ:

(i) দুখ-জাগানিয়া। > দুখ-জাগানিয়া।

(ii) পাগলা। > পাগ্‌লা।

(iii) পার করে দেয়; > পার করে দেয়,

(iv) কেশর ধরে > কেশর ধরে'

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ। নীচের পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তার কেশর ধরে' আমাকে > বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে' আমাকে

৮

পূর্বানুগ।

৯

আমায় পরশ করে'
প্রাণ সুধায় ভরে'
তুমি যাও যে সরে'
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখ জাগানিয়া।

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু

কেন রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী

না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে' সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে' আমাকে বনের ভিতর দিয়ে

১০

অপরিবর্তিত।

ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তার পরে কতকাল খোঁজ পাই নি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

পঙ্‌ক্তি ৬৭১-৬৮০ ১

ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হাসে ; শ্রাবণের রাতে হঠাৎ বান ডেকে এলে ভাঙনের মুখে সে বাঁধ বাঁধতে ছোটে ; আমাদের গ্রামের নাগাই নদীতে যখন প্রথম বর্ষার ধারা এসে পৌঁছয় তখন রঞ্জন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে স্রোতটাকে যেমন তোলপাড় করে' তোলে, আমাকে কাছে পেলে সে আমার ভিতর বাহির ঠিক তেমনি করেই তোলপাড় করে' ঢেউ খেলিয়ে দিতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সে হারজিতের খেলা করে ; ভয় নেই ভাবনা নেই ; বারে বারে সে জিতেই এসেচে, — সেই খেলাতেই সে আমাকে জিতে নিয়েচে। জিতে নিয়ে তার হাসি, আমি তার সেই কলহাসিই শুনে এসেচি। কিন্তু, পাগ্‌লা, সেই বাজি-জিতের খেলার ভিতর থেকে কে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ? খেলার ঘরে হাজার বাতি জ্বলচে, সেখান থেকে তুমি বেরিয়ে যাও, গহন রাতের মধ্যে, তারার আলোর ইসারা মেনে— সেখান থেকে আমাদের হাসির মাঝখানে যে বাঁশির সুর নিয়ে এস তাই শুনে আমার মনের মধ্যে আজ গান জেগেচে—

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান !

পাগ্‌লা, সেই জন্যে বারে বারে আমি তোমার কাছে ছুটে আসি।

কি জন্যে ?

তোমার গানের ভিতর দিয়ে আমি রঞ্জনকে পেয়েছি, একেবারে ব্যথায় ভরে। যে রঞ্জনকে পাওয়া যায় তাকে তুমি দেখেছিলে, যে রঞ্জনকে পাওয়া যায় না আজ তারি কথা আমার কাছ থেকে শুনে নাও।

পাগ্‌লী, আমার মনের মধ্যে তুইও ত অকূলকে জাগিয়ে তুলেচিস্, তাই, তোকে বলি, দুখ জাগানিয়া।

২

ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হাসে ; শ্রাবণের রাতে হঠাৎ বান ডেকে এলে ভাঙনের মুখে বাঁধ বাঁধতে ছোটে। আমাদের নাগাই নদীতে প্রথম বর্ষার জল এসে পৌঁছলে রঞ্জন ঝাঁপিয়ে পড়ে' সাঁতার কেটে স্রোতটাকে যেমন তোলপাড় করে' তোলে, আমাকে কাছে পেলে তেমনি করেই তোলপাড় করিয়ে দেয়। প্রাণ নিয়ে সে হারজিতের খেলা খেলে, ভয় নেই, ভাবনা নেই ; সেই খেলাতেই সে আমাকে জিতে নিয়েচে। পাগ্‌লা, সেই বাজি-জিতের খেলাঘরের ভিতর থেকে কে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছিল, গহন রাতের মধ্যে। সেখান থেকে তুমি একটি গান সঙ্গে করে এনেচ ;

মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান!

৩

ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে ; আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে' স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে' দেয় আমাকে নিয়ে তেম্‌নি সে তোলপাড় কর্ত্তে থাকে। প্রাণ নিয়ে সে হারজিতের খেলা খেলে, সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েচে। তুমি সেদিন কি মনে করে' সেই বাজি-জিতের খেলাঘরের ভিড় থেকে বেরিয়ে চলে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে, তোমাকে বুঝতে পারলুম না, তোমার খোঁজও পেলুম না।

৫

পূর্বানুগ। ঈষৎ পরিবর্তনের চিহ্নগুলি নিম্নরূপ :

(i) হাসে ; > হাসে।

(ii) তোলপাড় করে' দেয় > তোলপাড় করে,

(iii) কর্ত্তে থাকে। > করতে থাকে।

(iv) তোমার খোঁজও > তারপরে তোমার খোঁজও

৬

পূর্বানুগ।

(i) তুমি সেদিন কি মনে করে' > তুমি ত ছিলে কিন্তু সেদিন কি মনে করে'

(ii) সেই বাজি-জিতের খেলাঘরের > সেই বাজি খেলার

(iii) তোমাকে বুঝতে পারলুম না, > বুঝতে পারলুম না,

(iv) তারপরে তোমার খোঁজও পেলুম না। > তারপরে কতকাল তোমার খোঁজও পাইনি।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) ভিড় থেকে বেরিয়ে চলে গেলে। > ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে।

(ii) 'খোঁজও পাইনি।' — এর পরে 'কোথায় তুমি গেলে বল ত ?' বর্তমান খসড়ায় সংযোজিত।

৯

পূর্বানুগ।

(i) কিন্তু সেদিন কি মনে করে' > একদিন তুমিও ত তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কি মনে করে'

(ii) খোঁজও > খোঁজ

১০

অপরিবর্তিত।

(i) প্রাণ নিয়ে সে > প্রাণ নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে' সে

(ii) তুমিও ত তার মধ্যে ছিলে, > একদিন তুমিও ত তার মধ্যে ছিলে, পাগল,

বিশু

গান

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার
দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি
এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে,
বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল
কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে?

পঙ্‌ক্তি ৬৮১-৬৯০

১

ও চাঁদ, চোখের জলের জাগ্‌ল জোয়ার
দুখের পারাবারে
আজ হল তাই গলাগলি এ পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে,
উতল হাওয়ায় যায় নিয়ে তায় ঐ অচেনার ধারে।
এখানে যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে তুমি কেন এসেছিলে, পাগল!

২

বিশু

ও চাঁদ চোখের জলের জাগ্‌ল জোয়ার দুখের পারাবারে।
আজ হল তাই গলাগলি এই পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে
বাঁধন যে তার গেল খুলে,
উতল হাওয়ায় যায় নিয়ে তায় ঐ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

যক্ষপুরীর সুরঙ্গখোদার কাজে কে তোমাকে টেনে নিয়ে এল?

৩

বিশু

ও চাঁদ, চোখের জলে জাগ্‌ল জোয়ার
দুখের পারাবারে।
আজ হ'ল তার গলাগলি
এই পারে ঐ পারে।

আমার তরী ছিল চেনার কূলে,
বাঁধন যে তার গেল খুলে,
উতল হাওয়ায় যায় নিয়ে তায়
ঐ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

চোখের জলের জোয়ারে তোমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল জানি নে কিন্তু বল দেখি, যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে টেনে এনেছিল ?

৫

গানের কথা অংশ অনুরূপ। নন্দিনীর সংলাপ-অংশ ঈষৎ পরিবর্তন করা হয়েছে এই খসড়ায় :

নন্দিনী

চোখের জলের জোয়ারে কোথায় তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জানি নে, —কিন্তু বল দেখি, যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে টেনে এনেছিল ?

৬

পূর্বানুগ।

(i) আজ হ'ল তার গলাগলি > আজ হল তাই গলাগলি।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তোমাকে > তোমায়

৮

বিশু

ও চাঁদ, চোখের জলে লাগ্‌ল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হ'ল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে
বন্ধন তার গেল খুলে,
তা'রে উতল হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

সেই অচেনার ধার থেকে যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে ?

৯

পূর্বানুগ

(i) বন্ধন তার > বাঁধন তাহার

(ii) তা'রে উতল হাওয়ায় > তারে হাওয়ায় হাওয়ায়

(iii) যক্ষপুরীর > এখানে যক্ষপুরীর

১০

অপরিবর্তিত।

বিশু

একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে প'ড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে। আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।

নন্দিনী

তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে?

বিশু

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার

পঙ্‌ক্তি ৬৯১-৭০০ ১

একজন মেয়ে আমাকে এইখানে ভুলিয়ে এনেছিল। সূর্য্যাস্তের সোনার মেঘপুরী দেখ্‌ব বলে আমার ঘরে যে জান্‌লাটা খুলেছিলুম সেইখান থেকে সে বসে বসে দেখেছিল এখানকার সর্দ্দারদের ইমারতের সোনার চূড়াটা। ঐ ইমারতের মধ্যে আমি তার যাতায়াতের পথ করে দিই এর বেশি সে আমার কাছে আর কিছু চায় নি। আমি তার কাছে পৌরুষ দেখিয়ে বল্লুম, আচ্ছা, আমিও সর্দ্দার হ'ব। এতদিনে আমি সর্দ্দার হতুম— কিন্তু ভিতরকার পাগ্‌লাটা আমাকে হ'তে দিলে না; সোনার

২

বিশু

একজন মেয়ে। সেই ত আমাকে প্রথম মদ খাইয়ে বন্দী করেছিল মায়ার কারাগারে।

নন্দিনী

মদ খাইয়ে?

বিশু

তার চলায় মদ, বলায় মদ, কটাক্ষে মদ।

নন্দিনী

সে কেমন করে' তোমাকে এখানে আন্‌লে?

বিশু

আমার ঘরের পশ্চিমের যে খোলা জান্‌লাটা দিয়ে আমি সোনার মেঘপুরী দেখতুম সেইখানে বসে বসে সে দেখেছিল এখানকার সর্দ্দার পাড়ার সোনার চূড়াটা। এই পাড়াটাতে তার যাওয়া আসার পথ করে দেব এর চেয়ে বেশি

দামের কিছু সে আমার কাছে চায়নি। আমি পৌরুষ দেখিয়ে বল্লুম, "আচ্ছা, আমিও সর্দ্দার হ'ব দেখে নিয়ো।" সোনার চূড়ার নীচে একটি পাকা জায়গা আমার জন্যে ঠিক হয়েছিল, ভিতরকার পাগ্‌লাটা সেখানে টিঁকতে দিল না।

৩

বিশু

একজন মেয়ে। সেই আমাকে প্রথম মদ খাইয়ে বন্দী করেছিল মায়ার কারায়।

নন্দিনী

মায়ার কারায় ?

বিশু

তার চলায় মদ, বলায় মদ, কটাক্ষে মদ।

নন্দিনী

কেমন করে এখানে আন্‌লে ?

বিশু

পশ্চিমের যে খোলা জানলাটা দিয়ে আমি সোনার মেঘপুরী দেখতুম সেইখানে বসেই সে দেখেছিল এখানকার সর্দ্দার পাড়ার সোনার চূড়াটা। এই পাড়াটাতে তার যাওয়া-আসার পথ করে' দেব এর চেয়ে বেশি দামের কিছু সে আমার কাছে চায়নি। আমি পৌরুষ দেখিয়ে বল্লুম, "আচ্ছা, আমিও সর্দ্দার হব, দেখে নিয়ো।"

৫

এই খসড়া আগের খসড়ার অনুরূপ। সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে:

(i) দিয়ে আমি সোনার মেঘপুরী > দিয়ে সোনার মেঘপুরী

(ii) পাড়াটাতে > পাড়াটাতেই

৬

পূর্বানুগ।

(i) পশ্চিমের যে খোলা জানলাটা দিয়ে যখন আমি সোনার মেঘপুরী দেখতুম সেইখানে বসেই সে দেখেছিল > পশ্চিমের খোলা জানালাটা দিয়ে যখন আমি দেখচি সোনার মেঘপুরী তখন সে দেখছিল

৭

পূর্বানুগ।

(i) সেই আমাকে প্রথম > সেই প্রথম

(ii) আন্‌লে > আনলে

(iii) মেঘপুরী > মেঘপুরী,

(iv) এই পাড়াটাতে > এই পাড়াটাতেই

৮

বিশু

একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেমন মাটিতে পড়ে যায় সে আমাকে তেমনি করে এই ধূলোর মধ্যে এনে ফেলেচে। আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।

নন্দিনী

তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে ?

বিশু

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখনি সবচেয়ে সহজে ভোলাতে পারে। তারপরে এক ভুলের ছলনা এড়াতে গিয়ে আরেক ভুলের হাতে গিয়ে পড়ি, তারপরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখ্‌ছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখ্‌ছিল এখানকার সর্দ্দার পাড়ার সোনার চূড়াটা। আমাকে কটাক্ষ করে বল্‌লে, "ঐখানে নিয়ে যাও ত, দেখি তোমার কতবড় সামর্থ্য।" আমি স্পর্দ্ধা করে বল্‌লুম, "যাব নিয়ে।" আন্‌লেম তাকে সোনার

৯

বিশু

একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেমন মাটিতে পড়ে যায় সে আমাকে তেমনি করে' এই ধূলোর মধ্যে এনে ফেলেচে। আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।

নন্দিনী

তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে ?

বিশু

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখনি সহজে ভোলায়। তারপরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখ্‌ছিল সর্দ্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বল্লে, "ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড় তোমার সার্মথ্য।" আমি স্পর্দ্ধা করে' বল্লুম "যাব নিয়ে" আনলুম তাকে সোনার

১০

অপরিবর্ত্তিত।

চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী

আমি এসেছি, এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু

তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে?— আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী

এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু

কিরকম দেখলে?

নন্দিনী

দেখলুম— মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাত-মহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল।

পঙ্‌ক্তি ৭০১-৭১০ ১

চূড়োর নীচে আমার জায়গা হয়েছিল, সে আমাকে ঠেলে বের করে দিলে— আমি ঐ অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যে কোদাল কাঁধে প্রবেশ করলুম, সেখানে আকাশ নেই, অবকাশ নেই, আলো নেই, আরাম নেই, একটি মাত্র সুখ আছে যে, আমি মানুষকে অপমান করচিনে, মানুষের অপমানের ভাগ নিচ্চি।

পাগল ভাই, আমি এসেচি তোমাকে ঐ সোনার পাতালপুরী থেকে বের করে আনবার জন্যে।

আমার কত ভাগ্য যে, তুমি এখানে এসে পড়েচ। তোমার যে কোথাও বাধা নেই। তুমি যখন এখানকার মকররাজকে পর্য্যন্ত ভালবাস্‌তে পারো তখন তোমাকে ঠেকাতে পারে কিসে? আচ্ছা, ওকে তুমি ভয় কর না?

ওকে ঐ জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু একদিন যে আমি ওর ঘরের ভিতরে গিয়েছিলুম। সেখানে ওকে আমি পূরোপূরি দেখেচি।

কি রকম দেখ্‌লে?

একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লুম। মনে হল প্রকাণ্ড একটা মানুষ। কপালখানা যেন একটা সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার— আর হাত দুটো যেন দুর্গের লোহার আগল!

২

নন্দিনী

পাগল ভাই, আমি এসেচি এখান থেকে বের করে' তোমাকে সঙ্গে নিয়ে

যাব বলে', আমাকে এরা কখনো আটকাতে পারবে না।

বিশু

আমার কত ভাগ্য তুমি এখানে এসে পড়েচ। তুমি যখন এখানকার মকররাজকে পর্য্যন্ত ভালোবাসো তখন তোমাকে ঠেকাতে পারে কিসে? আচ্ছা, ওকে তুমি ভয় কর না?

নন্দিনী

ওকে ঐ জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু একদিন ওর ঘরের ভিতরে গিয়েছিলুম।

বিশু

কিরকম দেখ্‌লে।

নন্দিনী

দেখ্‌লুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার, আর বাহু দুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল।

৩

সোনার চূড়ার নীচে একটি পাকা জায়গা আমার জন্যে ঠিক হয়েছিল, ভিতরকার পাগলাটা সেখানে টিঁকতে দিল না।

নন্দিনী

আমি তোমার পাগ্‌লী এসেচি এখান থেকে তোমাকে বের করে সঙ্গে নিয়ে যাব বলে। আমাকে এরা কখনো আটকাতে পারবে না।

বিশু

তুমি যখন এখানকার মকররাজকে পর্য্যন্ত ভালোবাসো তখন তোমাকে ঠেকাতে পারে কিসে? আচ্ছা, ওকে তুমি ভয় কর না?

নন্দিনী

ওকে ঐ জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু একদিন ওর ঘরের ভিতর গিয়েছিলুম।

বিশু

কি রকম দেখ্‌লে?

নন্দিনী

দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার; আর বাহু দুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল।

৫

এই খসড়া আগের খসড়ার অনুরূপ। নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয়:

(i) আমি তোমার পাগ্‌লী এসেচি > আমি এসেচি

(ii) যাব বলে। > যাব বলে'।

(iii) দেখ্‌লে > দেখলে

(iv) দেখলুম মানুষ > দেখলুম, মানুষ,

৬

পূর্বানুগ।

(i) নীচে একটি পাকা জায়গা > নীচে পাকা জায়গা

(ii) এখানকার মকররাজকে পর্য্যন্ত ভালোবাসো > এখানকার রাজাকে পর্য্যন্ত সইতে পার

৭

পূর্বানুগ।

(i) চূড়ার > চূড়োর

(ii) আর বাহু দুটো > বাহু দুটো

৮

পূর্বানুগ।

(i) আমি তোমার পাগ্‌লী এসেচি ··· পারবে না। > আমি এসেচি এখান থেকে তোমাকে বের করে' সঙ্গে নিয়ে যাব বলে'। তোমার সোনার শিকল ভাঙব।

(ii) রাজাকে পর্য্যন্ত সইতে পারো > রাজাকে পর্য্যন্ত টলিয়েচ

(iii) ঠেকাতে পারবে কিসে ? > ঠেকাবে কিসে ?

(iv) ঐ জালের > এই জালের

(v) কিন্তু একদিন ওর ঘরের ভিতরে গিয়েছিলুম। > কিন্তু একদিন যে ভিতরে গিয়েছিলুম।

৯

চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী

আমি এসেচি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু

তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্য্যন্ত টলিয়েচ তখন তোমাকে ঠেকাব কিসে ? আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না ?

নন্দিনী

এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেচি।

বিশু

কিরকম দেখলে ?

নন্দিনী

দেখলুম, মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহু দুটো কোন্‌ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল।

১০

অপরিবর্তিত।

লক্ষণীয়, এখানেও 'মানুষ কিন্তু প্রকাণ্ড' অংশটি কেটে দেওয়া হয়েছে বর্জনের অভিপ্রায়ে, কিন্তু মুদ্রিত পাঠে তা রক্ষিত হয়েছে।

মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু

ঘরে ঢুকে কী দেখলে ?

নন্দিনী

ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল ; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না ?' আমি বললুম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু

তোমার কেমন লাগল ?

পঙ্‌ক্তি ৭১১-৭২০ ১

আমার মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারতের কেউ— যেন যুগযুগান্তরের মানুষ, যেন ভীষ্মপিতামহ।

বল কি ? ভীষ্ম পিতামহ ?

সেই রকমের একলা, ভয়ানক একলা। ওর ডান হাতের উপর বাজপাখী বসে ছিল তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে রেখে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি গিয়ে ওর হাত ধরলুম। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল— তারপরে বাঁ হাত দিয়ে আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লুম, "আমি তোমার সব কাজ করে দেব।" ওর চোখের উপর পাতা নেবে এল, — একটুক্ষণ ভাবলে। তারপরে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে তোমার ভয় করে না ?" আমি বল্লুম, "একটুও না।" "আমাকে তুমি ভালবাসবে ?" আমি বল্লুম, "হ্যাঁ ভালবাসব।"

তুমি ওকে সত্যি ভালবাসো, পাগ্‌লী ?

২

মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারতের কেউ।

বিশু

আমরা ত মনে করি ও বিশ্বকর্ম্মার তৈরি বৃহদাকার একটা কলের খেলেনা। কষে ওকে দম দিয়ে দিয়েচে— ক্রমাগতই ওর হাত চল্‌চে, মুখ চল্‌চে, ওর মধ্যে কোনোখানে কোনো সময়ে একটুও থামবার কোনো কারণই নেই। মূর্ত্তিমান অনিদ্রা। যাই হোক্‌, কি দেখ্‌লে ?

নন্দিনী

ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখী বসে ছিল, তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি গিয়ে ওর হাত ধরলুম। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল— তার পরে, যেমন করে ধীরে ধীরে ওর বাজপাখীর পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি করতে পার?" বল্‌লুম, "সেবা করতে পারি।" একটুক্ষণ বসে ভাব্‌লে, তার পরে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ভয় করে না?" বল্লুম, "একটুও না।" "আমাকে ভালবাস্‌বে?" বল্লুম, "হাঁ, ভালোবাস্‌ব।"

বিশু

তুমি ওকে সত্যি ভালোবাসো?

৩

মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারতের থেকে নেমে এসেচে কেউ।

বিশু

আমরা ত মনে করি ও বিশ্বকর্ম্মার কলের খেলনা। কলিকে নিয়ত ব্যস্ত রাখবার জন্যে ওর সৃষ্টি। কষে' ওকে দম দিয়ে দিয়েচে। ক্রমাগত ওর হাত চল্‌চে, মুখ চল্‌চে, কোথাও কখনো একটুও থামবার কোনো কারণই নেই। মূর্ত্তিমান অনিদ্রা! যাই হোক, কি দেখ্‌লে?

নন্দিনী

ওর বাঁহাতের উপর বাজপাখী বসেছিল তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। আমি গিয়ে ওর হাত ধরলুম। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তারপরে যেমন করে' ধীরে ধীরে বাজপাখীর পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করতে পার?" বল্‌লুম, "সেবা করতে পারি।" খানিকক্ষণ বসে ভাবলে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে : "আমাকে ভয় করে না?" বল্লুম, "একটুও না!" "আমাকে ভালবাস্‌বে?" বল্লুম, "হাঁ ভালবাসব।"

বিশু

তুমি ওকে সত্যি ভালোবাসো?

৫

মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারত থেকে নেমে এসেচে কেউ।

বিশু

ঘরে ঢুকে কি দেখ্‌লে?

নন্দিনী

ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখী বসেছিল, তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। আমি গিয়ে ওর হাত ধরলুম। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার পরে যেমন করে বাজপাখীর পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেম্‌নি করে আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি করতে পার ?" বল্‌লুম, "সেবা করতে পারি।" খানিকক্ষণ বসে ভাবলে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ভয় করে না ?" বল্‌লুম, "একটুও না।" "আমাকে ভালবাসবে ?" বল্‌লুম, "হাঁ, ভালোবাসব।"

বিশু

তুমি ওকে সত্যি ভালোবাসো ?

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) যেমন করে বাজপাখীর > যেমন বাজপাখীর

৯

মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারত থেকে নেমে এসেচে কেউ। সত্যি বল্‌চি তোমাকে, ওকে আমি ভালবাসি।

বিশু

ঘরে ঢুকে কি দেখলে ?

নন্দিনী

ওর বাঁহাতের উপর বাজপাখী বসেছিল; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তারপর যেমন বাজপাখীর পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ভয় করে না ?" আমি বল্‌লুম "একটুও না।" তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে' দিয়ে কতক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু

তোমার কেমন লাগ্‌ল ?

১০

অপরিবর্তিত।

(i) সত্যি বলচি তোমাকে, ওকে আমি ভালবাসি। (বর্জিত)

নন্দিনী

ভালো লাগল। কিরকম বলব ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু

তার পরে ও কী বললে ?

নন্দিনী

এক সময় ঝোঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে ? আমি কি তোমার পুঁথি !' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কিরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে

পঙ্‌ক্তি ৭২১-৭৩০ ১

হাঁ, সত্যি বাসি। কি'রকম বল্‌ব ? মনে কর না, ও যেন দু তিন হাজার বছরের বটগাছ, ওর মজ্জায় মজ্জায় অনেকদিনের প্রাণ অনেকদিনের শক্তি সব জমা হয়ে আছে। আমি যেন পাখী ; ওর প্রকাণ্ড একলা অন্ধকারের এক কোণে আমি যদি একটি বাসা বাঁধি তাহলে আমার মনে হয় যেন ওর গুঁড়ির ভিতর পর্য্যন্ত খুসি হয়ে ওঠে। সেই খুসিটুকু ওকে আমার দিতে ইচ্ছে করে।

তারপরে ওকে আর তুমি দেখ নি ?

দেখেচি। একদিন ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন তুমি আমাকে এখানে এনে রেখেচ ? আমাকে কেন যেতে দিচ্ছ না ?" ও আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল্‌লে, "আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে উঠ্‌ল। আমি বল্‌লুম, "আমার মধ্যে জানবার কি আছে ? আমি কি তোমার পুঁথি।" সে আমাকে বল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সব আমি জানি, তোমাকে জানিনে।" তারপরে

২

নন্দিনী

সত্যি বাসি। কি রকম, বল্‌ব ? মনে কর না ও যেন দুতিন হাজার বছরের বটগাছ ; আমি যেন পাখী। ওর প্রকাণ্ড অন্ধকারের এক কোণে যদি একটি বাসা বাঁধি তাহলে ওর মজ্জার ভিতরে খুসি লাগে। ঐ মস্ত এক্‌লা প্রাণকে এই খুসিটুকু আমি দিতে চাই।

বিশু

তারপরে ওকে আর তুমি দেখনি ?

নন্দিনী

দেখেচি। একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন আমাকে এনে রেখেচ, যেতে দিচ্চ না ?" বর্ষাফলার ডগাটার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চোখের উপর রেখে বল্লে : "আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে উঠল, বল্‌লুম, "আমার মধ্যে জানবার কি আছে ? আমি কি তোমার পুঁথি ?" সে বল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সবই জানি,— তোমাকে জানিনে।" তারপরে কি রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে

৩

নন্দিনী

সত্যি বাসি। কি রকম বলব ? মনে কর না, ও যেন হাজার বছরের বটগাছ ; আমি যেন পাখী ; ওর প্রকাণ্ড জটাওয়ালা অন্ধকারের একটি কোণে যদি বাসা বাঁধি তাহলে ওর মজ্জার ভিতরে খুসি লাগে। ঐ মস্ত এক্‌লা প্রাণকে সেই খুসিটুকু দিতে চাই।

বিশু

তারপরে আর ওকে দেখনি ?

নন্দিনী

দেখেচি। একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলুম : "কেন আমাকে এখানে এনে রেখেচ ?" বর্ষা ফলার ডগাটার মত দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে বল্‌লে : "আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে উঠ্‌ল। বল্‌লুম, "জানবার কি আছে ? আমি কি তোমার পুঁথি ?" সে বল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সবই জানি। তোমাকে জানিনে।" তারপরে কি রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে

৫

এই খসড়ার পাঠ তৃতীয় পাঠের অনুরূপ।

(i) বলব ? > বল্‌ব ?

(ii) করলুম : > করলুম,

(iii) বললে : > বল্‌লে,

৬

পূর্বানুগ।

(i) 'সত্যি বাসি' বর্জিত।

(ii) 'মনে কর না', বর্জিত।

(iii) জটাওয়ালা অন্ধকারের > জটাজালের

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) একটি কোণে > এক কোণে

(ii) এখানে এনে রেখেচ ? > এনে রেখেচ ?

(iii) দৃষ্টি আমার মুখের উপর > দৃষ্টি আমার উপর

(iv) সবই জানি > সব জানি

৯

নন্দিনী

ভাল লাগ্‌ল। কি রকম বল্‌ব। ও যেমন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখী। ওর ডালের একটি ডগায় বসে আমি কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুসি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুসিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু

তারপর ও কি বল্‌লে ?

নন্দিনী

এক সময় ঝোঁকে উঠে ওর বর্শা ফলার মত দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল— "আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে উঠ্‌ল। বললুম, "জানবার কি আছে ? আমি কি তোমার পুঁথী ?" সে বল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।" তারপরে কি রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে

১০

অপরিবর্তিত।

বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কিরকম ভালোবাস?' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখ্খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্খনো না!' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী?' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছট্‌ফট্ করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।' মানে বুঝতে পারলুম না।

পঙ্‌ক্তি ৭৩১-৭৪০ ১

বল্‌লে, "রঞ্জনের কথা তুমি আমাকে বল। বল তাকে কি রকম ভালবাস।" আমি কতক্ষণ বলে গেলুম কত কি কথা তার ঠিক নেই। ও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনে গেল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌ল, "ওর জন্যে তুমি প্রাণ দিতে পার?" আমি বল্লুম, "এখ্খনি।" ও বললে, "তাতে তোমার কি লাভ?" আমি বল্লুম, "তা আমি জানিনে।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে ও কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল— বল্‌লে, "যাও, যাও, তুমি শীঘ্র আমার ঘর থেকে চলে যাও।" আমি বল্‌লুম, "কেন?" ও বল্‌লে, "আমার সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে।" আমি কিছু তার মানে বুঝতে পারলুম না। কেন নষ্ট হবে?

২

বল্‌লে, "রঞ্জনের কথা আমাকে বল, বল তাকে কি রকম ভালোবাসো, কতোখানি।" কতক্ষণ বলে গেলুম কত কি কথা। ও যেন মস্ত একজন লোভী ছেলের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুন্‌লে। হঠাৎ একসময় আমাকে চম্‌কিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌ল, "ওর জন্যে তুমি প্রাণ দিতে পার?" আমি বললুম, "এখ্খনি।" "তাতে তোমার কি লাভ?" বল্‌লুম, "জানিনে।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "যাও তুমি আমার ঘর থেকে। আমার কাজ নষ্ট কোরো না।" আমি তার মানে বুঝতে পারলুম না। কেন নষ্ট হবে?

৩

বল্‌লে, "রঞ্জনের কথা আমাকে বল! বল তাকে কি রকম ভালোবাসো।" কতক্ষণ বলে গেলুম কত কি কথা। মস্ত একজন লোভী ছেলের মত এক দৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে' শুন্‌লে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌ল "ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?" আমি বল্‌লুম "এখ্খনি।" ও যেন রেগে গর্জ্জন করে

বলে উঠ্‌ল, "কখ্‌খনো না।" আমি বল্‌লুম, "হাঁ পারি।" "তাতে তোমার লাভ কি?" বল্‌লুম, "জানিনে!" তখন ছট্‌ফট্‌ করে বলে উঠ্‌ল, "যাও আমার ঘর থেকে— কাজ নষ্ট কোরো না।" মানে বুঝতে পারলুম না।

৫

তৃতীয় খসড়ার পাঠের অনুরূপ। কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এই খসড়ায়, পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ :

(i) কত কি কথা > কত কথা

(ii) মস্ত একজন লোভী > মস্ত একটা লোভী

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) গর্জ্জন করে বলে উঠ্‌ল, > গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে,

৯

বল্লে, "রঞ্জনের কথা আমাকে বল।" কতক্ষণ বলে গেলুম কত কথা। মস্ত একটা লোভী ছেলের মত এক দৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে' শুন্‌লে। হঠাৎ চম্‌কিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌ল "ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?" আমি বল্‌লুম, "এখ্‌খনি।" ও যেন রেগে গর্জ্জন করে বল্‌লে, "কখ্‌খনো না।" আমি বল্‌লুম, "হাঁ পারি।" "তাতে তোমার লাভ কি?" বল্‌লুম "জানিনে।" তখন ছট্‌ফট্‌ করে বলে উঠল, "যাও আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।" মানে বুঝতে পারলুম না।

১০

বল্লে' "রঞ্জনের কথা আমাকে বল। বল তাকে কি রকম ভালবাস?" আমি বল্‌লুম, "জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালবাসে— পালে লাগে বাতাসের ছন্দের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের ছন্দের নাচ।" মস্ত একটা লোভী ছেলের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে' শুন্‌লে। হঠাৎ চম্‌কিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌ল "ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?" আমি বল্‌লুম, "এখ্‌খনি।" ও যেন রেগে গর্জ্জন করে' বল্‌লে, "কখ্‌খনো না।" আমি বল্‌লুম, "হাঁ পারি।" "তাতে তোমার লাভ কি?" বল্‌লুম, "জানিনে।" তখন ছট্‌ফট্‌ করে বলে উঠল, "যাও আমার ঘর থেকে, যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।" মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু

সব কথার পষ্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী

না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু

ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে— জানি নে সইতে পারবে কি না।

নন্দিনী

ঐ দেখো পাগল ভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

পঙ্‌ক্তি ৭৪১-৭৫০ ১

বুঝতে পারচ না? এতদিন ও কেবল জানার হিসেব নিয়ে ছিল তুমি ওকে না-জানার খবর দিয়েচ। ডাঙার মানুষকে সমুদ্রের ডাক শুনিয়েচ। তুমি গাচ্চ :

তোর পাকা ফসল জমিয়ে কেন রাখিস মাঠে?
তরীতে বোঝাই দিয়ে খুসি হয়ে
পার করে দে পারের ঘাটে।

তোমার এই চুকিয়ে দিয়ে ফেলবার কথাটা ও কিছুতেই বুঝতে পারচে না। তাই তোমাকে ও ভয় করে।

তারপরের দিন কি হয়েছিল জানিনে, ওর দরজা খোলাই ছিল, এমন কখনো হয় না। আমি হঠাৎ ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠ্‌লুম— সে কি চেহারা! মুখের চামড়া ঝুলে পড়েচে, চোখের পাতা তুলতে পারচে না। যত বড় ওর প্রকাণ্ড শক্তি দেখেচি তত বড়ই প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা! আমি চোখ বুজে বল্‌লুম, "তোমার এ চেহারা আমি দেখ্‌তে পারিনে।" ও বল্‌লে, "খঞ্জন, এই ত আমার সত্যিকার চেহারা। একি তুমি সইতে পারবে না?" সেই মেঘের ডাকের মত ওর আওয়াজ কোথায় গেল? স্বর কি ক্ষীণ, কি দুর্ব্বল, কি করুণ! আমার মনের মধ্যে ভারি দয়া হল, আমি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম, বল্‌লুম, "তোমাকে শুশ্রূষা করব, তুমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ খাওনি, কি খাবে বল।" ও বল্‌লে, "খাইনি, খাইনি। কাল যখন তুমি চলে গেলে,

আমার মনে হল, খেয়ে খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনে। শক্তি কেবল শক্তি খায়, আর বলে, আমি থাক্‌ব, আমি থাক্‌ব। কিন্তু কি হবে থেকে? ক্রমাগতই এই থাকার পেট ভরিয়ে চলা, এ কি বীভৎস থাকা? কেবল একদিন একরাত্রি খাওয়া বন্ধ করেছি অমনি দেখ আমার সব যেন মরা নদীর পাঁকের মত। তোমার ভয় হচ্চে?" আমি বল্লুম, "না, না, আমার কিছু ভয় নেই; আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, মা যেমন ছেলেকে বাঁচাতে চায় নিজেকে দিয়ে।" আমার কথা শুনে মস্ত ঐ স্থবির একটু যেন জোর পেলে। ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে, "তুমি সত্যিই চাও যে আমি বাঁচি? তুমি যদি খুসি হও, তাহলে যেমন করে পারি আমি মরব না, মরব না। এখন যাও, আমি তোমাকে বলে রাখচি আমি বাঁচব।" তারপরে আমি কতদিন ওর ঘরে গেচি, ফুল দিয়ে ওর ঘর সাজিয়ে এসেচি— আমার মনে হত ও লুকিয়ে কোথা থেকে আমাকে দেখ্‌ত— কিন্তু আর আমাকে দেখা দেয়নি। পাগল ভাই, ওর উপরে দয়া হয় না তোমার?

যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

কিন্তু তুমি জান না ও কি রকম বাঁচতে চায়।

সেইজন্যেই ত ওর বাঁচাটা ভয়ঙ্কর।

না, না, অমন কথা বোলো না।

ওর বাঁচা বল্‌তে যে কি বোঝায় সে আমি তোমাকে আজই দেখাব। জানিনে, সইতে পারবে কিনা।

ঐ দেখ ছায়া। সর্দ্দার আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করচে।

২

বিশু

বুঝতে পারচ না? তুমি যে বল্‌লে, "জানিনে" অথচ সেই না-জানাকেই সব চুকিয়ে দিয়ে ফেল্‌তে চাও। এসব কথায় ওর মন চঞ্চল হলেই সব মাটি। ও পষ্ট কেবল জানার খদ্দের, আঁকড়ে রাখার মালিক, তাই তোমাকে ও ভয় করে।

নন্দিনী

তারপরের দিন কি হয়েছিল জানিনে। ওর দরজা খোলাই ছিল, এমন কোনোদিন দেখিনি। হঠাৎ ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠলুম। সে কি চেহারা। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েচে, চোখের পাতা তুল্‌তে পারচে না, হাত দুটো পড়ে আছে যেন শাল গাছের ঝড়ে মুচ্‌কে পড়া ডাল। ওর শক্তি যেমন প্রকাণ্ড দেখেচি ওর নিঃশক্তিও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর বিপুল, তার ভার যেন পৃথিবী সইতে পারবে না এম্‌নিতরো। আমি দুই হাতে চোখ ঢেকে বল্লুম, "তোমার এ চেহারা আমি দেখ্‌তে পারিনে।" সে বল্‌লে, "নন্দিন ['খঞ্জন' বর্জন ক'রে] এই চেহারাটাই আমার চরম সত্য।" সেই মেঘের ডাকের মত আওয়াজ কোথায়? গলার স্বর কত ক্ষীণ, দুর্ব্বল, করুণ। আমার মনে বড় কষ্ট হল; ওর গলা জড়িয়ে বল্লুম, "তোমাকে শুশ্রূষা করব। নিশ্চয় অনেকক্ষণ খাওনি।" ও বল্‌লে, "না খাইনি। কাল যখন চলে গেলে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে বলে

উঠল খেয়ে খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনে। শক্তি কেবল শক্তিকে খায়, আর গর্জ্জন করতে থাকে, থাক্‌ব, থাক্‌ব। কেবল একদিন একরাত্রি জ্যান্ত খাবার বন্ধ করেচি অম্‌নি দেখ আমার সমস্তটাই যেন মরা নদীর পাঁকের মত।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ভয় করচে?" আমি বল্লুম, "একটুও না; আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই।" শুনে ঐ যেন প্রকাণ্ড রাশ-করা স্থবিরতার মধ্যে একটুখানি জোর পৌঁছল। ব্যাকুল হ'য়ে বল্‌লে, "তুমি যদি সত্যিই চাও আমি বাঁচি তাহলে আমি মরব না, মরব না, তোমাকে বলে রাখচি আমি বাঁচব।" তারপরে কতদিন ওর ঘরে গেচি, ওর ঘর সাজিয়ে এসেচি, মনে হত ও লুকিয়ে কোথা থেকে আমাকে দেখ্‌চে। কিন্তু আর আমাকে দেখা দেয় নি। পাগল ভাই, ওর উপরে দয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী

কিন্তু তুমি জান না বেঁচে থাকবার জন্যে ও যেন মরীয়া হয়ে আছে।

বিশু

সেইজন্যেই ওর বাঁচাটা সকলের পক্ষে এমন ভয়ানক।

নন্দিনী

না, না, অমন কথা বোলো না।

বিশু

ওর বাঁচা বল্‌তে কি বোঝায় সে আমি তোমাকে আজই দেখাব। জানিনে, সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী

ঐ দেখ, পাগল ভাই, ঐ ছায়া! নিশ্চয় সর্দ্দার আমাদের কথা নুকিয়ে শুন্‌চে।

৩

বিশু

তুমি যে বল্‌লে, "জানিনে," অথচ সেই না-জানাকেই সব চুকিয়ে দিতে চাও! ও যে কেবল স্পষ্ট জানার খদ্দের, আঁকড়ে ধরার মালেক, তাই তোমাকে ভয় করে।

নন্দিনী

পরদিন কি হল জান? ওর দরজা খোলাই ছিল। এমন আর কোনোদিন দেখিনি। হঠাৎ ঘরে ঢুকেই চমকে উঠ্‌লুম। কি চেহারা! মুখের চামড়া ঝুলে পড়েচে, চোখের পাতা তুলতে পারচে না, হাত দুটো নেতিয়ে পড়ে আছে যেন শালগাছের ঝড়ে মুচ্‌ড়ে-পড়া ডাল। ওর শক্তি প্রকাণ্ড দেখেচি ওর নিঃশক্তিও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর বিপুল— তার ভার যেন পৃথিবী সইতে পারবে না এম্‌নিতরো। দুই হাতে চোখ ঢেকে বল্‌লুম, "এ চেহারা আমি দেখ্‌তে পারিনে।" সে বল্‌লে, "নন্দিন, এই চেহারাটাই আমার চরম সত্য।" মেঘের ডাকের মত আওয়াজটা কোথায়? স্বর ক্ষীণ, দুর্ব্বল, করুণ! মনে বড় কষ্ট

হল ; ওর গলা জড়িয়ে বল্‌লুম, “তোমাকে শুশ্রূষা করব। নিশ্চয় অনেকক্ষণ খাওনি।” ও বল্‌লে, “না খাইনি। নন্দিন, কাল তুমি চলে’ যাওয়ার পর হঠাৎ আমার মন বেঁকে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌ল, খেয়ে খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনে। শক্তি কেবল শক্তিকে খায়, আর গর্জ্জন করতে থাকে থাক্‌ব থাক্‌ব। শুধু একদিন একরাত্রি জ্যান্ত খাবার বন্ধ করেচি অমনি দেখ আমার সমস্তটাই যেন মরা নদীর পাঁকের মত।” আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “ভয় করচে ?” আমি বল্লুম, “একটুও না। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই।” শুনে ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে, “যদি সত্যিই চাও আমি বাঁচি, তাহলে মরব না, তোমাকে বলে রাখচি আমি বাঁচব।” আমি বল্লুম, “তুমি খাও, আমি দেখি।” ও বল্‌লে, “না, না, আমার খাওয়া তুমি দেখ্‌তে পারবে না, তুমি যাও।” পাগল ভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার ?

বিশু

যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী

তুমি জাননা কষে বেঁচে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু

সেইজন্যেই ওর বাঁচাটা সকলের পক্ষে এমন ভয়ানক।

নন্দিনী

না, না, অমন কথা বোলো না।

বিশু

ওর বাঁচা বল্‌তে কি বোঝায় সে আমি তোমাকে আজই দেখাব। জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী

ঐ দেখ, পাগল ভাই। ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দ্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুন্‌চে।

৫

বিশু

তুমি যে বল্‌লে, তুমি জান না, অথচ মরতে রাজি ; সেটা ওর ভালো লাগ্‌ল না। ও সব কথার পষ্ট মানে জান্‌তে চায়।

নন্দিনী

পরদিন কি হল জান ? ওর দরজা খোলাই ছিল। এমন কোনোদিন দেখি নি। হঠাৎ ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠ্‌লুম। কি চেহারা। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েচে, চোখের পাতা তুলতে পারচে না, হাত দুটো নেতিয়ে পড়ে আছে যেন ঝড়ে শাল গাছের মুচড়ে পড়া ডাল। ওর শক্তি প্রকাণ্ড দেখেচি, ওর নিঃশক্তিও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর বিপুল। দুই হাতে চোখ ঢেকে বল্‌লুম, “এ চেহারা আমি দেখ্‌তে পারিনে।” সে বল্‌লে, “নন্দিন, এই চেহারাটাই আমার চরম সত্য।” মেঘের ডাকের মত আওয়াজ কোথায়। স্বর ক্ষীণ, দুর্ব্বল, করুণ। মনে বড় কষ্ট হল। ওর গলা জড়িয়ে বল্‌লুম “তোমাকে শুশ্রূষা

করব,— নিশ্চয় অনেকক্ষণ খাওনি।" ও বল্‌লে "না খাইনি।" বল্‌লে, "নন্দিন, কাল তুমি চলে যাওয়ার পর হঠাৎ আমার মন বেঁকে দা[দাঁ]ড়িয়ে বলে উঠ্‌ল, "খেয়ে খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনে। শক্তি কেবল শক্তিকে খায়; আর গর্জ্জন করতে থাকে, থাক্‌ব, থাক্‌ব।" শুধু একদিন একরাত্রি জ্যান্ত খাবার বন্ধ করেচি অমনি দেখ আমার সমস্তটাই যেন মরা নদীর পাঁকের মত।— আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভয় করচে? আমি বল্‌লুম, একটুও না। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই।— শুনে ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে, যদি সত্যিই চাও আমি বাঁচি তাহলে মরব না, তোমাকে বলে রাখচি, আমি বাঁচবই।— পাগল ভাই, ওর উপরে দয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী

তুমি জান না, কযে বেঁচে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু

সেইজন্যেই ওর বাঁচাটা সকলের পক্ষে এমন ভয়ানক।

নন্দিনী

না, না, অমন কথা বোলো না।

বিশু

ওর বাঁচা বল্‌তে কি বোঝায় সে আমি তোমাকে আজই দেখাব। জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী

ঐ দেখ পাগল ভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দ্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেচে।

৬

পূর্বানুগ।

(i) যেন ঝড়ে শাল গাছের মুচ্‌ড়ে পড়া ডাল > যেন শালগাছের ঝড়ে-মোচড়-খাওয়া ডাল।

(ii) আমি দেখতে পারিনে।" > দেখতে পারিনে।"

(iii) সেদিন ও মরবে। > ও সেদিন মরবে।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আমাকে জিজ্ঞাসা করলে ... আমি বাঁচবই। — এই অংশ বর্তমান পাঠে বর্জিত।

(ii) তুমি জাননা, কযে > না, না। তুমি জান না, কযে

৮

এই খসড়ায়, নন্দিনীর 'পরদিন কি হ'ল জান? ... হয়না তোমার' শীর্ষক সংলাপের অনেক অংশ বদলানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পাঠ 'যেদিন ওর পরে ... লুকিয়ে শুনেচে।' যথাযথভাবে রক্ষিত।

(i) ও সব কথার পষ্ট মানে জান্‌তে চায়। > সব কথার পষ্ট মানে ও জানতে চায়।

(ii) ওর নিঃশক্তিও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর বিপুল। > ওর নিঃশক্তি দেখলুম ভয়ঙ্কর বিপুল।

(iii) দুই হাতে চোখ ঢেকে বললুম, > চোখ বুজে বললুম

(iv) আমি দেখ্‌তে পারিনে। > দেখ্‌তে পারিনে।

(v) মেঘের ডাকের মত > মেঘের মত

(vi) মনে বড় কষ্ট হল। — বর্জিত

(vii) তোমাকে শুশ্রূষা > তোমার শুশ্রূষা

(viii) ও বল্‌লে > বল্‌লে

(ix) খেয়ে খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনে।— বর্জিত

(x) 'থাক্‌ব, থাক্‌ব।—' এর পরে 'এমন আর কতদিন চলবে'— সংযোজিত হয়েছে।

(xi) 'আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ... আমি বাঁচবই।'— বর্জিত

(xii) সে আমি তোমাকে আজই দেখাব। > সে তুমি আজই দেখতে পাবে।

৯

বিশু

সব কথার স্পষ্ট মানে ও জান্‌তে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয় তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী

না, না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কি রকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু

ওর বাঁচা বল্‌তে কি বোঝায় সে তুমি আজই দেখ্‌তে পাবে, জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী

ঐ দেখ, পাগল ভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেচে।

১০

অপরিবর্তিত।

লক্ষণীয়, এই খসড়ায় 'সব কথার ... রেগে ওঠে।' শীর্ষক বিশুর এই সংলাপ-অংশ কেটে দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা মুদ্রিত পাঠে রক্ষিত আছে।

বিশু

এখানে তো চার দিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী?— সর্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী

ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্‌ করছে।

বিশু

প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী

চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশু

চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায়-বার্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ ব'লে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে

পঙ্‌ক্তি ৭৫১-৭৬০ ১

এখানে ত চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া, ওকে কোথাও এড়িয়ে চল্‌বার জো নেই। ওকে তোমার কেমন লাগে?

একটুও ভাল লাগে না। ওর মত মরা জিনিষ আমি দেখিনি। ও যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত, ওর পাতা নেই, ফল নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, কোথাও কিছু দরদ নেই শুকিয়ে লিক্‌লিক্‌ করচে।

ঠিক বলেচিস্‌, ওর মরার মধ্যে বিরাম নেই, ও মরেই চিরদিন টিঁকে আছে। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই ও প্রাণ দিয়েচে— মকরের চেয়েও ও কৃপাপাত্র।

চুপ কর, চুপ কর, পাগল ভাই, তোমার কথা ও শুন্‌তে পাবে।

চুপ করাকেও যে ও শুন্‌তে পায় তাতে আপদ আরো বেশি, তার চেয়ে কথা শুনিয়ে দেওয়া ভাল। আসল কথা জানিস্‌, পাগ্‌লি, যখন আমি সুরঙ্গ খোদার কারিগরদের সঙ্গে থাকি তখন আমি কথায় বার্ত্তায় সর্দ্দারকে সাম্‌লে চলি।

২

বিশু

এখানে ত চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া। কোথাও এড়িয়ে চলবার জো নেই। ওকে তোমার কেমন লাগে?

নন্দিনী

একটুও ভাল লাগে না। ওর মত মরা জিনিষ আমি দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত, তেল দিয়ে চিক্‌চিকে করে তোলা, — ওর

পাতা নেই, ফল নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, কোথাও দরদ নেই, শুকিয়ে লিকলিক্ করচে।

বিশু

ঠিক কথা। ওর মরার মধ্যেও বিরাম নেই ; ও মরেই চিরদিন টিঁকে আছে ; প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েচে। মকরের চেয়েও ও কৃপাপাত্র।

নন্দিনী

চুপ কর, চুপ কর, পাগল, তোমার কথা শুন্‌তে পাবে।

বিশু

চুপ করাকেও যে ও শুন্‌তে পায়, তাতে আপদ আরো বেশি। যখন আমি সুরঙ্গ খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথাবার্ত্তা চালচলনে সর্দ্দারদের সাম্‌লে চলি— এতদূর, যে, ওরা আমাকে সবচেয়ে অপদার্থ বলে

৩

বিশু

এখানে ত চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া। এড়িয়ে চলবার জো কি ? সর্দ্দারকে তোমার কেমন লাগে ?

নন্দিনী

একটুও ভালো লাগে না। ওর মত মরা জিনিষ দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত, তেল দিয়ে চিক্‌চিকে করে তোলা ; — পাতা নেই, ফল নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, কোথাও দরদ নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্ করচে।

বিশু

ঠিক কথা। ও মরেই চিরদিন টিঁকে আছে, প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েচে। মকরের চেয়েও কৃপাপাত্র।

নন্দিনী

চুপ্ চুপ্, পাগল, শুন্‌তে পাবে।

বিশু

চুপ করাকেও যে শুন্‌তে পায়, তাতে আপদ আরো বেশি। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথাবার্ত্তায় সর্দ্দারদের সাম্‌লে চলি, এতদূর যে, সর্দ্দাররা আমাকেই সবচেয়ে অপদার্থ বলে জানে, তাই বাঁচিয়ে

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে :

(i) জো কি ? > জো কি।
(ii) করে তোলা ; > করে তোলা।
(iii) লিক্‌লিক্ > লিকলিক
(iv) ঠিক কথা। > ঠিক কথা,
(v) চুপ্ চুপ্, > চুপ্ চুপ্
(vi) করাকেও > করাটাকেও
(vii) তখন কথাবার্ত্তায় > তখন কথায় বার্ত্তায়
(viii) সাম্‌লে চলি, > সামলে চলি।

৬

পূর্বানুগ।

(i) মকরের চেয়েও > আমাদের রাজার চেয়েও
(ii) তাই বাঁচিয়ে > তাই অশ্রদ্ধা করেই আমাকে বাঁচিয়ে

৭

পূর্বানুগ।
(i) জানে, > জানে।

৮

বিশু

এখানে ত চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া। এড়িয়ে চলবার জো কি ? সর্দ্দারকে তোমার কেমন লাগে ?

নন্দিনী

ওর মত মরা জিনিষ দেখিনি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত, তেল দিয়ে চিক্‌চিকে করে' তোলা। পাতা নেই, ফল নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, কোথাও দরদ নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্ করচে।

বিশু

প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েচে, ওর রাজার চেয়েও ও কৃপাপাত্র।

নন্দিনী

চুপ্‌চুপ্, পাগল, শুন্‌তে পাবে।

বিশু

চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বেশি। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায় বার্ত্তায় সর্দ্দারকে সাম্‌লে চলি। ওরা আমাকেই সবচেয়ে অপদার্থ বলে জানে, অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে

৯

বিশু

এখানে ত চারিদিকেই সর্দ্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কি ? সর্দ্দারকে কেমন লাগে ?

নন্দিনী

ওর মত মরা জিনিষ দেখিনি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্ করচে।

বিশু

প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েচে দুর্ভাগা।

নন্দিনী

চুপ কর, শুনতে পাবে।

বিশু

চুপ করাটাকেও যে শুন্‌তে পায় তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায় বার্ত্তায় সর্দ্দারকে সাম্‌লে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে

১০

অপরিবর্ত্তিত।

রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু, পাগলি, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না।— ঐ-যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার

কী গো ৬৯ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছ-বিচার নেই?

বিশু

এমন-কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছ-বিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার

কী নিয়ে আলাপ চলছে?

বিশু

তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

পঙ্‌ক্তি ৭৬১-৭৭০ ১

কিন্তু তোর সামনে সাবধান হতে ইচ্ছাই হয় না। মন বলে, যতদূর যা হবার তা হোক্ গে। ঐ যে সর্দ্দার এসেচে।

কি গো, ৬৯ঙ, খঞ্জনের সঙ্গে জুটেচ। সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয় চলে দেখচি, বাছবিচার নেই।

এমন কি, তোমার সঙ্গেও সুরু হয়েছিল, কিন্তু রাখ্‌তে পারলুম না।

কি নিয়ে আলাপ চল্‌ছিল?

তোমাদের এই দুর্গ থেকে কি করে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসা যায় আমরা সেই পরামর্শ কর্‌ছিলুম।

২

মনে করে। কিন্তু তোর সাম্‌নে মনটা স্পর্দ্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না পাগ্‌লা, তুমি বিপদকে ডেকে এনো না।

বিশু

তাকে ত ডেকে আনিনি; সে আপনিই আমাদের জন্যে পথে পথে অপেক্ষা করে বসে আছে; হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে কি পথ চলা বন্ধ করব? কোণে বসে বসে মন্ত্র জপ করব যে সে নেই, সে নেই? সে আছে; তার সঙ্গে বোঝাপড়া চুকিয়ে দিতেই হবে। অতএব চল্লুম।

নন্দিনী

ঐ যে সর্দ্দার এসেচে। তুমি একটু সাম্‌লে কথা বোলো।

সর্দ্দার

কি গো, ৬৯ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই।

বিশু

এমন কি, তোমার সঙ্গেও সুরু হয়েছিল, রাখতে পারলুম না।

সর্দ্দার

কি নিয়ে আলাপ চল্‌চে?

বিশু

তোমাদের দুর্গ থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায় সেই পরামর্শ করচি।

৩

রেখেচে। কিন্তু তোর সামনে মনটা স্পর্দ্ধিত হয়ে ওঠে; সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না পাগ্‌লা, বিপদকে ডেকে এনোনা।

বিশু

ডাক্‌ব কেন, সে আপনিই পথে পথে অপেক্ষা করে বসে আচে। হঠাৎ দেখা হবার ভয়ে কি পথ চলাই বন্ধ করব, চোখ বুজে মন্ত্র জপব যে, সে নেই, সে নেই! সে খুবই আছে। তার সঙ্গে বোঝাপড়া চুকিয়ে দিতেই হবে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, তোমার ত ভয় নেই, কিন্তু তোমার জন্যে আমি যে ভয় পাই।

বিশু

না, না, অমন কথা বলিস্‌নে। তুই যে আমার কি তা' আমি তোকে আজ খুলে বলি। তুই নদীর মত, নিজেই ভালো করে জানিস্‌নে যে, তোর এক কূলে প্রাণ, আর এক কূলে মৃত্যু। রঞ্জন স্থান পেয়েচে সেই প্রাণের কূলে, আর আমি পেয়েছি তার ও পারটাতে। সে পারে আঁকড়ে ধরবার কিছুই নেই। আমি ভয় করব কিসের? তুই সম্পূর্ণ করে পাবি আমার মরণের মধ্যেই।

নন্দিনী

ঐ যে সর্দ্দার এসেচে। একটু সাবধানে কথা বোলো।

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

কি গো উনসত্তর ঙ, সকলেরই সঙ্গে যে তোমার প্রণয়? বাছবিচার নেই।

বিশু

এমন কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দ্দার

কি নিয়ে আলাপ চল্‌চে ?

বিশু

তোমাদের এই দুর্গ থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায়, পরামর্শ করচি।

৫

নিম্নোক্ত পরিবর্তনসহ এই খসড়ার পাঠ পূর্ববর্তী খসড়ার পাঠেরই অনুরূপ। পরিবর্তনগুলি এইরকম :

(i) হয়ে ওঠে ; > হয়ে ওঠে,

(ii) ডাক্‌ব কেন, সে আপনিই ··· দিতেই হবে। > ডাক্‌ব কেন, সে আপনিই পথে পথে অপেক্ষা করে বসে আছে। তাই বলে কি পথ চলা বন্ধ করব ?

(iii) না, না, অমন কথা > না, অমন কথা

(iv) তুই নদীর মত, নিজেই ভালো করে জানিস্‌নে যে, তোর > তুই নদীর মত তোর

(v) 'সে পাড়ে আঁকড়ে ধরবার কিছুই নেই।' বর্জ্জিত।

(vi) তুই সম্পূর্ণ করে পাবি > আমাকে তুই সম্পূর্ণ করে পাবি

(vii) এসেচে। > এসেচে,

(viii) একটু সাবধানে > একটু সাম্‌লে

(ix) 'সর্দ্দারের প্রবেশ' বর্জ্জিত

(x) প্রণয় ? > প্রণয়,

(xi) শুরু হয়েছিল, > সুরু হয়েছিল।

৬

পূর্বানুগ।

(i) না পাগ্‌লা > না, পাগলা,

৭

পূর্বানুগ

(i) নন্দিনীর 'ঐ যে সর্দ্দার এসেচে। ··· বোলো'-র পরে 'সর্দ্দারের প্রবেশ' পুনরায় বর্জ্জিত হয়েছে বর্তমান খসড়ায়।

৮

পূর্বানুগ।

(i) করব ? > করতে হবে ?

(ii) না, না, অমন কথা ··· মরণের মধ্যেই। > না, অমন কথা বলিস্‌নে। তুই যে আমার কি তা আজ তোকে খুলে বলি। তুই তোর এক কূলে প্রাণ আর এক কূলে মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেচিস্‌। রঞ্জন স্থান পেয়েচে প্রাণের কূলে, আমি পেয়েচি তার ওপারটিতে। আমি ভয় করব কিসের ? আমাকে তুই সম্পূর্ণ করে পাবি মরণের মধ্যে।

(iii) তোমাদের এই দুর্গ থেকে > এই দুর্গ থেকে

৯

রেখেচে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগলী, তোর সাম্‌নে মনটা স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে ; সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না, না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ঐ যে সর্দ্দার এসে পড়েচে।

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

কি গো ৬৯ঙ, সকলের সঙ্গেই যে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই।

বিশু

এমন কি তোমার সঙ্গেও সুরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দ্দার

কি নিয়ে আলাপ চল্‌চে ?

বিশু

তোমাদের দুর্গ থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করচি।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) সকলের সঙ্গেই যে > সকলেরই সঙ্গে যে

সর্দার

বল কী, এত সাহস! কবুল করতেও ভয় নেই?

বিশু

সর্দার, মনে মনে তো সব জানোই। খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না করলেই কী।

সর্দার

আদর ক'রে না, সে জানা আছে— কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী

সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই, কথা রাখলে না?

সর্দার

আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী

সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হোক তোমার

পঙ্‌ক্তি ৭৭১-৭৮০ ১

বল কি, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

সর্দ্দারজি, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী খাঁচার শলাগুলোকে যখন ঠোকর মারে সে আদর করে' নয় একথা কবুল করলেই কি আর না করলেই কি।

আদর করে না সেটা জানি কিন্তু ভয়ও করে না সেটা কিছুদিন থেকে জানান্ দিচ্চে।

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনকে এখানে এনে দেবে, কই কথা রাখলে না?

কথা যদি না রাখি তখন আমাকে বোলো।

কিন্তু আর কত দেরি করবে?

দেরি করবনা। কিন্তু আমি বলি কি তুমি আমাদের রাজার হুকুম নিয়ে যেখানে খুসি বেরিয়ে চলে যাও না।

রাজাকে একলা ফেলে?

একলা? তোমার কথাটার মানে কি হল বুঝে নিই।

একলা নয়ত কি? আমি ছাড়া তার কাছে যায় এমন তার আর কে আছে?

মায়াবিনী, তুমি তার সেই একলার শক্তিকে ভেঙে দিতে চাও?

কেন, ও কারো সঙ্গে মিলবে না? ওর এত বড় শাস্তি?

না, মিলবে না, ও দখল করবে। সূর্য্যকে তার একলা আকাশ থেকে কে নাবিয়ে আন্‌বে? ও যে তফাতে থাকে সেই তফাৎই হচ্চে ওর সিংহাসন। সর্ব্বনাশী, তুমি ওর সেই সিংহাসনের পরে লক্ষ্য করেচ, ভাবচ কি, আমরা তা জানিনে?

আর তোমরা বুঝি সেই সিংহাসনের থাম?

হাঁ, আমরাই ত। কঠিন পাথর দিয়ে গাঁথা, মানুষের বুকের পাঁজরের উপরে ভিৎ-গাড়া, তবুও সেই বুকের থেকে অসীম তফাৎ। এত বড় তফাতের ভার কি চিরদিন জগৎ সইবে?

যদি সেই বুকের ব্যথা, ঐ থামের পাথরের মধ্যে প্রবেশ করতে পথ পেত তাহলে সিংহাসন টলে যেত। সেইজন্যেই ত সে পথ একেবারে বন্ধ।

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের এখানকার সব অদরকারীদের বিদায় করে দেবার দিন। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্চি সেই সঙ্গে খঞ্জনীকে আজ এখান থেকে চলে যেতে দাও। ওকে নিয়ে তোমাদের সুবিধে হবে না।

আর সেই সুযোগে তুমিও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে?

তাহলে ত গোড়াতেই বেরিয়ে পড়তুম। আমি একলা পালাবার মানুষ নই। যদি কোনোদিন এরা সবাই ছুটি পায় তবে আমার ছুটি হবে।

আর আমিই বুঝি একলা চলে যাব?

বাইরে তোমার যে রঞ্জন আছে। আমার ত কেউ নেই। এখানকার এরাই যে আমার সব।

রঞ্জনও এখানে আসবে। তাকে ত এখানে আস্‌তে দেবে সর্দ্দার?

নিশ্চয় দেব। তাকে বাইরে রেখে দেওয়ার চেয়ে এখানে আনা ঢের ভালো। কি জানি আজই হয়ত তুমি তাকে দেখ্‌তে পাবে।

আমারো যেন তাই মনে হচ্চে। আজ সকালে আমি যেন তার গলা শুন্‌তে পেয়েচি। কিন্তু তোমাদের রাজা যে আজই বলেছিল এখন তাকে আস্‌তে দেবে না।

বোধহয় তোমাকে চম্‌কিয়ে দিতে চায়।

তাই হবে। নিশ্চয় তাই হবে। আমার মন যে বল্‌চে আজ এতদিন পরে তাকে আমি পাব।

২

সর্দ্দার

বল কি, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

বিশু

সর্দ্দার, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোক্‌রায়, সে ত আদর করে নয়। একথা কবুল করলেই কি আর না করলেই কি?

সর্দ্দার

আদর যে করে না, সেটা জানা আছে, কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না সেটা অল্প কিছুদিন থেকে জানান্‌ দিচ্চে।

নন্দিনী

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে আমার রঞ্জনকে এখানে এনে দেবে, কই কথা রাখ্‌লে না ?

সর্দ্দার

এখনো সময় আছে।

নন্দিনী

আর কত দেরী করবে ?

সর্দ্দার

তুমি ত রাজাকে বলে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতে পার, সেখানে রঞ্জনের সঙ্গে মিলন হতে দেরি হবে না।

নন্দিনী

তোমাদের রাজাকে এক্‌লা ফেলে যাব ?

সর্দ্দার

আমাদের রাজা এক্‌লা ! তোমার কথাটার মানে কি হল বুঝে নিই।

নন্দিনী

একলা নয় ত কি ? আমি ছাড়া কাছে যায় ওর এমন কে আছে ?

সর্দ্দার

তুমি ওর সেই একলার শক্তিকে ভেঙে দিতে চাও মায়াবিনী ?

নন্দিনী

কারো সঙ্গেই মিল্‌বে না, ওর এমন শাস্তি কেন ?

সর্দ্দার

না, মিল্‌বে না, দখল করবে। সূর্য্যকে তার একলা আকাশ থেকে নামিয়ে আন্‌বে ? যে-তফাতে ও থাকে সেই তফাৎটাই ওর সিংহাসন। সর্ব্বনাশী, সেই সিংহাসনের পরে দৃষ্টি দিয়েচ, ভাবচ আমরা লক্ষ্য করিনি ?

নন্দিনী

তোমরা বুঝি সেই সিংহাসনের থাম ?

সর্দ্দার

হাঁ, আমরাই ত।

নন্দিনী

পাথর দিয়ে গাঁথা, মানুষের বুকের পাঁজরের উপর ভিৎ গাড়া, তবুও সেই বুকের থেকে অসীম তফাতে। এত বড় তফাতের দুঃখ কি জগৎ সইবে ?

সর্দ্দার

সেই বুকটার ব্যথা এই থামের পাথরের মধ্যে যদি সেঁধোবার পথ পেত তাহলে ত সিংহাসন টলে যেত। সিংহাসনের তলায় হৃৎকম্পনকে দাবিয়ে রাখবার জন্যেই আছে থামগুলো।

বিশু

সর্দ্দার, এখানকার সব অদরকারীদের বিদায় করবার দিন ত আজ। তাদের সঙ্গে নন্দিনীকে ['খঞ্জনীকে' বর্জন করে] এখান থেকে চলে যেতে দাও।

ওকে নিয়ে তোমাদের সুবিধা হচ্চে না।

সর্দ্দার

সেই সুযোগে তুমিও বেরিয়ে পড়তে চাও ?

বিশু

তাহলে গোড়াতেই বেরিয়ে পড়তুম। আমি একলা পালাবার মানুষ নই। যেদিন এরা সবাই ছুটি পাবে সেদিনই আমারো ছুটি।

নন্দিনী

আর আমিই বুঝি একলা চলে যাব, পাগ্‌লা ভাই ?

বিশু

বাইরে তোমার রঞ্জন আছে, আমার ত কেউ নেই।

নন্দিনী

রঞ্জনও এখানেই আসবে। তাকে ত আস্‌তে দেবে। সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

নিশ্চয়। তার মত জোয়ানকে বাইরে রাখার চেয়ে ভিতরে আনাই ভাল। আজই তাকে দেখ্‌তে পাবে।

নন্দিনী

আজ সকালে যেন তার গলা শুন্‌তে পেয়েচি।

৩

সর্দ্দার

বল কি, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু

সর্দ্দার, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোকরায় সে ত আদর করে চুমো খাওয়া নয়। একথা কবুল করলেই কি আর না করলেই কি ?

সর্দ্দার

আদর যে করে না, সেটা জানা আছে, কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না সেটা অল্প কিছুদিন থেকে জানান দিচ্চে।

নন্দিনী

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনকে এনে দেবে, কই কথা রাখ্‌লে না ?

সর্দ্দার

এখনো সময় আছে।

নন্দিনী

কত দেরি করবে ?

সর্দ্দার

তুমি ত রাজাকে বলে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতে পার— সেখানে রঞ্জনের সঙ্গে মিলন হতে দেরি হবে না।

নন্দিনী

তোমাদের রাজাকে এক্‌লা ফেলে যাব ?

সর্দ্দার

আমাদের রাজা একলা ?

নন্দিনী

একলা নয়ত কি ? আমি ছাড়া কাছে যায় এমন ওর কে আছে ? জান, ওকে আমি ভালোবাসি।

সর্দ্দার

ওর সেই অটুট্ একলার শক্তিকে ভেঙে দিতে চাও, মায়াবিনী ?

নন্দিনী

কারো সঙ্গেই মিল্‌বে না ওর এমন শাস্তি কেন ?

সর্দ্দার

না মিল্‌বে না, দখল করবে। সূর্য্যকে তার একলা আকাশ থেকে নামিয়ে আনতে চাও ? যে তফাতে ও থাকে সেই তফাৎই ওর সিংহাসন।

নন্দিনী

তোমরা বুঝি সেই সিংহাসনের থাম।

সর্দ্দার

হাঁ, আমরাই।

নন্দিনী

পাথর দিয়ে গাঁথা, মানুষের বুকের পাঁজরের উপর ভিৎ গাড়া, তবুও সেই বুকের থেকে অসীম তফাতে।

সর্দ্দার

সেই বুকটার ব্যথা থামের পাথরের মধ্যে যদি সেঁধোবার পথ পেত সিংহাসন যে টলে যেত। তলাকার হৃৎকম্পনকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে আছে থামগুলো।

বিশু

সর্দ্দার, আজ ত যত অদরকারীদের বিদায় করবার দিন— অমনি নন্দিনীকেও চলে যেতে দাও।

সর্দ্দার

সেই সুযোগে তুমিও বেরিয়ে পড়বে বুঝি ?

বিশু

আমি একলা পালাবার মানুষ না। যেদিন এদের সকলের ছুটি সেইদিন আমারো ছুটি।

নন্দিনী

আর আমিই বুঝি একলা চলে যাব, পাগল ভাই ?

বিশু

বাইরে তোমার রঞ্জন আছে ; আমার ত কেউ নেই।

নন্দিনী

রঞ্জন ত এখানেই আসবে। আস্‌তে দেবে ত সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

আজই তাকে দেখ্‌তে পাবে।

নন্দিনী

আজ সকালে যেন তার গলা শুন্‌তে পেয়েচি।

৫

পূর্বানুগ।

(i) ওর সেই অটুট্ ... মায়াবিনী ? > ওর একলা থাকার শক্তিকে ভেঙে দিতে চাও ?

(ii) সূর্য্যকে তার ... আনতে চাও ? (অংশটি বর্জ্জিত)

(iii) তবুও সেই বুকের > অথচ সেই বুকের

(iv) থামের পাথরের মধ্যে যদি সেঁধোবার > থামের মধ্যে সেঁধবার

(v) আজ ত যত অদরকারীদের > আজ উৎসবে তোমাদের যত অদরকারীদের

(vi) দিন— > দিন,

(vii) আছে ; > আছে,

(viii) আসবে। > আস্‌বে ?

৬

পূর্বানুগ। কিন্তু পূর্ববর্তী পাঠের অনেকটা অংশ বর্জ্জিত হয়েছে। বর্জ্জিত অংশটি এইরকম :

নন্দিনী। তোমাদের রাজাকে ... সর্দ্দার। আছে থামগুলো।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আস্‌তে দেবে ত সর্দ্দার ? > আস্‌তে দেবে ত, সর্দ্দার ?

৮

সর্দ্দার

বল কি, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু

সর্দ্দার, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোকরায় সে ত আদর করে নয়। একথা কবুল করলেই কি, আর না করলেই কি।

সর্দ্দার

আদর যে করে না, সে জানা আছে কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না সেটা অল্প কিছুদিন থেকে জানান্ দিচ্চে।

নন্দিনী

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনকে এনে দেবে, কই কথা রাখ্‌লে না ?

সর্দ্দার

এখনো সময় আছে।

নন্দিনী

কত দেরি করবে ?

বিশু

আজ উৎসবে তোমাদের যত সব অদরকারীদের বিদায় করবার দিন, সেই সঙ্গে নন্দিনীকেও চলে যেতে দাও, যক্ষপুরীর বাইরে রঞ্জনের সঙ্গে ওর মিলন হোক্।

সর্দ্দার

আর সেই সুযোগে তুমিও বেরিয়ে পড়বে বুঝি ?

বিশু

আমি একলা পালাবার মানুষ না, যেদিন এখানে সকলের ছুটি সেই দিন আমারো ছুটি।

নন্দিনী

আর আমিই বুঝি একলা পালাবার দলে ?

বিশু

বাইরে তোমার রঞ্জন আছে, আমার ত কেউ নেই।

নন্দিনী

রঞ্জন এখানেই আসবে, আসতে দেবে ত, সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী

জয় হোক তোমার, সর্দ্দার— এই নাও কুন্দফুলের মালা।

৯

সর্দ্দার

বল কি এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু

সর্দ্দার, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোকরায় সে ত আদর করে নয়। একথা কবুল করলেই কি, না করলেই কি ?

সর্দ্দার

আদর করে না সে জানা আছে কিন্তু কবুল কর্‌তে ভয় করে না সেটা এই কয়দিন থেকে জানান্ দিচ্চে।

নন্দিনী

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই কথা রাখলে না ?

সর্দ্দার

এখনো সময় আছে।

বিশু

সর্দ্দারজি, আজ উৎসবে তোমাদের সব অদরকারীদের বিদায় করবার দিন, সেই সঙ্গে নন্দিনীকেও যেতে দাও,— যক্ষপুরীর বাইরে রঞ্জনের সঙ্গে ওর মিলন হোক।

সর্দ্দার

আর সেই সুযোগে তুমিও বেরিয়ে পড়বে বুঝি ?

বিশু

আমি একলা পালাবার মানুষ না। যেদিন এখানে সকলের ছুটি সেইদিন আমারো ছুটি।

নন্দিনী

আর আমিই বুঝি একলা পালাবার দলে ?

বিশু

বাইরে তোমার রঞ্জন আছে আমার ত কেউ নেই।

নন্দিনী

রঞ্জন এইখানেই আস্‌বে। আস্‌তে দেবে ত, সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী

সে আমি জান্‌তুম। তবু আশা দিলে যখন জয় হোক তোমার,

১০

সর্দ্দার

বল কি, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু

সর্দ্দার, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোকরায় সে ত আদর করে নয়। একথা কবুল করলেই কি, না করলেই কি !

সর্দ্দার

আদর করে না সে জানা আছে কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান্‌ দিচ্চে।

নন্দিনী

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই, কথা রাখলে না ?

সর্দ্দার

এখনো সময় আছে। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী

সে আমি জান্‌তুম। তবু আশা দিলে যখন জয় হোক্‌ তোমার,

সর্দার— এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু

ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন?

নন্দিনী

তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার

আছে বৈকি, ঐ বুঝি গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান; আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে। হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

প্রস্থান

নন্দিনী

জানলার কাছে

শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে

কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

পঙ্‌ক্তি ৭৮১-৭৯০ ১

এই নাও, এই কুঁদফুলের মালা আমি তোমাকে পরাচ্চি।

নষ্ট কোরো না। ও বরঞ্চ তোমার রঞ্জনের জন্যে রেখে দিলেই ভাল করতে।

না, না, ও তোমার রইল।

আচ্ছা, এখন তাহলে আমি রঞ্জনের খবর নিতে চল্লুম।

ভালোবাসি

কাছে দূরে

এই সুরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

শুন্‌তে পাচ্চ? ওগো, আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ?

কি বল্‌তে চাও বল।

তুমি জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াও।

২

নন্দিনী

আজ সকালে যেন তার গলা শুন্‌তে পেয়েচি। এই নাও সর্দ্দার এই কুন্দফুলের মালা তোমাকে পরিয়ে দিই।

সর্দ্দার

আরে মালাটা নষ্ট করলে। তোমার রঞ্জনের জন্য রাখ্‌লেই হত।

নন্দিনী

না, ও তোমারই রইল।

[সর্দ্দার]

আচ্ছা, এখন তাহলে রঞ্জনের খবর নিতে চল্লুম। প্রস্থান

নন্দিনী ['খঞ্জনী' নামটি বর্জন করে]

গান

ভালোবাসি

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।

শুন্‌তে পাচ্চ ? ও গো আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ ?

নেপথ্যে

কি বল্‌তে চাও বল।

নন্দিনী

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

৩

এই নাও, সর্দ্দার, এই কুন্দফুলের মালা।

সর্দ্দার

আরে, মালাটা নষ্ট করলে। রঞ্জনের জন্যে রাখলেই হত।

নন্দিনী

না, ও তোমারই রইল।

সর্দ্দার

আচ্ছা, এখন তাহলে রঞ্জনের খবর নিতে চল্লুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী

গান

ভালোবাসি

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।

শুন্‌তে পাচ্চ ? আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ ?

নেপথ্যে

কি বল্‌তে চাও বল।

নন্দিনী

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

৫

পূর্বানুগ। কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন :

(i) এই নাও, সর্দ্দার, > এই, নাও, সর্দ্দার,

(ii) সংযোজন : জানলার কাছে।

(iii) দাঁড়াও। > দাঁড়াও।

৬

পূর্বানুগ। নীচের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে :

গান

ভালোবাসি

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি !

৭

পূর্বানুগ।

৮

সর্দ্দার— এই নাও, কুন্দফুলের মালা।

সর্দ্দার

ছি, ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখ্‌লে না কেন ?

নন্দিনী

তার জন্যে মালা আমার আছে।

সর্দ্দার

আছে বই কি, এই কুন্দফুলের মালা জয়মালা— এতে রঙ নেই, গন্ধ নেই। আর বরণমালা ঐ গলায় দুল্‌চে— রক্তকরবীর। ভালো, ভালো, তাই সই, আমাকে নাহয় জয় দিলে, হৃদয় আর যাকে হয় দিয়ো। (প্রস্থান)

নন্দিনী (জানলার কাছে)

শুন্‌তে পাচ্চ ?

নেপথ্যে

কি বল্‌তে চাও বল।

নন্দিনী

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

৯

সর্দ্দার। এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু

ছি, ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন ?

নন্দিনী

তার জন্যে মালা আছে।

সর্দ্দার

আছে বই কি, ঐ বুঝি গলায় দুল্‌চে। জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান, আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো, ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের ধন যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে। (প্রস্থান)

নন্দিনী (জানালার কাছে)

শুন্‌তে পাচ্চ ?

নেপথ্যে

কি বল্‌তে চাও বল।

নন্দিনী

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) হৃদয়ের ধন যত > হৃদয়ের দান যত

নেপথ্যে

এই এসেছি।

নন্দিনী

ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে

বার বার কেন মিছে অনুরোধ করছ? এখনো সময় হয় নি।—
ও কে তোমার সঙ্গে? রঞ্জনের জুড়ি নাকি?

বিশু

না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে

তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার? নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে?

নন্দিনী

ও আমার সাথি, ও আমাকে গান শেখায়। ঐ তো শিখিয়েছে—

গান

'ভালোবাসি ভালোবাসি'

পঙ্‌ক্তি ৭৯১-৮০০ ১

এই ত এসেচি।

আমার খুব বিশ্বাস তুমি ভাল, তোমাকে আমি ভালবাসি। আজ আমি তোমাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব— তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।

না, এখনো তোমার আসবার সময় হয় নি।

ও কি ও, তোমার হাতে ও কি!

২

নেপথ্যে

এই এসেচি।

নন্দিনী

আজ তোমাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব— তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে

না, এখনো তোমার আসবার সময় হয়নি।

নন্দিনী

ও কি ও? তোমার হাতে ও কি?

৩

নেপথ্যে

এই এসেচি।

নন্দিনী

আজ তোমাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে

না এখনো তোমার আসবার সময় হয়নি।

৫

পূর্বানুগ।

(i) না > না,

৬

নেপথ্যে

এই এসেচি।

নন্দিনী

আজ তোমাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব। তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে

না, এখনো তোমার আসবার সময় হয়নি। তোমার সঙ্গে আবার ও কে ? রঞ্জনের জুড়ি না কি ?

বিশু

না মহারাজ, আমি রঞ্জনের ও পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না। আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে

তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার ?

বিশু

রাত্রিকে তারার যে দরকার তাই। আমারি বুকের ছিদ্র দিয়ে ওর আলোর রাগিণী বাজে।

নেপথ্যে

নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে ?

নন্দিনী

ও আমার সাথী। আমার মন যে গান গাইতে চায়, ওর কণ্ঠ দিয়ে সেই গান ওঠে। ও আমাকে গান শেখায়। ঐ ত শিখিয়েচে :

ভালবাসি

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) আজ তোমাকে ঘরের ... বলবার আছে। > ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

(ii) এখনো তোমার আসবার সময় > এখনো সময়

(iii) আবার ও কে ? > ও আবার কে ?

(iv) না মহারাজ, > না, রাজা

(v) ছিদ্র দিয়ে > শতছিদ্র দিয়ে

(vi) ওর আলোর রাগিণী বাজে। > ওর আলোর সুর বাজে।

৯

নেপথ্যে

এই এসেচি।

নন্দিনী

ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে

বরাবর [বারবার] কেন মিছে অনুরোধ করচ ? এখনো সময় হয়নি। ও কে তোমার সঙ্গে ? রঞ্জনের জুড়ি না কি ?

বিশু

না, রাজা, আমি রঞ্জনের ও পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে

তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার ? নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে ?

নন্দিনী

ও আমার সাথী, ও আমায় গান শেখায়। ঐ ত শিখিয়েচে :

ভালোবাসি, ভালোবাসি,"

১০

অপরিবর্তিত।

এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে

ঐ তোমার সাথি ? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হলে কী হয় ?

নন্দিনী

তোমার গলার সুর ও কিরকম হয়ে উঠল ? থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি ?

নেপথ্যে

আমার সঙ্গী ? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে ?

নন্দিনী

আচ্ছা, থাক্ ও কথা।— মা গো, তোমার হাতে ওটা কী ?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী

কী করবে ওকে নিয়ে ?

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল।

পঙ্‌ক্তি ৮০১-৮১০ ১

একটা মরা ব্যাং।

কি করবে ওকে নিয়ে ?

ঐ ব্যাং তিন হাজার বছর আগে একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল।

২

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ্।

নন্দিনী

কি করবে ওকে নিয়ে ?

নেপথ্যে

এই ব্যাং তিনহাজার বছর আগে একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল।

৩

নন্দিনী

ও কি ও ? তোমার হাতে ও কি ?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী

কি করবে ওকে নিয়ে ?

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল।

৫

পূর্বানুগ।

(i) ব্যাঙ্! > ব্যাঙ্।

৬

এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে

ঐ তোমার সাথী! ওকে যদি তোমার সঙ্গ-ছাড়া করি তাহলে কি হয়? এখনি যদি—

নন্দিনী

তোমার গলার সুর ও কিরকম হয়ে উঠ্‌ল। থাম তুমি! তোমার কেউ সঙ্গী নেই না কি?

নেপথ্যে

আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কেউ সঙ্গী আছে? তার সঙ্গী তার আপনার জ্বালা।

নন্দিনী

আচ্ছা থাক্ ও কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কি?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ্।

নন্দিনী

কি করবে ওকে নিয়ে?

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরে ঢুকেছিল।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তার সঙ্গী তার আপনার জ্বালা > তার জ্বালা তার সঙ্গী।

(ii) একটা পাথরের কোটরে > একটা পাথরের কোটরের মধ্যে

৮

পূর্বানুগ।

(i) আগের পাঠে সংযোজিত 'তার জ্বালা তার সঙ্গী' এই খসড়ায় বর্জিত।

(ii) থামো তুমি! > থামো তুমি?

৯

পূর্বানুগ।

(i) ওকে যদি তোমার সঙ্গ-ছাড়া করি তাহলে কি হয়? এখনি যদি— > ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তাহলে কি হয়?

(ii) উঠ্‌ল। > উঠল?

(iii) কোটরে > কোটরের মধ্যে

১০

অপরিবর্তিত।

তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম ; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না ; পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয় ?

নন্দিনী

আমারও চারি দিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে

তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

পঙ্‌ক্তি ৮১১-৮২০ ১

সেই পাথরের সব ছিদ্র বুজে গিয়ে একটি কেবল বাকি ছিল। এই পাথরের আড়ালে এই ব্যাং তিন হাজার বছর টিঁকেছিল। এই টিঁকে থাকার বিদ্যেটা ওকে পরীক্ষা করে শিখে নিয়েচি। চারদিকে পাথরের আবরণ কি করে গড়তে হয় তাও জানি। কিন্তু ওর কাছ থেকে তার বেশি আর কিছু পাওয়া গেল না। গুঁড়ি কি করে মরে না তা জানলুম কি করে ফুল ধরে তা শিখতে বাকি রয়ে গেল। ওকে তাই আজ পাথরের আবরণ ভেঙে ফেলে টিঁকে থাকার কারা থেকে মুক্তি দিলুম। এখন ও মরে' সবার সঙ্গে মিশে যাক্।

তোমাকে আমি এই কথাটা বল্‌তে এসেচি যে, আমার মন বল্‌চে আজ রঞ্জন আসবে।

যদি আসে ত তোমাদের মিলন আমি দেখ্‌তে চাই'

এই জালের আড়াল থেকে তোমার ঐ চষমার ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাবে না।

আচ্ছা আমার ঘরের ভিতর বসিয়ে দেখব।

২

পাথরের আড়ালে তিনহাজার বছর টিঁকে ছিল। এইভাবে কি করে' যে না মরে সে বিদ্যেটা শিখেচি, কি করে বাঁচে তা শিখিনি। আজ আর ভালো লাগল না। ওর পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে থাকার থেকে মুক্তি দিলুম। ভালো খবর নয় ?

নন্দিনী

আমারো একটা ভালো খবর আছে। আমার মন বল্‌চে আজ রঞ্জনের

সঙ্গে আমার দেখা হবে। তোমার এই পাথরের দুর্গের দরজা খুলবে।

নেপথ্যে

যদি হয় তাহলে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখ্‌তে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়াল দিয়ে তোমার চষমার ভিতর থেকে ঠিকটি দেখ্‌তে পাবে না।

নেপথ্যে

আমার ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

৩

তারি আড়ালে তিন হাজার বছর টিঁকে ছিল। এইভাবে কি করে' যে না মরে তা শিখেচি কি করে বাঁচে তা শিখিনি। আজ আর ভালো লাগ্‌ল না। ওর পাথরের আড়ালটা ভেঙে ফেল্‌লুম। নিরন্তর টিঁকে থাকার থেকে ওকে মুক্তি দিলুম। ভালো খবর নয় ?

নন্দিনী

আমারো ভালো খবর আছে। আমারো চারদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

নেপথ্যে

যদি হয়, তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখ্‌তে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়াল দিয়ে চষমার ভিতর থেকে ঠিকটি দেখ্‌তে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরেই বসিয়ে দেখব।

৫

নিম্নোক্ত পরিবর্তনসহ এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি এইরকম :

(i) তা শিখেচি কি করে > তা' শিখেচি, কি করে'

(ii) জালের আড়াল দিয়ে চষমার ভিতর থেকে ঠিকটি > জালের আড়ালে চষমার ভিতর দিয়ে ঠিক

(iii) বসিয়ে > বসিয়েই

৬

পূর্বানুগ। তবে, কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন,

(i) কি করে' যে না মরে তা' শিখেচি, > কি করে' যে টিঁকে থাকে তা ওর কাছে শিখেচি।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আমারো ভালো খবর > আমারও ভালো খবর

৮

তারি আড়ালে তিন হাজার বছর টিঁকে ছিল। এইভাবে কি করে' যে টিঁকে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখ্‌ছিলুম, কি করে যে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগ্‌ল না; পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে থাকার থেকে ওকে মুক্তি দিলুম। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী

আমারো ভালো খবর আছে। আমারো চারদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে

তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে পাব কি?

নন্দিনী

জালের আড়ালে চষমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

৯

তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কি করে টিঁকে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছে শিখ্‌ছিলুম; কি করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভাল লাগ্‌ল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী

আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে

তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়ালে তোমার চষমার ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) চারিদিক থেকে > চারদিক থেকে।

নন্দিনী

তাতে কী হবে?

নেপথ্যে

আমি জানতে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জানবার কথা বলো, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

মনে হয়, যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।— না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ-যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

পঙ্‌ক্তি ৮২১-৮৩০ ১

কেন তাতে তোমার কি হবে?

এই জিনিষটা আমি জানতে চাই। আমার মনে হচ্চে যেন আমি জানতে পারব।

তুমি যখন জানবার কথা বল তখন আমার কেমন ভয় করে।

কেন?

আমার মনে হয় যেটাকে জানা যায় না শুধু বোঝা যায় সেইটের উপর তোমার একটুও দরদ নেই।

দরদ নেই তা নয়, তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। পাছে ঠকি। মানুষের মন যখন ভরে ওঠে তখন সে ঠক্‌তেও ভয় করে না। আজ সকাল থেকে আমার মন ভরে আছে।

২

নন্দিনী

কেন, তাতে তোমার কি হবে?

নেপথ্যে

আমি জান্‌তে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জানবার কথা বল তখন আমার কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

আমার মনে হয়, যে জিনিষটিকে জানা যায় না কেবল বোঝা যায় তার পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

দরদ নেই তা নয়। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। তুমি এখন যাও, আমার সময় নষ্ট কোরো না।

৩

নন্দিনী

কেন, তাতে কি হবে ?

নেপথ্যে

আমি জানতে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জানবার কথা বল কেমন ভয় করে!

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

আমার মনে হয় যে-জিনিষটিকে জানা যায় না কেবল বোঝা যায় তার পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

দরদ নেই তা নয়। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না পাছে ঠকি। তুমি এখন যাও আমার সময় নষ্ট কোরো না।

৫

পূর্বানুগ, সামান্য পরিবর্তন ছাড়া।

(i) দরদ নেই তা নয়। তাকে বিশ্বাস > তাকে বিশ্বাস

(ii) হয় না > হয় না,

(iii) ঠকি। > ঠকি!

(iv) যাও > যাও,

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) যখন জানার কথা > যখন জানবার কথা

(ii) সাহস হয় না পাছে ঠকি। > সাহস হয় না, পাছে ঠকি।

৮

নন্দিনী

কেন, তাতে কি হবে ?

নেপথ্যে

আমি জান্‌তে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

মনে হয় যে-জিনিষটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায় তার পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না। একটু রোস, তোমার কানের কাছ থেকে ঐ যে রক্তকরবীর গুচ্ছ তোমার গালের উপর নেমে পড়েচে আমাকে দিতে পারবে ?

৯

নন্দিনী

তাতে কি হবে ?

নেপথ্যে

আমি জানতে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জানার কথা বল কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

মনে হয় যে-জিনিষটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায় তার পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।— না, না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েচে আমাকে দাও।

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

এ নিয়ে কী হবে?

নেপথ্যে

ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি; আবার ভাবছি নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী

তা হলে কী হবে?

নেপথ্যে

তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী

একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ঐ ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

পঙ্‌ক্তি ৮৩১-৮৪০ ২

নন্দিনী

তুমি ত ইচ্ছা করলেই চলে যেতে পার, তবে আমাকে যেতে বল কেন?

নেপথ্যে

সেই কথাই ত আমি ভাবি। আশ্চর্য্য ঠেকে। তোমার থাকায় আমাকে বাঁধে কেন?— এ'কে আমি ভয় করি।

নন্দিনী

তোমার ভয় করতে হবে না, এখনি আমি যাচ্চি। তোমাদের দুর্গপ্রবেশের দরজার কাছে গিয়ে আমি বসে থাক্‌ব।

৩

নন্দিনী

তুমি যখন নিজে ইচ্ছে করলেই সরে যেতে পার তখন আমাকে কেন যেতে বল বুঝতেই পারিনে।

নেপথ্যে

আমিও বুঝতে পারিনে। তোমার থাকায় আমাকে বাঁধে কেন? এ'কে আমি ভয় করি।

নন্দিনী

ভয় করতে হবে না, এখনি যাচ্চি। তোমাদের দুর্গ প্রবেশের দরজার কাছে গিয়ে বসে থাকব।

৫

পূর্বানুগ।

(i) থাকব > থাক্‌ব

৬

পূর্ববর্তী পাঠ এই খসড়ার পাঠে বর্জ্জিত হয়েছে সম্পূর্ণরূপে, শুধু 'তোমাদের দুর্গ প্রবেশের ... বসে থাকব' পরিবর্তিত আকারে রক্ষিত হয়েছে।

৮

নন্দিনী

এ নিয়ে কি হবে?

নেপথ্যে

ঐ ফুলের গুচ্ছ আমি দেখি আর আমার মনে হয় ঐ যেন আমার রক্ত আলোর শনিগ্রহ, ফুলের রূপ ধরে এসেচে। কখনো কখনো ইচ্ছে করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিই, আবার মনে ভাবি নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতের ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয় তাহলে—

নন্দিনী

তাহলে কি হবে?

নেপথ্যে

তাহলে হয়ত আমি সহজে মরতে পারব। দাও, ওটা আমাকে দাও।

নন্দিনী

একজন রক্তকরবী ভালোবাসে আমি তারই জন্যে ওটা মাথায় পরেচি।

৯

নন্দিনী

এ নিয়ে কি হবে?

নেপথ্যে

ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয় ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ, ফুলের রূপ ধরে এসেচে। কখনো ইচ্ছে করচে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাব্‌চি নন্দিনী যদি কোনো দিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয় তাহলে—

নন্দিনী

তাহলে কি হবে?

নেপথ্যে

তাহলে হয়ত আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী

একজন মানুষ রক্তকরবী ভালবাসে আমি তাকে মনে করে ঐ ফুলে আমার কানের দুল করেচি।

১০

অপরিবর্তিত।

নেপথ্যে

তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারও শনিগ্রহ, তারও শনিগ্রহ।

নন্দিনী

ছি ছি, ও কী কথা বলছ। আমি যাই।

নেপথ্যে

কোথায় যাবে?

নন্দিনী

তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী

আজ তোমার কী হয়েছে? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ

পঙ্‌ক্তি ৮৪১-৮৫০ ২

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন আসবে, জান্‌বে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করে' ছিলুম।

নেপথ্যে

এইটুকুর জন্যে কত সময় নষ্ট করতে হবে তার ঠিক নেই।

৩

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন আসবে, জানবে তার জন্যে অপেক্ষা করে' ছিলুম।

নেপথ্যে

আমার এই দুই হাত দিয়ে রঞ্জনকে যদি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলি, যদি তাকে দলে' ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই!

নন্দিনী

ও কি কথা বলচ ? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্চ

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তন সহ এই খসড়ার পাঠ তৃতীয় পাঠের সঙ্গে অভিন্ন।

(i) আসবে, > আসবে

(ii) করে' > করে

(iii) আমার এই দুই হাত দিয়ে রঞ্জনকে যদি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলি, > রঞ্জনকে যদি দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি,

(iv) ও কি কথা > ও কি

৬

নন্দিনী

আচ্ছা যাচ্চি। তোমাদের দুর্গদুয়ারের কাছে গিয়ে বসে থাক্‌ব।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন আসবে জানতে পারবে তারই জন্যে অপেক্ষা করে ছিলুম।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে যদি দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, যদি তাকে দলে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই!

নন্দিনী

ও কি বলচ ? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্চ

৭

নিম্নোক্ত পরিবর্তন ছাড়া পূর্বানুগ।

(i) নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দুহ হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, যদি তাকে দলে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই! > রঞ্জনকে যদি দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলি, যদি তাকে দলে' দলে' ধুলোর সঙ্গে গুঁড়ো করে মিলিয়ে দিই! এমন করে দিই যে তাকে আর চেনা না যায়!

৮

নেপথ্যে

তারি জন্যে ? রঞ্জনের জন্যে ? তবে দেখ্‌চি ও আমারও শনিগ্রহ, তারও শনিগ্রহ।

নন্দিনী

ছি ছি, ও কি কথা বল্‌চ তুমি ? আমি যাই।

নেপথ্যে

কোথায় যাবে!

নন্দিনী

তোমাদের দুর্গ দুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আস্‌বে দেখ্‌তে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে' ফেলি যদি! যদি তাকে দলে' দলে' ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী

আজ তোমার কি হয়েচে ? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্চ

৯

নেপথ্যে

তাহলে বলে দিচ্চি ও আমারো শনিগ্রহ তারো শনিগ্রহ।

নন্দিনী

ছি, ছি, ও কি কথা বলচ ? আমি যাই।

নেপথ্যে

কোথায় যাবে ?

নন্দিনী

তোমার দুর্গ দুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে যদি দলে' ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী

আজ তোমার কি হয়েচে ? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্চ

১০

অপরিবর্তিত।

কেন ?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয় ? জান না আমি ভয়ংকর ?

নন্দিনী

হঠাৎ তোমার এ কী ভাব ? লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস ? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁৎকে উঠলে সে ভারি খুশি হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব ? রাগ করবে না ?

নেপথ্যে

কী বলো দেখি।

নন্দিনী

ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল

পঙ্‌ক্তি ৮৫১-৮৬০ ৩

কেন ?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয় ? জান না আমি ভয়ঙ্কর। আমার দরজার সামনে এসে তুমি গান গাইতে সাহস করো ? জানো কিসের সঙ্গে খেলা করচ ?

নন্দিনী

হঠাৎ ও কি হল ? লোকে তোমাকে ভয় করে এইটে দেখ্‌তে ভালোবাসো ? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ, যাত্রায় রাক্ষস সাজে ; সে যখন আসরে আসে তখন ছেলেরা আঁৎকে কেঁদে উঠ্‌লে ভারি খুসি হয়, তোমার যে সেইরকম দেখতে পাই। আমার কি মনে হয়, সত্যি বলব ? রাগ করবে না ?

নেপথ্যে ?

কি বল দেখি ?

নন্দিনী

এখানকার লোকেরা ভয় দেখাবার একটা ব্যবসা করেচে। তাই কাজ উদ্ধার করবার জন্যে সবাই মিলে তোমাকে একটা অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেচে। মানুষ হয়ে দশের হাতের সাজানো এই বিকট সাজের গর্ব্ব কর কি করে' বুঝতে পারিনে, লজ্জা করে না ? জুজুর পুতুল

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি সহ :

(i) করো ? > কর ?

(ii) আঁৎকে কেঁদে উঠ্‌লে > আঁৎকে উঠ্‌লে

(iii) সামনে > সাম্‌নে

(iv) দেখতে পাই। > দেখি!

(v) হয়, > হয়।

(vi) দেখি? > দেখি!

(vii) হয়, > হয়।

(viii) তাই কাজ উদ্ধার করবার জন্যে সবাই মিলে > তাই সবাই মিলে

(ix) মানুষ হয়ে দশের হাতের সাজানো এই বিকট সাজের > এই বিকট সাজের

(x) এখানকার লোকেরা...জুজুর পুতুল > এখানকার লোকেরা ভয় দেখাবার একটা ব্যবসা করেচে। তাই সবাই মিলে তোমাকে একটা অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেচে। এই বিকট সাজের গর্ব করতে লজ্জা করে না? জুজুর পুতুল

৬

কেন?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয়? জান না আমি ভয়ঙ্কর।

নন্দিনী

হঠাৎ ও কি হল? লোকে তোমাকে ভয় করে এইটে দেখ্‌তে ভালোবাসো? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ, যাত্রায় রাক্ষস সাজে; সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁৎকে উঠ্‌লে সে ভারি খুসি হয়। তোমার যে সেইরকম দেখি! আমার কি মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

নেপথ্যে

কি বল দেখি!

নন্দিনী

এখানকার লোকেরা ভয় দেখাবার ব্যবসা করেচে। তাই সবাই মিলে তোমাকে অদ্ভুত সাজিয়ে রাখে। এই বিকট সাজের গর্ব্ব করতে লজ্জা করে না? জুজুর পুতুল

৭

পূর্বানুগ।

(i) এইটে দেখ্‌তে > এইটেই দেখ্‌তে

৮

কেন?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয়? জান না আমি ভয়ঙ্কর?

নন্দিনী

হঠাৎ তোমার একি ভাব ? লোকে তোমাকে ভয় করে এইটে দেখ্‌তে ভালোবাসো ? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ, যাত্রায় রাক্ষস সাজে ; সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁৎকে উঠ্‌লে সে ভারি খুসি হয়। তোমারো যে সেই দশা। আমার কি মনে হয় সত্যি বলব ? রাগ করবে না ?

নেপথ্যে

কি বল দেখি ?

নন্দিনী

ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তাই তারা তোমাকে জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেচে। এই বিকট সাজের গর্ব্ব করতে লজ্জা করে না ? মানুষের চেহারা ঘুচিয়ে এই জুজুর পুতুল

৯

কেন ?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয় ? জান না আমি ভয়ঙ্কর ?

নন্দিনী

হঠাৎ তোমার এ কি ভাব ? লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাসো ? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে ; সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁৎকে উঠলে সে ভারি খুসি হয়। তোমারও সেই দশা। আমার কি মনে হয় সত্যি বল্‌ব ? রাগ করবে না ?

নেপথ্যে

কি বল দেখি ?

নন্দিনী

ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেচে। এই জুজুর পুতুল

১০

অপরিবর্তিত।

(i) তোমারও সেই দশা। > তোমারও যে সেই দশা।

সেজে থাকতে লজ্জা করে না!

নেপথ্যে

কী বলছ? নন্দিনী?

নন্দিনী

এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী

তার পরে কী?

নেপথ্যে

তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা

পঙ্‌ক্তি ৮৬১-৮৭০ ৩

হয়ে থাকতে তোমার ভালো লাগে?

নেপথ্যে

কি বলচ নন্দিনী?

নন্দিনী

একদিন ধরা পড়বে। যাদের ভয় দেখিয়ে এসেচ, তারা ছেলেমানুষের মত ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। তখন এই ভয়দেখানো মানুষধরা ব্যবসা একদম নষ্ট হয়ে যাবে। আমার রঞ্জন যদি এখানে থাক্‌ত তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! এতদিন ধরে আমার শক্তি নিয়ে যত কিছু আমি ভেঙে চুরমার করেচি তারি রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপর তোমাকে একলা দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করচে। তারপরে—

নন্দিনী

তারপরে কি?

নেপথ্যে

তারপরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। আঙুরের গুচ্ছ

৫

থাক্তে ভালো লাগে ?

নেপথ্যে

কি বলচ, নন্দিনী ?

নন্দিনী

যাদের ভয় দেখিয়ে এসেচ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন যদি এখানে থাকত তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়। এতদিন যত কিছু আমি ভেঙে চুরমার করেচি তারি রাশি-করা পাহাড়ের চূড়ার উপর তোমাকে একলা দাঁড় করিয়ে দেখ্তে ইচ্ছে করচে। তারপরে—

নন্দিনী

তার পরে কি ?

নেপথ্যে

তারপরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। আঙুরের গুচ্ছ

৬

পূর্বানুগ।

(i) থাক্তে > হয়ে থাক্তে

(ii) এতদিন যত কিছু > এতদিন যা' কিছু

(iii) রাশি-করা > রাশ-করা

৭

পূর্বানুগ।

(i) তোমাকে একলা দাঁড় করিয়ে > তোমাকে দাঁড় করিয়ে

৮

সেজে থাক্তে ভালো লাগে ?

নেপথ্যে

কি বল্‌চ, নন্দিনী ?

নন্দিনী

এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেচ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাক্‌ত তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেচি তারি রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপর তোমাকে দাঁড় করিয়ে [দেখাতে] ইচ্ছে করচে। তারপরে—

নন্দিনী

তারপরে কি ?

নেপথ্যে

তারপরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা

৯

পূর্বানুগ।

(i) ভাল লাগে ? > লজ্জা করে না ?

(ii) বল্‌চ, > বল্‌চ

(iii) চূড়ার উপর > চূড়ার উপরে

১০

অপরিবর্তিত।

ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।

নন্দিনী

এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পারো করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন?

নেপথ্যে

আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি?

নন্দিনী

শুনেছি, সে কিসের আর্তনাদ?

নেপথ্যে

সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো

পঙ্‌ক্তি ৮৭১-৮৮০ ৩

নিংড়ে ফাটিয়ে ফেলে' যেমন করে' আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তার রস বের করে তেমনি তোমাকে আমার এই দুই হাতে— যাও, যাও, এখনি ওখান থেকে পালিয়ে যাও— পালিয়ে যাও!

নন্দিনী

এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কি করতে পার কর। অমন বিশ্রী করে হাস্‌চ কেন?

নেপথ্যে

আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে।

৫

নিংড়ে ফাটিয়ে যেমন করে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তার রস বের করে তেম্‌নি তোমাকে আমার এই দুই হাতে— যাও, যাও, এখনি ওখান থেকে পালিয়ে যাও— পালিয়ে যাও!

নন্দিনী

এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কি করতে পার কর! অমন বিশ্রী করে হাসচ কেন?

নেপথ্যে

আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্ত্তনাদ শোনো নি?

নন্দিনী

শুনেচি। সে কিসের আর্ত্তনাদ!

নেপথ্যে

সৃষ্টিকর্ত্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্ম্মস্থানে যা লুকোনো

৬

পূর্ব্বানুগ।

৭

পূর্ব্বানুগ।

৮

পূর্ব্বানুগ।

(i) নিংড়ে ফাটিয়ে যেমন করে ··· পালিয়ে যাও! > নিংড়ে ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন করে তার রস বের করে তেম্‌নি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও, যাও, এখনি পালিয়ে যাও— এখনি!

(ii) হাসচ কেন? > গর্জ্জন করচ কেন?

৯

পূর্ব্বানুগ।

১০

ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে তেম্‌নি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও, যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি!

নন্দিনী

এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কি করতে পার কর। অমন বিশ্রী করে গর্জ্জন করচ কেন?

নেপথ্যে

আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্ত্তনাদ শোন নি?

নন্দিনী

শুনেচি, সে কিসের আর্ত্তনাদ?

নেপথ্যে

বিশ্বের মর্ম্মস্থানে যা লুকোনো

আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই— সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর ?

নেপথ্যে

আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী

ও কী, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন ?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি। পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

পঙ্‌ক্তি ৮৮১-৮৯০ ৩

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর ?

নেপথ্যে

আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও যে খুব এক রকম করে পাওয়া। এই যে হাস্‌তে হাস্‌তে তুমি আমার জালের জানলায় ঘা মেরে আমাকে বারবার ডেকে আনো— জানো কতবার তোমার কি বিপদ গেছে ? তোমাকে লোপ করে দিতে কতক্ষণ ?

নন্দিনী

নিষ্ঠুর হতে তোমার সুখ কিসের ?

নেপথ্যে

সুখ নয় ক্ষমতা। যে দুর্ব্বলাত্মা নিষ্ঠুর হতে পারে না পৃথিবী তার নয়।

নন্দিনী

না হয় পৃথিবী তার নয়, তাতে কি ?

নেপথ্যে

হয় নিষ্ঠুর হয়ে সবাইকে সে অধিকার করবে. নয় আর কেউ নিষ্ঠুর হয়ে তাকে অধিকার করবে পৃথিবীর এই নিয়ম। রাজটীকা নিয়ে জন্মেছি আমি ; নিষ্ঠুর হবার অধিকার আমার।

নন্দিনী

তোমার রাজটীকা যদি মুছে দিতে পারতুম, রঞ্জনের সঙ্গে যদি আমাদের চাষের মাঠে—

নেপথ্যে

রঞ্জনের সঙ্গে ? আমার মত মানুষ কারো সঙ্গী হতে জন্মায়নি।

নন্দিনী

ও কি, অমন করে তুমি হাত বের কর কেন ?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্চি তুমি পালাও ! পায়রা যেমন পালায় বাজপাখীর ছায়া দেখ্‌লে !

৫

আছে তাই ছিনিয়ে নিতে চাই ; তারি কান্না ! গাছের ভিতর থেকে আগুন চুরি করতে গেলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন— একদিন দাহন ক'রে তাকেও বের করব— তোমার কান্নার ভিতর দিয়ে তোমার অন্তরের রহস্য প্রকাশ পাবে। তার আগে তোমার নিস্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর ?

নেপথ্যে

আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও যে খুব একরকম করে পাওয়া। এই যে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার জানলায় ঘা মেরে বারবার আমাকে ডেকে আনো, জানো কতবার তোমার কি বিপদ গেছে ? তোমাকে লোপ করে দিতে কতক্ষণ ?

নন্দিনী

নিষ্ঠুর হতে তোমার সুখ কিসের ?

নেপথ্যে ?

সুখ নয়, ক্ষমতা। যে দুর্ব্বলাত্মা নিষ্ঠুর হতে পারে না, পৃথিবী তার নয়।

নন্দিনী

না হয় পৃথিবী তার নয়, তাতে কি ?

নেপথ্যে

রাজটীকা নিয়ে জন্মেচি আমি, নিষ্ঠুর হবার অধিকার আমার !

নন্দিনী

ও কি ! অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করচ কেন ?

নেপথ্যে

আচ্ছা হাত সরিয়ে নিচ্চি, পালাও তুমি ! পায়রা যেমন পালায় বাজপাখীর ছায়া দেখ্‌লে !

৬

পূর্বানুগ।

(i) রাজটীকা নিয়ে ... অধিকার আমার। > রাজটীকা নিয়ে জন্মেচি আমি, নিষ্ঠুর হবার অধিকার আমার। তোমার ঐ সাথীটাকে নিয়ে এখনি দেখিয়ে দিতে পারি নিষ্ঠুর হ'তে আমার একটুও দ্বিধা নেই।

৭

পূর্বানুগ।

(i) নিতে চাই; তারি কান্না। > নিতে চাই; তারি কান্না।

(ii) ভেঙে ফেলাও যে একরকম করে > ভেঙে ফেলাও যে খুব একরকম করে

(iii) ঘা মেরে বারবার আমাকে > ঘা মেরে আমাকে

৮

পূর্বানুগ।

(i) তারি কান্না > সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না।

(ii) গাছের ভিতর থেকে > গাছের থেকে।

(iii) ভিতরেও আছে আগুন— > ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন।

(iv) তাকেও বের করব— > তাকে বের করব

(v) 'তোমার কান্নার ভিতর দিয়ে তোমার অন্তরের রহস্য প্রকাশ পাবে' —পূর্ববর্তী এই পাঠ বর্তমান খসড়ায় বর্জিত।

(vi) একরকম করে পাওয়া। > খুব একরকম করে পাওয়া।

(vii) এই যে হাস্‌তে হাস্‌তে > হাস্‌তে হাস্‌তে

(viii) জানলায় ঘা মেরে বারবার আমাকে ডেকে আনো, > জানলায় এসে ঘা মার,—

(ix) জানো > জান,

(x) তোমাকে লোপ করে দিতে কতক্ষণ? > তোমাকে লুপ্ত করতে কতক্ষণ?

(xi) আমার একটুও দ্বিধা নেই। > আমার দ্বিধামাত্র নেই।

৯

আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্নপ্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে' তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে

আমি হয় পাব নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী

নিষ্ঠুর হতে তোমার সুখ কিসের ?

নেপথ্যে

যে দুর্ব্বলাত্মা নিষ্ঠুর হতে না পারে পৃথিবী তার নয়।

নন্দিনী

না হয় পৃথিবী তার নয়, তাতে কি ? ও কি অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করচ কেন ?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্চি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখীর ছায়া দেখে।

১০

আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে' তা'কে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর ?

নেপথ্যে

আমি হয় পাব নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী

ওকি, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করচ কেন ?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্চি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখীর ছায়া দেখে।

নন্দিনী

আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে

শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী। নন্দিনী।

নন্দিনী

কী, বলো।

নেপথ্যে

সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্না। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

পঙ্‌ক্তি ৮৯১-৯০০ ২

নন্দিনী

সময়টিকেই ত আমার বহুকালের আশা দিয়ে ভর্ত্তি করে ওর হাতে দেব, নষ্ট হবে কেন? আমি তবে যাই, তোমার কাজের বিঘ্ন করব না।

নেপথ্যে

না, না, শুনে যাও। প্রথম দিন যেমন তোমার চুল খোলা দেখেছিলুম, তেমনি করে খুলে দাও একবার দেখি।

নন্দিনী

কেন, কি হবে?

নেপথ্যে

সেদিন দুহাত দিয়ে তোমার কেশরাশি যখন নেড়ে দিলুম আমার একটা কথা হঠাৎ মনে হল।

নন্দিনী

কি বল দেখি?

নেপথ্যে

তোমার এই সবুজ কাপড়ে ধান ক্ষেতের চাঞ্চল্যচ্ছবি [।] সাম্‌নে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা হচ্চে মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা। আমার এই কাজের হাত দুটো তার মধ্যে সেদিন ডুব দিয়ে বড় আরাম পেয়েছিল। তোমাকে দেখার পূর্ব্বে মরণের কথা এমন করে আর কখনো ভাবি নি।

নন্দিনী

আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

যাবার আগে আর একবার দুই হাত দিয়ে চুল তোমার স্পর্শ করতে দিয়ে যাও। যদি কখনো তেমন সময় আসে একদিন তোমার চুলের ধারার নীচে মুখ রেখে আমি ঘুমোব।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নন্দিনী

আচ্ছা, যাই, তোমাকে আর রাগাব না।

নেপথ্যে

শোন, শোন, ফিরে এস।

নন্দিনী (ফিরিয়া আসিয়া)

কি বল।

নেপথ্যে

প্রথম দিন তোমার চুল খোলা দেখেছিলুম, তেমনি করে খুলে দাও, দেখি।

নন্দিনী

কেন, কি হবে?

নেপথ্যে

সেদিন দু'হাত দিয়ে তোমার চুলের রাশ নেড়ে দিলুম, ভারি অপূর্ব্ব লাগ্‌ল। হঠাৎ একটা কথা মনে এল।

নন্দিনী

কি বল ত?

নেপথ্যে

সাম্‌নে তোমার মুখে চোখে দেখেচি প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা রয়েচে মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্‌ণা। আমার এই কাজের হাত দুটো তার মধ্যে ডুবে গিয়ে ভারি আরাম পেয়েছিল। মরণের কথা আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করচে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

নন্দিনী

আচ্ছা যাই, তোমাকে আর রাগাব না।

নেপথ্যে

শোনো, শোনো, ফিরে এস।

নন্দিনী

কি বল।

নেপথ্যে

সাম্‌নে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা। আমার এই হাত দুটো তার মধ্যে ডুবে গিয়ে ভারি আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করচে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

৬

পূর্বানুগ।

(i) ভারি আরাম পেয়েছিল। > মরবার আরাম পেয়েছিল।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তোমাকে আর রাগাব না। > আর তোমাকে রাগাব না।

(ii) আমার এই হাত দুটো তার মধ্যে > আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে

৮

পূর্বানুগ।

(i) শোনো, শোনো, ফিরে এস। > শোন, শোন, ফিরে এস তুমি। নন্দিনী। নন্দিনী।

(ii) মুখে চোখে প্রাণের লীলা, > মুখেচোখে নিরন্তর প্রাণের লীলা

৯

নন্দিনী

আচ্ছা যাই আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে

শোন, শোন, ফিরে এস তুমি। নন্দিনী। নন্দিনী।

নন্দিনী

কি বল।

নেপথ্যে

সামনে তোমার মুখেচোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমতে ভারি ইচ্ছে করচে। তুমি জান না আমি কত ক্লান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

১০

অপরিবর্ত্তিত।

নেপথ্যে

ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী

তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—
'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে

থাক্ থাক্, থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী

সেই সুরে সাগরকূলে
বাঁধন খুলে

পঙ্‌ক্তি ৯০১-৯১০ ১

তুমি ত আমার কুঁদ ফুলের মালা নিলে না, তোমাকে আমার গানটা শুনিয়ে দিয়ে যাই।

আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি
আঁখিজলে যায় ভাসি।

না, না, গান আজ নয়। তুমি থাম।

আমি শোনাবই। আমার পাগ্‌লা সাথী আছে সেও যোগ দেবে।

সাথী না হলে বুঝি তোমার চলে না?

না, আৰ্দ্ধেক সুর আমার, আৰ্দ্ধেক আমার সাথীর গলায়— দুইয়ে মিলে আমার একখানি গান।

সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে' [লে]

২

নেপথ্যে

ঘুমোতে আমার ভয় করে। সে ভয় তুমিই ভাঙাতে পার।

নন্দিনী

আমি তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিয়ে যাই।

আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি
আঁখিজলে যায় ভাসি ॥

নেপথ্যে

না, আজ আর নয় ; গান আজ থাক্। তুমি থাম।

নন্দিনী

শোনাবই আমি। আমার পাগ্‌লা সাথী আছে সেও যোগ দেবে।

নেপথ্যে

সাথী না হলে তোমার চলে না ?

নন্দিনী

না, অর্দ্ধেক সুর আমার, অর্দ্ধেক আমার সাথীর গলায়— দুইয়ে মিলে আমার গান তবে পুরো হয়।

সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে

৩

নেপথ্যে

কি জানি, ঘুমতে আমার ভয় করে।

নন্দিনী

তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই :—

ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি
আঁখি জলে যায় ভাসি।

নেপথ্যে

না, আজ আর একটুও নয়। গান থাক্। আমি বলচি, থামো তুমি!

নন্দিনী

শোনাবই তোমাকে :—

সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে

৫

পূর্ব্ববর্তী খসড়ার পাঠের অনুরূপ, কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(i) কি জানি, ঘুমতে আমার > ঘুমোতে আমার

(ii) না, আজ আর একটুও নয়। গান থাক্। আমি বলচি, থামো তুমি!
> গান থাক্। আমি বল্‌চি, থামো তুমি। গেয়ো না।

তাছাড়া গানটির পঙ্‌ক্তির নীচে রেখাঙ্কনের চিহ্ন আছে।

৬

পূর্বানুগ।

(i) ঘুমোতে আমার ভয় করে। > ঘুমোতে ভয় করে

(ii) গান থাক্। আমি বলচি, থামো তুমি। গেয়ো না। > থাক্ থাক্। থামো তুমি। গেয়ো না।

(iii) 'শোনাবই তোমাকে' অংশটি বর্জ্জিত।

৭

পূর্বানুগ।

৮

নেপথ্যে

ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী

তোমাকে আমার গানটা শেষ করে' শুনিয়ে দিই :

ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে

থাক্ থাক্, থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী

সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে

৯

প্রায় অপরিবর্ত্তিত।

(i) ভালোবাসি > ভালোবাসি ভালোবাসি—

(ii) খুলে > খুলে'

১০

অপরিবর্ত্তিত।

অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

পাগল ভাই, ঐ-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়!

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে—

পাগ্‌লি, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্

পঙ্‌ক্তি ৯১১-৯২০ ১

অতল রোদন উঠে দুলে'।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী
ভোলা দিনের কাঁদন হাসি ॥

মরা ব্যাং রেখে দিয়ে পালিয়ে গেচে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বোধহয় ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাংটা আছে গান শুন্‌লে তার মরবার ইচ্ছে হয়— তাই ওর ভয় লাগে!

২

অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী
ভোলা দিনের কাঁদন হাসি ॥

ঐ দেখ, ওর মরা ব্যাঙ্‌টা রেখে দিয়ে কখন পালিয়ে গেচে। গান শুন্‌তে ও ভয় পায়।

বিশু

বোধকরি ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাঙটা সকল রকম সুর থেকে ঢাকা রয়েচে গান শুন্‌লে তার মরবার ইচ্ছে করে, তাই ওর ভয় লাগে।

৩

অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী
ভোলা দিনের কাঁদন হাসি ॥

পাগল ভাই, ঐ দেখ, মরা ব্যাংটা ঐখানে ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েচে টের পাইনি। গান শুন্‌তে ও ভয় পায়।

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাংটা সকল রকম সুরের স্পর্শ থেকে ঢাকা আছে, গান শুন্‌লে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ভয় লাগে।

নন্দিনী

পাগলা, তুমি ত জান কোন্ পথ দিয়ে এখানে নতুন লোক আসে, চল সেখানে।

~ ॥ ~

৫

অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী
ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

পাগল ভাই, ঐ দেখ মরা ব্যাঙটা ঐখানে ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েচে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাঙটা সকল রকম সুরের স্পর্শ থেকে ঢাকা আছে গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।

উভয়ের প্রস্থান

৬

পূর্বানুগ।

পূর্ববর্তী পাঠ শেষ হয়েছে 'তাই ওর ভয় লাগে' দিয়ে, তার পরে 'উভয়ের প্রস্থান'। বর্তমান পাঠে, অর্থাৎ ষষ্ঠ খসড়ায় নন্দিনী ও বিশুর সংলাপ এখানে শেষ হয়নি।

৭

পূর্বানুগ।

লক্ষণীয়, এই খসড়ায়, বিশুর 'ওর বুকের মধ্যে' শীর্ষক সংলাপটির শেষে রয়েছে 'উভয়ের প্রস্থান', যা আগের খসড়ায় ছিল না। 'উভয়ের প্রস্থান' এর পরে 'সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ।'

৮

অতল রোদন উঠে দুলে'।

সেই সুরে বাজে মনে

অকারণে

ভুলে-যাওয়া গানের বাণী ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

পাগল ভাই, ঐ দেখ মরা ব্যাঙটা ঐখানে ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুন্‌তে ও ভয় পায়।

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাঙটা সকল রকম সুরের স্পর্শ থেকে ঢাকা আছে গান শুন্‌লে তার মরতে ইচ্ছে করে, তাই ওর ভয় লাগে।

৯

অতল রোদন উঠে দুলে।

সেই সুরে বাজে মনে

অকারণে

ভুলে-যাওয়া গানের বাণী ভোলা দিনের কাঁদন হাসি ॥

পাগল ভাই, ঐ দেখ, মরা ব্যাঙ্‌টা ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুন্‌তে ও ভয় পায়।

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুন্‌লে তার মরতে ইচ্ছে করে, তাই ওর ভয় লাগে। পাগলী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখচি, মনের মধ্যে কোন

১০

অপরিবর্তিত।

(i) উঠে দুলে' > উঠে দুলে।

(ii) মনের মধ্যে কোন > মনের মধ্যে কোন্

ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী

মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশু

নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে?

নন্দিনী

তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি, উত্তুরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ

৯২১-৯৩০ ৮

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। আমি নিশ্চয় খবর পেয়েচি রঞ্জনের সঙ্গে আজ আমার দেখা হবে।

বিশু

কেমন করে' খবর পেলে?

নন্দিনী

তবে শোন বলি। এখানে আমার শোবার ঘরের পূব জানলার সাম্‌নে একটা ডুমুর গাছ আছে, তার উপর নীলকণ্ঠ পাখীর বাসা। রোজ দেখি ওদের পাখা থেকে পালক এখানে ওখানে খসে পড়ে। আমি রাত্রে শুতে যাবার আগে ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি যে, যেদিন ওর একটি পালক আমার জানলার ভিতরে এসে উড়ে পড়বে সেদিন জানব আমার রঞ্জন আমার কাছে আস্‌বে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি পালক আমার বিছানার শিয়রের কাছে পড়ে আছে। এই দেখ, আমার বুকের আঁচলে ঢেকে রেখেচি।

বিশু

তাই ত দেখচি। আর দেখচি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ

৯

ভাবনার অরুণোদয় হয়েচে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী

মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে আজ নিশ্চয় রঞ্জন আস্‌বে।

বিশু

নিশ্চয় খবর এল কোন দিক থেকে ?

নন্দিনী

তবে শোন বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখী এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে ত জানব আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখ আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

তাই ত দেখচি, আর দেখচি, কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ

১০

অপরিবর্তিত।

পরেছ।

নন্দিনী

দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব।

বিশু

লোকে বলে, নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী

রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু

পাগ্‌লি, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী

না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু

কী করব বলো।

নন্দিনী

গান করো।

বিশু

কী গান করব?

নন্দিনী

পথ চাওয়ার গান।

পঙ্‌ক্তি ৯৩১-৯৪০ ৮

পরেচ।

নন্দিনী

সে এলে এই পালক আমি তার টুপিতে পরিয়ে দেব।

বিশু

শুনেচি নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী

তার জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে। তার জয় আমার ভালোবাসায় আমি চিরদিন বহন করব।

বিশু

পাগ্‌লী, আমি এখন তাহলে আমার নিজের কাজে যাই। আমাকে তোর আর কি দরকার?

নন্দিনী

না, বিশু ভাই, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু

কি করব বল্‌।

নন্দিনী

গান কর।

বিশু

কি গান গাব?

নন্দিনী

অপেক্ষা করার গান। আজ একটা নতুন গান কর।

৯

পরেচ।

নন্দিনী

দেখা হলে এই পালক আমি তার চূড়ায় পরিয়ে দেব।

বিশু

লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভ চিহ্ন আছে।

নন্দিনী

রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে

বিশু

পাগ্‌লী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী

না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু

কি করব বল্‌?

নন্দিনী

গান কর।

বিশু

কি গান করব?

নন্দিনী

পথ চাওয়ার গান।

১০

অপরিবর্তিত।

বিশু

গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে
দেখা হবে, এক পলকে

পঙ্‌ক্তি ৯৪১-৯৫০

৮

বিশু

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েচে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে,
কখন তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েচে বসে।
আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে, সেই আলোকে
দেখা হবে, এক পলকে

৯

পূর্বানুগ।
(i) সেই যেন মোর > সেই বুঝি মোর (দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি)

অপরিবর্তিত।

সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনী

পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয় অনেক তোমার পাওনা ছিল, কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশু

তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে প'রে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।—

এখন কোথায় যাবি?

নন্দিনী

পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব।

উভয়ের প্রস্থান

সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার

না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

পঙ্‌ক্তি ৯৫১-৯৬০ ১

পাগ্‌লা ভাই, তুমি ত জান এখানে কোন্ পথ দিয়ে নতুন লোকদের নিয়ে আসে, চল সেই দিকের জানলার কাছে দাঁড়াই গে। সেখানে তোমার সেই গানটা গাব—

নূতন পথের পথিক আসে সেই পুরাতন সাথী,
মিলন উষায় ঘোমটা খসায় মোর বিরহের রাতি।
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে
পায়ের তলে ধূলার পরে দেব হৃদয় পাতি'।

তাকে ভয় করবে না ত?

ভয় কিসের?

পূরো মানুষকে ভয় করে না, টুক্‌রো মানুষ ভয়ঙ্কর। শুধু দুপাটি দাঁত জিভ আর ক্ষুধা, অথচ পেট নেই, গা শিউরে ওঠে না? এই মানুষটাকে দেখে আমার সেইরকম মনে হয়। অনেক দিন ত আছি, তবু ভয় গেল না।

২

নন্দিনী

পাগ্‌লা, তুমি ত জান এখানে কোন্ পথ দিয়ে নতুন লোকদের নিয়ে

আসে আজ সেই জানলার কাছে দাঁড়াইগে। সেই দিক দিয়েই ত রঞ্জন আসবে [।] আমি গাব :

নূতন পথের পথিক হয়ে আসে পুরাতন সাথী ;
মিলন উষায় ঘোমটা খসায় চির বিরহের রাতি।
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে'
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে
নূতন করে' পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি ॥

~ ॥ ~

৬

সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দ্দার ॥ না এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আস্‌তে দেওয়া চল্‌বে না।

৭

পূর্ব্বানুগ।

৮

সব আবরণ যাবে যে খসে'
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েচে বসে।

নন্দিনী

পাগল, যখন তুমি গান কর আমার মনে হয় তোমাকে দেবার মত জিনিষ আমার কিছুই নেই। আমি তোমাকে কিছু দিতে পারিনি।

বিশু

সেই তোর কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে' চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে তোর কাছে আমার গান বিক্রি করব না— আমার সব গান দান করে দিয়ে ছুটি নেব। এখন কোথায় যাবি ?

নন্দিনী

পথের ধারে। সেইখানে বসে' তোমার গান শুন্‌ব, বারবার শুন্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান)

সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দ্দার

না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আস্‌তে দেওয়া চল্‌বে না।

৯

সব আবরণ যাবে খসে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েচে বসে।

নন্দিনী

পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু দিতে পারিনি।

বিশু

তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে' চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।— এখন কোথায় যাবি ?

নন্দিনী

পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুন্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান, সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ)

সর্দ্দার

না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) সব আবরণ যাবে খসে, > সব আবরণ যাবে যে খসে'

(ii) কিছু দিতে পারিনি। > কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।

মোড়ল

ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার

তা, কী হল?

মোড়ল

কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই!'

সর্দার

অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কী?

মোড়ল

সে চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয় ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।'

পঙ্‌ক্তি ৯৬১-৯৭০ ৬

মোড়ল ॥ দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুরঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দ্দার ॥ তা কি হল?

মোড়ল ॥ কিছুতেই পারা গেল না। সে বল্‌লে, হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই। বড় মোড়ল এল কোটালদের নিয়ে — কিন্তু লোকটার ভয়-ডর বলে কিছু নেই। শাসনের সুরে কথা বল্‌তে গেলে হো হো করে হেসে ওঠে। ওর হাসি এমন যে, সে শুনে খোদাইকররা পর্য্যন্ত হাস্‌তে থাকে, মোড়লের মান রক্ষে করা শক্ত হয়ে ওঠে।

বর্তমান ষষ্ঠ খসড়ায় এই পাঠের সঙ্গে ডানদিকের ফাঁকা জায়গায় কবির হাতে-লেখা এক টুকরো সংলাপ লেখা থাকতে দেখা যায়, তা এইরকম :

'অভ্যেস করতে শুরু করাতে হবে।
সে চেষ্টা শুরু হয়েচে।'

৭

পূর্বানুগ।

৮

মোড়ল

দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুরঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দ্দার

তা কি হল?

মোড়ল

কিছুতেই পারা গেল না। সে বল্‌লে, হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।

সর্দ্দার

অভ্যেস করতে সুরু করানো চাই ত।

মোড়ল

সে চেষ্টা করা গেল। বড় মোড়ল এল কোটালদের নিয়ে, কিন্তু মানুষটার ভয় ডর বলে কিছুই নেই। কণ্ঠে একটু শাসনের সুর লাগবামাত্র হো হো করে হেসে ওঠে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি গাম্ভীর্য্য ভাঙাতে এসেচি। সে বলে, গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোষ। ওর হাসি এমন যে খোদাইকরগুলো পর্য্যন্ত হাসি সামলাতে পারে না। মোড়লের মানরক্ষা করা শক্ত হয়ে ওঠে।

৯

মোড়ল

ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুরঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দ্দার

তা কি হ'ল।

মোড়ল

কিছুতেই পারা গেল না। সে বল্‌লে "হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।"

সর্দ্দার

অভ্যেস এখনি সুরু করাতে দোষ কি?

মোড়ল

সে চেষ্টা করা গেল। বড় মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয় ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেচে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোষ, আমি তাই খসাতে এসেচি।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

সর্দার

ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন ?

মোড়ল

দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্‌টো হল— খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে ; বললে, 'আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।'

সর্দার

খোদাই-নৃত্য ? তার মানে কী ?

মোড়ল

রঞ্জন ধরলে গান। ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায় ?' ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা ?' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে

পঙ্‌ক্তি ৯৭১-৯৮০ ৬

সর্দার ॥ সুরঙ্গের মধ্যে খোদাইকরদের সঙ্গে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন ?

মোড়ল ॥ তাই ত দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্টো হল। খোদাইকরদের উপর থেকে যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে দিলে, বল্‌লে, আজ আমাদের খোদাই নৃত্য হবে।

সর্দার ॥ খোদাই নৃত্য ? তার মানে কি ?

মোড়ল ॥ রঞ্জন ধরলে গান। ওরা বল্‌লে, মাদল কোথায় পাই ? ও বল্‌লে, মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল আর সোনার পিণ্ড নিয়ে লোফালুফি বেধে গেল। বড় মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, কাজ চালাতে দেবে না নাকি ? রঞ্জন বল্‌লে, কাজের রসি খুলে দেব, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) সুরঙ্গের মধ্যে খোদাইকরদের সঙ্গে দলে > ওকে সুরঙ্গের মধ্যে দলে

(ii) উপর থেকে > উপর থেকেও

(iii) মাতিয়ে দিলে, > মাতিয়ে তুল্‌লে,

(iv) গান। > গান,

(v) বল্‌লে, > বল্লে

(vi) মাদল কোথায় পাই ? > মাদল পাই কোথায় ?

৯

সর্দ্দার

ওকে সুরঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন ?

মোড়ল

দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্টো হল, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুল্‌লে, বল্‌লে আজ আমাদের খোদাই নৃত্য হবে।

সর্দ্দার

খোদাই নৃত্য তার মানে কি ?

মোড়ল

রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বল্‌লে, মাদল পাই কোথায় ? ও বল্‌লে, মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগ্‌ল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কি লোফালুফি। বড় মোড়ল স্বয়ং এসে বল্‌লে "এ কেমন তোমার কাজের ধারা ?" রঞ্জন বল্‌লে, "কাজের রশি খুলে দিয়েচি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) খোদাই নৃত্য তার মানে কি ? > খোদাই নৃত্য ? তার মানে কি ?

চলবে।'

সর্দার

লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল

ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।'

সর্দার

তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে?

মোড়ল

কী জানি প্রভু! শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে

পঙ্ক্তি ৯৮১-৯৯০ ৬

চালাব।

সর্দ্দার ॥ লোকটা পাগল দেখচি।

মোড়ল ॥ ঘোর পাগল। বললুম, কোদাল ধর; ও বলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি আমাকে একটা সারেঙ্গি এনে দাও।

সর্দ্দার ॥ বজ্রগড় থেকে ও আমাদের কুবের গড়ে এল কি করে'?

মোড়ল ॥ কি জানি প্রভু। শিকল দিয়ে বাঁধলে কিছুক্ষণ পরে দেখি শিকলটা পড়ে আছে, ও কি কৌশলে এড়িয়ে চলে গেছে। ওর গায়ে কিছু যেন চেপে ধরতে চায় না। গারদের ভিত কেটে রাতের বেলা কখন্ পালিয়েচে কে জানে! ও আর কিছুদিন এখানে থাক্‌লে

৭

পূর্বানুগ।

(i) কখন্ > কখন

৮

চালাব।

সর্দ্দার

লোকটা পাগল দেখচি।

মোড়ল।

ঘোর পাগল। বললুম, কোদাল ধর। ও বলে, তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।

সর্দ্দার

তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে ও এখানে কুবেরগড়ে এল কি করে ?

মোড়ল

কি জানি, প্রভু। শিকল দিয়ে ত ওকে কষে বাঁধা গেল, খানিকক্ষণ বাদে দেখি ও তার ভিতর থেকে কেমন করে পিছ্‌লে বেরিয়ে এসেচে। ওর গায়ে যেন কিছু চেপে ধরতে চায় না। আর কিছুদিন এখানে থাকলে

৯

চলবে।"

সর্দ্দার

লোকটা পাগল দেখচি।

মোড়ল

ঘোর পাগল। বল্‌লুম, কোদাল ধর। ও বলে, তার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।

সর্দ্দার

তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কি করে ?

মোড়ল

কি জানি প্রভু। শিকল দিয়ে ত ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে' পিছ্‌লে বেরিয়ে এসেচে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। কিছুদিন ও এখানে থাক্‌লে

১০

অপরিবর্ত্তিত।

লক্ষণীয়, মোড়লের 'কি জানি প্রভু' শীর্ষক সংলাপ-অংশ পরিবর্তিত হয়েছে :

কি জানি প্রভু। শিকল দিয়ে ত ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে পিছ্‌লে বেরিয়ে এসেচে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাক্‌লে

খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার

ও কী! ঐ-না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল

তাই তো! কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে! ভেল্‌কি জানে।

সর্দার

যাও, এই বেলা ধরো গে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল

দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন্ আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

পঙ্‌ক্তি ৯৯১-১০০০ ৬

খোদাইকরগুলো পর্য্যন্ত বাঁধন মানবে না। সব উল্টো পাল্‌টা হ'য়ে যাবে।

সর্দ্দার ॥ এখানে তাকে ভালো করে বেঁধেচে ত?

মোড়ল ॥ বেঁধেচে দেখেচি। মেজো সর্দ্দারকে আপনি ওর কথা কি বলে দিয়েছিলেন জানিনে। কিন্তু তিনি বড় গা করচেন না। ছোট সর্দ্দারের পরে ভার দিয়েচেন।

সর্দ্দার ॥ ও কি? ঐ ত দেখ্‌চি রাস্তা দিয়ে চলেচে গান গেয়ে। কোথা থেকে একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেচে। স্পর্দ্ধা দেখ, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল ॥ ঐ ত রঞ্জনই বটে। আবার বাঁধন এড়িয়েচে। ভেল্‌কি জানে।

সর্দ্দার ॥ যাও ধরগে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে কিছুতে যেন ও মিল্‌তে না পারে।

মোড়ল ॥ প্রভু, একলা আমার কর্ম্ম নয়। দেখ না, দেখতে দেখ্‌তে ওর দল ভারি হয়ে উঠচে। সবাই মিলে গান ধরেচে।

৭

অপরিবর্তিত।

(i) 'মোড়ল ॥ বেঁধেচে দেখেচি। ... ভার দিয়েচেন।'— বর্তমান খসড়ায় বর্জিত।

৮

খোদাইকরগুলো পর্য্যন্ত বাঁধন মানবে না, সব উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে।

সর্দ্দার

ও কি ? ঐ ত রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেচে গান গেয়ে। কোথা থেকে একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেচে। স্পর্দ্ধা দেখ, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল

ঐ ত রঞ্জনই বটে। কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেচে। ভেল্‌কি জানে।

সর্দ্দার

যাও, এই বেলা ধর'গে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে ও যেন কিছুতে না মিল্‌তে পারে।

মোড়ল

প্রভু, একলা আমার কর্ম্ম নয়। দেখ না, দেখতে দেখতে ওর দল ভারি হয়ে উঠ্‌চে। কখন্ আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

৯

খোদাইকরগুলো পর্য্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দ্দার

ও কি ? ঐ না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেচে গান গেয়ে ? একটা ভাঙ্গা সারেঙ্গি জোগাড় করেচে। স্পর্দ্ধা দেখ, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল

তাই ত। কখন গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেচে। ভেলকি জানে।

সর্দ্দার

যাও, এই বেলা ধরগে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওর দল ভারি হয়ে উঠ্‌চে। কখন আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

১০

অপরিবর্তিত।

ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সর্দার

কোথায় চলেছ ?

ছোটো সর্দার

রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার

তুমি কেন ? মেজো সর্দার কোথায় ?

ছোটো সর্দার

ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কিরকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

সর্দার

শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সর্দার

ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার

ওকে বলো গে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার

কিন্তু রাজা যদি—

পঙ্‌ক্তি ১০০১-১০১০ ৬

ছোট সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার ॥ কোথায় চলেচ ?

ছোট সর্দ্দার ॥ রঞ্জনকে বাঁধতে চলেচি।

সর্দ্দার ॥ না বাঁধতে হবে না, ওকে রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোট সর্দ্দার ॥ ও ত রাজার ডাক মানতে চায় না।

সর্দ্দার ॥ ওকে বল গে', রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেচে।

ছোট সর্দ্দার ॥ আপনি যদি নিজে আসেন।

৭

পূর্বানুগ।

৮

ছোট সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

কোথায় চলেচ ?

ছোট সর্দ্দার

রঞ্জনকে বাঁধতে চলেচি।

সর্দ্দার

তুমি কেন, মেজ সর্দ্দার কোথায় ?

ছোট সর্দ্দার

ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেচে যে তিনি ওর গায়ে হাত দিতে চান না। তিনি বলেন ওকে আমাদের সর্দ্দারদের দলে নিতে পারলে ও দুদিনে আমাদের যত সব বাজে কাজের ভার হাল্‌কা করে দিতে পারে।

সর্দ্দার

এমন কথা বল্‌লেন, মেজ সর্দ্দার ?

ছোট সর্দ্দার

তিনি বল্‌লেন, আমরা যে কি রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেচি ওর হাসি দেখ্‌লে বুঝতে পারি। মেজো সর্দ্দার যখন কিছু করতে চান না, তখন ওকে বাঁধবার ভার আমাকেই নিতে হবে।

সর্দ্দার

বাঁধতে হবে না, ওকে রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোট সর্দ্দার

ও ত রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দ্দার

ওকে বল গে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেচে।

ছোট সর্দ্দার

তুমি নিজে এলে ভাল হয়।

৯

ছোট সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

কোথায় চলেচ ?

ছোট সর্দ্দার

রঞ্জনকে বাঁধতে চলেচি।

সর্দ্দার

তুমি কেন ? মেজ সর্দ্দার কোথায় ?

ছোট সর্দ্দার

ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেচে তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন আমরা সর্দ্দাররা কি রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেচি সে ওর হাসি দেখ্‌লে বুঝতে পারি।

সর্দ্দার

শোন, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোট সর্দ্দার

ও ত রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দ্দার

ওকে বলগে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেচে।

ছোট সর্দ্দার

কিন্তু রাজা যদি—

১০

অপরিবর্তিত।

লক্ষণীয়, "তুমি কেন? ... দেখ্‌লে বুঝতে পারি।" পর্যন্ত অংশ কেটে দেওয়া হলেও, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের মতো, তা শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত পাঠে রক্ষিত হয়েছে।

সর্দার

কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি।

সকলের প্রস্থান

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো— ভয়ংকর শব্দ যে।

অধ্যাপক

রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়্‌মুড়্‌ করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনীনদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌ খল্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে

পঙ্‌ক্তি ১০১১-১০২০   ২

পুরাণবাগীশ

বাস্‌রে, ভিতরে কি প্রলয় কাণ্ড হচ্চে। ভয়ঙ্কর শব্দ যে।

অধ্যাপক

রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগে গিয়েছে— তাই নিজের তৈরি একটা কিছু ভেঙে চুরমার করে দিচ্চে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্চে যেন একটা বাড়ির বড় বড় দেয়াল হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

অসম্ভব নেই। কেবল দুই হাতের ধাক্কা দিয়ে ভাঙতে পারে। নিজের শক্তিকে প্রমাণ করবার জন্যে মাঝে মাঝে ওর মাথায় ভাঙনের পাগলামি চাপে।

পুরাণ

সেই পাগলামি সম্প্রতি ওকে ধরেচে না কি?

অধ্যাপক

কি জানি, আমার কেমন মনে হচ্চে অনেক দিন কেবলি সংগ্রহ কর্ত্তে কর্ত্তে কিছুদিন থেকে সংগ্রহ-নেশার উল্টো ধাক্কা ওকে লেগেচে। বেশ বুঝতে

পারচি প্রকাণ্ড একটা লোকসান করবার জন্যে ও যেন প্রতিদিন মরীয়া হয়ে উঠ্‌চে। আমাদের ঐ পাহাড়তলায় জান ত মস্ত সরোবর ছিল তাতে আমাদের শঙ্খিনী নদীটার জল কত শত বৎসর এসে পড়েচে, মনে হ'ত কিছুতে ওকে বিচলিত করতে পারবে না। একদিন হঠাৎ বাঁদিকের প্রকাণ্ড পাথরের তলাটা কাৎ হয়ে পড়ল, আর সমস্ত জল উন্মত্ত হয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এতদিনের সঞ্চয়কে একদিনে যেন ভীষণ আনন্দে হাসতে হাসতে শূন্য করে দিলে। ওকে দেখে জানিনে কেন মনে হচ্চে ওর সরোবরের পাথরটাতে চাড় লাগ্‌চে। তার তলা ক্ষয়ে আস্‌চে।

পুরাণ

ও কি নিজেকে নিজে সামলাতে পারে না? ওর ত শক্তিও আছে, শিক্ষাও আছে।

অধ্যাপক

তুমি কি মনে কর ও আমাদের মত মানুষ? ও মানুষের ঝড়ের মত, মানুষের বন্যার মত। ওর বুকের উপর সমস্ত যুগের ধাক্কা এসে লাগে যেন— দেখ দেখ, ভিতরে কি একটা অগ্নিকাণ্ড করচে! কোন্‌ বোঝার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে কে জানে— জান্‌লার জালের ভিতর দিয়ে আভা আস্‌চে। ইস্‌, এ যে নীল আগুন।

৩

৪ [দৃশ্যান্তর চিহ্ন]

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ

পুরাণবাগীশ

ভিতরে কি প্রলয় কাণ্ড হচ্চে বল ত! ভয়ঙ্কর শব্দ যে!

অধ্যাপক

রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেচে। তাই নিজের তৈরি একটা কিছু চুরমার করে দিচ্চে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্চে কতকগুলো বড় বড় থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

অনেকদিন কেবলি সংগ্রহ করতে করতে হঠাৎ সংগ্রহ নেশার উল্টো ধাক্কাটা ওকে লেগেছে। অসাধারণ একটা লোকসান করবার জন্যে ও যেন হন্যে হয়ে উঠচে। আমাদের ঐ পাহাড়তলা সমস্তটা জুড়ে জান ত সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে ওতে জমা হত— মনে হত কিছুতে ও বিচলিত হবে না। হঠাৎ একদিন ওর বাঁ দিকের মস্ত পাথরের দেয়ালটা কাৎ হয়ে পড়ল আর সমস্ত জল পাগলের অট্টহাসির মত বেরিয়ে চলে গেল। এতদিনের সঞ্চয়কে একদিনেই আত্মঘাতী আনন্দে শূন্য করে দিলে। ইদানীং রাজাকে দেখে মনে হচ্চে ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লাগ্‌চে। তার তলা ভিতরে ভিতরে

৫

৪ [দৃশ্যান্তর চিহ্ন]

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ

পুরাণবাগীশ

ভিতরে কি প্রলয় কাণ্ড হচ্চে বল ত। ভয়ঙ্কর শব্দ যে!

অধ্যাপক

রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেচে। তাই নিজের তৈরি একটা কিছু চুরমার করে দিচ্চে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্চে বড় বড় থাম সব হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

অনেকদিন সংগ্রহ করতে করতে হঠাৎ সংগ্রহ নেশার উল্টো ধাক্কাটা ওকে লেগেচে। নিজের লোকসান করবার জন্যে ও যেন হন্যে হয়ে উঠেচে। আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে ওতে জমা হত। হঠাৎ একদিন তার বাঁদিকের মস্ত পাথরের দেয়ালটা কাৎ হয়ে পড়ল, আর সমস্ত জমা জল পাগলের অট্টহাসির মত খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। এতদিনের সঞ্চয়কে একদিনেই আত্মঘাতী আনন্দে শূন্য করে দিলে। ইদানীং রাজাকে দেখে মনে হচ্চে ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে— তলাটা ভিতরে ভিতরে

৬

সর্দ্দার ॥ না তুমি যাও, আমি এখানে নন্দিনীকে ঠেকিয়ে রাখচি।

সকলের প্রস্থান

এখানে উল্লেখযোগ্য, সর্দার-মোড়ল-ছোট সর্দার শীর্ষক অংশ (৯৬০ পঙ্‌ক্তি থেকে ১০১১ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত পাঠ) ষষ্ঠ খসড়ায় সংযোজিত হয়েছে, এই অংশ পূর্ববর্তী খসড়াগুলিতে ছিল না।

"সর্দ্দার ॥ না তুমি ... রাখচি।"-র পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ।

(i) অনেকদিন সংগ্রহ > চিরকাল সংগ্রহ

৭

পূর্বানুগ।

(i) চিরকাল সংগ্রহ করতে করতে আজ হঠাৎ সংগ্রহ নেশার উল্টো ধাক্কাটা ওকে লেগেচে। নিজের লোকসান করবার জন্যে ... > সংগ্রহ করতে করতে বিরক্ত হয়ে নিজের লোকসান করবার জন্যে ...

(ii) যেন হন্যে > যেন হঠাৎ হন্যে

৮

সর্দ্দার

না, তুমি যাও, আমি এখানে নন্দিনীকে ঠেকিয়ে রাখচি।

(সকলের প্রস্থান)

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কি প্রলয় কাণ্ড হচ্চে বল ত! ভয়ঙ্কর শব্দ যে!

অধ্যাপক

রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেচে, তাই নিজের তৈরি একটা কিছু চুরমার করে দিচ্চে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্চে বড় বড় থাম সব হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

সংগ্রহ করতে করতে বিরক্ত হয়ে শেষে নিজের লোকসান করবার জন্যে ও যেন হন্যে হয়ে উঠেচে। আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ-দিকের পাথরের দেয়ালটা কাৎ হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মত খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্চে ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেচে, তলাটা ভিতরে ভিতরে

৯

সর্দ্দার

কিছু ভাবতে হবে না। চল আমি নিজে যাচ্চি (প্রস্থান)

(অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ)

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কি প্রলয় কাণ্ড হচ্চে বল ত? ভয়ঙ্কর শব্দ যে।

অধ্যাপক

রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেচে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্চে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্চে বড় বড় থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

সংগ্রহ করতে করতে বিরক্ত হয়ে নিজের লোকসান করবার জন্যে ও যেন হন্যে হয়ে উঠেচে। আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হ'ত। একদিন তার বাঁদিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মত খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্চে ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেচে, তলাটা ভিতরে ভিতরে

১০

অপরিবর্তিত।

(i) "সংগ্রহ করতে করতে বিরক্ত হয়ে নিজের লোকসান করবার জন্যে ও যেন হন্যে হয়ে উঠেচে।" — বর্তমান খসড়ায় বর্জিত।

ক্ষয়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ

বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে ?

অধ্যাপক

জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে; এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর-একটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায় ?' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক; আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠ-কাটা চলুক।

পঙ্‌ক্তি ১০২১-১০৩০ ১

আমাকে কেন এনেচ, কি করতে হবে, বুঝিয়ে দাও।

জগতে যা-কিছু জানব্যর আছে সমস্তই ও জান্‌তে চায়। বস্তুতত্ত্ব নিয়ে আমার যতটা বিদ্যা ছিল প্রায় শেষ হয়ে এল।

তুমি ত জান, আমি কেবল পুরাণ আলোচনা করেচি।

তা বেশ, এখন কিছুদিন তোমার ঐ পুরাণ কথা নিয়েই চলুক।

তুমি এখানে আছ কি সুখে।

পুঁথি পত্র যা চাই তাই পাই। বিদ্যার মধ্যে ক্রমাগতই তলিয়ে চলেচি আর কিছুই জানিনে। সুখের কথা কি বল্‌চ ? সুখ চাইওনি।

তবে ?

নেশা। জানার পরে জানা, তারপরে জানা, নেশার অন্ত নেই। কেবলি নতুন জানার ঢোঁক গিল্‌তে গিল্‌তে অন্য যা কিছু সব ভুলেই গেচি।

[ও']কেও সেই নেশা জোগাচ্ছ ?

এতদিন ত তাই চলছিল। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বল্‌তে সুরু করেচে "কিছুই কোথাও পৌঁচচ্চে না।" আমি ওকে বলি, নেশা কি কোথাও পৌঁছয় ? শুধু এগোয়।

কেন, হঠাৎ কি [হল] ?

ও বলে, "বস্তুর কথা ঢের শুনেচি, আর ভাল লাগে না।

কথাটা ঠিক বটে আমরা বিদ্যার অন্তঃপুরে সিঁধ কাট্‌চি— একটা দেয়াল ফুটো করা সাঙ্গ হতেই পিছনে দেখি আরেকটা দেয়াল।

আশ্চর্য্য! সেদিন ঠিক এই উপমাই ও দিয়েছিল। বাঘের মত মুঠো তুলে আকাশকে ঘুষো বাগিয়ে বল্লে, "সিঁধ কেটে দেয়ালের অন্ত পাব না, ভাঙনের পাটকেল চাপা পড়ে পড়েই মন বুজে যাবে। যে আলোর সাম্‌নে দেয়াল

মিলিয়ে যায় সেই আলোর খবর যে জানে তাকে খুঁজে নিয়ে এস। নইলে যাও, আমার যক্ষপুরীর মজুরদের সঙ্গে সুরঙ্গ খুঁড়তে যাও। তাতেও কিছু কাজ হবে।"

বাবা, এ ত সোজা লোক নয়। শেষকালে কি—

হাঁ দাদা, এখানকার টানটাই হচ্চে ঐ যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার দিকে। বুদ্ধি বিদ্যে মনুষ্যত্ব সবই ঐ দিকে ঝুঁকতে থাকে। সেই শূন্যটা হাঁ করে থাকে বলেই মানুষ এক একবার চম্‌কে ওঠে। বলে ওর উল্টো পথটা কোথায় ? এখানকার কর্ত্তা হঠাৎ এক একদিন পাগলের মত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠে বলে, "প্রাণ পুরুষের নাগাল পেলে হয়।" চোর যেমন রাজভাণ্ডারের তালায় নানান্ চাবী লাগিয়ে পরখ করে, ও তেমনি নানা রকম জানার কুলুপ নিয়ে কেবলি নাড়াচাড়া করচে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবগুলোকে কেটে ফেল্‌লে প্রাণ রহস্য যদি উদ্ধার হত ওর তাতে একটুও বাধ্‌ত না। ও বলে জ্ঞানের তপোবনে দয়ামায়া ভালোবাসা ঢুক্‌লেই তপোভঙ্গ হয়।

তোমাদের মনিবের নাম কি বল্‌লে না ত।

ওকে নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওর নামকরণ এখনো শেষ হয়নি। বলে জগতের কাছ থেকে নাম অর্জ্জন করে' নেব।

তা যেন হ'ল, বয়স ?

ওর মতে জন্মতারিখ ধরে মানুষের বয়স গোণা ছেলেমানুষী। আসল কথা বয়স বাড়চে ভাব্‌তে গেলেই ওর ভয় হয়। জগতের মধ্যে ও কেবল মরাকেই ভয় করে। তারই সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্চে।

ওর বয়স গোণবার হিসেবটা কি ?

ও বলে, "যে-মানুষ প্রথম বলেছিল এই পৃথিবীজয় শেষ হলে জয় করবার জন্যে নতুন একটা পৃথিবী খুঁজ্‌তে বেরব তার সঙ্গে আমার বয়স এক।"

এ যেন সেকন্দর শার মত শোনাচ্চে। তারি ভূত না কি ?

যখন অবাক হয়ে বসে আছি আমার দিকে চষমা তাক্ করে বল্‌লে, "তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুড়ো, বেঁচে আছ কিনা সন্দেহ।" আমি মাথা চুল্‌কে বল্লুম, "অন্তত সেকন্দর শার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হব।" সে বললে, "না, যে উলঙ্গ নিরস্ত্র মানুষ প্রথম গুহা খুঁজে বের করে তার মধ্যে লুকিয়ে বেঁচেছিল তুমি তারই সমবয়সী।"

বুঝেচি, ও পুরাণযুগের মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে।

হাঁ, এক যা'রা ঘেরের মধ্যে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে, আর যারা ঘের ডিঙিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়।

পুঁথির সঙ্গে মিল্‌ল না। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন—

পুঁথি মানবার মানুষ ও নয়। পাঠশালায় পড়বার সময় নানান্ ফিকিরে গুরুর আসন হঠাৎ কাৎ করে দেওয়া ওর প্রধান আমোদ ছিল। সেই খেলা আজো ভোলেনি।

তোমার বর্ণনা শুনে আমার যে খুব উৎসাহ হচ্চে তা নয়। যাহোক ঐ সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা গা-ঢাকা মানুষটিকে তোমরা ত একটা কিছু নাম দিয়েচ ?

দিয়েচি। কিন্তু রোসো, দেখি কেউ শুনচে কিনা। এখানে চারদিকেই চর। —ওকে আমরা বলি মকর।

কেন বল ত?

মকরের মত ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই, একটা চষমা আছে। শুনেচি, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনো খোলে না।

তার কারণ?

ওর চষমায় যে ছায়া পড়ে তার দাগ থাকে। ঘুমের সময় কি দেখা দিয়েছিল জেগে উঠে তা জানতে পায়। চোখ ভুল দেখ্‌তে পারে ব'লে, শুনেচি নিজের চোখ প্রায় বুজেই রাখে, চষমার উপরেই দেখার ভার।

চোখের চেয়ে চষমা ভাল দেখে বল্‌চ?

দাঁতের চেয়ে ঘানিতে যেমন নারকেলের তেল ভাল বেরয়। ঘানি নারকেলের স্বাদ পায় না কিন্তু তেলটা পুরোপুরি বের করে দেয়। চোখ বাদসাধ দিয়ে দেখে, চষমা ষোলো আনা দেখ্‌তে পায়। চোখের পক্ষপাত আছে চষমা নির্ব্বিকার। মকর বলে যেখানে দরদ আসে সেইখানেই ভুল আসে।

তাহলে জগৎটাকে ও জ্যান্ত চোখ দিয়ে দেখেই না!

না, তাই ও কেবল হিসাব দেখে, ছবি দেখে না।

ঐ যে চরের কথা বল্‌লে সে বুঝি ওর কানের চষমা! তার শোনাও জ্যান্ত শোনা নয়, তার মধ্যে কোনো দরদ নেই, শুধু খবর আছে।

এ জায়গাটা সন্দেহের শনিগ্রহ বল্লেই হয়। আমরাও দিনরাত্রি সন্দেহ করচি ওরাও তাই। শ্রদ্ধার চোখে ভুল দেখবার আশঙ্কা আছে, সন্দেহের চোখে দেখাই সত্য দেখার উপায় এখানকার এই বিশ্বাস।

তাহলে এখন থেকে আমাকে এরা সন্দেহের চোখে যাচাই করবে?

প্রতি মুহূর্ত্তেই। হরিনামের ঝুলি নিয়ে বেড়াও, ঝুলিটার ভিতরে সন্দেহ সেঁধিয়ে কিল্‌বিল্‌ করতে থাক্‌বে। মাথা হেঁট [করে'] ওদের পায়ে হাত দিতে যাও, সন্দেহ ছ্যাঁক করে উঠে বল্‌বে, জুতোচুরির মৎলব! ওরা চরের উপর দৃষ্টি রাখার জন্যে চর লাগায়। ওরা নিজে মিথ্যে বলে তোমাকে ভোলাতে, তুমি যা বল তা বিশ্বাস করে না।

এ কেমনতর ব্যাপার হে বস্তুবাগীশ?

এরা ত তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে চায় না, তোমাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই দামে ঠক্‌তে ভায় পায়, কেবলি ঠংঠং করে বাজিয়ে দেখে।

দাদা, তুমি এতদিন এখানে টিঁকে আছ কেমন করে?

একেবারে শুকিয়ে গেছি বলেই টিঁকে আছি। তোমারো একদিন যখন সব রস মারা যাবে তখন আমারি মত মজ্‌বুৎ হয়ে উঠ্‌বে।

২

পুরাণ

সর্ব্বনাশ, এ কোন্‌ জায়গায় তুমি আমাকে আন্‌লে বল দেখি? আর কি কর্ত্তেই বা আন্‌লে?

৪ [দৃশ্যান্তর-চিহ্ন]

পুরাণবাগীশ

আমাকে কেন এনেচ, কি করতে হবে, বুঝিয়ে দাও।

অধ্যাপক

জগতে যা কিছু জানবার আছে সমস্তই ও জানতে চায়। বস্তুতত্ত্ব নিয়ে আমার বিদ্যে যতটুকু ছিল প্রায় শেষ হয়ে এল।

পুরাণবাগীশ

তুমি ত জান আমি কেবল পুরাণ আলোচনা করে এসেচি।

অধ্যাপক

তা বেশ ত, এখন কিছুদিন তোমার ঐ পুরাণ কথা নিয়েই চলুক।

পুরাণবাগীশ

তুমি এখানে আছ কি সুখে?

অধ্যাপক

পুঁথিপত্র যা চাই তাই পাই। বিদ্যের মধ্যে তলিয়েই চলেচি। সুখের কথা বল্‌চ, সে কথা মনেও নেই।

পুরাণবাগীশ

তবে?

অধ্যাপক

নেশা। জানার পর জানা, তার পরে জানা, নেশার অন্ত নেই।

পুরাণবাগীশ

ওকেও সেই নেশা জোগাচ্চ?

অধ্যাপক

এতদিন ত তাই চল্‌ছিল কিছুদিন থেকে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বল্‌তে সুরু করেচে, "কিছুই কোথাও পৌঁচচ্চে না।" আমি ওকে বলি, "নেশা কি কোথাও পৌঁছয়, শুধু এগোয়।"

পুরাণবাগীশ

হঠাৎ কেন এমন হল?

অধ্যাপক

ও বলে, "বস্তুবিদ্যার অন্দরমহলে সিঁধ কাট্‌চ ;— একটা দেয়াল ফুটো করা যেই সাঙ্গ হয় আরেকটা দেয়াল বেরিয়ে পড়ে। দেখাও, কোন্‌খানে আছে প্রাণপুরুষ।" হাঁপিয়ে উঠে বলে, "তাকে ছিনিয়ে আন্‌তে চাই।"

পুরাণবাগীশ

বাস্‌রে। এ মানুষটা যে বিদ্যের গাঁঠকাটা! যদি সাধ্য থাক্‌ত তাহলে বিশ্বের কৌটো সাতখানা করে ভেঙে তার ভিতরকার তত্ত্বরত্নটি নিজের থলির মধ্যে ভর্তি করত।

অধ্যাপক

চোর যেমন রাজভাণ্ডারের তালায় নানান্‌ চাবী লাগিয়ে পরখ করে, ও তেম্‌নি জ্ঞানের নানা কুলুপ নিয়ে কেবলি নাড়াচাড়া করচে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবগুলো কেটেকুটে প্রাণরহস্য যদি উদ্ধার হত ওর তাতে

বাধত না। ও বলে জ্ঞানের তপোবনে দয়ামায়া ভালোবাসা ঢুক্‌লেই তপোভঙ্গ হয়।

৩

ক্ষয়ে এসেচে।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের রাজা কি নিজেকে নিজে সামলাতে পারে না?

অধ্যাপক

আরে ও কি আমাদের মত মানুষ? ও যেন মানুষের ঝড়, মানুষের বন্যা। ওর ভিতর দিয়ে সমস্ত যুগের ধাক্কা লোকালয়ের উপর এসে পড়ে। —ঐ দেখ অগ্নিকাণ্ড বাধাল বুঝি! কোন্ বোঝাটার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে কে জানে! জানলার ভিতর দিয়ে আভা আস্‌চে। ইস্ এ যে নীল আগুন!

পুরাণবাগীশ

এ কোন্ জায়গায় আমাকে আন্‌লে বল ত, অধ্যাপক, আর কি করতেই বা আন্‌লে!

অধ্যাপক

জগতে যা কিছু জানবার আছে সমস্তই ও জানার দ্বারা আত্মসাৎ করতে চায়। বস্তুতত্ত্ব নিয়ে আমার যতটুকু বিদ্যে ছিল প্রায় ত শেষ হয়ে এল!

পুরাণবাগীশ

আমি ত, দাদা, বস্তুর ধার ধারি নে, পুরাণ আলোচনা করে আসচি।

অধ্যাপক

বেশ ত কিছুদিন পুরাণ কথাই চলুক।

পুরাণবাগীশ

তুমি এখানে আছ কি সুখে?

অধ্যাপক

পুঁথিপত্র যা চাই তাই পাই। বিদ্যের মধ্যে কেবলই তলিয়ে চলেচি। সুখের কথা মনেও নেই।

পুরাণবাগীশ

তবে?

অধ্যাপক

নেশা। জানার পর জানা, তারপর জানা, নেশার অন্ত নেই।

পুরাণবাগীশ

ওকেও সেই নেশা জুগিয়ে চলেচ?

অধ্যাপক

এতদিন ত তাই চলছিল। কিছুদিন থেকে ওর বৃষের মত কাঁধটা নাড়া দিয়ে বলে' বলে' উঠ্‌চে, "কিছুই কোথাও পৌঁচচ্ছে না।" আমি ওকে বলি, "নেশা কি কোথাও পৌঁছয়, শুধু এগোয়।"

পুরাণবাগীশ

হঠাৎ এমন কেন হল?

অধ্যাপক

ও বলে "বস্তুবিদ্যার অন্দরমহলে সিঁধ কাটচ। একটা দেয়াল ফুটো হতেই আরেকটা দেয়াল বেরিয়ে পড়ে। দেখাও কোন্‌খানে আছে প্রাণ পুরুষ!" হাঁপিয়ে উঠে বলে, "তাকে ছিনিয়ে আন্‌তে চাই।"

পুরাণবাগীশ

এ মানুষটা যে বিদ্যের গাঁঠকাটা! সাধ্য থাক্‌লে তত্ত্বরত্নটি বের করে নিজের থলি ভরতি করবার জন্যে বিশ্বের কৌটোখানা ও ভেঙে ফেলতে পারত।

অধ্যাপক

চোর যেমন রাজভাণ্ডারের তালায় নানান্‌ চাবী পরখ করে ও তেমনি জ্ঞানের নানা কুলুপ নিয়ে কেবলি নাড়াচাড়া করচে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটেও যদি প্রাণ রহস্য উদ্ধার হত ওর তাতে বাধত না। ও বলে জ্ঞানের তপোবনে দয়ামায়া ভালোবাসা ঢুকলেই তপোভঙ্গ হয়।

৫

ক্ষয়ে' এসেচে।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের রাজা কি নিজের বেগ নিজে সাম্‌লাতে পারে না?

অধ্যাপক

আরে ও কি আমাদের মত মানুষ? ও যেন মানুষের ঝড়। ওর ভিতর দিয়ে সমস্ত যুগের ধাক্কা অন্ধবেগে লোকালয়ের উপর এসে পড়ে!

পুরাণবাগীশ

এ কোন্‌ জায়গায় আমাকে আন্‌লে বলত? আর কি করতেই বা আন্‌লে?

অধ্যাপক

জগতে যা কিছু জানবার আছে সমস্তই ও জানার দ্বারা আত্মসাৎ করতে চায়। বস্তুতত্ত্ব নিয়ে আমার যতটা বিদ্যে ছিল প্রায় ত শেষ হয়ে এল। তাই তোমাকে এনেচি, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ আলোচনায় লাগিয়ে রাখ।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আরে ও কি আমাদের মত মানুষ? ও যেন মানুষের ঝড়।
> আরে ও কি আমাদের মত মানুষ! ও যেন মানুষের বন্যা, মানুষের ঝড়।

৮

ক্ষয়ে এসেচে।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের রাজা কি নিজের বেগ নিজে সামলাতে পারে না?

অধ্যাপক

আরে ও কি সাধারণ মানুষ? ও যেন মানুষের বন্যা, মানুষের ঝড়। ওর ভিতর দিয়ে সমস্ত যুগের চঞ্চলতা লোকালয়ের উপর এসে পড়ে।

পুরাণবাগীশ

এ কোন্ জায়গায় আমাকে আন্‌লে বল ত ? আর কি করতেই বা আন্‌লে ?

অধ্যাপক

জগতে যা কিছু জানবার আছে সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। বস্তুতত্ত্ব নিয়ে আমার বিদ্যা প্রায় ওকে উজাড় করে দিয়েচি— ও রেগে উঠে বল্‌চে, "বস্তুর দুর্গে প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায় ?" আমাকে বলে "তোমার বিদ্যে ত সিঁধ কাটি দিয়ে কেবল একটা দেয়াল ভেঙে আরেকটা দেয়াল বের করচে।" ভাব্‌লেম এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক, আমার থলে ত ঝাড়া হয়ে গেছে এখন তোমার পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক্।

৯

ক্ষয়ে এসেচে।

পুরাণবাগীশ

রাজা কি নিজের বেগ নিজে সামলাতে পারে না ?

অধ্যাপক

আরে, ও কি অসাধারণ [সাধারণ] মানুষ ? ও যেন মানুষের ঝড়, মানুষের বন্যা। মহাকালের তাণ্ডব লীলা ওরি মধ্যে দিয়ে লোকালয়ে প্রকাশ পায়।

পুরাণবাগীশ

বাসরে, এ কোন জায়গায় আমাকে আন্‌লে, আর কি করতেই বা আনলে ?

অধ্যাপক

জগতে যা-কিছু জানবার আছে সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ব বিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েচে। এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বল্‌চে, "তোমার বিদ্যে ত সিঁধ কাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করচে। কিন্তু প্রাণ পুরুষের অন্দরমহল কোথায় ?" ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক— আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেচে এখন পুরাবৃত্তের গাঁটকাটা চলুক।

১০

ক্ষয়ে এসেচে।

পুরাণবাগীশ

বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কি করতেই বা আন্‌লে ?

অধ্যাপক

জগতে যা-কিছু জানবার আছে সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েচে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে' বল্‌চে, "তোমার বিদ্যে ত সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করচে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায় ?" ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক— আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেচে এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক।

ঐ দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে— কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে— সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চার দিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুর-বাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখির মতো হুশ্ ক'রে উড়ে পালায়।

পঙ্‌ক্তি ১০৩১-১০৪০ ২

ঐ দেখতে পাচ্ছ কে যাচ্চে?

পুরাণবাগীশ

ঐ ত একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড় পরা।

অধ্যাপক

ঐ আমাদের [খঞ্জনী] নন্দিন্। এই যক্ষপুরীতে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, সুরঙ্গ খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, সমস্তই বেশ মিল খেয়ে গেছে কিন্তু ও যে আছে একেবারে বেখাপ। বেসুরের সঙ্গে বেসুর মানায় কেউ টের পায় না— চেঁচামেচিতে মাতামাতি বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সুরবাঁধা তম্বুরাটি আনলেই খুব মাতব্বর গোলমালগুলোরও ভিতর থেমে যাবার তাগিদ আসে।

পুরাণবাগীশ

ও বুঝি তোমাদের সেই সুরবাঁধা তম্বুরা?

অধ্যাপক

হাঁগো, এক একদিন কেবল ওর চলার হাওয়াতেই বস্তুতত্ত্বচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্ করে উড়ে পালায়, সন্ধান পাইনে।

৩

ঐ দেখ্‌তে পাচ্চ কে যাচ্চে?

পুরাণবাগীশ

ঐ ত একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড়পরা।

অধ্যাপক

ঐ আমাদের নন্দিন্। এই যক্ষপুরীতে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, সুরঙ্গ খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, সমস্তই বেশ মিল খেয়ে গেছে, কিন্তু ও যে আছে একেবারে বেখাপ। বেসুরের সঙ্গে বেসুর মানায়, তাতে চেঁচামেচির মাতামাতি বরং বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সুরবাঁধা তম্বুরাটি আন্‌লে খুব মাতব্বর গোলমালের ভিতরও থেমে যাবার তাগিদ আসে।

পুরাণবাগীশ

ও বুঝি তোমাদের সেই তম্বুরা।

অধ্যাপক

হাঁ, এক একদিন কেবল ওর চলার হাওয়াতেই বস্তুতত্ত্বচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনোপাখীর মত হুস্ করে উড়ে পালায়, সন্ধান পাইনে।

৫

পুরাণবাগীশ

তুমি এখানে আছ কি সুখে?

অধ্যাপক

পুঁথিপত্র যা চাই তাই পাই। বিদ্যের মধ্যে তলিয়ে চলেচি, সুখের কথা মনেও নেই।

পুরাণবাগীশ

তবে?

অধ্যাপক

নেশা। জানার পর জানা, তার পরে জানা, নেশার অন্ত নেই।

পুরাণবাগীশ

ওকেও সেই নেশা জুগিয়ে চলেচ?

অধ্যাপক

এতদিন তাই চলছিল। কিছুদিন থেকে ওর বৃষের মত কাঁধটা নাড়া দিয়ে গর্জ্জন করে উঠ্‌চে, "কিছুই কোথাও পৌচচ্চে না।" আমি ওকে বলি, "নেশা কি কোথাও পৌঁছয়? শুধু এগোয়।"

পুরাণবাগীশ

হঠাৎ এমন কেন হল?

অধ্যাপক

ও বলে, "তোমরা বস্তুবিদ্যার অন্দরমহলে সিঁধ কাট্‌চে[!]। একটা দেয়াল ফুটো হতেই আরেকটা দেয়াল বেরিয়ে পড়চে। দেখাও, কোন্‌খানে আছে প্রাণপুরুষ!" হাঁপিয়ে উঠে বলে, "তাকে ছিনিয়ে আন্‌তে চাই।"

পুরাণবাগীশ

মানুষটা যে দেখচি বিদ্যের গাঁঠকাটা। সাধ্য থাকলে তত্ত্বরত্নটি বের করে নেবার জন্যে বিশ্বের কৌটোখানা ও ভেঙে ফেলতে পারত।

অধ্যাপক

ঐ দেখ্‌তে পাচ্চ কে যাচ্চে?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড় পরা।

অধ্যাপক

ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরীতে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, সুরঙ্গ খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে —সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। হাটের চেঁচামেচির মধ্যে সুরবাঁধা তম্বুরা।

৬

পূর্বানুগ।

(i) হঠাৎ এমন কেন হল? > হঠাৎ কেন এমন হল?

(ii) হাটের চেঁচামেচির মধ্যে সুরবাঁধা তম্বুরা। > হাটের বিষম চেঁচামেচি, তার মধ্যে একটি সুরবাঁধা তম্বুরা।

৭

পূর্বানুগ।

(i) সুরঙ্গ খোদাইকর আছে, > খোদাইকর আছে,

(ii) 'জল্লাদ আছে', এর পরে বর্তমান খসড়ায়, 'মুর্দ্দফরাস আছে' সংযোজিত হয়েছে।

(iii) ষষ্ঠ খসড়ার 'হাটের বিষম চেঁচামেচি, তার মধ্যে একটি সুরবাঁধা তম্বুরা, > হাটের চেঁচামেচি, তার মধ্যে সুরবাঁধা তম্বুরা।

এখানে লক্ষণীয়, পুরাণবাগীশের সংলাপ 'তুমি এখানে আছ কি সুখে।' থেকে 'ভেঙে ফেলতে পারত।' পর্যন্ত অংশ কবি সম্ভবত বর্জনের অভিপ্রায়ে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন।

৮

ঐ দেখ্‌তে পাচ্চ, কে যাচ্চে?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড় পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণ-ভরা খুসিখানা ও নিজের গায়ে টেনে নিয়েচে, ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দ্দফরাস আছে— সব বেশ মিশ খেয়ে গেচে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ— হাটের চেঁচামেচি, তার মধ্যে সুরবাঁধা তম্বুরা।

পুরাণবাগীশ

হট্টগোলকে ও ত সুরে টানতে পারে না, কেবল আনমনা করে দেয় বুঝি।

অধ্যাপক

এক একদিন ওর চলার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্ করে উড়ে পালায়।

৯

ঐ দেখতে পাচ্চ, কে যাচ্চে?

পুরাণবাগীশ

একটী মেয়ে ধানী রঙের কাপড় পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণভরা খুসিখানা ও নিজের সর্ব্বাঙ্গে টেনে নিয়েচে ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দ্দফরাস আছে। সব বেশ মিশ্ খেয়ে গেচে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হ'ল সুরবাঁধা তম্বুরা।

পুরাণবাগীশ

বুঝেচি, হট্টগোলকে সুরে টানতে পারে না শুধু কেবল আনমনা করে দেয়।

অধ্যাপক

এক একদিন ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্ করে উড়ে পালায়।

১০

ঐ দেখ্‌তে পাচ্চ, কে যাচ্চে?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে ধানী রঙের কাপড় পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণভরা খুসিখানা নিজের সর্ব্বাঙ্গে টেনে নিয়েচে ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দ্দফরাস আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হ'ল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক একদিন ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্ করে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ

বল কী হে ! তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি ?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

এখন বলো তো তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায় ?

অধ্যাপক

দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ

বল কী হে! এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক

তা নয় তো কী ? ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধ হয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের

পঙ্‌ক্তি ১০৪১-১০৫০ ১

মকরের সঙ্গে দেখা হবে কখন্, আর কোথায় ?

দেখা হওয়া বল্‌তে আমাদের ভাষায় যা বোঝায় তা কখনই হবে না, কোথাও হবে না।

ওর ঘরে কখন্ নিয়ে যাবে ?

ঘরে ? ওর ঘরে যাবার ভরসা রেখো না। ওর ঘরে আমরা কখনো যাইনি।

তবে ?

এই যে দেয়ালের গায়ে দেখচ জাল-দেওয়া কি একটা ব্যাপার ওরই ফাঁকগুলোকে ও দরকারমত বাড়াতে কমাতে পারে। তারই মধ্যে দিয়ে ওর যেদিন যতটুকু দেখাশোনা পছন্দ, সেইটুকু ছেঁকে আদায় করে নেয়, বাকিটা বাইরে পড়ে' থাকে। অনেকখানি অদরকারীর সঙ্গে অল্প অল্প দরকারী মিশিয়ে বিধাতা এই জগৎটা বানিয়েচেন। যারা রয়ে বসে বিশ্বটার স্বাদ নিতে চায় তাদের পক্ষে সেটা ভালোই। যারা সার পদার্থ শুষে নেবে, চুনে নেবে, কেড়ে নেবে, ছিঁড়ে নেবে— তারা কলের ভিতর দিয়ে সব ছিনিয়ে নেয়— সেই কলঘরের আঁস্তাকুড়ে আবর্জ্জিত সংসারের খোসায় খোলায় ছোবড়ায় টুক্‌রোয় ভরে ওঠে।

বুঝলুম এই জালের কাছটাতে দেখা হবে— সে থাক্‌বে ভিতরে আমি থাক্‌ব

বাইরে। তারপরে ?

তারপরে ওর চষমা দুটো যখন মুখের উপর ঝকঝক করে উঠবে তখন ধীরেসুস্থে কথাবার্ত্তা কওয়ার রাস্তাই ভুলে [যাব]। মুটে যেমন তার বস্তা খুলে হুড়মুড় করে' বোঝা খালাস করে দিয়ে চলে যায় তেমনি করে' একদমে সব কথা ঢেলে দিয়ে চলে আস্‌তে হবে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে' এমনি হয়েচে, বন্ধুর সঙ্গেও ছেঁটে কথা বলি, বাজে কথা বলবার ক্ষমতাই চলে গেচে। ওর গোয়ালঘরের গোরু বোধ হয় দুধ দিতে পারেই না একেবারেই মাখন দেয়। ঐ বাজল ঘণ্টা।

২

পুরাণবাগীশ

বল কি হে, তোমারো এমন দশা ঘটে ?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা পালাবার ঝোঁক সাম্‌লানো যায় না। সন্দেহ হয় ঐ নন্দিনকে দেখেই আমাদের মনিব প্রাণতত্ত্বের ঝুঁটি ধরবার জন্যে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেচে।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের মনিবের নাম বললে না ত।

অধ্যাপক

ও বলে ওর নামকরণ এখনো শেষ হয়নি। একদিন জগতের লোকের কাছে ও নাম অর্জ্জন করে নেবে।

পুরাণবাগীশ

তা যেন হ'ল, বয়স ?

অধ্যাপক

ওর মতে, যারা মরবার জন্যে জন্মেচে তারাই জন্মতারিখ ধরে বয়স গোনে।

পুরাণবাগীশ

ওর গোনবার হিসেবটা কি ?

অধ্যাপক

ও বলে, যে মানুষ প্রথম বলেছিল পৃথিবী জয় শেষ হলে জয় করবার জন্যে নতুন পৃথিবী খুঁজ্‌তে বেরব তার সঙ্গে ওর বয়স এক।

পুরাণবাগীশ

লোকটা ত পুরাণ জানে দেখ্‌তে পাচ্চি।

অধ্যাপক

আমাকে বলে, তুমি আমার চেয়ে অনেক বুড়ো— যে নিরস্ত্র উলঙ্গ মানুষ গুহা খুঁজে প্রথম তার মধ্যে লুকিয়ে বেঁচেছিল, তুমি তারই সমবয়সী।

পুরাণবাগীশ

বুঝেচি, পুরাণযুগের মানুষকে ও দুই শ্রেণীতে ভাগ করে।

অধ্যাপক

হাঁ, এক, যারা ঘেরের মধ্যে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে বাঁচে, আর যারা

ঘের ডিঙিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে মারে।

পুরাণবাগীশ

কিন্তু দাদা, এই শ্রেণীবিভাগ ত পুঁথির সঙ্গে ঠিক মিল্‌ল না। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন—

অধ্যাপক

পুঁথি মানবার মানুষ ও নয়। পাঠশালায় পড়বার সময় নানান্ ফিকিরে গুরুর আসন উল্টিয়ে কাৎ করে দেওয়াই ওর প্রধান তামাসা ছিল। সে খেলা আজো ভোলে নি।

পুরাণবাগীশ

তোমার বর্ণনা শুনে আমার বিশেষ উৎসাহ হচ্চে না। যাহোক্ ঐ মানুষটিকে তোমরা ত যা হয় একটা কিছু নাম দিয়েচ।

অধ্যাপক

দিয়েচি। কিন্তু রোসো, দেখি কেউ শুন্‌চে কিনা। এখানে চারদিকেই চর। ওকে আমরা বলি মকর।

পুরাণবাগীশ

কেন বল ত?

অধ্যাপক

মকরের মতই ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই, একটা চষমা আছে। চোখের চেয়ে চষমার উপরেই ওর বেশি বিশ্বাস।

পুরাণবাগীশ

ও কি মনে করে চোখের চেয়ে চষমা ভালো দেখে?

অধ্যাপক

দাঁতের চেয়ে ঘানিতে যেমন নারকেলের তেল ভালো বেরয়। ঘানি নারকেলের স্বাদ, গন্ধ কিছুই পায় না কিন্তু তেলটা পূরোপূরি বের করে দেয়। বাদসাধ দিয়ে দেখে চোখ দুটো, চষমা ষোলো আনা দেখা আদায় করে' নেয়। চোখের পক্ষপাত আছে চষমা নির্ব্বিকার। মকর বলে, যেখানেই দরদ আসে সেখানেই ভুল আসে।

পুরাণবাগীশ

জগৎটাকে ও তাহলে জ্যান্ত চোখ দিয়ে দেখে না।

অধ্যাপক

যদি দেখত তাহলে আমাদের বাপদাদার আমলের অক্ষয় বটটাকে কেটে ফেলে সেখানে ওঁর জাঁতাকল বসাতে পারত না। ও চষমা দিয়ে হিসাব দেখে, চোখ দিয়ে ছবি দেখে না।

পুরাণবাগীশ

তাহলে ঐ যে চরের কথা বল্‌লে সেও বুঝি ওর কানের চষমা? তার শোনাও জ্যান্ত শোনা নয়।

অধ্যাপক

এখানে দেখাশোনার সমস্ত কারবারই সন্দেহের উপর। কেবল যাচাই করে

করে দেখ্‌তেই এদের সমস্ত সময় যায়। তার পরে যাচাই সারা করে গ্রহণ করবার অবকাশ থাকেই না।

পুরাণবাগীশ

এ কেমনতরো ব্যাপার হে?

অধ্যাপক

এরা ত তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে চায় না, ব্যবহার করতে চায়। এদের ভয় পাছে দামে ঠকে, কেবলি ঠংঠং করে' বাজিয়ে দেখে। যাকে বাজায় তার যে বাজে সেটাতে আসে যায় না।

পুরাণবাগীশ

দাদা, তুমি এতদিন টিঁকে আছ কেমন করে?

অধ্যাপক

একেবারে শুকিয়ে গেচি বলেই টিঁকে আছি। তোমারো একদিন সব রস মারা যাবে, আমারি মত মজবুৎ হয়ে উঠ্‌বে।

পুরাণবাগীশ

মকরের সঙ্গে দেখা হবে কখন্, আর কোথায়?

অধ্যাপক

দেখা হওয়া বল্‌তে আমাদের ভাষায় যা বোঝায় তা কখনোই হবে না, কোথাও হবে না।

পুরাণবাগীশ

ঘরে?

অধ্যাপক

কোনোদিন ওর ঘরে যাবার ভরসা রেখো না।

পুরাণবাগীশ

তবে?

অধ্যাপক

এই যে দেয়ালের গায়ে দেখচ জাল-দেওয়া কি একটা ব্যাপার, ওরই ফাঁকগুলোকে ও দরকারমত বাড়াতে কমাতে পারে। ঠিক যতটুকু দেখাশোনা পছন্দ ওর মধ্যে দিয়ে কেবল সেইটুকু আদায় করে' নেয়।

পুরাণবাগীশ

আচ্ছা বুঝলুম ভিতর দিকে সে থাক্‌বে আমি থাকব বাইরে। তারপরে?

অধ্যাপক

তারপরে ধীরে সুস্থে আলাপ নয়। ছাঁট কথাগুলি একদমে বলে ফেলে চলে আস্‌তে হবে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে' এমনি হয়েচে বন্ধুর সঙ্গেও ছেঁটে কথা কই, বাজে কথা বলবার ক্ষমতাই চলে গেছে। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

৩

পুরাণবাগীশ

বল কি হে, তোমারো এমন দশা ঘটে?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা পালাবার ঝোঁক সাম্‌লানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের মনিবের নাম কি, বল্‌লে না ত!

অধ্যাপক

ও বলে ওর নামকরণ এখনো শেষ হয়নি। একদিন জগতের লোকের কাছে নাম অর্জ্জন করে' নেবে।

পুরাণবাগীশ

তা যেন হল? বয়েস?

অধ্যাপক

ও বলে, যে মানুষ প্রথম বলেছিল পৃথিবী জয় শেষ হলে জয় করবার জন্যে নতুন পৃথিবী খুঁজতে বেরব তার সঙ্গে ওর বয়স এক।

পুরাণ

লোকটা ত পুরাণ কিছু কিছু জানে দেখচি।

অধ্যাপক

আমাকে বলে, তুমি আমার চেয়ে অনেক বুড়ো; যে নিরস্ত্র মানুষ গুহা খুঁজে প্রথম তার মধ্যে লুকিয়ে বেঁচেছিল তুমি তারি সমবয়সী।

পুরাণবাগীশ

বুঝেছি, পুরাণ যুগের মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেচে।

অধ্যাপক

হাঁ, এক, যারা ঘেরের মধ্যে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে বাঁচে, আর যারা ঘের ডিঙিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে মারে।

পুরাণবাগীশ

উহুঁ! শ্রেণীবিভাগ ত পুঁথির সঙ্গে মিলল না, দাদা!

অধ্যাপক

পুঁথি মানবার মানুষ ও নয়। পাঠশালায় পড়বার সময় গুরুর আসন হঠাৎ উল্টিয়ে কাৎ করাই ওর প্রধান তামাসা ছিল। আজো সে খেলা ভুলতে পারেনি।

পুরাণবাগীশ

মানুষটিকে তোমরা ত যা হয় একটা নাম দিয়েচ?

অধ্যাপক

দিয়েচি। রোসো, কেউ শুন্‌চে কিনা। এখানে চারদিকেই চর। ওকে আমরা বলি মকর।

পুরাণবাগীশ

কেন বল ত?

অধ্যাপক

মকরের মতই ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই। একটা চষমা আছে।

চোখের চেয়ে চষমার পরেই ওর বেশি বিশ্বাস।

পুরাণবাগীশ

ও কি মনে করে চোখের চেয়ে চষমা ভালো দেখে?

অধ্যাপক

দাঁতের চেয়ে ঘানিতে যেমন নারকেলের তেল ভালো বেরয়। ঘানি নারকেলের স্বাদ গন্ধ কিছুই পায় না, কিন্তু তেলটা পুরোপুরি বের করে দেয়। বাদসাধ দিয়ে দেখে চোখ দুটো, চষমা ষোলো আনা দেখা আদায় করে নেয়। চোখের পক্ষপাত আছে চষমা নির্ব্বিকার। মকর বলে, যেখানেই দরদ আসে সেইখানেই ভুল আসে।

পুরাণবাগীশ

জগৎটাকে ও তাহলে জ্যান্ত চোখ দিয়ে দেখে না।

অধ্যাপক

যদি দেখ্‌ত তাহলে আমাদের বাপদাদার আমলের অক্ষয় বটটাকে কেটে ফেলে সেখানে ওর জাঁতাকল বসাতে পারত না। চষমা দিয়ে ও হিসাব দেখে, চোখ দিয়ে ছবি দেখে না।

পুরাণবাগীশ

তাহলে ঐ যে চরের কথা বল্‌লে সেও বুঝি ওর কানের চষমা? তার শোনাও জ্যান্ত শোনা নয়?

অধ্যাপক

এখানে দেখাশোনার সমস্ত কারবারই সন্দেহের উপর। যাচাই করে করেই সমস্ত সময় যায়, যাচাই সারা করে গ্রহণ করবার অবকাশই পায় না।

পুরাণবাগীশ

এ কেমনতরো ব্যাপার হে? মানুষের সঙ্গে এমন সন্দেহের সম্বন্ধ নিয়ে কি—

অধ্যাপক

এরা ত তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে চায় না, ব্যবহার করতে চায়। এদের ভয়, পাছে দামে ঠকে। কেবলি ঠং ঠং করে বাজিয়ে দেখে। যাকে বাজায় তার যে বাজে সেটাতে আসে যায় না।

পুরাণবাগীশ

দাদা, এতদিন টিঁকে আছ কেমন করে?

অধ্যাপক

একেবারে শুকিয়ে গেছি বলেই টিঁকে আছি। তোমারো একদিন রস সব মারা যাবে, আমারি মত মজবুৎ হয়ে উঠ্‌বে।

পুরাণবাগীশ

মকরের সঙ্গে দেখা হবে কখন, আর কোথায়?

অধ্যাপক

দেখা বল্‌তে যা বোঝায় তা কখনই হবে না, কোথাও হবে না।

পুরাণবাগীশ

ঘরে?

অধ্যাপক

ঘরে ঢোকবার ভরসা রেখো না।

অধ্যাপক

এই যে দেয়ালের গায়ে দেখচ জাল-দেওয়া কি একটা বিচিত্র ব্যাপার, ওরই ফাঁকগুলো দরকার মত ও বাড়াতে কমাতে পারে। ঠিক যতটুকু দেখাশোনা পছন্দ, ওর মধ্যে দিয়ে কেবল ততটুকুই আদায় করে নেয়।

পুরাণবাগীশ

বুঝলুম ও থাক্‌বে জালের ভিতরে আমি বাইরে। তারপরে?

অধ্যাপক

তারপরে রসিয়ে রসিয়ে আলাপ নয়। ছাঁকা কথাগুলি একদমে বলে' চলে আসতে হবে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে বাজে কথা বলবার বিধিদত্ত ক্ষমতাই চলে গেচে। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

তবে?

৫

পুরাণবাগীশ

হট্টগোলকেও আনমনা করে দেয় বুঝি?

অধ্যাপক

এক একদিন ওর চলার হাওয়াতেই আমার বস্তুতত্ত্বচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্ করে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ

বল কি হে? তোমারো এমন দশা ঘটে?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের মনিবের নাম কি বল্‌লে না ত?

অধ্যাপক

ও বলে ওর নামকরণ এখনো শেষ হয়নি। একদিন জগতের লোকের কাছে নাম অর্জ্জন করে নেবে।

পুরাণবাগীশ

কিন্তু তোমরা ত ওকে যাহয় একটা কিছু নাম দিয়েচ।

অধ্যাপক

তা দিয়েচি। রোসো দেখি, কেউ শুন্‌চে কিনা। এখানে চারদিকেই চর। ওকে আমরা বলি মকর।

পুরাণবাগীশ

কেন বল ত?

অধ্যাপক

মকরের মতই ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই। একটা চষমা আছে। চোখের চেয়ে চষমার পরেই বেশি বিশ্বাস।

পুরাণ

ও কি মনে করে চোখের চেয়ে চষমা ভালো দেখে?

অধ্যাপক

দাঁতের চেয়ে ঘানিতে যেমন নারকেল তেল ভালো বেরয়। ঘানি নারকেলের স্বাদ গন্ধ কিছুই পায় না, কিন্তু তেলটা পুরোপুরি বের করে দেয়। বাদসাধ দিয়ে দেখে চোখ দুটো, চষমা ষোলো আনা দেখা আদায় করে নেয়। চোখের পক্ষপাত আছে, চষমা নির্ব্বিকার। মকর বলে যেখানেই দরদ সেইখানেই ভুল।

পুরাণবাগীশ

জগৎটাকে তাহলে ও জ্যান্ত চোখ দিয়ে দেখে না।

অধ্যাপক

যদি দেখ্‌ত তাহলে আমাদের বাপদাদার আমলের অক্ষয়বটটা কেটে ফেলে সেখানে ওর জাঁতাকল বসাতে পারত না। চষমা দিয়ে ও হিসাব দেখে, চোখ দিয়ে ছবি দেখে না।

পুরাণবাগীশ

তাহলে ঐ যে চরের কথা বল্‌লে সে বুঝি ওর কানের চষমা? তার শোনাও জ্যান্ত শোনা নয়।

অধ্যাপক

এখানে দেখাশোনার সমস্ত কারবারই সন্দেহের উপর। যাচাই করে করেই সমস্ত সময় যায়, যাচাই সারা করে' গ্রহণ করবার অবকাশ পায় না।

পুরাণবাগীশ

এ কেমনতর ব্যাপার? মানুষের সঙ্গে এমন সন্দেহের সম্বন্ধ কি—

অধ্যাপক

এরা ত তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে চায় না, ব্যবহার করতে চায়। এদের ভয় পাছে দামে ঠকে। কেবলি ঠং ঠং করে বাজিয়ে দেখে। যাকে বাজায় তাকে যে বাজে সেটাতে আসে যায় না।

পুরাণবাগীশ

দাদা, এতদিন টিঁকে আছ কেমন করে?

অধ্যাপক

একেবারে শুকিয়ে গেছি বলেই টিঁকে আছি। তোমারো একদিন রস সব মারা যাবে, আমারি মত মজবুৎ হয়ে উঠ্‌বে।

পুরাণবাগীশ

মকরের সঙ্গে দেখা হবে কখন? এবং কোথায়?

অধ্যাপক

দেখা বল্‌তে যা বোঝায় তা কখনই হবে না, কোথাও হবে না।

পুরাণবাগীশ

ঘরে ?

অধ্যাপক

সে ভরসা নেই।

পুরাণবাগীশ

তবে ?

অধ্যাপক

ঐ যে দেয়ালের গায়ে জাল-দেওয়া একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখচ ওরি ফাঁকগুলো ও দরকার মত বাড়াতে কমাতে পারে। ঠিক যতটুকু দেখাশোনা পছন্দ ওর মধ্যে দিয়ে কেবল ততটুকুই আদায় করে নেয়।

পুরাণবাগীশ

বুঝলুম, ওর আর আমার মাঝখানে একটা জালের আড়াল থাক্‌বে। তারপরে ?

অধ্যাপক

তারপরে রসিয়ে রসিয়ে আলাপ নয়। ছাঁকা কথাগুলি একদমে বলে' চলে আস্‌তে হবে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে' বাজে কথা বলবার বিধিদত্ত ক্ষমতাই চলে গেছে। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে জিনিষের পরে বিধাতার ত যত্নের ত্রুটি দেখিনে। এমন কি আসল জিনিষের বাহুল্য তিনি সইতেই পারেন না।

৬

পূর্বানুগ। নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি উল্লেখযোগ্য :

(i) হট্টগোলকেও আনমনা > হট্টগোলকে আনমনা

(ii) একটা চষমা আছে > একটা মস্ত চষমা আছে।

(iii) একদমে বলে চলে আস্‌তে হবে। > একদমে শেষ করে দিয়ে চলে আস্‌তে হবে।

(iv) বাজে জিনিষের পরে বিধাতার ত যত্নের ত্রুটি দেখিনে। > আরে, বাজে জিনিষের পরেই ত বিধাতার যত্ন।

(v) এমন কি আসল জিনিষের > আসল জিনিষের

এই পরিবর্তনগুলি ছাড়া, 'পুরাণবাগীশ। তাহলে ঐ যে ... অধ্যাপক। ... আসে যায় না' পর্যন্ত পূর্ববর্তী খসড়ার পাঠ এই খসড়ায় বর্জিত হয়েছে।

৭

পূর্বানুগ।

তবে বর্তমান খসড়ায় বর্জনের অভিপ্রায়ে কবি 'পুরাণবাগীশ। তোমাদের মনিবের নাম ... মজবুৎ হয়ে উঠবে।' পর্যন্ত অংশ চিহ্নিত করেছেন পার্শ্ববর্তী রেখা দিয়ে।

তাছাড়া, অধ্যাপকের সংলাপ 'এক একদিন ওর চলার ... উড়ে পালায়।' —এর সঙ্গে বর্তমান ষষ্ঠ খসড়ার পাঠে নিম্নোক্ত পাঠ সংযোজিত হয়েছে : 'মনে হয় বিধাতা যা বলতে চেয়েছিলেন ওরি মধ্যে তার ভাষা আছে, পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়ে ইচ্ছে করে ঐ ভাষাটা বুঝে নিই।'

৮

পুরাণবাগীশ

বল কি হে তোমারো এমন দশা ঘটে?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা পালাবার ঝোঁক সাম্‌লানো যায় না। ওকে দেখে আমার মনে হয় কোনো কিছু জানার মধ্যে শেষ কথা নেই, ওর মুখখানির মধ্যে একটি শেষ কথা আছে।

পুরাণবাগীশ

আরে থামো, থামো। তুমি আমার মনকে সুদ্ধ উতলা করবে দেখচি। এখন বল ত তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

অধ্যাপক

দেখা বল্‌তে যা বোঝায় তা কোথাও হবে না। ঐ জালটার পিছন থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ চলবে। আমরা সহজভাবে দেখি শুনি, ও ঐ জালের ভিতর দিয়ে দেখাশুনো দরকারমত আদায় করে নেয়।

পুরাণবাগীশ

বুঝেচি, আমি-মানুষটাকে বাদ দিয়ে দেখাশোনাটা আদায় করে নেয়। তা আলাপটা হবে কি রকম?

অধ্যাপক

রসিয়ে রসিয়ে নয়। ছাঁকা কথার বেশি চল্‌বে না। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে' বাজে কথা বলবার বিধিদত্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলচি। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে জিনিষ বাদ দিয়ে আসল জিনিষ আদায় করে নেওয়াই ত পণ্ডিতের

৯

পুরাণবাগীশ

বল কি হে, তোমারো পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে না কি?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না। কোনো-কিছু জানার মধ্যেই শেষ কথা নেই, ওর মুখের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার শেষ কথাটি লেখা আছে।

পুরাণবাগীশ

আরে থামো, থামো, তুমি আমার মনকে সুদ্ধ উতলা করবে দেখচি। এখন বলত তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

অধ্যাপক

দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে। অর্থাৎ তোমাকে বাদ দিয়ে তোমার যে কথাটুকু বাকি থাকে সেটুকু সে আদায় করে নেবে।

পুরাণবাগীশ

বল কি হে? এই জালের আড়াল থেকে আলাপ হবে?

অধ্যাপক

তা নয় ত কি? ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরণের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই ত পণ্ডিতের

১০

পুরাণবাগীশ

বল কি হে, তোমারো পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে না কি?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

এখন বল ত তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

অধ্যাপক

দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ

বল কি হে? এই জালের আড়াল থেকে?

অধ্যাপক

তা নয় ত কি? ঘোমটার আড়াল থেকে যে রকম রসালাপ হতে পারে সে ধরণের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই ত পণ্ডিতের

অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ

আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী রঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে?

অধ্যাপক

সত্যি কথা বলব? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ

বল কী হে!

অধ্যাপক

তুমি জানো না— ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট

পঙ্‌ক্তি ১০৫১-১০৬০ ১

সে আসচে। এই জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াও।

এই জানলার ধারে বাইরের সঙ্গে আজকের মত এই শেষ দেখাশোনা; তারপরে এটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।

কিসের জন্যে?

এখন থেকে সমস্ত দিন ও থাক্‌বে ওর গোপন পরীক্ষাশালায়। সেখানকার খবর ও কাউকে জানতে দেয় না। ঐ দেখ ওর ছায়া পড়েচে। এইবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

আজ কাকে এনেচ?

ইনি। পুরাণবাগীশ।

পুরাণ? পুরাণ বলে কিছু আছে না কি?

মহারাজ, পুরাতন কালে যে সব—

কালের কোন্ অংশ পুরাতন? যে কাল নিরবচ্ছিন্ন তুমি পণ্ডিত তাকে নূতন পুরাতনে ভাগ করবে? আমার মাথার উপরে ভাঙা তারিখের ভাঙা কাহিনীর শিলবৃষ্টি করতে এসেচ?

আমার কাছ থেকে মহারাজ কি চান বলুন।

আমি খুঁজচি, যে পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই নূতন হয়ে উঠ্‌চে। তুমি তার রহস্য জান?

আমাদের পুঁথিতে তার কথা লেখে না।

বস্তুবাগীশ, তুমি এইসব শুক্‌নো পণ্ডিতকে আমার কাছে কেন নিয়ে আস ? জাননা, আমি নবীনকে চাই। এরা যে বিদ্যার মধ্যেও জরা প্রবেশ করিয়ে দিলে! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এ'কে।

হৃৎকম্প ধরিয়ে দিয়েচে। এখন বেরব কোন্ পথ দিয়ে শীঘ্র বলে দাও!

যাকে এদের দরকার নেই বেরবার পথ তাকে নিজে খুঁজতে হয় না। ঐ যে সর্দ্দার আস্‌চে— ঐ ব্যক্তি এখানকার আগম নির্গম দুই পথই জানে।

৫

অধ্যাপক

আসল পদার্থটা হল আঁঠি, বাজে পদার্থ হল তার চারদিকের শাঁস। বিধাতা শ্রদ্ধা করেন আঁঠিকে, ভালোবাসেন শাঁসকে। সংসারের বাজে বিভাগের মধ্যেই রস, শোভা, আরাম, আরোগ্য। এখানকার হিসাবীরা হাড়পাকা দরকারের লোভে সেই দরদ-ভরা অদরকারকে ছারখার করে ফেলে। একদিন সমস্ত পৃথিবীটা যক্ষপুরীর প্রকাণ্ড আঁস্তাকুড় হয়ে উঠ্‌বে পড়ে থাক্‌বে আবর্জ্জিত সংসারের খোসা, খোলা, ছোব্‌ড়া।

পুরাণবাগীশ

বাস্‌রে!

অধ্যাপক

যারা বলে লাভ করব, তারা ধ্বংশ করে। একদিন লোভী মানুষ সমস্ত পৃথিবীটাকে উচ্ছিষ্ট করে দিয়ে নিজেরা তার মধ্যে মরে' পড়ে' থাকবে।

পুরাণবাগীশ

দাদা, ভয় হচ্চে, আমাকে এদের কোনো দরকার হবে না।

অধ্যাপক

তাহলে তোমার কপালে সুরঙ্গ খোদাই আছে।

পুরাণবাগীশ

সর্ব্বনাশ! বল কি!

অধ্যাপক

এখানে যক্ষপুরীর ঐ সুরঙ্গটা দিনরাত হাঁ করে আছে। সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি মনুষ্যত্বকে ক্রমাগতই সোনার রসাতলে টান্‌চে।

৬

পূর্বানুগ।

(i) বাজে বিভাগের মধ্যেই রস, > বাজে বিভাগেই

(ii) এখানকার হিসাবীরা হাড়পাকা দরকারের > হিসাবীরা দরকারের

এছাড়া, 'পুরাণবাগীশ। দাদা, ভয় হচ্চে ... রসাতলে টান্‌চে।' পর্যন্ত অংশ এই খসড়ায় বর্জিত হয়েছে।

৭

পূর্বানুগ।

(i) 'আসল পদার্থটা হল আঁঠি, বাজে পদার্থ হল তার চারদিকের শাঁস। বিধাতা শ্রদ্ধা করেন আঁঠিকে, ভালোবাসেন শাঁসকে। > আসল

জিনিষটা হল ফলের আঁঠি, বাজে জিনিষ হ'ল ফলের শাঁস। বিধাতা শ্রদ্ধা করেন আঁঠিকে, ভালোবাসেন শাঁসকে। তাই আঁঠিতে দিয়েচেন সার পদার্থ, শাঁসে দিয়েচেন মধুর পদার্থ।' — অধ্যাপকের সংলাপের বাকী অংশ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

৮

অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু সেটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। আসল জিনিষটা ফলের আঁঠি, বাজে জিনিষটা ফলের শাঁস। বিধাতা সম্মান দেন আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন শাঁসকে। তাই আঁঠিতে দিলেন সার পদার্থ, শাঁসে দিলেন মধুর পদার্থ। হিসাবীরা দরকারের লোভে সেই দরদভরা অদরকারকে ছারখার করে' ফেলে।

পুরাণবাগীশ

ভায়া আজকাল তোমার কথাগুলো বস্তুতত্ত্ব ছাড়িয়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

আমাদের রাজাকে এতদিন ধরে দেখে' এইটুকু বুঝেচি যে, যারা বলে লাভ করবে তারা ধ্বংস করে। একদিন লোভী মানুষ সমস্ত পৃথিবীটাকে উচ্ছিষ্ট করে' দিয়ে নিজকৃত আঁস্তাকুড়ের মধ্যে নিজেরা মরে' পড়ে' থাকবে।

৯

অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি আসল জিনিষ সৃষ্টি করেচেন বাজে জিনিষকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালবাসা দেন ফলের শাঁসকে। তাই আঁঠি হয়েচে কঠিন শাঁস হয়েচে মধুর। হিসাবীরা দরকারের লোভে সেই দরদভরা অদরকারকে ছারখার করে' ফেলে।

পুরাণবাগীশ

আজকাল দেখচি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী রঙের দিকে একটানা ছুটে চলেচে।

অধ্যাপক

এতদিন আমাদের রাজাকে দেখে এইটুকু বুঝেচি যে, যারা বলে লাভ কর্‌ব তারা ধ্বংস করে। একদিন লোভী মানুষ সমস্ত পৃথিবীটাকে উচ্ছিষ্ট করে' দিয়ে নিজকৃত আঁস্তাকুঁড়ের মধ্যেই মরে যাবে।

পুরাণবাগীশ

তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কি করে?

অধ্যাপক

সত্যি কথা বলব? আমি ওকে ভালবাসি।

পুরাণবাগীশ

বল কি হে?

অধ্যাপক

তুমি জান না, ও এত বড় যে, ওর দুরন্তপনা ওকে নষ্ট

অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি আসল জিনিষ সৃষ্টি করেচেন বাজে জিনিষকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের কঠিন আঁঠিকে, ভালবাসা দেন ফলের মধুর শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ

আজকাল দেখচি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী রঙের দিকে একটানা ছুটে চলেচে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কি করে?

অধ্যাপক

সত্যি কথা বলব? আমি ওকে ভালবাসি।

পুরাণবাগীশ

বল কি হে?

অধ্যাপক

তুমি জান না, ও এত বড় যে ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট

করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেছে।

অধ্যাপক

কিরকম?

সর্দার

রাজা বলে, পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ

পুরাণ যদি নেই তা হলে কিছু আছে কী করে? পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে?

সর্দার

রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে: মহাকাল পুরাতনকে পিছনে

পঙ্‌ক্তি ১০৬১-১০৭০ ১

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে আজ এই মানুষটিকে এনেচ বুঝি?

কি করি, সর্দ্দারদা, আজকাল যাকেই আনি কাউকেই পছন্দ হচ্চে না।

কিন্তু কি বুদ্ধি করে তুমি ঐ পুরাণওয়ালাকে আন্‌লে? তাও যদি চেহারাটা একটু রসালো থাক্‌ত। ওকে আমি ফেলি কোথায়?

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের সব এঁটো বিদায় করবার দিন, সেই সঙ্গে ওকেও পার করে দিয়ো— এ'কে তোমাদের জাঁতায় পিষ্‌লে মজুরী পোষাবে না।

সে ত হবার জো নেই, বস্তুবাগীশ, নিয়মে বাধে। এখন বরঞ্চ ওকে সুরঙ্গে চালান করে দিতে পারি— তারপরে—

২

সর্দ্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটাকে এনেছ বুঝি?

অধ্যাপক

কি করি সর্দ্দারদা, আজকাল যাকেই আনি কাউকেই পছন্দ হচ্চে না।

সর্দ্দার

জান ত রাজার আজকালকার খেয়াল? উনি তাজা জিনিষ ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তেই পারেন না। বল্‌তে পার কারণটা কি?

অধ্যাপক

এতদিন ওঁর প্রশ্ন ছিল জিনিষ পদার্থটার অর্থ কি। এখন খুঁজতে লেগেছেন তাজা বল্‌তে কি বোঝায়। বস্তুর মধ্যে অবস্তুকে খোঁজবার ইচ্ছে, ওটা মনের সহজ অবস্থা নয়। ঘোরতর অরুচির লক্ষণ।

সর্দ্দার

এমন অবস্থায় কোন্ বুদ্ধি করে' তুমি এই পুরাণওয়ালাকে ওঁর কাছে আন্‌লে? তাও যদি চেহারাটা রসালো থাক্‌ত। এখন ওকে ফেলি কোথায়?

অধ্যাপক

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের সব এঁটো বিদায় করবার দিন, ঐ ত রাস্তা দিয়ে চলেচে, ওদের সঙ্গে কোনোমতে একেও পার করে দিয়ো। এঁকে তোমাদের জাঁতায় পিষলে মজুরী পোষাবে না।

সর্দ্দার

সে ত হবার জো নেই, নিয়মে বাধে। এখনকার মত বরঞ্চ

৩

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেচ বুঝি।

অধ্যাপক

কি করি সর্দ্দার দা, আজকাল যাকেই আনি কাউকেই পছন্দ হচ্চে না।

সর্দ্দার

উনি যে তাজা জিনিষ ছাড়া আজকাল আর কিছুই সহ্য করতে পারেন না। কারণটা কি বল ত'?

অধ্যাপক

এতদিন ওঁর প্রশ্ন ছিল জিনিষ পদার্থটার অর্থ কি। এখন উঠে পড়ে' খুঁজতে লেগেচেন তাজা বল্‌তে কি বোঝায়। বস্তুর মধ্যে অবস্তু খোঁজবার ইচ্ছে, ওটা মনের সহজ অবস্থা নয়। ঘোরতর অরুচির লক্ষণ।

সর্দ্দার

এমন অবস্থায় কোন্ বুদ্ধি করে পুরাণওয়ালাকে ওঁর কাছে আন্‌লে? তার চেহারাটা যদি রসালো থাকত। এখন ওকে ফেলি কোথায়?

অধ্যাপক

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের সব এঁটো বিদায় করবার দিন। ঐ ত ওদের রাস্তা দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেচ। গোলমালে এঁকেও পার করে দাও না। একে তোমাদের জাঁতায় পিষলে মজুরী পোষাবে না।

সর্দ্দার

জো নেই, নিয়মে বাধে। যার আর কোথাও কোনো গতি নেই তাকে দিয়ে আমরা অনেক কাজ পাই। নারকেলের ছোবড়া দিয়েই আমাদের সব চেয়ে শক্ত রসি তৈরি হয়।

অধ্যাপক

সর্দ্দারজি, কলমধরা হাত, কোদাল ধরলে বাঁচবেই না।

সর্দ্দার

বিনা কোদালে খুঁড়ে বের করবার জিনিষও ঢের আছে। ভয় কি।

৫

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেচ বুঝি? ওঁর বিদ্যের কথাটা শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেচে।

অধ্যাপক

কেন বল ত?

সর্দ্দার

রাজা বলে, পুরাণ বলে কিচ্ছু নেই।

পুরাণবাগীশ

সে কি কথা? পুরাণ যদি নেই তাহলে কিছু আছে কি করে? পিছন যদি না থাকে তাহলে কি সাম্‌নেটা থাক্‌তে পারে?

সর্দ্দার

রাজার মতে, মহাকাল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই নূতনকে প্রকাশ করচে। আর পণ্ডিত সেই কথাটা চাপা দিয়ে বল্‌চে পুরাতনের বোঝা ঘাড়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম বৃদ্ধকাল

৬

পূর্ব্বানুগ।

(i) সে কি কথা? (বর্জ্জিত)

(ii) তাহলে কি সাম্‌নেটা > সামন্‌টা কি

(iii) রাজার মতে > রাজা বলেন

৭

পূর্ব্বানুগ।

(i) বোঝা ঘাড়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম বৃদ্ধকাল এক পা এক পা করে চলচে। > বৃদ্ধ কাল গলদঘর্ম্ম হয়ে চলেচে।

৮

সর্দ্দারের প্রবেশ

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেচ বুঝি? ওঁর বিদ্যের বিবরণটা শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেচে।

অধ্যাপক

কেন বল ত?

সর্দ্দার

রাজা বলে, পুরাণ বলে' কিচ্ছু নেই।

পুরাণবাগীশ

পুরাণ যদি নেই তাহলে কিছু আছে কি করে' ? পিছন যদি না থাকে সাম্‌নেটা কি থাক্‌তে পারে ?

সর্দ্দার

রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করচে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বল্‌তে চায় মহাকাল পুরাতনকে পিঠের

৯

করতে পারে না। .

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটীকে এনেচ বুঝি ? ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেচে।

অধ্যাপক

কি রকম ?

সর্দ্দার

রাজা বলে, পুরাণ বলে' কিচ্ছু নেই।

পুরাণবাগীশ

পুরাণ যদি নেই তাহলে কিছু আছে কি করে ? পিছন যদি না থাকে ত সামনেটা কি থাকতে পারে ?

সর্দ্দার

রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেচে, পণ্ডিত সেই কথাটিকে চাপা দিয়ে বলে মহাকাল পুরাণকে পিছনে

১০

অপরিবর্তিত।

(i) কিচ্ছু নেই। > কিছুই নেই।

(ii) 'পুরাণ বলে' কিচ্ছু নেই।'— এর পরেই নিম্নোদ্‌ধৃত অংশটি সংযোজিত হয়েছে বর্তমান খসড়ায় :

'বর্ত্তমান কালটাই কেবল সীমা বাড়িয়ে চলেচে।'

বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

নন্দিনীর নিবিড়যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না— রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দার! সর্দার! ও কী! ও কারা!

সর্দার

কী গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি! ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে— ঐ-যে বেরিয়ে আসছে

পঙ্‌ক্তি ১০৭১-১০৮০ ১

সর্দ্দার, সর্দ্দার!

কি গো, খঞ্জনী, তোমার কুঁদফুলের মালা ঘরে রেখে এসেচি, অন্ধকার হলে পরব। আমি অনেকখানি অস্পষ্ট হলে তবে ও মালা আমাকে মানাবে।

সর্দ্দার, সত্যি করে বল আমাকে, ঐ যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্চে ওরা কারা? আমি দেখলুম ওরা তোমাদের রাজার ঘরের পিছনদিকের

২

ওকে সুরঙ্গে চালান করে দেওয়া যাক—

অধ্যাপক

সর্দ্দারজি, কোদাল ধরালে ও ত বাঁচবে না।

সর্দ্দার

বিনা কোদালে গর্ত্ত খুঁজে বের করবার জিনিষও অনেক আছে, ভয় কি!

নেপথ্যে

সর্দ্দার, সর্দ্দার! ও কি? ও কারা?

নন্দিনীর প্রবেশ

সর্দ্দার

কি গো [খঞ্জনী] নন্দিনী! তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন রাত হবে। অন্ধকারে যখন অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে উঠব আমাকে ফুলের মালা মানাবে।

নন্দিনী

সর্দ্দার, ঐ দেখ ও কি ভয়ানক দৃশ্য! ঐ যারা প্রহরীদের সঙ্গে চলেচে ওরা কারা— সত্যি করে বল। দেখলুম তোমাদের এই

৩

নেপথ্যে নন্দিনী

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ওকি? ও কারা?

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী! তোমার কুঁদফুলের মালা পরব, যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনা অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে তখন আমাকে ফুলের মালায় মানাবে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখ, সর্দ্দার, কি ভয়ানক দৃশ্য! ঐ যে প্রহরীদের সঙ্গে চলেচে ও কারা? সত্যি বল। দেখলুম তোমাদের এই

৫

এক পা এক পা করে চল্‌চে।

অধ্যাপক

সর্দ্দার, আমাদের রাজা মহাকালের ঝুলি ছিঁড়ে তার নূতনের ভেল্কিটা বাট্‌পাড়ি করে নিতে চায়।

সর্দ্দার

আমরা ত কেউ এর মানেই বুঝতে পারিনে।

অধ্যাপক

এতদিন ওঁর প্রশ্ন ছিল জিনিষ বলে পদার্থটার অর্থ কি। এখন উঠে পড়ে খুঁজ্‌তে লেগেচেন তাজা বল্‌তে কি বোঝায়। বস্তুর মধ্যে অবস্তু খোঁজবার ইচ্ছে, ওটা সহজ মনের অবস্থা নয়। ঘোরতর অরুচির লক্ষণ।

সর্দ্দার

এমন অবস্থায় কোন্ বুদ্ধি করে পুরাণওয়ালাকে ওঁর কাছে আন্‌লে? তাও চেহারাটা যদি রসালো থাক্‌ত। এখন ওকে ফেলি কোথায়?

অধ্যাপক

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের সব এঁটো বিদায় করবার দিন, গোলেমালে এঁকেও পার করে দাও না।

সর্দ্দার

জো নেই, নিয়মে বাধে। যার আর কোথাও কোনো গতি নেই সেই আবর্জ্জনা দিয়ে আমরা অনেক কাজ পাই। নারকেলের ছোবড়া দিয়েই আমাদের শক্ত রসি তৈরি হয়।

অধ্যাপক

সর্দ্দারজি, ওর কলমধরা হাত, কোদাল ধরলে বাঁচবেই না।

সর্দ্দার

বিনা কোদালে খুঁড়ে বের করবার জিনিষও ঢের আছে। ভয় কি?

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ও কি ? ও কারা ?

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনা অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে তখন আমাকে ফুলের মালা মানাবে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখ, সর্দ্দার, কি ভয়ানক দৃশ্য। ঐ যে প্রহরীদের সঙ্গে চলেচে ও কা'রা ? সত্যি বল। দেখ্‌লুম তোমাদের এই

৬

পূর্বানুগ।

(i) সর্দ্দার, আমাদের রাজা ... নিতে চায়। > সর্দ্দার, আমাদের রাজা মহাকাল জাদুকরের ঝুলি ছিঁড়ে নূতনের ভেল্কি কাঠিটা বাট্‌পাড়ি করে নিতে চায়।

(ii) তখন > তখনই।

এছাড়া, 'অধ্যাপক। সর্দ্দারজি, আজ ত ... ভয় কি ?' পর্যন্ত আগের পাঠ বর্তমান খসড়ায় বর্জিত হয়েছে।

৭

পূর্বানুগ।

বর্তমান খসড়ায় এই অংশের পাঠ পূর্ববর্তী খসড়ার সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু এই পাঠ কবি পরে বর্জন করেছেন লাল কালির দাগ দিয়ে। বর্জিত অংশ : "সর্দ্দার, আমাদের রাজা ... ফেলি কোথায় ?"

'নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ' থেকে বাকি অংশ নন্দিনীর সংলাপ 'চেয়ে দেখ, ... তোমাদের এই' পর্যন্ত অবশ্য রক্ষিত আছে।

(i) মালা পরব যখন > মালা পরব, যখন

(ii) ফুলের মালা মানাবে। > ফুলের মালায় মানাবে।

(iii) দেখ্‌লুম তোমাদের এই > দেখলুম তোমাদের ঐ

৮

দিকে বহন করচে।

অধ্যাপক

একদিন ছিল যখন রাজা বস্তু পদার্থের অর্থ খুঁজছিলেন, এখন উঠে পড়ে খুঁজতে লেগেচেন নবীনের তত্ত্বটি কি। বস্তুর মধ্যে অবস্তু খোঁজবার ইচ্ছে সহজ মনের অবস্থা নয়, ঘোরতর অরুচির লক্ষণ। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় তিনি নবীনের মায়ামৃগীকে চকিতে চকিতে দেখ্‌তে পাচ্চেন, ধরতে পারচেন না, রেগে উঠ্‌চেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ও কি ? ও কারা ?

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে তখনই হয়ত আমাকে ফুলের মালায় মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখ সর্দ্দার! কি ভয়ানক দৃশ্য। ঐ যে প্রহরীদের সঙ্গে চলেচে ও কা'রা? সত্যি বল। দেখলুম, তোমাদের রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে সার বেঁধে বেরিয়ে এল।

৯

বয়ে নিয়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

দেখ সর্দ্দার, এতদিন রাজা বস্তু পদার্থের অর্থ খুঁজছিলেন, এখন উঠে পড়ে খুঁজতে লেগেচেন নবীনের তত্ত্বটি কি। বস্তুর মধ্যে অবস্তু খোঁজবার ইচ্ছে সহজ মনের অবস্থা নয়, ঘোরতর অরুচির লক্ষণ। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে তিনি চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্চেন, ধরতে পারচেন না, রেগে উঠ্‌চেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ও কি! ও কারা!

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে তখন হয়ত ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখ ও কি ভয়ানক দৃশ্য? প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেচে নাকি? ঐ কারা চলেচে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ যে বেরিয়ে আস্‌চে

১০

বয়ে নিয়ে যাচ্চে।

অধ্যাপক

নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখ্‌তে পাচ্চেন, ধরতে পারচেন না, রেগে উঠ্‌চেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর। [পাণ্ডুলিপেতে এই সংলাপ বর্জনচিহ্নযুক্ত]

নন্দিনীর দ্রুতপ্রবেশ

নন্দিনী

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ও কি! ও কারা!

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে তখন হয়ত ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখ ও কি ভয়ানক দৃশ্য? প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেচে না কি? ঐ কারা চলেচে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ যে বেরিয়ে আস্‌চে

রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে?

সর্দার

ওদের আমরা বলি 'রাজার এঁটো'।

নন্দিনী

মানে কী?

সর্দার

মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্‌।

নন্দিনী

কিন্তু এ-সব কী চেহারা! ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাংস-মজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!

সর্দার

হয়তো নেই।

নন্দিনী

কোনোদিন ছিল?

সর্দার

হয়তো ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায়?

পঙ্‌ক্তি ১০৮১-১০৯০ ১

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল!

ওদের বলে থাকি রাজার এঁটো।

তার মানে কি?

তার মানে একদিন তুমিও বুঝবে খঞ্জন। আজ থাক্‌।

কিন্তু ওরা কি মানুষ, না কালো কালো ছায়া? ওদের মধ্যে কি মাংস মজ্জা হাড় রক্ত মনপ্রাণ কিছুই আছে?

হয়ত নেই।

কোনোকালে ছিল না?

হয়ত ছিল।

কিন্তু গেল কোথায়?

২

রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে ওরা সার বেঁধে বেরিয়ে এল।

সর্দার

ওদের আমরা বলে থাকি রাজার এঁটো।

নন্দিনী

তার মানে কি ?

সর্দ্দার

তার মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী

কিন্তু এসব কি চেহারা! ওরা কি মানুষ ? ওদের মধ্যে মাংস মজ্জা হাড় রক্ত মন প্রাণ কিছুই আছে ?

সর্দ্দার

হয়ত নেই।

নন্দিনী

কোনোকালে ছিল না ?

সর্দ্দার

হয়ত ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায় ?

৩

রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে সার বেঁধে বেরিয়ে এল।

সর্দ্দার

ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী

মানে কি ?

সর্দ্দার

মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী

কিন্তু এসব কি চেহারা! ওরা কি মানুষ ? ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা হাড়-রক্ত মনপ্রাণ কিছুই আছে ?

সর্দ্দার

হয়ত নেই।

নন্দিনী

কোনোকালে ছিল না ?

সর্দ্দার

হয়ত ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায় ?

৫

আগের খসড়ার পাঠের অনুরূপ।

৬

পূর্বানুগ।

(i) কিছুই আছে ? > কিছুই কি আছে ?

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) মাংসমজ্জা হাড়রক্ত মনপ্রাণ কিছুই কি আছে ? > মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছুই আছে ?

৯

রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে ?

সর্দ্দার

ওদের আমরা বলি, রাজার এঁটো।

নন্দিনী

মানে কি ?

সর্দ্দার

মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী

কিন্তু এসব কি চেহারা ? ওরা কি মানুষ ? ওদের মধ্যে মাংস মজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে ?

সর্দ্দার

হয়ত নেই।

নন্দিনী

কোনদিন ছিল ?

সর্দ্দার

হয়ত ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায় ?

১০

অপরিবর্ত্তিত।

সর্দার

বস্তুবাগীশ, পারো তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম।

প্রস্থান

নন্দিনী

ও কী! ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি! ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। ম'রে যাই! ওদের এমন দশা কে করলে? ঐ-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ার-খেলায় সব্বার আগে পেত মালা।— অনূ—প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন।— মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে।— ও কী, কঙ্কু যে! আহা,

---

পঙ্‌ক্তি ১০৯১-১১০০ ১

বস্তুবাগীশ, ওকে তুমি বুঝিয়ে দাও, আজ আমার একটুও সময় নেই—আমি চল্লুম।

কোথায় যাও তুমি, আমাকে বলে যাও ওরা কারা।

আমি যাচ্চি তোমার রঞ্জনের ব্যবস্থা করতে। আজ আমাকে পিছু ডেকো না।

ও কি ও! ওদের মধ্যে কাউকে কাউকে যেন চিনি। ঐ ত নিশ্চয় অনুপ। অধ্যাপক, ও যে আমাদের পাশের গাঁয়ে ছিল— ওরা দুই ভাই, অনুপ আর সুরূপ। আষাঢ় চতুর্দ্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আস্‌ত। মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি জোর, ওদের সবাই বল্‌ত তাল তমাল। ঐ যে দেখি সক্‌লু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে ও পেত মালা। অনুপ— সক্‌লু— একবার এইদিকে চেয়ে দেখ, আমি খঞ্জন, তোমাদের নিশানী পাড়ার খঞ্জন, —মাথা তুলে দেখ্‌লে না; চিরদিনের মত ওদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ও কি ও, কঙ্কু যে— আহা

২

সর্দ্দার

বস্তুবাগীশ, পারো ত বুঝিয়ে দাও, আমার সময় নেই, আমি চল্লুম।

নন্দিনী

যেয়ো না, আমাকে বলতেই হবে ওরা কা'রা।

সর্দ্দার

আমি যাচ্চি তোমার রঞ্জনের ব্যবস্থা করতে। আজ আমাকে পিছু ডেকো না।

নন্দিনী

ও কি ও! ঐ সব ছায়াদের মধ্যে আমি যে চেনা মুখ দেখচি। ঐ ত নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা যে আমাদের পাশের গাঁয়েই ছিল। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বল্‌ত তাল তমাল। আষাঢ় চতুর্দ্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেল্‌তে আসত। সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল। মরে যাই, ওদের এমন দশা আজ কে করলে! ঐ যে দেখি শক্‌লু। তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে ও পেত মালা! অনু—প, সক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখ, এই যে আমি তোমাদের [খঞ্জন] নন্দিন্, তোমাদের নিশানীপাড়ার [খঞ্জন] নন্দিন্! মাথা তুলে দেখ্‌ল না, চিরদিনের মত ওদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ও কি, কঙ্কু যে, আহা,

৩

সর্দ্দার

বস্তুবাগীশ, পারো ত বুঝিয়ে দাও। আমি চল্লুম।

নন্দিনী

যেয়ো না, আমাকে বলতেই হবে ওরা কারা।

সর্দ্দার

আহা, আমি যাচ্চি তোমার রঞ্জনের সুব্যবস্থা করতে। পিছু ডেকো না।
[প্রস্থান

নন্দিনী

ও কি! ঐ সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখচি। ঐ ত নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বল্‌ত তাল তমাল। আষাঢ় চতুর্দ্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে? ঐ যে দেখি শক্‌লু। তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনু—প, সকলু—, এই দিকে চেয়ে দেখ, এই যে আমি তোমাদের নন্দিন্, তোমাদের নিশানীপাড়ার নন্দিন্। মাথা তুলে দেখল না। চিরদিনের মত মাথা হেঁট হয়ে গেচে। ও কি, কঙ্কু যে, আহা,

৫

পূর্বানুগ। নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটেছে এই খসড়ার পাঠে :

(i) দাও। > দাও,

(ii) ··· আমি চল্লুম। > ··· আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

(iii) উপমন্যু। > উপমন্যু!

(iv) অধ্যাপক ওরা > অধ্যাপক, ওরা

(v) সবাই বল্‌ত তাল তমাল > সবাই বলে তালতমাল

(vi) অনু—প, সকলু— > অনু—প, শকলু—
(vii) এই যে আমি তোমাদের > এই আমি তোমাদের
(viii) তোমাদের নিশানীপাড়ার > তোমাদের ঈশানীপাড়ার
(ix) দেখলে না। > দেখ্‌লে না।
(x) হেঁট হয়ে গেচে। > হেঁট হয়ে গেচে।
(xi) ও কি, কঙ্কু যে, > ও কি। কঙ্কু যে।
তাছাড়া 'যেয়ো না,··· পিছু ডেকো না। (প্রস্থান)'— অংশটি বর্জিত।
এই খসড়ায় 'সর্দ্দার। বস্তুবাগীশ, পারো ত বুঝিয়ে দাও, আমি চল্লুম।' (প্রস্থান)

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।
(i) সবাই বল্‌ত > সবাই বলে
(ii) সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল।— বর্জ্জিত
(iii) তুলে দেখল না। > তুলে দেখ্‌লে না।
(iv) তোমাদের ঈশানীপাড়ার > ঈশানী পাড়ার

৯

সর্দ্দার

বস্তুবাগীশ পারো ত বুঝিয়ে দাও, আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী

ও কি ? ঐ সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখচি। ঐ ত নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তালতমাল। আষাঢ় চতুর্দ্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আস্‌ত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে ? ঐ যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনূ—প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখ, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানীপাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মত মাথা হেঁট হয়ে গেচে। ও কি, কঙ্কু যে। আহা,

১০

অপরিবর্তিত।

আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল ; যে ঘাটে জল আনতে যেতুম তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টুমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে।— হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।—

অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মর্চেটাই বাকি। এমন কেন হল।

অধ্যাপক

নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই

পঙ্‌ক্তি ১১০১-১১১০ ১

আহা ওর এ কি দশা, লাজুক ছেলে ছিল, আমি যে-ঘাটে জল আন্‌তে যেতুম সেই ঘাটে বসে থাক্‌ত, এমনি ভাব দেখাত যেন তীর তৈরি করবার জন্য শর ভাঙতে এসেচে ; আমি দুষ্টুমি করে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি— ও কঙ্কু, তুই যে তোর বিধবা বোনের একমাত্র আনন্দ ছিলি,' ফিরে চা একবার আমার দিকে। হায়রে, আমার ডাকেও আজ সাড়া দিল না। ওর নবীন জীবনের সব রস এমন করে কে শুষে নিল রে। এই বয়সে ওর ঘাড়ে এমন একটা জরা চাপিয়ে দিল। ওর যৌবনের কি অপমান। আমাদের গাঁয়ের যে সব আলো নিবিয়ে দিলে। অধ্যাপক, তুমি জান, ওদের এমন দশা হল কেন ?

খঞ্জনী, তুমি দেখ্‌চ, ছাইয়ের দিকে অঙ্গারের দিকে, সেদিকে

২

আহা, ওর মত ছেলেকেও এমন করে কে আখের মত যেন চিবিয়ে ফেলে দিয়েচে। বড় লাজুক ছিল। যে ঘাটে জল আন্‌তে যেতুম সেই ঘাটের কাছে ঢালু পাড়ের উপর বসে থাক্‌ত, ভাব দেখাত যেন তীর তৈরি করবার জন্যে শর ভাঙতে এসেচে। দুষ্টুমি করে ওকে কত দুঃখ দিয়েচি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায়রে, আমার ইসারাতে যার রক্ত নেচে উঠ্‌ত সে আজ আমার ডাকে সাড়া দিল না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।— অধ্যাপক এদের দেখে মনে হয় যে, লোহা সব ক্ষয়ে' গেছে কেবল কালো মরচে বাকি। এমন হল কেন ?

অধ্যাপক

[খঞ্জনী] নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকেই

৩

আহা, ওর মত ছেলেকেও আখের মত যেন চিবিয়ে ফেলে দিয়েচে। বড় লাজুক

ছিল। যে ঘাটে জল আনতে যেতুম সেই ঘাটের কাছে ঢালু পাড়ের উপর বসে থাকত, ভাব দেখাত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেচে। দুষ্টুমি করে ওকে কত দুঃখ দিয়েচি। ও কঙ্কু। ফিরে চা আমার দিকে! হায়রে আমার ইসারাতে যার রক্ত নেচে উঠ্‌ত সে আমার ডাকে সাড়াই দিল না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক এদের দেখে মনে হয় যেন লোহাটা সবই ক্ষয়ে গেছে কেবল কালো মরচেই বাকি! এমন হল কেন?

অধ্যাপক

নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকেই

৫

পূর্ববৎ, নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি সহ :

(i) আহা, > আহা, আহা,

(ii) দিয়েচে। > দিয়েচে!

(iii) থাকত, > থাক্‌ত,

(iv) দুষ্টুমি করে > দুষ্টুমি করে'

(v) ও কঙ্কু। > ও কঙ্কু,

(vi) আমার দিকে। > আমার দিকে!

(vii) হায়রে > হায়রে,

(viii) দিল না। > দিল না!

(ix) নিবে গেল। > নিবে গেল!

(x) অধ্যাপক এদের দেখে মনে হয় > অধ্যাপক, এদের দেখে মনে হয়,

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) সেই ঘাটের কাছে > সে ঘাটের কাছে

(ii) ও কঙ্কু। ফিরে চা > ও কঙ্কু, ফিরে চা

(iii) আমার দিকে। > আমার দিকে!

(iv) হায়রে আমার ইসারাতে > হায়রে, আমার ইসারাতে

৮

পূর্বানুগ।

(i) আখের মত যেন > যেন আখের মত

(ii) ভাব দেখাত > ভাণ করত

(iii) ঢালু পাড়ের উপর > ঢালু পাড়ের পরে

(iv) এদের দেখে মনে হয় যেন লোহাটা সবই > লোহাটা

৯

আহা, ওর মত ছেলেকেও যেন আখের মত চিবিয়ে ফেলে দিয়েচে। বড় লাজুক ছিল, যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম তারি কাছে ঢালু পাড়ির পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেচে। দুষ্টুমি করে' ওকে কত দুঃখ দিয়েচি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে! হায়রে, আমার ইসারাতে যার রক্ত নেচে উঠ্‌ত সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না! গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল! অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেচে, কালো মরচেটাই বাকী! এমন কেন হল?

অধ্যাপক

নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই

১০

অপরিবর্তিত।

পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লক্ লক্ করছে।

নন্দিনী

তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক

রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী

হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী

ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

পঙ্‌ক্তি ১১১১-১১২০ ১

লোকসানের কালো চেহারা— একবার আগুনের শিখাটাকে দেখ, আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

আমি তোমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পার্চিনে।

তুমি আমাদের রাজাকে ত দেখেচ। তার মূর্ত্তি দেখে তোমার মন মুগ্ধ হয় নি?

হাঁ হয়েচে, সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হল তার খরচ। সে হল বিরাট, উজ্জ্বল, আর এ হল রিক্ত কালো। সে থাকে উপরে, এ থাকে তলায়। এ না হলে ও থাকেই না। আজ এই ছোটগুলোকে দেখচ ছায়া, এরা যদি না থাকে ত কাল ঐ বড়টিকেও দেখ্‌বে ছায়া। তুমি অমন আঁৎকে উঠ্‌লে কেন? তত্ত্বের দিক থেকে সবটা দেখ।

এ যে রাক্ষসের তত্ত্ব।

২

পড়েচে। যেদিকে আগুনের শিখা সেদিকে চাও, দেখ, লক্‌লক্ করচে তার জিহ্বা, আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

নন্দিনী

আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারচি নে।

অধ্যাপক

রাজাকে ত দেখেচ ? তার মূর্ত্তি দেখে শুনেচি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েচে।

নন্দিনী

হয়েচে বই কি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, ঐ কিম্ভূতটি হল তারি খরচ। আজ এই ছোটগুলোকে দেখ্‌চ ছায়া, এরা যদি না থাকে ত কাল ঐ বড়টিকেও দেখ্‌বে ছায়া। অমন আঁৎকে উঠ্‌লে কেন ? তত্ত্বের দিক থেকে নির্লিপ্তভাবে সমস্তটা দেখ।

নন্দিনী

এ ত রাক্ষসের তত্ত্ব।

৩

পড়েচে। যেদিকে আগুনের শিখা সেদিকে চাও, দেখ লক্‌লক্‌ করচে তার জিহ্বা, আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

নন্দিনী

তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারচি নে।

অধ্যাপক

রাজাকে ত দেখেচ ? তার মূর্ত্তি দেখে শুনেচি না কি তোমার মন মুগ্ধ হয়েচে।

নন্দিনী

হয়েচে বই কি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। আজ ঐ ছোটোগুলোকে দেখচ ছায়া, ওরা সমস্তই যদি ফুরিয়ে যায় কাল ঐ বড়টিকে দেখ্‌বে ছায়া। অমন আঁৎকে ওঠ কেন ? তত্ত্বের দিক থেকে নির্লিপ্তভাবে সমস্তটা দেখ।

নন্দিনী

এ ত রাক্ষসের তত্ত্ব।

৫

পূর্ব্ববর্তী পাঠের অনুরূপ। সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে এই ভাবে :

(i) যা-র জমা > যার জমা,

(ii) দেখচ ছায়া, > দেখ্‌চ সব ছায়া

(iii) তত্ত্বের দিক থেকে নির্লিপ্তভাবে > তত্ত্বের দিক থেকে উদাসীনভাবে

(iv) এ ত রাক্ষসের তত্ত্ব। > এ যে রাক্ষসের তত্ত্ব।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) যেদিকে আগুনের শিখা সেদিকে > শিখার দিকে তাকাও

(ii) আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।— বর্জিত।

(iii) শুনেচি নাকি > শুন্‌চি না কি

(iv) দেখ্‌চ ছায়া > দেখচ সব ছায়া

(v) ওঠ > উঠচ

(vi) ওরা সমস্তই যদি > ওরা যদি

(vii) উদাসীনভাবে > উদাসীনচিত্তে

৯

পড়েচে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লক্‌লক্ করচে।

নন্দিনী

তোমার কথা বুঝতে পারচি নে।

অধ্যাপক

রাজাকে ত দেখেচ! তার মূর্ত্তি দেখে শুন্‌চি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েচে?

নন্দিনী

হয়েচে বই কি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়টা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্চে বড় হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী

ও ত রাক্ষসের তত্ত্ব।

১০

অপরিবর্তিত।

অধ্যাপক

তত্ত্বের উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী

এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয় তা হলে চাই নে আমি হওয়া। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক

রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা।— নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে

পঙ্‌ক্তি ১১২১-১১৩০ ১

ঐ দেখ ওটা রাগের কথা হল। যে-বড়কে তুমি দেখেচ, দেখে আশ্চর্য্য হয়েচ, তার বড় হবার একটা নিয়ম আছে ত। তাকে রাক্ষস বলে গাল দিতে পার। কিন্তু নিয়ম হচ্চে নিয়ম। সে ভালোও নয় মন্দও নয়।

অধ্যাপক, ঐ দেখ না, চেয়ে দেখ না। ওরা যে সব তুঁষের মত হয়ে গেছে, ভিতরে ধান একেবারেই নেই। মানুষের কি এমন দশা দেখা যায়? এক আধজন নয়, সার বেঁধে চলেইচে।

তুমি আজ দেখ্‌লে? আমরা এমন কত দেখেচি। কত দেশের কত মানুষ, কত মায়ের কত ছেলে।

সেই মানুষ, সেই মা, তাদের প্রাণ, তাদের ব্যথা, তারও কি কোনো তত্ত্ব নেই? কেবল রাক্ষসের মত হবার তত্ত্বটাই জগতে একলা আছে।

তা দেখ, যা আছে তা আছেই। মন্দ বলে সেটাকে ত্যাগ করা হচ্চে একেবারে হওয়ারই বিরুদ্ধ।

চাইনে আমি এমন হতেই চাইনে। এ'কেই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা বল, তাহলে মানুষের না হওয়াই ভাল। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

এ রাজ্যে ঐ রাস্তা একদিন তোমাকেও দেখ্‌তে হবে, আমাকেও দেখতে হবে। কিন্তু আজ ত জানিনে কোথা দিয়ে যেতে হয়। এখানকার শাসন সুশাসন, এ হল নিয়মের রাজত্ব। উল্টোপাল্টা হবার জো নেই।

২

অধ্যাপক

ওটা রাগের কথা হল। বড়কে দেখে আশ্চর্য্য হয়েচ, সেই বড় হবার

একটা নিয়ম আছে। তাকে রাক্ষস বলে গাল দিলেও সে নিয়ম। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়।

নন্দিনী

এর মধ্যে তত্ত্ব তোমার কোন্ চুলোয়? এরা যে মানুষ। ওদের এমন দশা কি দেখা যায়?

অধ্যাপক

তুমি ত আজই নতুন দেখ্‌লে। আমরা কত দেখেচি। কত দেশের কত মানুষ, কত মায়ের কত ছেলে!

নন্দিনী

ওগো অধ্যাপক, সেই মানুষ, সেই মা, সেই প্রাণ, সেই ব্যথা, তারো কি কোনো তত্ত্ব নেই? কেবল রাক্ষসের মত মোটা হয়ে ওঠবার তত্ত্বটাই জগতে আছে?

অধ্যাপক

যেটা আছে সেটা আছে, যেটা হয় সেটা হয়। নাক সিট্‌কে তাকে ত্যাগ করাটা হওয়ার বিরুদ্ধে যাওয়া।

নন্দিনী

চাইনে আমি,— এ'কেই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা বল তাহলে মানুষের না হওয়াই ভাল। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গেই চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও!

অধ্যাপক

এ রাজ্যে একদিন রাস্তা দেখ্‌তেই হবে— তোমাকেও, আমাকেও! কিন্তু আজ যদি দেখতে চাও তাহলে নিয়মে বাধবে। দেখ না, আমাদের পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে সরে' পড়েচেন, ভেবেচেন, পালিয়ে বাঁচবেন! একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে সুরু করে' বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা!

৩

অধ্যাপক

ওটা রাগের কথা হল। বড়কে দেখে আশ্চর্য্য হয়েচ, সেই বড় হবার একটা নিয়ম আছে। তাকে রাক্ষস বলে গাল দিলেও সে নিয়ম। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়।

নন্দিনী

এর মধ্যে তত্ত্ব কোন্ চুলোয়? এরা যে মানুষ। ওদের এমন দশা কি দেখা যায়?

অধ্যাপক

তুমি ত আজই নতুন দেখ্‌লে। আমরা কত দেখেচি। কত দেশের কত মানুষ, কত মায়ের কত ছেলে।

নন্দিনী

ওগো অধ্যাপক, সেই মানুষ, সেই মা, সেই প্রাণ, সেই ব্যথা, তারো কি

কোনো তত্ত্ব নেই ? কেবল রাক্ষসের মত মোটা হয়ে ওঠবার তত্ত্বটাই জগতে আছে ?

অধ্যাপক

যেটা আছে সেটা আছে, যেটা হয় সেটা হয়। নাক সিট্‌কে তাকে ত্যাগ করাটা হওয়ার বিরুদ্ধে যাওয়া।

নন্দিনী

চাইনে আমি হওয়া। এ'কেই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা বল তাহলে মানুষের না হওয়াই ভালো। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক

এ রাজ্যে রাস্তা একদিন দেখতেই হবে, তোমাকেও আমাকেও। কিন্তু সে দেখবার প্রকৃতি এবং প্রণালী, এখানকার নিয়ম অনুসারেই। দেখনা, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পড়েচে, ভেবেচে পালিয়ে বাঁচবে। একটু এগোলেই বুঝবে বেড়াজাল এখান থেকে সুরু করে বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা।

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্ববর্তী খসড়ার পাঠের প্রায় অনুরূপ। তবে, নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলিও ঘটেছে এই খসড়ার পাঠে :

(i) মানুষ। > মানুষ!
(ii) নতুন দেখ্‌লে। > নতুন দেখ্‌লে,
(iii) ছেলে। > ছেলে!
(iv) ওগো অধ্যাপক, > ওগো, অধ্যাপক,
(v) এ'কেই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা বল > এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা
(vi) ভালো। > ভালো!
(vii) ছায়াদের সঙ্গে > ছায়াদের সঙ্গেই
(viii) দাও। > দাও!
(ix) প্রণালী, > প্রণালী
(x) সরে পড়েচে, > সরে পড়েচেন ?
(xi) ভেবেচে পালিয়ে বাঁচবে। > ভেবেচেন পালিয়ে বাঁচবেন
(xii) বুঝবে > বুঝবেন

৬

পূর্বানুগ।

(i) প্রকৃতি এবং প্রণালী > প্রকৃতি ও প্রণালী

৭

পূর্বানুগ।

অধ্যাপকের সংলাপ 'এ রাজ্যে রাস্তা ... খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা'-র পরে নিম্নোদ্‌ধৃত অংশটি বর্তমান খসড়ায় সংযোজিত হতে দেখি :

'নন্দিনী, রাগ করেচ তুমি ? তোমার গলার হারে রক্তকরবীর রাগিণী শুন্‌তে পাচ্চি। রাঙা সুর ফুটে উঠ্‌ল।'

৮

অধ্যাপক

ওটা হল রাগের কথা। বড়কে দেখে আশ্চর্য্য হয়েচ সেই বড় হবার একটা নিয়ম আছে। তাকে রাক্ষস বলে গাল দিলেও সে নিয়ম,— সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাওয়া হওয়ারই বিরুদ্ধে যাওয়া।

নন্দিনী

চাইনে আমি হওয়া। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয় তাহলে মানুষের না হওয়াই ভালো। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গেই চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক

রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার পূর্ব্বে রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। দেখ না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন্ সরে' পড়েচেন, ভেবেচেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে সুরু করে' বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করচ তুমি ? তোমার রক্তকরবী আজ প্রলয়ের গোধূলির রঙ ধরেচে।

৯

অধ্যাপক

তত্ত্বের উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয় মন্দও নয়। যেটা হয়, সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও ত হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী

এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তাহলে চাইনে আমি হওয়া। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব— আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক

রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা বলে' কোন বালাই নেই। দেখ না পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে' পড়েচেন, ভেবেচেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে সুরু করে' বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করচ তুমি। তোমার কপোলে

১০

অপরিবর্তিত।

রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী

জানলা ঠেলে

শোনো শোনো!

অধ্যাপক

কাকে ডাকছ তুমি?

নন্দিনী

জালের-কুয়াশায়-ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী

বিশুপাগল, পাগল ভাই!

অধ্যাপক

তাকে ডাকছ কেন?

নন্দিনী

এখনো যে সে ফিরল না! আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক

একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী

সর্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে।

পঙ্‌ক্তি ১১৩১-১১৪০ ১

শোনো, শোনো, শোনো তুমি!

কা'কে ডাক্‌চ?

জালের ভিতরে তোমাদের যে রাজা থাকে তাকে।

শেষ ঘণ্টা কিছু আগে বেজে গেল, আজ ত আর ঐ জালের ভিতরকার কপাট পড়ে গেচে, তোমার ডাক শুন্‌তেই পাবে না।

বিশু পাগল, পাগল ভাই!

তা'কে ডাক্‌চ কেন?

সে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।

খঞ্জনী, আবার বলচি তোমাকে, এখানকার নিয়ম পাকা, তোমার দুঃখই হোক্ আর বিশু পাগ্‌লার পাগ্‌লামিই হোক্ কিছুতেই তাকে টলাতে পারবে না।

কিন্তু আমার পাগল ভাই এখনো ফিরচে না কেন?

একটু আগে তোমার সঙ্গেই ত সে ছিল।

সর্দ্দার তাকে নিয়ে গেল, বল্‌লে, নতুন লোকদের মধ্যে থেকে রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তাকে ডাক পড়েচে। বল্‌লে, বেশিক্ষণ লাগ্‌বে না।

২

নন্দিনী (দ্বার ঠেলে)

শোনো, শোনো!

অধ্যাপক

কাকে ডাক্‌চ তুমি?

নন্দিনী

জালের ভিতরে তোমাদের যে রাজা থাকে, তাকে।

অধ্যাপক

ঐ যে ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, তোমার ডাক শুন্‌তেই পাবে না। কখন খুল্‌বে তা কে জানে!

নন্দিনী

বিশু পাগল, পাগল ভাই!

অধ্যাপক

তাকে ডাকচ কেন?

নন্দিনী

সে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাবে।

অধ্যাপক

[খঞ্জনী] নন্দিনী, আবার বলচি, এখানকার নিয়ম পাকা, বিশু পাগ্‌লার পাগলামি তাকে টলাতে পারবে না।

নন্দিনী

কিন্তু সে এখনো ফিরচে না কেন? আমার কেমন ভয় করচে।

অধ্যাপক

একটু আগে তোমার সঙ্গেই ত ছিল।

নন্দিনী

সর্দ্দার বল্‌লে নতুন লোকের ভিতর থেকে রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে ডাক পড়েচে।

৩

নন্দিনী (দ্বার ঠেলে)

শোনো, শোনো!

অধ্যাপক

কাকে ডাকচ তুমি?

নন্দিনী

জালের ভিতরে তোমাদের যে রাজা থাকে তাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুন্‌তেই পাবে না। কখন খুল্‌বে, তা কে জানে।

নন্দিনী

বিশু পাগল, পাগল ভাই!

অধ্যাপক

তাকে ডাক্‌চ কেন?

নন্দিনী

এখনো সে ফিরচে না কেন? আমার ভয় করচে।

অধ্যাপক

একটু আগে তোমার সঙ্গেই ত ছিল।

নন্দিনী

সর্দ্দার বল্‌লে নতুন লোকদের ভিতর থেকে রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েচে। বল্‌লে, বেশিক্ষণ লাগ্‌বে না।

৫

অনেকাংশে পূর্ব্ববৎ। কয়েকটি পরিবর্ত্তন এইরকম :

(i) নন্দিনী (দ্বার ঠেলে) > নন্দিনী (জান্‌লার দ্বার ঠেলে)

(ii) জালের ভিতরে > জালের ভিতরে কুয়াশায় ঢাকা

(iii) পড়ে গেছে, > পড়ে গেছে

(iv) 'কখন খুল্‌বে, তা কে জানে।' —বর্জ্জিত।

(v) সে ফিরলো না > সে ফিরবে না

(vi) আগে > আগেই

(vii) বল্‌লে > বল্‌লে,

(viii) সর্দ্দার বললে নতুন লোকদের ভিতর থেকে রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে ... > সর্দ্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে ...

৬

পূর্বানুগ।

(i) জালের ভিতরে তোমাদের যে রাজা > জালের ভিতর কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের যে রাজা

(ii) তার ডাক > ডাক

৭

পূর্বানুগ।

(i) একটু আগে > একটু আগেই

৮

পূর্বানুগ।

রক্তকরবী আজ প্রলয়ের গোধূলির রঙ ধরেছে।

নন্দিনী (জানলা ঠেলে)

শোনো শোনো!

অধ্যাপক

কাকে ডাকচ তুমি?

নন্দিনী

এই জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট পড়ে' গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী

বিশু পাগল, পাগল ভাই!

অধ্যাপক

তাকে ডাকচ কেন?

নন্দিনী

এখনো সে ফিরচে না কেন, আমার ভয় করচে।

অধ্যাপক

একটু আগে তোমার সঙ্গেই ত তাকে দেখেচি।

নন্দিনী

সর্দ্দার বল্‌লে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েচে।

৯

রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয় গোধূলির মেঘের মত দেখাচ্চে।

নন্দিনী (জান্‌লা *ঠেলে*)

শোনো, শোনো!

অধ্যাপক

কাকে ডাকচ তুমি?

নন্দিনী

জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট পড়ে গেচে, ডাক শুন্‌তে পাবে না।

নন্দিনী

বিশু পাগল, পাগল ভাই!

অধ্যাপক

তাকে ডাকচ কেন?

নন্দিনী

এখনো যে সে ফিরল না! আমার ভয় করচে।

অধ্যাপক

একটু আগেই তোমার সঙ্গেই ত দেখেচি।

নন্দিনী

সর্দ্দার বল্‌লে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েচে।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) দেখেচি। > দেখেচি।

সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ।

অধ্যাপক

এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী

কে সে?

অধ্যাপক

সেই-যে জগদ্‌বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল; তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর, যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো এক মুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী

দিন রাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি

পঙ্‌ক্তি ১১৪১-১১৫০ ১

আমি যেতে চেয়েছিলুম আমাকে যেতে দিলে না। ঐ শুন্‌তে পাচ্চ?

কি বল দেখি।

গান।

কিসের গান?

ঐ যে ফসলকাটার গান। দুর্গের বাইরের মাঠের থেকে সুর আস্‌চে। স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চিনে।

এ যে আমার চেনা গান। ঐ যে গাচ্চে—

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
আমরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি॥

আজ ওদের এই গান শুনে যে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

কেন?

এই এরাও ত ফসল কাট্‌ত, কত পৌষের সকালে এদের গলায় যে ঐ গান শুনেচি আমি। ঐ শোন না—

বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেচে সোনার জাদুকর।

শ্যামে সোনায় মিলন হল এই যে মাঠের মাঝে,
ভালোবাসার মাটি মোদের তাইত এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান তাই যে সুখে খাটি।

আমাদের গাঁয়ের বাঁশ বাগানে, নদীর ধারের বাব্‌লা বনে, পথের পাশে সর্শে ক্ষেতে এই পৌষের রোদ্দুর এই পৌষের গানের কথা কতবার এখানে বসে ভেবেচি, কিন্তু আজ বুঝতে পারচি সে গাঁয়ে যদি কখনো যাই আর কোনোদিন আমি এ গানে যোগ দিতে পারব না। সে পৌষের রোদ্দুর আমার গেল মরে! ওরে কঙ্কু, আমি কি জানতুম তোর আজ এই দশা হবে, তাহলে কোনোদিন আমি কি ছল করেও তোকে দুঃখ দিতে পারতুম! আজ ত রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমি সুখ পাব একথা মনে করতে আমার ভাল লাগ্‌চে না। আমার সেই ধানী রঙের কাপড় তার ভাল লাগ্‌তে সেইখানি বের করেছিলুম। কিন্তু সে আর কোনোকালে পরা হবে না। ওদের মুখে যে মরণের ছায়া দেখেচি, আমার মনের উপরে সেই ছায়ার ঘোম্‌টা পড়েচে— সে ঘোমটা আর কোনোদিন উঠ্‌বে না। ও কি ও! আর্ত্তনাদ করে উঠল কে?

এ বোধ হচ্চে সেই আমাদের পালোয়ান।

কোন্ পালোয়ান?

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু পালোয়ান। ওর ভাই ভজ্জু স্পর্দ্ধা করে আমাদের রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তারপরে হেরে গিয়ে তার যে কি হল তা কেউ বল্‌তে পারে না, তার লঙোটি তার খড়মটা পর্য্যন্ত কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এসেছিল তাল ঠুকে। আমি ওকে বলেছিলুম এখানে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এসো, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে, আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও ত এক মুহূর্ত্তও সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গা। এখানে এক বার এসে পড়লে যদি, তাহলে টিঁকে থাকা শক্ত হতে পারে, কিন্তু চল্লুম বলা আরো শক্ত। এই দেখ না, আমাদের পুরাণবাগীশ কখন্ আস্তে আস্তে সরে পড়েচেন! ভেবেচেন পালিয়ে বাঁচ্‌বেন! কিছুদূর গেলেই বুঝবেন একটা ফাঁক যদি বা থাকে আরেকটা ফাঁক বন্ধ। তা এখান থেকে আরম্ভ করে এদের বেড়াজাল কতদূর চলে গেছে, দেশ বিদেশের কত ঘাটে যে তার খুঁটি বাঁধা তার ঠিকানা নেই।

কিন্তু অধ্যাপক, কেন? দিনরাত এই মানুষ-ধরা জালের খবরদারী করে' করে' এরা কি একটুও

২

বল্‌লে, বেশিক্ষণ লাগ্‌বে না। আমি সঙ্গে যেতে চাইলুম— দিলে না। ঐ শুন্‌তে পাচ্চ?

অধ্যাপক

কি বল ত?

নন্দিনী

গান।

অধ্যাপক

কিসের গান?

নন্দিনী

ঐ যে ফসল কাটার গান, বাইরের মাঠ থেকে সুর আস্‌চে।

অধ্যাপক

কথা ভালো বুঝতে পারচিনে।

নন্দিনী

আমার চেনা গান। ঐ ত গাচ্চে :

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
আমরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি ॥

আজ ওদের ঐ গান শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

অধ্যাপক

কেন, কি হল তোমার ?

নন্দিনী

এই এরাও ত ফসল কাটিত। বছর বছর পৌষের সকালে এদের গলায় এই গান শুনেচি। ঐ শোনো না :

বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেচে সোনার যাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল এই যে মাঠের মাঝে,
ভালোবাসার মাটি মোদের তাই ত এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান
তাই ত কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান
তাই যে সুখে খাটি ॥

কতবার এইখানে বসে বসে ছবি দেখেচি, সেই আমাদের বাঁশ বাগানে, বাব্‌লা বনে, শর্ষে ক্ষেতে এই পৌষের রোদ্দুর। আজ বুঝতে পারচি, সে গাঁয়ে যদি কখনো ফিরি আর কোনোদিন এই গানে মন সাড়া দেবে না। সে পৌষের রোদ্দুর আমার গেল মরে'। —ও কি ও, হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

অধ্যাপক

এ বোধ হচ্চে যেন আমাদের সেই পালোয়ান।

নন্দিনী

কে সে ?

অধ্যাপক

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু। যার ভাই ভজন স্পর্দ্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল— তারপরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতোও কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এসেছিল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম এ রাজ্যে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এসো মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাক্‌বে আর যদি পৌরুষ

দেখাতে চাও ত এক মুহূর্ত্তও সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গা।

নন্দিনী

কিন্তু কেন ? দিনরাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারী করে' করে' এরা কি একটুও

৩

সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না। ঐ শুনতে পাচ্চ ?

অধ্যাপক

কি বল ত ?

নন্দিনী

গান।

অধ্যাপক

কিসের গান।

নন্দিনী

ঐ যে ফসল কাটার গান। আজ শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

অধ্যাপক

কেন, কি হল তোমার ?

নন্দিনী

ঐ ওরাও ত সব ফসল কাট্‌তে যেত। বছর বছর পৌষের সকালে ওদের গলায় এই গান শুনেচি। কতদিন এইখানে বসে ছবি দেখেচি, সেই আমাদের বাঁশ বাগানে, বাব্‌লা বনে, শর্ষে ক্ষেতে ঐ পৌষের রোদ্দুর। আজ বুঝতে পারচি সে গাঁয়ে যদি কখনো ফিরি কোনোদিন এই গানে মন সাড়া দেবে না। —ও কি! হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

অধ্যাপক

এ বোধ হচ্চে আমাদের সেই পালোয়ান।

নন্দিনী

কে সে ?

অধ্যাপক

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু। যার ভাই ভজন স্পর্দ্ধা করে' রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল ; তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতোও কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম এ রাজ্যে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এসো মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাক্‌বে, আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও ত এক মুহূর্ত্তও সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গা।

নন্দিনী

কিন্তু কেন ? দিনরাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারী করে' করে' এরা কি একটুও

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্ববর্তী পাঠের প্রায় অনুরূপ। কিছু কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন চোখে পড়ে :

(i) সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না। > বল্‌লে, বেশিক্ষণ লাগ্‌বে না। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।

(ii) কিসের গান। > কিসের গান ?
(iii) ঐ ওরাও ত > ঐ, ওরাও ত
(iv) রোদ্দুর। > রোদ্দুর!
(v) এই গানে মন > এই গানে তেমন করে মন
(vi) কুস্তি করতে এল ; > কুস্তি করতে এল।
(vii) চাও ত এসো > চাও ত এস,
(viii) বেঁচে থাক্‌বে, > বেঁচে থাকবে।
(ix) জায়গা। > জায়গা!
(x) মানুষ-ধরা > মানুষধরা
(xi) করে' করে' > করে'

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।
(i) লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতোও > লঙোটির ছেঁড়া সুতোও
(ii) বেঁচে থাকবে, আর যদি > বেঁচে থাকবে। আর যদি

৮

সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না। ঐ কিসের আর্ত্তনাদ ?

অধ্যাপক

এ বোধ হচ্চে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী

কে সে ?

অধ্যাপক

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু,—যার ভাই ভজন স্পর্দ্ধা করে' রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল। তারপরে তার লঙোটির ছেঁড়া সুতোও কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম এ রাজ্যে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এস, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাক্‌বে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও ত এক মুহূর্ত্ত সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গা।

নন্দিনী

দিনরাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারী করে' এরা কি একটুও

৯

পূর্বানুগ।
(i) ঐ কিসের > ও কিসের
(ii) লঙোটির ছেঁড়া সুতোও > লঙ্গোটির একটা ছেঁড়া সুতোও
(iii) করে' > করে
(iv) এরা কি একটুও > এরা একটুও কি

১০

অপরিবর্ত্তিত।

ভালো থাকে ?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে, লাখো লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে ? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী

থাকতেই হবে ? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কী!

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার ? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু, থাকবার জন্যে মারতে হবে এ কথা যারা বলে

পঙ্‌ক্তি ১১৫১-১১৬০ ১

ভালো থাকে !

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের থাকাটা ক্রমেই এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েচে যে, অনেক মানুষের উপর চাপ না দিলে আর গতি নেই। কাজেই জাল কেবল বেড়েই চলেচে, সে জাল এদের পক্ষে যত বড় জঞ্জাল হয়েই উঠুক্ থামবার জো নেই। উপায় কি। ওদের যে থাক্‌তে হবে।

থাক্‌তেই হবে! মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কি!

দেখ খঞ্জনী, ওটা হল নিছক রাগের কথা! তোমার যতই রাগ হোক্ যেটা যা সেটা তাই। থাকবার জন্যে মরতে হবে একথা বলে' যদি সান্ত্বনা পাও বাধা দেব না, কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে একথা যারা বলে

২

ভালো থাকে ?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। সেই থাকাটা এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েচে যে লাখো লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে তার ভার সামলাবে কে ? জাল তাই বেড়েই চলেচে। সে জাল যত বড় জঞ্জালই হোক্ থামবার জো নেই। উপায় কি! ওদের যে থাক্‌তে হবে।

নন্দিনী

থাক্‌তেই হবে ? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কি ?

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ! বারবার বলচি যেটা যা সেটা তাই। থাকবার জন্যে মরতে হবে একথা বলে যদি সুখ পাও ত বল। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে একথা যারা বলে

৩

ভালো থাকে ?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। সেই থাকাটা এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েচে যে, লাখো লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে তার ভার সামলাবে কে ? জাল তাই বেড়েই চলেচে, থামবার জো নেই। উপায় কি ? ওদের যে থাকতে হবে।

নন্দিনী

থাক্‌তেই হবে ? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কি ?

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ! বারবার বলচি যেটা যা সেটা তাই। থাকবার জন্যে মরতে হবে একথা বলে সুখ পাও ত বল। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে একথা যারা বলে

৫

পূর্বানুগ। নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি উল্লেখযোগ্য :

(i) বেড়ে গিয়েচে যে, > বেড়ে গেছে যে,

(ii) থাকতে হবে। > থাক্‌তেই হবে।

(iii) বলে > বলে'

(iv) বল। > বল ;

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আবার সেই রাগ ? বারবার বল্‌চি যেটা যা সেটা তাই। > আবার সেই রাগ ? সেই রক্তকরবীর ঝঙ্কার! খুব মধুর, কিন্তু তবু যা সত্য তা সত্য।

৮

ভালো থাকে ?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে, লাখো লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে ? জাল তাই বেড়েই চলেচে, থামবার জো নেই, ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী

থাক্‌তেই হবে ? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কি ?

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ ? সেই রক্তকরবীর ঝঙ্কার [ঝঙ্কার] ! খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে একথা বলে' সুখ পাও ত বল, কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে একথা যারা বলে

৯

পূর্বানুগ।

(i) ঝঙ্কার ! > ঝঙ্কার ?

১০

অপরিবর্তিত।

তারাই থাকে। তোমরা বলো এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী

আহা, ঐ দেখো, কিরকম টলতে টলতে আসছে! পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর এক-দিনের জন্যেও।

অধ্যাপক

কেন হে?

পালোয়ান

কেবল ঐ সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

পঙ্‌ক্তি ১১৬১-১১৭০ ১

তারাই থাকে। এই দেখ না, আমাদের ইনি মানুষের প্রাণ শুষে মস্ত হয়ে উঠে বেঁচে আছেন, আবার এঁকে শুষে নিয়ে আরো মস্ত হয়ে বাঁচবার জন্যে তাক করে বসে আছে এমন সব শিকারীরও অভাব নেই। এই কথাটার সত্যটা শান্ত হয়ে বুঝে দেখ, দুঃখ করে লাভ নেই। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ক্ষতি হয়; রাগের মাথায় ভুলে যাও একমাত্র এইটেই মনুষ্যত্ব, বাঘ বাঘকে খেয়ে বড় হয় না, হাতি মোষ গণ্ডারের তো কথাই নেই।

ঐ দেখ, কি রকম টল্‌তে টল্‌তে আস্‌চে! এখনি পড়ে' যাবে, পালোয়ান, শোও শোও এইখানে শুয়ে পড়! অধ্যাপক, দেখ না, এর কোন্‌খানে চোট লেগেচে।

বাইরে থেকে কোথাও কোনো চোটের দাগ দেখ্‌তে পাবে না।

তোমার কি রকম বোধ হচ্চে, পালোয়ান?

বোধ হচ্চে যেন একেবারে ফাঁপা হয়ে গেচি, ভিতরে কিছুই নেই।

ওর সঙ্গে তোমার কি কুস্তি হল?

কুস্তি তাকে বলেই না। লড়াইয়ের সুরুতে আমাদের চিরকালের নিয়মমত যখন ওকে অভিবাদন করচি ও তার জবাব না দিয়ে বাঘের মত পিঠের

উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপরে সে জাদু কি, কি, বল্‌তে পারিনে, আ
ত মনে হল ওর সমস্ত শরীর আমার গায়ে আরেকখানা চামড়ার মত, অঁ।
হয়ে লেগে গিয়ে আমার জোর শুষে নিতে লাগ্‌ল। ঝিম্‌ঝিম্‌ করে' আমার গা হাত পা ঘুমিয়ে পল।

২

তারাই থাকে। এই যে আমাদের ইনি, মানুষের প্রাণ শুষে মস্ত হয়ে বেঁচেই আছেন, আবার এঁকে শুষে আরো মস্ত হয়ে বাঁচবার জন্যে তাক করে বসে আছে এমন ক্ষুধাতুরেরও অভাব নেই। তোমরা বল এ'তে মনুষ্যত্বের ক্ষতি হয়— রাগের মাথায় ভুলে যাও একমাত্র এইটেই হল মনুষ্যত্ব— বাঘ বাঘকে খেয়ে বড় হয় না, হাতি মোষ গণ্ডারের ত কথাই নেই।

নন্দিনী

আহা, ঐ দেখ, কি রকম টল্‌তে টল্‌তে আসচে। এখনি পড়ে যাবে। পালোয়ান, শোও, শোও, এইখানে শুয়ে পড়। অধ্যাপক, দেখ না, এর কোন্‌খানে চোট লেগেচে।

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখ্‌তেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময়, ভগবান, জীবনে আর একবার যেন জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক

কেন হে ?

পালোয়ান

কেবল ঐ সর্দ্দারটার ঘাড় মট্‌কে দেবার জন্যে দয়াময়।

৩

তারাই থাকে। এই ত আমাদের ইনি, মানুষের প্রাণ শুষে শুষে মস্ত হয়ে বেঁচেই আছেন, আবার এঁকে শুষে আরো মস্ত হয়ে বাঁচবার জন্যে তাক্‌ করে বসে আছে এমন ক্ষুধাতুরেরও অভাব নেই। তোমরা বল এ'তে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয় ; রাগের মাথায় ভুলে যাও একমাত্র এইটেই হল মনুষ্যত্ব ; বাঘ বাঘকে খেয়ে বড় হয় না, হাতি গণ্ডারের ত কথাই নেই। মানুষই কেবল মানুষকে খেয়ে মস্ত হয়। (পালোয়ানের প্রবেশ)

নন্দিনী

আহা, ঐ দেখ, কি রকম টল্‌তে টল্‌তে আস্‌চে। এখনি প'ড়ে যাবে। পালোয়ান, শোও, শোও, এইখানে শুয়ে পড়। অধ্যাপক, দেখনা, এর কোন্‌খানে চোট লেগেচে।

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখ্‌তেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময় ভগবান, জীবনে আর একবার যেন জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও !

অধ্যাপক

কেন হে ?

পালোয়ান

কেবল ঐ সর্দ্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে। দয়াময় !

৫

নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি সহ বর্তমান পাঠ ৩- সংখ্যক খসড়ার পাঠের অনুরূপ :

(i) ত্রুটি হয় ; > ত্রুটি হয়,
(ii) বাঘ বাঘকে খেয়ে > বাঘকে খেয়ে বাঘ
(iii) হাতি গণ্ডারের > হাতি মোষ গণ্ডারের
(iv) মানুষকে খেয়ে মস্ত হয়। > মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।
(v) 'এখনি প'ড়ে যাবে'। — এই পাঠে বর্জিত।

৬

পূর্বানুগ।

(i) মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে। > মানুষকে খেয়ে খেয়ে ফুলে ওঠে।
(ii) এইখানে > এইখানেই

৭

পূর্বানুগ।

(i) লেগেচে। > লেগেচে !
(ii) হাতি গণ্ডারের > হাতি মোষ গণ্ডারের

৮

তারাই থাকে। তোমরা বল এ'তে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই একমাত্র মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না, মানুষই কেবল মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী

আহা, ঐ দেখ, কি রকম টলতে টলতে আস্‌চে। পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়। অধ্যাপক, দেখ না কোথায় চোট লেগেচে।

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময় ভগবান, জীবনে আর একবার যেন জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও !

অধ্যাপক

কেন হে ?

পালোয়ান

কেবল ঐ সর্দ্দারটার ঘাড় মট্‌কে দেবার জন্যে। দয়াময় !

৯

পূর্বানুগ।

(i) এইটেই একমাত্র মনুষ্যত্ব। > এইটেই মনুষ্যত্ব।

(ii) মনুষ্যত্বের > মনুষ্যত্বর

(iii) বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না, মানুষই কেবল মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে। > বাঘকে বাঘ খেয়ে বড় হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

(iv) টলতে টলতে > টল্‌তে টল্‌তে

(v) জীবনে আর একবার যেন > জীবনে যেন একবার

(vi) দয়াময় ! (বর্জিত)

১০

অপরিবর্তিত।

(i) বাঘকে বাঘ খেয়ে > বাঘকে খেয়ে বাঘ

(ii) দয়াময় ভগবান, > দয়াময়, ভগবান,

অধ্যাপক

সর্দার তোমার কী করেছে ?

পালোয়ান

সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে আমারই দোষ।

অধ্যাপক

কেন ? ওর কী স্বার্থ ?

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী

তোমার কিরকম বোধ হচ্ছে পালোয়ান ?

পালোয়ান

বোধ হচ্ছে, ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে। শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে

পঙ্‌ক্তি ১১৭১-১১৮০ ১

এক সময়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বয়স কত ?" যেই বল্লুম "তিপ্পান্ন" অম্‌নি সে যেন ঘৃণায় আমাকে শাঁস বের করা লাউয়ের তুম্বিটার মত পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

পালোয়ান, আমি তোমাকে সেবা ক'রে খাইয়ে আবার সবল করে তুলব।

মন থেকে তার আশা পর্য্যন্ত চলে গেচে। জীবনে কোনোদিনই আর

২

অধ্যাপক

সর্দ্দার তোমার কি করেচে ?

পালোয়ান

সমস্ত সেই ত ঘটিয়ে তুলেচে। আমি লড়তে চাইনি। আজ বল্‌চে আমারই দোষ।

অধ্যাপক

কেন, তোমাকে নষ্ট করে ওর কি স্বার্থ ?

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ত ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় প্রভু, যেন একদিন ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেল্‌তে পারি, ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী

তোমার কি রকম বোধ হচ্চে, পালোয়ান ?

পালোয়ান

বোধ হচ্চে যেন একেবারে ফাঁপা হয়ে গেচি। ভিতরে কিছুই নেই।

৩

অধ্যাপক

সর্দ্দার তোমার কি করেচে ?

পালোয়ান

সমস্ত সেই ত ঘটিয়ে তুলেচে। আমি ত লড়তে চাইনি। আজ বল্‌চে আমারই দোষ।

অধ্যাপক

তোমাকে নষ্ট করে' ওর কি স্বার্থ !

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ত ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, যেন একদিন ওর চোখ দুটো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পারি, ওর জিভটা টেনে বের করে আনি।

নন্দিনী

তোমার কি রকম বোধ হচ্চে, প্যালোয়ান ?

পালোয়ান

বোধ হচ্চে যেন একেবারে ফাঁপা হয়ে গেচি ; ভিতরে কিছুই নেই।

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ, তবে নিম্নোক্ত সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায় :

(i) আজ বল্‌চে আমারই দোষ। > আজ বলে বেড়াচ্চে আমারই দোষ !
(ii) করে' > করে
(iii) স্বার্থ ! > স্বার্থ ?
(iv) পারি, > পারি !
(v) গেচি ; > গেচি,

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

(i) করে আনি। > বের করি !

৯

অধ্যাপক

সর্দ্দার তোমার কি করেচে ?

পালোয়ান

সমস্ত সেই ত ঘটিয়েচে। আমি ত লড়তে চাইনি। আজ বলে' বেড়াচ্চে আমারি দোষ।

অধ্যাপক

কেন ওর কি স্বার্থ ?

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবী নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখ দুটো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী

তোমার কিরকম বোধ হচ্চে পালোয়ান ?

পালোয়ান

বোধ হচ্চে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেচে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয় একেবারে ভরষা পর্য্যন্ত শুষে

১০

অপরিবর্তিত।

(i) সমস্ত পৃথিবী > সমস্ত পৃথিবীকে

নেয়!— যদি কোনো উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি— আঃ, যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে— সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি!

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক

সাহস করি নে নন্দিনী। এখানকার নিয়ম-মতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়, নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ

পঙ্‌ক্তি ১১৮১-১১৯০ ১

বল পাব না। ইচ্ছে করচে ঘুমিয়ে থাকি, আর যেন ঘুম না ভাঙে। অধ্যাপক, ওকে একটু ধর তুমি। দুজনে মিলে আমার বাসায় ওকে নিয়ে যাই। তারপরে যখন—

সাহস করি নে খঞ্জনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

মানুষটাকে মরতে দিলে হবে না?

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। এই মানুষটার ভালোমন্দ যা কিছু করবার সবই সর্দ্দার করবে।

২

অধ্যাপক

রাজার সঙ্গে তোমার কিরকম কুস্তি হল হে!

পালোয়ান

অধ্যাপক মশায়, ওকে কি কুস্তি বলে? কুস্তির গোড়ায় চিরকালের নিয়মমত যখন অভিবাদন করচি ও তার জবাব না দিয়েই বাঘের মত পিঠের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপরে সে তার জাদু, না, কি, বল্‌তে পারিনে —মনে হল আগাগোড়া ওর সমস্ত দেহটা আমার গায়ে আরেকখানা চামড়ার মত আঁট হয়ে গিয়ে হুহু করে' আমার জোর শুষে নিতে লাগল। ঝিম্‌ঝিম্ করে আমার গা হাত পা ঘুমিয়ে প'ল। একসময় কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বয়স কত?" যেই বল্‌লুম, "তিপ্‌পান্ন", অম্‌নি সে যেন বিষম ঘৃণায় শাঁস-বের-করা লাউয়ের তুম্বিটার মত আমাকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

নন্দিনী

পালোয়ান, আমি তোমাকে সেবা করে' আবার সবল করে তুলব।

পালোয়ান

মন থেকে তার আশা পর্য্যন্ত চলে গেচে। জীবনে কোনোদিনই আর বল পাব না। কিন্তু যদি কোনো উপায়ে একবার, হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কি না হতে পারে— ওর বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি!

নন্দিনী

অধ্যাপক ওকে একটু ধর তুমি। দুজনে মিলে আমার বাসায় নিয়ে যাই। তারপরে যখন—

অধ্যাপক

সাহস করিনে [খঞ্জনী] নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। এ লোকটার ভালোমন্দ যা কিছু সবই সর্দ্দার করবে।

৩

অধ্যাপক

রাজার সঙ্গে তোমার কি রকম কুস্তি হ'ল হে?

পালোয়ান

অধ্যাপক মশায়, ওকে কুস্তি বলে? চিরকালের নিয়মমত কুস্তির গোড়ায় যখন অভিবাদন করচি ও তার জবাব না দিয়েই বাঘের মত পিঠের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপরে সে জাদু না কি বল্‌তে পারিনে মনে হল ওর সমস্ত দেহটা আমার গায়ে আরেকখানা চামড়ার মত আঁট হয়ে হুহু করে আমার জোর শুষে নিতে লাগ্‌ল। ঝিম্‌ঝিম্ করে আমার গা হাত পা ঘুমিয়ে প'ল। এক সময় কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বয়স কত?" যেই বল্‌লুম "তিপ্পান্ন" অমনি যেন বিষম ঘৃণায় শাঁস-বের-করা লাউয়ের তুম্বিটার মত আমাকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

নন্দিনী

পালোয়ান, সেবা করে' আমি তোমাকে আবার সবল করে তুল্‌ব।

পালোয়ান

মন থেকে তার আশা পর্য্যন্ত চলে গেচে। জীবনে কোনোদিনই আর বল পাব না। কিন্তু যদি কোনো উপায়ে একবার, হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কিনা হতে পারে— ওর বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি!

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে একটু ধর তুমি। দুজনে মিলে আমার বাসায় নিয়ে যাই। তারপরে যখন—

অধ্যাপক

সাহস করিনে, নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মরতে দিলে হবে না?

অধ্যাপক

যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। এ লোকটার ভালো মন্দ যা কিছু সব সর্দ্দার করবে।

৫

অধ্যাপক ও পালোয়ানের সংলাপ অংশ ('রাজার সঙ্গে ··· হ'ল হে?' এবং 'অধ্যাপক মশায়, ··· চলে গেল।') বর্জিত হয়েছে এই খসড়ার পাঠে। বাকি অংশ ৩-সংখ্যক খসড়ার পাঠের অনুরূপ, নীচের পরিবর্তন সহ :

(i) সেবা করে' > সেবা করে

(ii) পালোয়ানের সংলাপে 'মন থেকে ··· ও যে শক্তি শুষে নেবার জাদু জানে'। সংযোজন।

(iii) ওর বুকে যদি একবার > সর্দ্দারের বুকে যদি একবার—

(iv) দিলে হবে না? > দিলে অপরাধ হবে না?

(v) যে-অপরাধের > যে অপরাধের

৬

পূর্বানুগ।

৭

নন্দিনী

পালোয়ান, সেবা করে আমি তোমাকে আবার সবল করে তুলব।

পালোয়ান

মন থেকে তার আশা পর্য্যন্ত চলে গেচে। জীবনে কোনোদিনই আর বল পাব না। ও যে শক্তি শুষে নেবার জাদু জানে। কিন্তু যদি কোনো উপায়ে একবার, হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কি না হতে পারে— সর্দ্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি!

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে একটু ধর তুমি। দুজনে মিলে আমার বাসায় নিয়ে যাই। তারপরে যখন—

অধ্যাপক

সাহস করিনে, নন্দিনী। এখানকার নিয়ম মতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ সমস্ত থেকে তুমি চলে এস। দেখ, গাছ তার শিকড়ের মুঠো মেলে' অন্ধকারের তলে হরণ শোষণের কাজ করতে থাকে, সেখানে ত ফুল ফোটায় না,—ফুলটিকে মাটির থেকে দূরে আকাশের দিকে তুলে রেখে দেয়। তুমি আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না— আমরা নীচের মানুষ অমরাবতীর উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলেই তোমার জন্ম।

৮

পূর্বানুগ।

(i) পালোয়ান, সেবা করে > সেবা করে'

(ii) জীবনে কোনোদিনই আর বল পাব না। ও যে শক্তি শুষে নেবার জাদু জানে। > শুধু বল নয়, ও যে ভরসা পর্য্যন্ত শুষে নেবার জাদু জানে।

(iii) তুলে রেখে দেয়। > তুলে রাখে।

৯

নেয়।—যদি কোন উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি— একবার— তোমার দয়া হলে কি না হতে পারে। সর্দ্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে ধর তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক

সাহস করিনে নন্দিনী। এখানকার নিয়ম মতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এস। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণ শোষণের কাজ

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) সেটা অপরাধ নয়। > সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়।

করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।—

ঐ-যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী

আমার উপরে কেন এত রাগ?

অধ্যাপক

আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

প্রস্থান

পঙ্‌ক্তি ১১৯১-১২০০

১

ঐ যে সে এসেচে। আমি এখন সরি।

২

ঐ যে সে এসেচে। আমি তবে সরি। প্রস্থান

৩

ঐ যে সে আস্‌চে। আমি তবে সরি। (প্রস্থান)

৫

পূর্বানুগ।

৭

ঐ যে সর্দ্দার আস্‌চে, আমি তবে সরি। (প্রস্থান)

৮

করে, সেখানে ত ফুল ফোটায় না। ফুলটিকে মাটির থেকে দূরে আকাশের দিকে তুলে রাখে। রক্তকরবী, তুমি আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এস না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলেই আমরা তাকিয়ে আছি। —ঐ যে সর্দ্দার! আমি তবে সরি।

নন্দিনী

কেন?

অধ্যাপক

তোমার সঙ্গে কথা কই এ একেবারে ও সইতে পারে না।

নন্দিনী

কেন ... তাতে অপরাধটা কি?

অধ্যাপক

মানুষের অন্তরের কথা বোঝা শক্ত। হয়ত তুমি ওর মন টানো, অথচ তোমার সঙ্গে সুর মেলে না, সেইজন্যে জগতে তোমার উপর ওর সবচেয়ে রাগ। (প্রস্থান) (সর্দ্দারের প্রবেশ)

দ্রষ্টব্য :

নন্দিনী

'কেন ?' থেকে ' ... সবচেয়ে রাগ।' পর্যন্ত অংশ এই খসড়ায় নব-সংযোজন।

৯

করে, সেখানে ত ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি। ঐ যে সর্দ্দার! আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী

আমার উপরে কেন এত রাগ ?

অধ্যাপক

আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েচ ; যতই সুর মিলচে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌চে। (প্রস্থান)

১০

অপরিবর্তিত।

(i) তুমি ভিতরে > তুমি ভিতরে ভিতরে

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দার !

সর্দার

নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই-যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই

আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল! বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী

গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি!

গোঁসাই

সব দিক ভেবে যে পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার

পঙ্‌ক্তি ১২০১-১২১০ ১

সর্দ্দার!

খঞ্জন, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই যে এসেচেন— প্রণাম! সেই মালাগাছটি খঞ্জন আমাকে দিয়েছিল।

হরি হরি। ওর শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের বাগানের শুভ্র কুন্দফুল, —সর্দ্দারের মত বিষয়ী লোকের হাতের স্পর্শেও তার শুভ্রতা একটুও ম্লান হল না এতেই ত ভগবানের পুণ্য মহিমা আমরা দেখ্‌তে পাই। নইলে কি পাপীর প্রাণের আশা ছিল!

গোসাঁইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করে দাও। দেখ দেখি, এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি আছে?

বৎসে, এসব কথা তুমি ভালো বুঝতে পারবে না। ওর যতটুকু বাঁচা দরকার আমাদের সর্দ্দার

২

নন্দিনী

সর্দ্দার!

সর্দ্দার

[খঞ্জন] নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোসাইঁজির দুই চক্ষু— এই যে স্বয়ং এসেচেন! প্রণাম! প্রভু, সেই মালাটি এই আমাদের [খঞ্জন] নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

গোসাইঁ

আহা শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের কুন্দফুল, —বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই ত পুণ্যের শক্তি আর পাপীর প্রাণের আশা দেখ্‌তে পাই।

নন্দিনী

গোসাইঁজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা কর। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি?

গোসাইঁ

বৎসে, এসব কথা বুঝতেই পারবে না। সব দিক ভেবে যতটুকু বাঁচা দরকার আমাদের সর্দ্দার

৩

নন্দিনী

সর্দ্দার।

সর্দ্দার

নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোসাইঁজির দুই চক্ষু— এই যে স্বয়ং এসেচেন। প্রণাম! প্রভু, সেই মালাটি এই আমাদের নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

গোসাইঁ

আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল, বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না! এতেই ত পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখ্‌তে পাই।

নন্দিনী

গোসাইঁজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা কর। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি!

গোসাইঁ

বৎসে, এসব কথা বুঝতেই পারবে না। সবদিক ভেবে যতটুকু বাঁচা দরকার আমাদের সর্দ্দার

৫

পূর্বানুগ।

(i) প্রভু, সেই > প্রভু সেই

(ii) দান, > দান।

(iii) কুন্দফুল, > কুন্দফুল।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।

৯

সর্দ্দারের প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দ্দার!

সর্দ্দার

নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোসাঁইজির দুই চক্ষু— এই যে স্বয়ং এসেচেন। প্রণাম! প্রভু! সেই মালাটি এই নন্দিনী আমায় দিয়েছিল।

গোসাঁইয়ের প্রবেশ

গোসাঁই

আহা, শুভ্র প্রাণের দান! ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল! বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই ত পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখ্‌তে পাই।

নন্দিনী

গোসাঁইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা কর। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি!

গোসাঁই

সব দিক ভেবে যে পরিমাণ বাঁচা দরকার আমাদের সর্দ্দার

১০

অপরিবর্তিত।

নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু, বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী

এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোঁসাই

আছে বৈকি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। এ কি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া?

নন্দিনী

গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের

পঙ্‌ক্তি ১২১১-১২২০ ১

নিশ্চয়ই ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখ্‌বেই, এসব আলোচনায় তোমাদের থাকা ভালো নয়।

এখানে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি একটা হিসেব আছে?

আছে বই কি, বৎসে। পৃথিবীর জীবন যে সীমাবদ্ধ। এই জন্যে তার অংশ ভাগ নিয়ে একটু বিচার করতে হবে বই কি। রাজার পরে, আমাদের পরে ভগবান জগতের যে দুঃসহ বোঝা চাপিয়েচেন সেটা বহন করতে গেলেই জীবনের রস এই তরফে একটু বেশি আদায় করে নিতে হয়। নইলে ভগবানের আদেশ টেঁকে না। ওরা যদি ধৈর্য্য ধরে একটু বুঝে দেখে তাহলে দেখ্‌তে পাবে আমাদের বাঁচাতেই ওদের বাঁচা। নেহাৎ কম বেঁচেও যাতে ওদের চলে এই জন্যেই জীবন উৎসর্গ করেচি, একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া!

তাহলে, গোঁসাইজি, ওদের তুমি কোন্ বিশেষ উপকার

২

নিশ্চয়ই ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবেই। কিন্তু এসব আলোচনা তোমাদের মুখে কেমন শ্রুতিকটু শোনায়। আমরা পছন্দ করিনে।

নন্দিনী

এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি একটা হিসেব আছে?

গোসাইঁ

আছে বই কি, বৎসে। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যেই তার অংশ ভাগ নিয়ে বিচার করতেই হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান

যে দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন সেটা বহন করতে গেলেই জীবনের রস অ দর তরফে একটু বেশি আদায় করে নিতে হয়। সেটা তাঁর আদেশ পা র উপরোধেই। ওরা যদি ধৈর্য্য ধরে একটু বুঝে দেখে, দেখ্‌তে পাবে খুব ক করে বাঁচলেও ওদের চলে, যেহেতু ওদের ভার লাঘবের জন্যে আমরা বাঁচি ; একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া ?

নন্দিনী

গোসাইঁজি, তোমার উপরে ওদের কোন্‌ উপকারের

৩

নিশ্চয়ই ওকে ঠিক ততটুকুই বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু এসব আলোচনা তোমাদের মুখে কেমন শ্রুতিকটু শোনায়। আমরা পছন্দ করিনে।

নন্দিনী

এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি একটা হিসেব আছে ?

গোসাইঁ

আছে বই কি বৎসে। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যেই তার অংশ ভাগ নিয়ে বিচার করতেই হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান যে দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন সেটা বহন করতে গেলেই জীবনের রস আমাদের তরফে কিছু বেশি আদায় করে নিতে হয়। সেটা তাঁর আদেশ পালনের উপরোধেই। ওরা যদি ধৈর্য্য ধরে' বুঝে' দেখে, দেখতে পাবে খুব কম বাঁচ্‌লেও ওদের চলে যেহেতু ওদের ভার লাঘবের জন্যেই আমরা বাঁচি, — একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নন্দিনী

গোসাইঁজি, তোমার উপর ওদের কোন্‌ উপকারের

৫

বর্তমান খসড়ার পাঠ আগের পাঠের মতোই, কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে :

(i) নিশ্চয়ই ওকে ঠিক > নিশ্চয়ই ঠিক ওকে
(ii) রাখবে। > রাখ্‌বে।
(iii) শ্রুতিকটু শোনায়। > শ্রুতিকটু লাগে।
(iv) আছে বই কি বৎসে। > আছে বই কি, বৎসে।
(v) এইজন্যেই > সেইজন্যেই
(vi) নিতে হয় > নিতেই হয়
(vii) চলে, > চলে
(viii) গোসাইঁজি, তোমার উপর > গোসাইঁজি, ভগবান তোমার উপর

৬

পূর্বানুগ।

(i) আদায় করে নিতে হয়। > আদায় করে নিতেই হয়।

৭

পূর্বানুগ।

(i) বাঁচোয়া! > বাঁচোয়া?

(ii) ওদের > এদের

৮

পূর্বানুগ।

(i) জীবনের রস আমাদের তরফে কিছু বেশি আদায় করে নিতেই হয় > জীবনের সারপদার্থ আমাদের তরফে যথেষ্ট বেশি আদায় করে নিতেই হয়।

৯

নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বৎসে, এসব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করিনে।

নন্দিনী

এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোসাঁই

আছে বই কি? পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগবাটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েচেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নন্দিনী

গোসাঁইজি, ভগবান তোমার উপর এদের কোন্ উপকারের

১০

বিষম ভার চাপিয়েছেন ?

গোঁসাই

যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয় তার অংশ-ভাগ নিয়ে কারও সঙ্গে কারও ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এইরকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে ?

গোঁসাই

পড়েই বা থাকবে কেন ? কী বল সর্দার ?

সর্দার

সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন ? এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে

পঙ্‌ক্তি ১২২১-১২৩০ ১

করবার জন্যে আছ ?

যে প্রাণের সীমা নেই, যার ভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো কোনো ঝগড়ার দরকারই হয় না আমরা গোসাঁইরা সেই প্রাণের খবর দিতে এসেচি। তাতে যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তাহলে আমরা ওদের পরম বন্ধু।

তাহলে ও কি এমনি নির্জ্জীব হয়েই চিরদিন পড়ে থাকবে ?

সেসব কথা সর্দ্দার জানে, বাছা। আর, তাছাড়া নির্জ্জীব হয়েচে বলেই কি পড়ে থাক্‌তে হবে ? কি বল সর্দ্দার।

তা নয় ত কি, পড়ে থাক্‌তে দেব কেন ? এখন থেকে নিজের জোরে ওর আর চলবার দরকারই হবে না, আমাদের জোরে ওকে চালিয়ে

২

ভার আছে শুনি ?

গোসাঁইজি

যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার কোনো দরকারই হয় না, আমরা গোসাঁইরা সেই প্রাণের রাস্তা ওদের দেখাতে এসেচি। তাতে যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তাহলেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ লোকটা এম্‌নি আধমরা হয়েই চিরদিন পড়ে থাক্‌বে ?

গোসাইঁ

সে সব কথা সর্দ্দার জানে, বাছা। আর, তাছাড়া নির্জ্জীব হয়েচে বলেই কি পড়ে থাক্‌তেই হবে ? কি বল সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

সে ত ঠিক। পড়ে থাক্‌তে দেব কেন ? এখন থেকে ওর আর নিজের জোরে চলবার দরকারই হবে না, আমাদেরই জোরে ওকে চালিয়ে

৩

ভার আছে শুনি।

গোসাইঁ

যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয় তার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার কোনো দরকারই হয় না, আমরা গোসাইঁরা সেই প্রাণেরই রাস্তা ওদের দেখাতে এসেচি। তাতে যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তাহলেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ লোকটা এমনি আধমরা হয়েই চিরদিন পড়ে থাক্‌বে ?

গোসাইঁ

সে সব কথা সর্দ্দার জানে, বাছা। আর, তাছাড়া, নির্জ্জীব হয়েচে বলেই কি পড়ে থাক্‌তেই হবে ? কি বল সর্দ্দার !

সর্দ্দার

সে ত ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন ? এখন থেকে সম্পূর্ণ নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে ওকে চালিয়ে

৫

মূলত পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ, তবে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয়
:

(i) ভার আছে শুনি। > বোঝা চাপিয়েচেন শুনি।

(ii) সে সব কথা ... কি বল সর্দ্দার! > পড়েই বা থাক্‌বে কেন ? কি বল সর্দ্দার ?

(iii) থাকতে > থাক্‌তে

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) দরকারই হয় না, আমরা গোসাইঁরা > দরকারই হয় না। আমরা গোসাইঁরা

৮

বিষম ভার চাপিয়েচেন ?

গোসাইঁ

যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয় তার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কারো সঙ্গে কারো

ঝগড়ার দরকারই হয় না। আমরা গোসাইঁরা সেই প্রাণের রাস্তা ওদের দেখাতে এসেচি। তাতে যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তাহলেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ লোকটা এর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এম্‌নি আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে ?

গোসাইঁ

পড়েই বা থাকবে কেন ? কি বল সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

সে ত ঠিক। পড়ে' থাকতে দেব কেন ? এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে ওকে চালিয়ে

৯

বিষম ভার চাপিয়েচেন ?

গোসাইঁ

যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয় তার অংশ ভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোসাইঁরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেচি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এইরকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোসাইঁ

পড়েই বা থাকবে কেন ? কি বল সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

সে ত ঠিক। পড়ে থাক্‌তে দেব কেন ? এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে

১০

অপরিবর্ত্তিত।

নিয়ে বেড়াব।— ওরে গজ্জু!

পালোয়ান

কী প্রভু?

গোঁসাই

হরি হরি, এরই মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে; মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দার

হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী

ওকি কথা! চলতে পারবে কেন!

সর্দার

দেখো নন্দিনী, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যাবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু!

পঙ্‌ক্তি ১২৩১-১২৪০ ১

নিয়ে বেড়াব। এই গজ্জু!

কি প্রভু!

হরি হরি, ওর অনেক বদল হয়েচে। গলা বেশ একটু মিষ্টি শোনাচ্চে। প্রথম যখন এসেছিল স্বরটা কর্কশ ছিল। মনে হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যাবেলার নামকীর্ত্তনের দলে ওকে আমি টেনে নিতে পারব।

গজ্জু!

আদেশ করুন।

সেই হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লদের ঘরে যেখানে তোর জায়গা করে দেওয়া হয়েচে সেখানে চলে যা।

ও কি ও, সর্দ্দার, কি বল্‌চ তুমি, চলতে পারবে কেন? ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

দেখ, খঞ্জন, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা; মানুষ যতটা মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশি চল্‌তে পারে। যে মানুষ আপনি চলে না তাকে আমরা চালাই, লোভে কিম্বা ভয়ে। সুখ পায় না। এখানে দুটোরই ব্যবস্থা আছে। যাও গজ্জু,

২

নিয়ে বেড়াব, ওরে গজ্জু!

পালোয়ান

কি প্রভু!

গোসাঁই

হরি, হরি! এরই মধ্যে অনেকটা বদল হয়েচে! গলা বেশ একটু মিষ্টি শোনাচ্চে। প্রথম যখন এসেছিল স্বরটা কর্কশ ছিল। মনে হচ্চে আমাদের নামকীর্ত্তনের দলে ওকে টেনে নিতে পারব।

সর্দ্দার

গজ্জু!

পালোয়ান

আদেশ করুন।

সর্দ্দার

সেই হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লদের ঘরে যেখানে তোর জায়গা করে' দেওয়া হয়েচে সেখানে চলে যা!

নন্দিনী

সর্দ্দার, কি বলচ তুমি? চল্‌তে পারবে কেন? ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

সর্দ্দার

দেখ [খঞ্জন] নন্দিনী, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি মানুষ যেখানটাতে এসে থেমে পড়ে, ঠেলা দিলে তার চেয়ে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু, দণ্ডখানেক পরে গিয়ে যেন দেখ্‌তে পাই তুমি মোড়লের বাসায় আছ।

৩

নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু!

পালোয়ান

কি প্রভু।

গোসাঁই

হরি, হরি! এরই মধ্যে অনেকটা বদল হয়েচে। গলা বেশ একটু মিষ্টি শোনাচ্চে। প্রথম যখন এসেছিল স্বরটা কর্কশ ছিল। মনে হচ্চে আমাদের নাম কীর্ত্তনের দলে ওকে টেনে নিতে পারব।

সর্দ্দার

গজ্জু!

পালোয়ান

আদেশ করুন।

সর্দ্দার

সেই হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে যেখানে তোর জায়গা করে দেওয়া হয়েচে সেখানে চলে যা!

নন্দিনী

সর্দ্দার, কি বলচ তুমি ? চল্‌তে পারবে কেন ? ওকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

সর্দ্দার

দেখ নন্দিনী, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুব্‌ড়ে থেমে পড়ে, ঠেলা দিলে আরো খানিকটা দূরে যেতে পারে। যাও গজ্জু, দণ্ডখানেক পরে গিয়ে যেন দেখতে পাই তুমি মোড়লদের বাসায়।

৫

পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ :

(i) হরি, হরি। ... নিতে পারব < হরি, হরি ! এরই মধ্যে গলা বেশ একটু মিহি হয়ে এসেচে। মনে হচ্চে আমাদের নামকীর্তনের দলে ওকে টেনে নিতে পারব।

(ii) দেখতে > দেখ্‌তে

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু !

পালোয়ান

কি প্রভু !

গোসাইঁ

হরি, হরি ! এরি মধ্যে গলা বেশ একটু মিহি হয়ে এসেচে। মনে হচ্চে আমাদের নামকীর্ত্তনের দলে ওকে টেনে নিতে পারব।

সর্দ্দার

হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েচে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী

সর্দ্দার, কি বলচ তুমি ! চল্‌তে পারবে কেন ? ওকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

সর্দ্দার

দেখ, নন্দিনী, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি, মানুষ, যেখানটাতে এসে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে, ঠেলা দিলে আরো খানিকটা দূরে যেতে পারে। যাও গজ্জু !

৯

নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু !

পালোয়ান

কি প্রভু !

গোসাঁই

হরি, হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ একটু মিহি হয়ে এসেচে। মনে হচ্চে আমাদের নামকীর্ত্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দ্দার

হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েচে, চ'লে যা সেখানে।

নন্দিনী

ও কি কথা! চলতে পারবে কেন ?

সর্দ্দার

দেখ নন্দিনী, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু!

১০

অপরিবর্ত্তিত।

পালোয়ান

যে আদেশ।

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান

না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী

আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান

আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার

আমি নিয়ে যাবার কে? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

পঙ্‌ক্তি ১২৪১-১২৫০ ১

আমি দণ্ডখানেক পরে গিয়ে যেন দেখ্‌তে পাই তুমি সেখানে আছ।

তা পাবেন, আমি চল্লুম।

গোঁসাইজি, চল তোমাকে আমাদের—

সর্দ্দার, বিশুপাগলকে তুমি কোথায় নিয়ে গেছ?

আমি নিয়ে যাবার কে? কোন্‌দিন তুমি বাতাসকে জিজ্ঞাসা করবে মেঘকে সে কোথায় নিয়ে গেচে। বাতাসকে যে নিয়ম চালায় বাতাসকে দিয়ে মেঘকে সেই নিয়মেই চালায়।

২

পালোয়ান

তা পাবেন, আমি চল্লুম। প্রস্থান

সর্দ্দার

গোসাইঁজি, চল এবার আমাদের ধ্বজাপূজার সব আয়োজন করতে হবে। পূজায় আজ কেমন রাজার গা দেখচিনে। এ পর্য্যন্ত তাঁর দেখাই মিল্‌ল না। এসব অশুভ লক্ষণ।

নন্দিনী

সর্দ্দার, আমাদের বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেচ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে ? এখানে নিয়ে যায় নিয়মে, আমরা উপলক্ষ্য। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, যদি সেটাকে দোষ মনে কর ত খবর নাও বাতাসকে ঠেলে কে ?

৩

পালোয়ান

তা পাবেন। আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

সর্দ্দার

গোসাইঁজি, চল এবার ধ্বজাপূজার আয়োজন করতে হবে। পূজায় এ পর্য্যন্ত কেমন রাজার গা দেখ্‌চিনে। এসব অশুভ লক্ষণ।

নন্দিনী

সর্দ্দার, আমাদের বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেচ ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে ? এখানে নিয়ে যায় নিয়মে, আমরা উপলক্ষ্য। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে ঠেলে কে ?

৫

পালোয়ান

তা পাবেন, আমি চল্লুম।

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও এখনি যাচ্চি মোড়লদের ঘরে— তোমাকে একলা থাকতে হবে না।

পালোয়ান

না, না, সর্দ্দার রাগ করবে।

নন্দিনী

আমি সর্দ্দারের রাগকে ভয় করিনে।

পালোয়ান

আমি ভয় করি। দোহাই তোমার আমার বিপদ বাড়িয়ো না!

নন্দিনী

সর্দ্দার, আমাদের বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে গেচ ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে ? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে ঠেলে কে ?

৬

পূর্বানুগ।

(i) তোমাকে একলা থাকতে হবে না। > তোমাকে সেখানে কেউ যত্ন করবার নেই।

(ii) 'বিপদ বাড়িয়ো না'— এর পরে 'প্রস্থান' (সংযোজিত)।

৭

পূর্বানুগ।

৮

গজ্জু

যে আদেশ।

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও এখনি যাচ্চি মোড়লের ঘরে,—তোমাকে সেখানে যত্ন করবার কেউ নেই।

পালোয়ান

না, না, সর্দ্দার রাগ করবে।

নন্দিনী

আমি সর্দ্দারের রাগকে ভয় করিনে।

পালোয়ান

আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না। (প্রস্থান)

নন্দিনী

সর্দ্দার, আমাদের বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেচ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর খবর নাও বাতাসকে ঠেলে কে?

৯

গজ্জু

যে আদেশ।

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও যাচ্চি মোড়লের ঘরে। সেখানে ত তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

গজ্জু

না, না, থাক, সর্দ্দার রাগ করবে।

নন্দিনী

আমি সর্দ্দারের রাগকে ভয় করিনে।

গজ্জু

আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না। (প্রস্থান)

নন্দিনী

সর্দ্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে গেচ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েচে ঠেলা।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) কে দিয়েচে ঠেলা। > কে দিয়েচে ঠেলা?

নন্দিনী

এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জানো কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোঁসাই

আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে?

গোঁসাই

সে তুমি বুঝবে না— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা! ঐ গেল ছিঁড়ে!

ওহে সর্দার, এই-যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার

কে জানে, ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

পঙ্‌ক্তি ১২৫১-১২৬০ ১

আমাকে বল কোথায় সে আছে। গোসাঁইজি তুমি জান?

আমি নিশ্চয় জানি যেখানে সে থাক্ না, সে ভালোর জন্যেই।

কার ভালোর জন্যে?

সে তুমি বুঝবে না। ছাড়, ছাড়, ওটা আমার জপের মালা, ওটা চেপে ধোরো না।

কোথায় আছে আমার বিশু পাগল, বলে যাও।

এই দেখ ছিঁড়ে গেল আমার জপের মালা! ওহে সর্দ্দার, এই মেয়েটিকে—

এই মেয়েটি কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েচে— ওকে ছুঁতে পারচিনে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

২

নন্দিনী

এ কোন্ সর্ব্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মানুষ নও আর তোমরা যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, আর তারা মেঘ?— গোসাঁইজি তুমি নিশ্চয় জান কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোসাঁই

আমি নিশ্চয় জানি যেখানেই সে থাক্‌না সে ভালোর জন্যেই।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে?

গোসাইঁ

সে তুমি বুঝবে না। আঃ ছাড়, ছাড়, ওটা আমার জপের মালা। ওটা চেপে ধোরো না।

নন্দিনী

কোথায় আছে আমার বিশু পাগল, বলে যাও।

গোসাইঁ

এই দেখ ছিঁড়ে গেল জপমালা! ওহে সর্দ্দার এই মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দ্দার

গোসাইঁ প্রভু, এই মেয়েটি কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েচে, ওকে ছুঁতে পারচিনে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

৩

নন্দিনী

এ কোন্ সর্ব্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মানুষ নও, আর তোমরা যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, আর তারা মেঘ?— গোসাইঁজি, তুমি নিশ্চয় জানো কোথায় আমার বিশু পাগল আছে।

গোসাইঁ

আমি নিশ্চয় জানি যেখানেই সে থাক্ না ভালোর জন্যেই।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে?

গোসাইঁ

সে তুমি বুঝবে না। আঃ ছাড়, ছাড়, ওটা আমার জপমালা। ওটা চেপে ধোরো না।

নন্দিনী

কোথায় আছে আমার বিশু পাগল বলে যাও।

গোসাইঁ

এই দেখ ছিঁড়ে গেল জপমালা! ওহে সর্দ্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দ্দার

এই মেয়েটি কেমন করে' এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েচে, ওকে ছুঁতে পারচিনে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

৫

পূর্বানুগ। এই অংশের পরিবর্তনগুলি এইরকম :

(i) ভালোর জন্যেই। > ভালোর জন্যেই!

(ii) আমার বিশু পাগল বলে যাও। > বিশু পাগল বল।

(iii) বুঝবে না। > বুঝবে না!

(iv) করে' > করে

৬

পূর্ব্বানুগ।

৭

পূর্ব্বানুগ।

(i) আর তোমরা যাদের চালাও > আর যাদের চালাও

৮

নন্দিনী

এ কোন্ সর্ব্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া আর তারা মেঘ? গোসাইঁজি, তুমি নিশ্চয় জানো কোথায় আমার বিশু পাগল আছে।

গোসাইঁ

আমি নিশ্চয় জানি সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে?

গোসাইঁ

সে তুমি বুঝবে না। আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো! ওটা আমার জপমালা। ওহে সর্দ্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দ্দার

এই মেয়েটি কেমন করে' এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েচে ওকে ছুঁতে পারচিনে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

৯

নন্দিনী

এ কোন্ সর্ব্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া তারা মেঘ? গোসাইঁ, তুমি নিশ্চয় জানো কোথায় আমার বিশু পাগল আছে।

গোসাইঁ

আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে?

গোসাইঁ

সে তুমি বুঝবে না। আঃ ছাড়ো ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ওহে সর্দ্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দ্দার

কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েচে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) আমার জপমালা। ওহে সর্দ্দার, > আমার জপমালা। ঐ গেল ছিঁড়ে! ওহে সর্দ্দার,

গোঁসাই

ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে! বিপদ করলে! আমি চললুম!

প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশুপাগলকে।

সর্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেছে— এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী

আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না! বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার

তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

পঙ্‌ক্তি ১২৬১-১২৭০ ১

ওহে এইবার আমার নামাবলী সুদ্ধ ছিঁড়বে দেখচি, আর নয়।—

সর্দ্দার, বল্‌তেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশুপাগল্‌কে—

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে এর বেশি আমি আর কিছু জানি নে। আমার কাজ আছে।—

২

গোসাইঁ

ওহে, এইবার যে আমার নামাবলীটা সুদ্ধ ছিঁড়বে দেখচি। বিপদ করলে ত! আমি চল্‌লেম। প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দ্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশুপাগলকে।

সর্দ্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে। এর বেশি কিছু জানিনে। আমার কাজ আছে। প্রস্থান

৩

গোসাইঁ

ওহে, এইবার যে আমার নামাবলীটা সুদ্ধ ছিঁড়বে! বিপদ করলে, আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী

সর্দ্দার, বল্‌তেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশু পাগলকে।

সর্দ্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে। এর বেশি কিছু জানিনে। আমার কাজ আছে। (প্রস্থান)

৫

গোসাইঁ

ওহে, এইবার যে আমার নামাবলীটা সুদ্ধ ছিঁড়বে! বিপদ করলে! আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী

সর্দ্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গেচ বিশু পাগলকে।

সর্দ্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে। এর বেশি কিছু জানিনে। ছাড় আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী

আমি মেয়েমানুষ বলে' তুমি আমাকে ভয় কর না! প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়ে দেব আমি! ইন্দ্রদেব বিদ্যুৎ শিখাকে দিয়ে তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেচি— তোমার সর্দ্দারির সোনার চুড়ো ভাঙবে এবার।

সর্দ্দার

এইবার তোমাকে তবে সত্য কথাটা বলে যাই, বিশুর বিপদ ঘটিয়েচ তুমি!

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

গোসাইঁ

ওহে, এইবার আমার নামাবলীটা সুদ্ধ ছিঁড়বে! বিপদ করলে! আমি চল্‌লুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী

সর্দ্দার, বলতেই হ'বে কোথায় নিয়ে গেচ বিশু পাগলকে।

সর্দ্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে, এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে!

নন্দিনী

আমি মেয়েমানুষ বলে' তুমি আমাকে ভয় কর না! ইন্দ্রদেব বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়েই তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেচি, এবার ভাঙবে তোমার সর্দ্দারির সোনার চূড়ো।

সর্দ্দার

এবার তোমাকে সত্য কথাটা তবে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েচ তুমিই।

৯

গোসাঁই

ওহে এইবার আমার নামাবলীটা সুদ্ধ ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী

সর্দ্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গেচ বিশু পাগলকে?

সর্দ্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী

আমি নারী বলে' আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেচি, ভাঙবে তোমার সর্দ্দারির সোনার চূড়া।

সর্দ্দার

তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েচ তুমিই।

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

আমি !

সর্দার

হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্র-দেবের আগুন! অনেককে টানবে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী

তাই হোক। কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি ?

সর্দার

কিছুতে না।

নন্দিনী

কিছুতে না! দেখব, তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই— আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম।

সর্দারের প্রস্থান

পঙ্‌ক্তি ১২৭১-১২৮০ ৫

নন্দিনী

আমি ?

সর্দ্দার

হাঁ তুমি। এতদিন কীটের মত নিঃশব্দে মাটির মধ্যে গর্ত করে চলেছিল। তুমি আগুনের শিখা, তাকে মরবার পাখা মেল্‌তে শিখিয়েচ। আরো অনেককে টান্‌বে তা জানি— তারপরে শেষকালটায় তোমাতে আমাতে শেষ বোঝাপড়া হবে। আজ চল্লুম। (প্রস্থান)

৬

পূর্বানুগ।

(i) "আগুনের শিখা" বর্জিত।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আরো অনেককে টানবে > আরো অনেককে তুমি টান্‌বে

৮

নন্দিনী

আমি ?

সর্দ্দার

হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মত সে নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত্ত করে' চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েচ তুমিই। আরো অনেককে টানবে, তারপর শেষকালটায় তোমাতে আমাতে শেষ বোঝাপড়া হবে। বেশি দেরী নেই। (প্রস্থান)

৯

নন্দিনী

আমি ?

সর্দ্দার

হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মত নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেল্‌তে শিখিয়েচ তুমিই। ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। আরো অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী

তাই হোক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি ?

সর্দ্দার

কিছুতে না।

নন্দিনী

কিছুতে না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের ? তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

নন্দিনী

জানলায় ঘা দিয়ে

শোনো শোনো রাজা। কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি।—

ও কে ও। কিশোর যে। বল্ তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর

হাঁ, নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

নন্দিনী

প্রহরীদের কর্তা? তবে কি—

কিশোর

হাঁ, ঐ-যে আসছে।

পঙ্ক্তি ১২৮১-১২৯০ ১

শোনো, শোনো, রাজা, আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ? কোথায় তুমি? কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার ওই জালের জালনা আমি ভেঙে ফেল্‌ব; তোমার চোখকানের পর্দ্দা আমি উড়িয়ে দেব।

২

নন্দিনী (দ্বারে আঘাত করে')

শোনো, শোনো রাজা, আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ? কোথায় তুমি? কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার এই জালের জালনা ভেঙে ফেলব, তোমার চোখকানের পর্দ্দা উড়িয়ে দেব।

৩

নন্দিনী (দ্বারে আঘাত করে)

শোনো, শোনো রাজা! আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ? কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার এই জালের জালনা ভেঙে ফেলব।

৫

নন্দিনী (দ্বারে ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো রাজা! কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই জান্‌লা ভেঙে ফেলব।— '

৬

পূর্বানুগ।

(i) জান্‌লা ভেঙে ফেলব। > জান্‌লা ভাঙব তবে ছাড়ব।

৭

নন্দিনী (দ্বারে ঘা দিয়া)

শোনো,. শোনো রাজা! কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই জান্‌লা ভাঙব তবে ছাড়ব।

৮

নন্দিনী (জানলায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো রাজা! কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই জাল্‌না ভাঙব আমি!—

৯

(সর্দ্দারের প্রস্থান)

নন্দিনী (জালনায় ঘা দিয়া)

শোনো, শোনো, রাজা! কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি।—

১০

(সর্দ্দারের প্রস্থান)

নন্দিনী (জানলায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো, রাজা! কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি।— ও কে ও! কিশোর যে! বল্‌ত আমায়, জানিস্‌ কি, কোথায় আমাদের বিশু?

<u>কিশোর</u> হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখ। জানিনে প্রহরীদের কর্ত্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

<u>নন্দিনী</u> প্রহরীদের কর্ত্তা? তবে কি—

<u>কিশোর</u> হাঁ, ঐ যে আস্‌চে।

নন্দিনী

ও কী! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগল ভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে?

বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশু

ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগ্‌লি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী

কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশু

যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে?

বিশু

এত দিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলুম।

নন্দিনী

তাতে দোষ কী হয়েছে?

পঙ্‌ক্তি ১২৯১-১৩০০ ১

ও কি ও! পাগলভাই, তোমার হাতে হাতকড়ি, তোমাকে ওরা এমন করে নিয়ে যাচ্চে কেন?

ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে। প্রহরী, একটু দাঁড়াও তোমরা ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিই। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

কি বল্‌চ, ভাই, বুঝতে পারচি নে।

যখন ভয়ে ভয়ে বিপদ সামলে চল্‌তেম তখন ছিলুম ছাড়া— তার চেয়ে সর্ব্বনেশে বাঁধন কি আর ছিল?

কিন্তু কি দোষ করেচ যে এরা আজ তোমাকে চোরের মত বেঁধে নিয়ে যাচ্চে?

সত্যি কথা বলেছিলুম।

তাতে দোষ কি হয়েচে?

২

—ঐ যে, ও কি ও! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগল ভাই তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেচে?

বিশু

ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে।— প্রহরী, একটু দাঁড়াও তোমরা, ওর সঙ্গে দুটে[া] কথা কয়ে নিই।— পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী

কি বলচ, ভাই, বুঝতে পারচি নে।

বিশু

যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সাম্‌লে চল্‌তেম— তখন ছাড়া ছিলুম, কিন্তু সেই ছাড়ার মত বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কি দোষ করেচ যে এরা তোমাকে চোরের মত বেঁধে নিয়ে যাচ্চে ?

বিশু

এতদিন পরে আজ সত্যি কথা বলেছিলুম।

নন্দিনী

তাতে দোষ কিছু কি হয়েচে ?

৩

—ঐ যে, ও কি ও। তোমার হাতে হাতকড়ি ? পাগল ভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেচে ?

বিশু

ভয় নেই ; কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে। প্রহরী, একটু দাঁড়াও তোমরা, ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিই। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হ'ল।

নন্দিনী

কি বল্‌চ, ভাই, বুঝতে পারচিনে।

বিশু

যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সামলে চল্‌তুম তখন ছাড়া ছিলুম কিন্তু সেই ছাড়ার মত বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কি দোষ করেচ যে এরা তোমাকে চোরের মত বেঁধে নিয়ে যাচ্চে ?

বিশু

এতদিন পরে আজ সত্যি কথা বলেছিলুম।

নন্দিনী

তাতে দোষ কি হয়েচে ?

৫

তৃতীয় খসড়ার পাঠের অনুরূপ।

(i) সামলে > সাম্‌লে

(ii) নেই। > নেই।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তোমার হাতে হাতকড়ি ? > তোমার হাতে হাতকড়ি।

৮

পূর্বানুগ। (i) পাগলী > পাগ্‌লী

(ii) কিন্তু সেই ছাড়ার > সেই ছাড়ার

(iii) নিয়ে যাচ্চে > নিয়ে চলেচে ?

(iv) সত্যি কথা > সত্য কথা

৯

—ঐ যে! ও কি? তোমার হাতে হাতকড়ি। পাগল ভাই! তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেচে?

(বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ)

বিশু

ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে। প্রহরী, একটু দাঁড়াও তোমরা। ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিই। পাগ্‌লি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী

কি বলচ, ভাই, বুঝতে পারচিনে।

বিশু

যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মত বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কি দোষ করেচ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেচে?

বিশু

এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলছিলুম।

নন্দিনী

তাতে দোষ কি হয়েচে?

১০

নন্দিনী

ও কি! তোমার হাতে হাতকড়ি? পাগল ভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেচে?

(বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ)

বিশু

ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্ নে! পাগ্‌লি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী

কি বলচ, ভাই, বুঝতে পারচিনে।

বিশু

যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সাম্‌লে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মত বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কি দোষ করেচ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেচে?

বিশু

এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলুম।

নন্দিনী

তাতে দোষ কি হয়েচে?

বিশু

কিচ্ছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কী হল ? সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ বন্ধন তারই সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী

ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা করছে না ? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ।

বিশু

ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী

আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে! এ কিসের চিহ্ন

পঙ্‌ক্তি ১৩০১-১৩১০ ১

কিছু না। আর এতেই বা কি ক্ষতি হ'ল ? ভিতরে মুক্তি পেয়েচি তারি সাক্ষী হয়ে থাক্ এই বাইরের বন্ধন।

এতদিন পরে মোরে
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তি ডোরে।
সাবধানীদের পিছে পিছে
দিন কেটেছে কেবল মিছে,—
ওদের বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টেনে নিল আপন করে'।

বন্দী ছিলেম মিথ্যের জালে, আজ ছুটি পেয়েচি।

২

বিশু

কিছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে বাঁধল কেন ?

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কি হল? আজ সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি এ বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে যদি (ও ভাইরে)
থাক্ বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি।
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক্ তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী (ভাইরে)

৩

বিশু

কিছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে বাঁধল কেন?

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কি হল? আজ সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি এ বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

আমার মনের বাঁধন ঘুচে গেল যদি
থাক্ বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি।
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক্ তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে,
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী।

নন্দিনী

আচ্ছা, ওরা যে তোমাকে অমন রাস্তা দিয়ে পশুর মতন বেঁধে নিয়ে চলেচে ওদের নিজের লজ্জা করচে না? ওরাও ত মানুষ! কোন্ প্রাণে ওরা তোমাকে এমন করে অপমান করচে?

বিশু

ওদের ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েচে যে, তাই মানুষের অপমানে ওদের নিজের মাথা হেঁট হয় না। আমাকে পশু সাজিয়ে ওদের ভিতরকার সেই পশুটাকে প্রকাশ করেচে। ওদেরই অন্তরের কলঙ্ক আমি আজ বাইরে বহন করব।

নন্দিনী

আহা, পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেচে? এ কিসের চিহ্ন

৫

পূর্ববর্তী পাঠের সঙ্গে অনেকাংশে অভিন্ন, কয়েকটি পরিবর্তন করা হয়েছে:

(i) কিছু না > কিচ্ছু না
(ii) বাঁধল কেন? > বাঁধলে কেন?

(iii) আচ্ছা, ওরা যে তোমাকে ... অপমান করচে ? > আচ্ছা, ওরা যে তোমাকে অমন রাস্তা দিয়ে পশুর মত বেঁধে নিয়ে চলেচে ওদের নিজের লজ্জা করচে না ? ওরাও ত মানুষ। (শেষের বাক্য বর্জ্জিত হয়েছে)

(iv) ওদের ভিতরে মস্ত একটা ... বহন করব। > ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েচে যে, মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ দুল্‌তে থাকে।'

৬

পূর্বানুগ। নীচের পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয় :

(i) ওদের নিজের > ওদের নিজেরই

(ii) কোন প্রাণে ওরা তোমাকে যেন এমন করে অপমান করচে ?' (বর্জ্জিত হয়েছে)

৭

পূর্বানুগ।

(i) ল্যাজ দুল্‌তে থাকে > ল্যাজ ফুল্‌তে থাকে।

৮

বিশু

কিচ্ছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে' বাঁধলে কেন ?

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কি হল ? আজ সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েচি এ বন্ধন তারি সত্যসাক্ষী হয়ে রইল।

আমার মনের বাঁধন ঘুচে গেল যদি
থাক্ বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি,
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক্ তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে,
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী।

নন্দিনী

আচ্ছা, ওরা যে তোমাকে অমন রাস্তা দিয়ে পশুর মত বেঁধে নিয়ে চলেচে ওদের নিজেরই লজ্জা করচে না ? ওরাও ত মানুষ।

বিশু

ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েচে যে। মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুল্‌তে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী

আহা, পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেচে ? এ কিসের চিহ্ন

৯

বিশু

কিচ্ছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে বাঁধলে কেন?

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কি হ'ল? সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েচি এ বন্ধন তারি সত্যসাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী

ওরা তোমাকে পশুর মত রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেচে। ওদের নিজেরই লজ্জা করচে না? ছি, ছি, ওরাও ত মানুষ।

বিশু

ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েচে যে, মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুল্‌তে থাকে, দুল্‌তে থাকে।

নন্দিনী

আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেচে? এ কিসের চিহ্ন

১০

অপরিবর্তিত।

তোমার গায়ে !

বিশু

চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে ! যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী

আমাকেও এমনি করে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক ভাই আমার ! তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

কিশোর

বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

পঙ্‌ক্তি ১৩১১-১৩২০

১

আমাকেও নিয়ে যাক্ না তোমার সঙ্গে।

২

নন্দিনী

আমাকেও নিয়ে যাক্ না তোমার সঙ্গে।

৩

তোমার গায়ে ?

বিশু

হাঁ আমাকে চাবুক মেরেচে— যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রসিতে এই চাবুক তৈরি সেই রসির সুতো দিয়েই ওদের গোসাইঁয়ের জপমালা তৈরি— যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে কথা ওরা ভুলে যায় কিন্তু ওদের ঠাকুর বোধহয় জান্‌তে পান।

নন্দিনী

আমাকেও এমনি করেই তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক্— ভাই আমার, তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তাহলে আজ থেকে আমার মুখে অন্ন রুচবে না।

৫

নিম্নলিখিত পরিবর্তন সহ এই খসড়ার পাঠ অনেকাংশেই পূর্ববর্তী পাঠের অনুসারী :

(i) হাঁ, আমাকে > আমাকে

(ii) যে চাবুক > যে-চাবুক

(iii) ঠাকুর বোধহয় জান্‌তে পান। > ঠাকুর বোধহয় খবর রাখেন।

(iv) তৈরি— > তৈরি।
(v) এমনি করেই > এম্‌নি করে
(vi) যায় > যায় ;
(vii) যে রসিতে > যে-রসিতে

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

পূর্বানুগ।
(i) হাঁ, আমাকে > আমাকে
(ii) ঠাকুর বোধহয় খবর রাখেন। > ঠাকুর খবর রাখেন।
(iii) আমাকেও এমনি করেই > আমাকেও এমনি করে
(iv) আমার মুখে > মুখে

৯

তোমার গায়ে ?

বিশু

চাবুক মেরেচে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রসিতে এই চাবুক তৈরি সেই রসির সুতো দিয়েই ওদের গোসাইঁয়ের জপমালা তৈরি। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সেকথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী

আমাকেও এমনি করে' তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক্, ভাই আমার। তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

১০

'তোমার গায়ে ? ... অন্ন রুচবে না' পর্যন্ত নবম খসড়ার পাঠ অপরিবর্তিত। তারপরেই এই খসড়ার নীচের অংশ (কিশোরের সংলাপগুলি) এই দশম খসড়ায় সংযোজিত হয়েছে। বস্তুত, কিশোর চরিত্রটি দশম খসড়া থেকেই দেখা দিয়েছে, তার পূর্ববর্তী খসড়াগুলিতে চরিত্রটির অস্তিত্ব ছিল না। চরিত্রটিতে পরবর্তীকালের উত্তীয় চরিত্রের পূর্বাভাস রয়েছে :

কিশোর — বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি কর তুমি।

বিশু

এ যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর

শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী

আহা, না কিশোর, ও কথা বলিস নে।

কিশোর

নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা যে অপমান করবে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু

না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

পঙ্‌ক্তি ১৩২১-১৩৩০ ১

না, রঞ্জন এসেচে শুনেচি, শীঘ্র তাকে খুঁজে বের কোরো— তোমার সঙ্গে তার মিলন হোক্!

২

বিশু

রঞ্জন এসেচে শুনেচি। তাকে খুঁজে বের করো, তার সঙ্গে তোমার মিলন হোক্!

১০

বিশু এ যে তোর পাগলের মত কথা।

কিশোর শাস্তিতে ত আমাকে বাজ্‌বে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুসি হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী আহা, না কিশোর, ও কথা বলিস্‌নে!

কিশোর নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেচি ওরা তা টের পেয়েচে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েচে। তারা যে অপমান করবে এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু না, কিশোর এখনো ধরা পড়লে চল্‌বে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেচে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর

নন্দিনী, তা হলে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তে[illegible]য কোন্ কথা তাকে জানাব?

নন্দিনী

কিছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।

কিশোরের প্রস্থান

বিশু

এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছি। আর, ঐ-যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে!

বিশু

মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই? মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের

পঙ্‌ক্তি ১৩৩১-১৩৪০ ১

মিলনে আমার সুখ হবে না।

২

নন্দিনী

মিলনে আমার সুখ হবে না।

৩

বিশু

রঞ্জন এসেচে শুনেচি। তাকে খুঁজে বের কর, তার সঙ্গে তোমার মিলন হোক্।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না।

৫

বিশু

রঞ্জন এসেচে শুনেচি। তাকে খুঁজে বের কর। তার সঙ্গে তোমার মিলন হোক্।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। ভাই, তোমার দুঃখের জীবনে আমি তোমাকে সুখ দিতে পারিনি এই কথাটা আমার মনে আজ বিঁধচে। এ আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না, যে, আজ তোমাকে আমি শূন্য হাতে বিদায় দিয়েচি।

৬

পূর্বানুগ।

(i) বিদায় দিয়েচি। > বিদায় দিলেম।

৭

পূর্বানুগ।

৮

বিশু

রঞ্জন এসেচে শুনেচি। তাকে খুঁজে বের করতে দেরী কোরো না। তার সঙ্গে তোমার মিলন হোক্।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না,— একথা কোনোদিন ভুল্‌তে পারব না যে তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় করেচি।

বিশু

না, শূন্যহাতে নয়, তুই আমাকে দুঃখের পারনী কড়ি দিয়েছিলি তাই নিয়ে মুক্তির ঘাটে পাড়ি দিয়েচি। মনে আছে ত তোর সেই নীলকণ্ঠের

৯

বিশু

রঞ্জন এসেচে শুনেচি। তাকে খুঁজে বের করতে দেরি কোরো না। তার সঙ্গে তোমার মিলন হোক্।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। একথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় দিয়েচি।

বিশু

মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের

১০

কিশোর — নন্দিনী, তাহলে বিদায় নিলেম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন্ কথা তাকে জানাব ?

নন্দিনী — কিচ্ছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে। (কিশোরের প্রস্থান)

বিশু

এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। একথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েচি। আর ঐ যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কি বা পেল ?

বিশু

মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েচ তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েচে। আর কি চাই ? মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের

পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে?

নন্দিনী

এই-যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

পাগলি, শুনতে পাচ্ছিস ঐ ফসল-কাটার গান?

নন্দিনী

শুনতে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও, বাঁধো আঁটি—
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক তা মাটি।

পঙ্ক্তি ১৩৪১-১৩৫০ ১

শুন্‌তে পাচ্চিস্ ঐ দূরে ওরা ফসল কাটার গান গাচ্চে!

শুন্‌তে পাচ্চি বই কি— কিন্তু প্রাণ কেদে উঠ্‌চে।

মাঠের লীলা শেষ হলে ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল তার ঘরে নিয়ে যাবে। এই দেখ্, এতদিনে আমার আটি বাঁধা হল, আমাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলেচে। চল প্রহরী আর দেরী না।

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি—
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্ তা মাটি!

পাগল ভাই, এখনি বিদায় নিতে পারব না। যতটা পথ তোমার সঙ্গে যেতে দেয় ততটা আমি যাব।

— ॥ —

২

বিশু

পাগ্‌লী শুনতে পাচ্চিস্ দূরে ওরা ফসল কাটার গান গাচ্চে।

নন্দিনী

শুন্‌তে পাচ্চি বই কি। কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হল, পাগ্‌লী। ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চল্‌ল। চল, প্রহরী আর দেরী নয়!

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি!
বাকি যা নয় গো নেবার, মাটিতে হোক্ তা মাটি!

৩

বিশু

পাগ্‌লি, শুন্‌তে পাচ্চিস দূরে ওরা ফসল কাটার গান গাচ্চে ?

নন্দিনী

শুন্‌তে পাচ্চি বই কি। কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হল, পাগ্‌লী। ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চল্‌ল। চল, প্রহরী, আর দেরি নয়।

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও, বাঁধো আঁটি।
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক্ তা মাটি।

— ০ —

৫

পূর্বানুগ।

(i) পাগ্‌লি > পাগলী,

(ii) পাগ্‌লী। ক্ষেতের মালিক > ক্ষেতের মালিক

৬

পূর্বানুগ। দৃশ্যের সমাপ্তি-সূচক চিহ্ন নেই।

(i) কিন্তু প্রাণ > প্রাণ

(ii) শেষ হল, পাগ্‌লী। > শেষ হল,

(iii) চল, প্রহরী > চল প্রহরী,

(iv) তা মাটি। > তা মাটি!

৭

পূর্বানুগ।

৮

পালক রঞ্জনের চূড়োয় পরিয়ে দিতে হবে, তার জয়যাত্রার শুভচিহ্ন ?

নন্দিনী

হাঁ, এই যে, রয়েচে আমার বুকের কাছে।

বিশু

পাগ্‌লি, শুনতে পাচ্চিস ঐ ফসল কাটার গান ?

নন্দিনী

শুন্‌তে পাচ্চি বই কি। প্রাণ কেদে উঠ্‌চে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হ'ল, ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চল্‌ল। চল, প্রহরী, আর দেরী নয়।

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও বাঁধো আঁটি।
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক্ তা মাটি।

(সকলের প্রস্থান)

৯

পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে ?

নন্দিনী

এই যে রয়েচে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

পাগ্‌লি, শুন্‌তে পাচ্চিস ঐ ফসলকাটার গান ?

নন্দিনী

শুনতে পাচ্চি, প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হল, ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চল্‌ল। চল প্রহরী, আর দেরী নয় :

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁঠি।
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্ তা মাটি।

১০

অপরিবর্তিত।

সকলের প্রস্থান

চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক

দেখলুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার

এর প্রতিকার কী?

চিকিৎসক

বড়ো রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার

অর্থাৎ, আর-কারও ক্ষতি করতে না দিলে উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক

ওরা বড়ো লোক, বড়ো শিশু— খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয় তখন আর-একটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

পঙ্‌ক্তি ১৩৫১-১৩৬০ ৫

৪ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা]

চিকিৎসক ও সর্দ্দার

চিকিৎসক

দেখলুম, রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেচেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দ্দার

এর প্রতিকার কি?

চিকিৎসক

বড় রকমের একটা ধাক্কা পাওয়া চাই। এই বেলা যত শীঘ্র পার অন্য কোনো রাজার সঙ্গে ঝগড়া বাধাও। সম্ভব যদি না হয় প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে খুব একটা উৎপাত করা দরকার।

সর্দ্দার

অর্থাৎ ওকে আর কারো ক্ষতি করতে না দিলে নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক

ওরা সব বড় লোক, বড় শিশু। ওরা কেবল খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়ে ওঠে তখন যদি আর একটা খেলা না জুগিয়ে দাও তাহলে নিজের কাপড় ছিঁড়বে, নিজের খেলনা ভাঙবে।

৬

পূর্বানুগ।

(i) '৪' (বর্জিত)

(ii) প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে খুব একটা উৎপাত করা দরকার। > প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তোলো। খুব একটা উৎপাত করা দরকার।

(iii) অর্থাৎ ওকে > অর্থাৎ ওঁকে

৭

পূর্বানুগ।

(i) একটা ধাক্কা পাওয়া চাই। > একটা ধাক্কা।

(ii) উৎপাত করা দরকার। > উৎপাত দরকার।

৮

চিকিৎসক ও সর্দ্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক

দেখ্‌লুম, রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেচেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দ্দার

এর প্রতিকার কি?

চিকিৎসক

বড় রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজার সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে খুব একটা উৎপাত বাধিয়ে তোলা দরকার।

সর্দ্দার

অর্থাৎ আর কারো ক্ষতি করতে না দিলে উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক

ওরা বড় লোক, বড় শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে, কিন্তু প্রস্তুত থাক, সর্দ্দার, আর বড় দেরি নেই।

৯

(সকলের প্রস্থান)

চিকিৎসক ও সর্দ্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক

দেখলুম। রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেচেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দ্দার

এর প্রতিকার কি?

চিকিৎসক

বড় রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজার সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দ্দার

অর্থাৎ আর কারো ক্ষতি করতে না দিলে উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক

ওরা বড় লোক, বড় শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয় তখন আর একটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাক, সর্দ্দার, আর বড় দেরি নেই।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

সর্দার

লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায় হায়, কী দুঃখ! আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি।

চিকিৎসকের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল

সর্দার-মহারাজ ডেকেছেন? আমি ঞ-পাড়ার মোড়ল।

সর্দার

তুমিই তো তিনশো একুশ?

মোড়ল

প্রভুর কী স্মরণশক্তি! আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না!

সর্দার

দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক-বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

পঙ্‌ক্তি ১৩৬১-১৩৭০ ১

সর্দ্দার মহারাজ, আমাকে ডেকেছিলেন? আমি ঞ-পাড়ার মোড়ল।

তুমিই ত তিনশো একুশ।

হাঁ প্রভু।

অনেক দিন পর দেশ থেকে আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আসচে। তোমাদের পাড়ার কাছে তাদের ডাকবদল হবে, যত শীঘ্র পার এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

২

৫ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা]

মোড়ল

সর্দ্দার মহারাজ, ডেকেচেন? আমি ঞ পাড়ার মোড়ল।

সর্দ্দার

তুমিই ত তিনশো একুশ?

মোড়ল

হাঁ প্রভু।

সর্দ্দার

অনেকদিন পরে দেশ থেকে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা আসচে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

৩

৫ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা]

মোড়ল

সর্দ্দার মহারাজ, ডেকেচেন? আমি ঞ-পাড়ার মোড়ল

সর্দ্দার

তুমিই ত তিনশো একুশ।

মোড়ল

হাঁ প্রভু।

সর্দ্দার

অনেকদিন পরে দেশ থেকে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা আস্‌চে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

৫

সর্দ্দার

হায় হায় বড় দুঃখের কথা। আমাদের স্বর্ণপুরী যে রকম ঐশ্বর্য্যে ভরে উঠেচে এমন কোনোদিন হয়নি, এই সময়ে বিপ্লব বাধিয়ে লোকসান করতে থাকলে ত— আচ্ছা যাও, কথাটা ভাবতে হবে।

(চিকিৎসকের প্রস্থান)

৫ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা]

মোড়ল

সর্দ্দার মহারাজ, ডেকেচেন? আমি ঞ পাড়ার মোড়ল।

সর্দ্দার

তুমিই ত তিনশো একুশ।

মোড়ল

হাঁ প্রভু।

সর্দ্দার

দেশ থেকে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েরা আসচে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

৬

পূর্ব্বানুগ।

(i) ৫ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা] (বর্জ্জিত)।

৭

পূর্ব্বানুগ।

(i) হয়নি, এই সময়ে বিপ্লব > হয়নি, ঠিক এই সময়টাতেই বিপ্লব

৮

সর্দ্দার

লক্ষণ দেখে আমি আগেই প্রস্তুত রেখেচি; কিন্তু, হায় হায়, কি দুঃখ! আমাদের স্বর্ণপুরী যেরকম ঐশ্বর্য্যে ভরে' উঠেছিল এমন কোনোদিন হয়নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখচি। (চিকিৎসকের প্রস্থান)

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল

সর্দ্দার মহারাজ, ডেকেচেন? আমি ঞ পাড়ার মোড়ল।

সর্দ্দার

তুমিই ত তিনশো একুশ।

মোড়ল

প্রভুর কি স্মরণশক্তি! আমার মত অভাজনকেও [illegible]লেন না!

সর্দ্দার

দেশ থেকে আমার স্ত্রী আস্চে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

৯

পূর্ব্বানুগ।

(i) আমি আগেই প্রস্তুত রেখেচি ; > আমি আগেই সব প্রস্তুত করে রেখেচি।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হোক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দার

কোথায় যেতে হবে জানো তো?— বাগান-বাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ।

মোড়ল

যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ঐ-যে ৬৯ঙ, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে।

সর্দার

কেন? তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে ভঙ্গিতে।

সর্দার

আর ভাবনা নেই। বুঝেছ?

পঙ্‌ক্তি ১৩৭১-১৩৮০ ১

আমাদের পাড়ায় গোরুর মড়ক হয়েচে, রথ টানার মত বলদ একটিও নেই। যদি একটা বেলাও অপেক্ষা করতে পারেন তাহলে ক্ষ-দের ওখান থেকে ছয় জোড়া—

না, অপেক্ষা করা চল্‌বে না, যত শীঘ্র পার তাদের আনা চাই।

তাহলে এক কাজ করি আমাদের সুরঙ্গের খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাক্— যদি জন পঞ্চাশেক জোয়ান লোক পাওয়া যায় তাহলে প্রহর দুই আড়াইয়ের মধ্যেই—

সে ত বেশ কথা। পঞ্চাশ কেন, তুমি একশো লোক নাও না, তাহলে আরো শীঘ্রই—

সর্দ্দার মহারাজ, আজ ছুটির দিন বলে কিছু মুস্কিল আছে। ওরা সহজে কাজ করতে রাজি হবে না। তবে যদি হুকুম পাই তাহলে—

হাঁ হুকুম দিচ্চি। কোথায় নিয়ে যেতে হবে জান?

না।

দুর্গের উত্তর দিকে নদীর ধারে আমাদের বাগানবাড়িতে। সেইখানে আজ সন্ধ্যায় সর্দ্দারদলের ভোজ হবে, তার আগেই পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

ত্রুটি হবে না।

তোমাদের ওখান থেকে ফুল পাঠাবার যে বরাদ্দ করে দিয়েছিলুম তা গেছে ত?

কাল রাত্রেই জোগাড় করে' নিজের ভাইপোকে দিয়ে আজ ভোরে পাঠিয়ে দিয়েচি।

আর সেই যে নাচের দল ঠিক করতে বলেছিলুম—

আজ তিন দিন হ'ল গড়ের ওপার থেকে তাদের আন্‌তে পাঠিয়েচি— এখানে ত কেউ নাচে না।

তাহলে দেরী কোরো না, দৌড়ে চলে যাও।

যাচ্চি, কিন্তু দেখেন, সর্দ্দার মহারাজ, অনেকবার বলেচি আপনারা কান দেন না— ঐ যে ৬৯৩, যাকে এরা বিশুপাগল বলে, তার পাগলামিটা একটা ভড়ং— ওর মত সয়তান এ রাজ্যে আর নেই, একেবারে হাড়ে পাকা। প্রভু, ওকে যদি একটু ভালো করে' সাম্‌লে রাখা না হয় তাহলে কিন্তু—

কেন ? ও তোমাদের উপর উৎপাত করে নাকি ?

মুখে কিছু বলে না— ভিতরটা রয়েচে পাপে ভরা। একসময়ে ওকে কিছু উপরে ওঠানো হয়েছিল কিনা সে কথা ভুল্‌তে পারে না, আমাদের মত মোড়লদের ত একেবারে—

তোমাদের মানে না না কি ?

এত বেশি নম্রতা করে যে তার ভিতর থেকে ওর বিদ্রূপ বেরিয়ে পড়ে। ওর অভিবাদনেও আমাদের অসম্মান বোধ হয় এমনি ওর একটা কি রকম চাল আছে।

ওর জন্যে আর ভাব্‌তে হবে না ; বুঝেচ ?

২

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, রথ টানবার মত বলদ একটিও নেই। এক প্রহর বেলা যদি অপেক্ষা করেন তাহলে ক্ষ-দের পাড়া থেকে জোড়া দশেক চাষের বলদ—

সর্দ্দার

না, অপেক্ষা করা চল্‌বে না। শীঘ্র আনা চাই।

মোড়ল

তাহলে আমাদের সুরঙ্গ-খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাক্। জন পঞ্চাশেক জোয়ান লোক পেলেই প্রহর দুই আড়াইয়ের মধ্যে—

সর্দ্দার

পঞ্চাশ কেন, একশো জন লোক নাও না, আরো শীঘ্র হবে।

মোড়ল

সর্দ্দার মহারাজ, আজ ছুটির দিন বলে কিছু মুস্কিল আছে। ওরা সহজে রাজি হবে না। তবে যদি হুকুম পাই তাহলে—

সর্দ্দার

হুকুম ত দিচ্চি। কোথায় নিয়ে যেতে হবে জান ? সেই নদীর ধারে আমাদের বাগানবাড়িতে। সেখানে আজ সন্ধ্যায় সর্দ্দারদের ভোজ ; তার আগেই পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল

ত্রুটি হবে না।

সর্দ্দার

তোমাদের ওখান থেকে ফুল পাঠাবার যে বরাদ্দ করে দিয়েছিলুম তার কি হল ?

মোড়ল

আমার ভাইপোকে ভোরে পাঠিয়ে দিয়েচি।

সর্দ্দার

আর সেই যে নাচের দল ?

মোড়ল

গড়ের ওপার থেকে আন্‌তে পাঠিয়েচি।

সর্দ্দার

তুমি কিন্তু আর দেরি কোরো না, দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল

যাচ্চি, কিন্তু দেখেন, সর্দ্দার মহারাজ, অনেকবার বলেচি, কান দেন না। ঐ যে ৬৯ঙ, যাকে এরা বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাই সয়তানী। ওকে সাম্‌লে রাখা দরকার।

সর্দ্দার

কেন, তোমাদের উপর উৎপাত করে না কি ?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে ভঙ্গীতে।

সর্দ্দার

ওর জন্যে আর ভাবনা নেই। বুঝেচ ?

৩

পাড়ায় পাড়ায় মড়ক, রথ টানবার মত বলদ একটিও নেই। এক প্রহর বেলা যদি অপেক্ষা করেন তাহলে ক্ষ-দের পাড়া থেকে জোড়া দশেক চাষের বলদ—

সর্দ্দার

না, অপেক্ষা করা চল্‌বে না। শীঘ্র আনা চাই।

মোড়ল

তাহলে আমাদের সুরঙ্গ খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাক্‌। জন পঞ্চাশেক জোয়ান লোক পেলেই প্রহর দুই আড়াইয়ের মধ্যে—

সর্দ্দার

পঞ্চাশ কেন ? একশো জন লোক নাও না। — কোথায় যেতে হবে জান ? সেই নদীর ধারে আমাদের বাগানবাড়িতে। সেখান [নে] আজ সন্ধ্যাবেলায় সর্দ্দারদের ভোজ। কিন্তু দেরি কোরো না, দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল

যাচ্চি, কিন্তু দেখেন, সর্দ্দার মহারাজ, কতবার বলেচি কান দেন না। ঐ

যে ৬৯৩, লোকে যাকে বিশু পাগল বলে, ওর পাগলামিটাই সয়তানি।

সর্দ্দার

কেন তোমাদের পরে উৎপাত করে না কি ?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে ভঙ্গীতে।

সর্দ্দার

ওর জন্যে আর ভাবনা নেই। বুঝেচ ?

৫

মূলত পূর্ব্ববর্তী খসড়ার পাঠের অনুরূপ, নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সহ :

(i) পাড়ায় পাড়ায় মড়ক > পাড়ায় গোরুর মড়ক

(ii) না, অপেক্ষা করা > অপেক্ষা করা

(iii) তাহলে আমাদের সুরঙ্গ খোদাইকরদের > তাহলে সুরঙ্গ খোদাইকরদের

(iv) পঞ্চাশ কেন ? একশো ··· চলে যাও। > কোথায় যেতে হবে জান ? বাগানবাড়িতে। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় সর্দ্দারদের ভোজ। দেরি কোরো না। দৌড়ে চলে যাও।

(v) পাগলামিটাই > পাগ্‌লামিটাই

(vi) সয়তানি > সয়তানী

(vii) ভাবনা নেই। > ভাবনা নেই ?

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তাহলে সুরঙ্গ খোদাইকরদের > তাহলে খোদাইকরদের

৮

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, তা হোক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে —জন পঞ্চাশেক জোয়ান লোক পেলেই—

সর্দ্দার

কোথায় যেতে হবে জান ? বাগানবাড়িতে ; সেখানে আজ সন্ধেবেলায় সর্দ্দারদের ভোজ, তার আগেই পৌঁছন চাই।

মোড়ল

যাচ্চি, কিন্তু একটা কথা বলে যাই, একটু কান দেবেন। ঐ যে ৬৯৩, লোকে যাকে বিশু পাগল বলে, ওর পাগ্‌লামিটাকে শুধ্‌রে দেবার সময় এসেচে।

সর্দ্দার

কেন, তোমাদের পরে উৎপাত করে না কি ?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে ভঙ্গীতে।

সর্দ্দার

তার জন্যে ভাবনা নেই, বুঝেচ ?

৯

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মত বলদের অভাব। তা হোক খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দ্দার

কোথায় যেতে হবে জান ত ? বাগানবাড়িতে যেখানে সর্দ্দারদের ভোজ।

মোড়ল

যাচ্চি কিন্তু একটা কথা বলে যাই। একটু কান দেবেন। ঐ যে ৬৯ঙ, লোকে যাকে বিশু পাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেচে।

সর্দ্দার

কেন ? তোমাদের পরে উৎপাত করে নাকি ?

মোড়ল

মুখের কথায় নয় ভাবে ভঙ্গীতে।

সর্দ্দার

আর ভাবনা নেই বুঝেচ ?

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) আর ভাবনা নেই বুঝেচ ? > আর ভাবনা নেই। বুঝেচ ?

মোড়ল

তাই নাকি ? তা হলে ভালো। আর-একটা কথা, ঐ-যে ৪ ৬৯ঙ'র সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দার

সেটা লক্ষ করেছি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ ঠিকই আছে। তবু নানান দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি— দুই-একটা ফস্‌কিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন-না, আমাদের ৯৫— গ্রামসম্পর্কে আমার পিস্‌শ্বশুর— পাঁজরের হাড়-ক'খানা দিয়ে সর্দার-মহারাজের ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্যন্ত—

সর্দার

তার নাম বড়ো খাতায় উঠেছে।

পঙ্‌ক্তি ১৩৮১-১৩৯০ ১

বুঝেচি, মহারাজ। আর একটা কথা তাহলে বলে রাখি, ঐ যে ৪৭ফ, সে আর তার দলবল ঐ ৬৯ঙর সঙ্গে কিছু বেশি মেলামেশি করে।

সেটা আমি লক্ষ্য করেচি।

প্রভুর লক্ষ্য এড়াবার জো নেই। কিন্তু নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সবসময়ে দেখেও দেখা হয়ে ওঠে না। এই দেখেন না আমাদেরি পাড়ার পাঁচানব্বই নিজের বুকের হাড় দিয়ে সর্দ্দার মহারাজের খড়ম বানিয়ে দিতে পর্য্যন্ত রাজি, তার ভাইবোন পর্য্যন্ত তাকে ত্যাগ করেচে, তার আপন স্ত্রী পর্য্যন্ত তাকে টিটকারি দেয় কিন্তু প্রভু তার—

বড় খাতায় তার নাম উঠেচে।

২

মোড়ল

বুঝেচি মহারাজ। আরেকটা কথা তাহলে বলে রাখি, ঐ যে ৪৭ফ, ৬৯ঙর সঙ্গে তার কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দ্দার

সেটা লক্ষ্য করেচি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ্য ঠিক আছে। কিন্তু নানান্ দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হয় কিনা, দুই একটা ফস্‌কিয়ে যেতে পারে। এই ত আমাদের পাড়ার ৯৫, নিজের বুকের হাড় কখানা দিয়ে সর্দ্দার মহারাজের পরিবার সুদ্ধ সকলেরই গোলামদের পর্য্যন্ত

খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত ; তার প্রভুভক্তি দেখে' স্বয়ং তার সহধর্ম্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজও তার—

সর্দ্দার

বড় খাতায় তার নাম উঠেচে।

৩

মোড়ল

বুঝেচি মহারাজ। আরেকটা কথা তাহলে বলে রাখি, ঐ যে ৪৭ফ, দেখচি ৬৯ঙ-র সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি। অভেদাত্মা বললেই হয়।

সর্দ্দার

সেটা লক্ষ্য করেচি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ্য ঠিক আছে। কিন্তু নানান্ দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় কিনা, দুই একটা ফস্‌কিয়ে যেতে পারে। এই ত আমাদের পাড়ার ৯৫, নিজের পাঁজরের হাড় ক'খানা দিয়ে সর্দ্দার মহারাজের গোলামদের পর্য্যন্ত খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত ; তার প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্ম্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজও তার—

সর্দ্দার

বড় খাতায় তার নাম উঠেচে।

৫

এই খসড়ার পাঠ পূর্বানুগ, কয়েকটি পরিবর্তন নিম্নরূপ :

(i) বুঝেচি মহারাজ। আরেকটা কথা তাহলে বলে রাখি, > তাই না কি ? তাহলে ভাল। আরেকটা কথা—

(ii) দেখচি ৬৯ঙ-র সঙ্গে > ৬৯ঙ-র সঙ্গে

(iii) বললেই > বল্‌লেই

(iv) গোলামদের > ঝাড়ুবর্দ্দারের

(v) বড় খাতায় তার নাম উঠেচে। > তার নাম বড় খাতায় উঠেচে।

৬

পূর্বানুগ।

(i) কিন্তু নানান দিকে > তবু নানান দিকে

(ii) ঝাড়ুবর্দ্দারের পর্য্যন্ত খড়ম > ঝাড়ুবর্দ্দারের খড়ম

৭

পূর্বানুগ।

৮

মোড়ল

তাই না কি ? তাহলে ভালো। আরেকটা কথা, ঐ যে ৪৭ফ, ৬৯ঙর সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দ্দার

সেটা লক্ষ্য করেচি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান্ দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় না। দুই একটা ফস্‌কিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন না, আমাদের ৯৫, পাঁজরে হাড় ক'খানা দিয়ে সর্দ্দার মহারাজের ঝাড়ুবর্দ্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, তার প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং সহধর্ম্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্য্যন্ত—

সর্দ্দার

তার নাম বড় খাতায় উঠেচে।

৯

মোড়ল

তাই নাকি ? তাহলে ভালো। আর একটা কথা ; ঐ যে ৪৭ফ, ৬৯ঙ'র সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দ্দার

সেটা লক্ষ্য করেচি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান্ দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি দুই একটা ফস্‌কিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন না, আমাদের ৯৫, গ্রাম সম্পর্কে আমার পিস্‌শ্বশুর, পাঁজরের হাড়-কখানা দিয়ে সর্দ্দার মহারাজের ঝাড়ুবর্দ্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, তার প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্ম্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্য্যন্ত—

সর্দ্দার

তার নাম বড় খাতায় উঠেচে।

১০

অপরিবর্তিত।

মোড়ল

যাক, সার্থক হল এত কালের সেবা। খবরটা তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কি জানি হঠাৎ—

সর্দার

আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল

আর-একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শ্যালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দার

তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল

মেজো সর্দার-বাহাদুর ঐ আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস, প্রভুদের মহলে ৬৯ঙ'র যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার

পঙ্‌ক্তি ১৩৯১-১৪০০ ১

উঠেচে? একথা শুন্‌লে তার—

কিন্তু আর দেরি কোরো না। তুমি এই বেলা ব্যবস্থা কর গে।

প্রভু, আর একটি মানুষের কথা আপনাকে বল্‌বার আছে।

আজ নয়। দৌড়ে চলে যাও। যেমন করে পারো ওঁদের খুব শীঘ্‌ঘির পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

আপনার হুকুমের জোরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ যে মেজো সর্দ্দার বাহাদুর আস্‌চেন, ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বল্‌বেন। আমি জ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ করি নি কিন্তু আমার পরে ওঁর ভাল নজর নেই। আমার বিশ্বাস, ৬৯ঙর যখন আপনাদের মহলে যাতায়াত ছিল, তখনই আমার

২

মোড়ল

উঠেচে', আহা, সার্থক হল এতকালের সেবা। এ খবর তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগী রোগ আছে। হঠাৎ যদি—

সর্দ্দার

আচ্ছা সে হবে, তুমি এখন যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল

আর একটি মানুষের কথা বলবার আছে— সেও—

সর্দ্দার

আজ নয় তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল

মেজো সর্দ্দার বাহাদুর আস্‌চেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বল্‌বেন। আমার পরে ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে যখন ৬৯৬-র যাওয়া আসা ছিল তখনি সে আমার

৩

মোড়ল

উঠেচে ? আহা, সার্থক হল এত কালের সেবা। এ খবর তাকে সাবধানে শোনাতে হবে,— তার মৃগী রোগ আছে। হঠাৎ যদি—

সর্দ্দার

আচ্ছা, সে হবে, তুমি এখন যাও শিগ্‌গির!

মোড়ল

আর একটি মানুষের কথা বলবার আছে, সেও—

সর্দ্দার

আজ নয়। তুমি দৌড়ে চলে যাও!

মোড়ল

মেজো সর্দ্দার বাহাদুর আসচেন। ওঁকে আমার হয়ে দু'টো কথা বল্‌বেন। আমার পরে ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে যখন ৬৯৬-র যাওয়া আসা ছিল তখনি সে আমার

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তন নিম্নরূপ :

(i) সেবা। > সেবা!

(ii) আছে। > আছে,

(iii) আচ্ছা, > আচ্ছা

(iv) আর একটি মানুষের কথা বলবার আছে, সেও— > আর একজন মানুষের কথা বল্‌বার আছে— সে যদিও আমার আপন শালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেচে, তবু মনিবের—

(v) আজ নয়। তুমি দৌড়ে চলে যাও! > তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তার মৃগী রোগ > তার আবার মৃগীরোগ

৮

পূর্বানুগ।

(i) তবু মনিবের > তবুও মনিবের

৯

মোড়ল

যাক্, সার্থক হল এতকালের সেবা! খবরটা তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে। কি জানি হঠাৎ—

সর্দ্দার

আচ্ছা সে হবে তুমি যাও শীগ্‌গির।

মোড়ল

আর একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শ্যালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেচে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দ্দার

তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল

মেজো সর্দ্দার বাহাদুর ঐ আস্‌চেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বল্‌বেন। আমার পরে ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ঙর যখন যাওয়া আসা ছিল, তখনি সে আমার

১০

অপরিবর্তিত।

(i) শ্যালা > শালা

(ii) মেজো সর্দ্দার বাহাদুর > মেজো বাহাদুর

লক্ষণীয়, মুদ্রিত পাঠে নবম খসড়ার 'মেজো সর্দ্দার বাহাদুর' পাঠ রক্ষিত হয়েছে।

নামে—

সর্দার

না না, কোনোদিন তোমার নাম করতেও তাকে শুনি নি।

মোড়ল

সে তো ওর চালাকি। যে মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার

আজ আর সময় নেই, শিগ্‌গির যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই।

পঙ্‌ক্তি ১৪০১-১৪১০ ১

নামে মেজো সর্দ্দারের কাছে লাগিয়েছিল।

নাহে, তিনশো একুশ, তোমার কথা ত ওকে কোনোদিন বলতে শুনিনি।

ওর ঐ ত কায়দা। ও স্পষ্ট করে কিছু বলে না অথচ লোকের কান ভারি করে দেয়। ওটা ভালো নয়, যা কিছু বলবার থাকে মুখের সাম্‌নে বল, খোলসা করে বল— আড়ালে লাগালাগি করাটা অন্যায়— ঐ দোষটি আছে আমাদেরই পাড়ার তেত্রিশের। সে দেখ্‌তে পাই নিজের কাজকর্ম্ম ছেড়ে যখন তখন প্রভুর কাছে যাওয়া আসা করে— ভয় হয় কার নামে কি না জানি বানিয়ে বল্‌চে। ওর নিজের ঘরের খবর যদি বলি তাহলে—

না, আজ আর সময় নেই। তুমি শীঘ্র যাও।

তবে প্রণাম হই।—

২

নামে মেজো সর্দ্দারের কাছে লাগিয়েছিল।

সর্দ্দার

না হে, তিনশো একুশ, তোমার নামে ওকে কোনোদিন বলতে শুনিনি।

মোড়ল

ঐ ত মজা। পষ্ট করে কিছু বলে না, অথচ লোকের কান ভারী করে' দেয়। আড়ালে আবডালে অমনতর ইসারায় লাগালাগি করা ভালো না। ঐ দোষটি আছে আমাদের পাড়ার তেত্রিশের। তার ত দেখি আর কোনো কাজ

নেই, যখন তখন আপনার খাষমহলে আনাগোনা করে। ভয় হয় কার নামে কি বানিয়ে বলে। ওর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দ্দার

না, আজ সময় নেই, তুমি শীঘ্র যাও!

মোড়ল

তবে প্রণাম হই।

৩

নামে মেজো সর্দ্দারের কাছে লাগিয়েছিল।

সর্দ্দার

না হে তিনশো একুশ। তোমার কথা ওকে কোনোদিন বল্‌তে শুনিনি।

মোড়ল

ঐ ত মজা। পষ্ট করে কিছু বলে না; অথচ লোকের কান ভারী করে দেয়। অমন ইসারায় লাগালাগি করা ভালো নয়। ঐ দোষটি আছে আমাদের পাড়ার তেত্রিশের। তার ত দেখি আর কোনো কাজই নেই, যখন তখন আপনার খাষমহলে যাওয়া আসা করচেই। ভয় হয় কার নামে কি বানিয়ে বলে। ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দ্দার

না আজ সময় নেই। তুমি শীঘ্র যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই।

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তনের চিহ্ন এইরকম :

(i) না হে তিনশো একুশ। > না হে, তিনশো একুশ,
(ii) পষ্ট করে > স্পষ্ট করে
(iii) বলে না; > বলে না,
(iv) আপনার খাষমহলে > প্রভুদের খাষমহলে
(v) না আজ সময় নেই। তুমি শীঘ্র যাও। > না, আজ সময় নেই, শীঘ্র যাও!

৬

পূর্বানুগ।

(i) ওঁর নিজের ঘরের > অথচ ওঁর নিজের ঘরের

৭

পূর্বানুগ।

৮

নামে মেজো সর্দ্দারের কাছে লাগিয়েছিল।

সর্দ্দার

না হে, তিনশো একুশ, তোমার নাম সে কোনোদিন মুখে উচ্চারণও করে নি।

মোড়ল

সেই ত ওর চালাকি। যে মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই ত তাকে মারতে হয়। অমন কৌশলে লাগালাগি করা ত ভালো ন । ঐ দোষটি আছে আমাদের পাড়ার তেত্রিশের। তার ত দেখি আর কো কাজ নেই, যখন তখন প্রভুদের খাষ মহলে যাওয়া-আসা চল্‌চেই। ভয় হয় কার নামে কি বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি— সে একেবারে সাংঘাতিক।

সর্দ্দার

আজ আর সময় নেই, শীগ্‌গির যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই।

৯

নামে—

সর্দ্দার

না, না, কোনদিন তোমার নাম করতেও শুনিনি।

মোড়ল

সেই ত ওর চালাকি। যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই ত তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইসারায় লাগালাগি করা ত ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার ত দেখি আর কোন কাজ নেই, যখন তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া আসা চল্‌চেই। ভয় হয় কার নামে কি বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দ্দার

আজ আর সময় নেই। শীগ্‌গির যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

ফিরে এসে

একটি কথা। ও পাড়ার অষ্ট-আশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরি পাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার দেড়-হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার

আচ্ছা আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল

আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার ত্রুটি মারার কথা বলি নে ; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কি না ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়িনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

পঙ্‌ক্তি ১৪১১-১৪২০ ১

একটা কথা বলে যাই। ঐ যে আমাদের অষ্টআশী সেদিন তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুক্‌ল আর চার বছরের মধ্যেই আজ সে খাতাঞ্চিখানায় চারশো তন্‌খার পদে উঠেছে— তার গাড়িজুড়ি, তার কোঠাদালান— লোকে এই নিয়ে বলাবলি করচে।

আচ্ছা সেকথা কাল হবে।

২

(ফিরে এসে) একটি কথা! ও পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুকল আর তিন বছরের মধ্যেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে ত মাসে হাজার দেড় হাজারের কম হবে না, লোকে এই নিয়ে বলাবলি করচে।

সর্দ্দার

আচ্ছা, সেকথা কাল হবে।

৩

(ফিরে এসে) একটি কথা! ও পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুকল, আর তিন বছরের মধ্যেই উপ্‌রি পাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে ত মাসে হাজার তিন হাজারের কম হবে না। প্রভুদের মন দেবতাদের মত, স্তবেই ভোলেন, সেলামের ঘটা দেখেই মনে ভাব্‌লেন লোকটা বুঝি—

সর্দ্দার

আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তন :

(i) একটি কথা। > একটি কথা,

(ii) মাসে হাজার তিন হাজারের > মাসে হাজার দেড় হাজারের

(iii) সেলামের ঘটা > সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা

৬

পূর্ব্বানুগ।

(i) (ফিরে এসে) একটি কথা। > তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা,

(ii) দেবতাদের > দেবতার

৭

পূর্ব্বানুগ।

৮

(ফিরে এসে) একটি কথা। ও পাড়ার অষ্ট আশি সেদিন মাত্র ত্রিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই আজ উপ্‌রি পাওনা ধরে' ওর আয় কিছু না হবে ত মাসে হাজার দেড় হাজার হবে বই কি! প্রভুদের শাদা মন দেবতার মত, স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই মনে ভাব্‌লেন লোকটা বুঝি—

সর্দ্দার

আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল

না, আমি তার রুটি মারবার কথা বলি নে, কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভাল হচ্চে কিনা ভেবে দেখ্‌বেন। আমাদের সীতা ঘোষ ওর নাড়িনক্ষত্র জানে তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

৯

(ফিরে এসে) একটি কথা! ও পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরি পাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে' ত মাসে হাজার দেড় হাজার ত হবেই। প্রভুদের শাদা মন, দেবতার মত সমস্তই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গের প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দ্দার

আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল

আমি তার রুটি মারবার কথা বলিনে; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভাল হচ্চে কিনা ভেবে দেখ্‌বেন। আমাদের সীতা ঘোষ তার নাড়িনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) দেবতার মত সমস্তই > দেবতার মত ফাঁকা স্তবেই

(ii) আমি তার রুটি > আমার ত দয়াধর্ম্ম আছে, আমি তার রুটি

(iii) আমাদের সীতা ঘোষ > আমাদের বিষ্ণু দত্ত

সর্দার

আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল

প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার

আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে।

মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার

নাচওয়ালি আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার

আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার

এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

পঙ্‌ক্তি ১৪২১-১৪৩০ ১

প্রভু, আমার বড় ছেলে আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিল, দুদিন এসে দেখা না পেয়ে ফিরে গেচে। তাই বড় মনের দুঃখে আছে।

আচ্ছা, পর্শু আস্‌তে বোলো, দেখা মিল্‌বে।

এই যে মেজো সর্দ্দার।

আমি বাজন্দারদের বাগানে রওনা করে দিয়েচি, তুমি যে আজ এত সকাল সকাল সেজে প্রস্তুত হয়েচ, এখনি বেরবে না কি?

আমার স্ত্রী আর ছেলেরা অনেকদিন পরে আস্‌চে— তাই ভাব্‌চি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে করে' নিয়ে আসব।

এতকাল অপেক্ষা করেছিলে, আর এই ঘণ্টাকয়েকের দেরী বুঝি সইচে না?

আশার জিনিষ যখন দূরে থাকে তখনি ধৈর্য্যের দরকার হয়, যখন কাছে আসে তখন ধৈর্য্য দূরে চলে' যায়। কিন্তু মেজো সর্দ্দার, তুমি ত আসল কথাটি ভোলো নি? যা বলেচি তা করেচ ত?

কোন্ কথাটা বল্‌চ?

সেই যে রঞ্জনের। তাকে ত—

কাজটা সুশ্রী নয়, ও সম্বন্ধে আলোচনাও সুশ্রাব্য নয়। ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে এর ভার নিয়েচে। এতক্ষণে তার—

২

মোড়ল

প্রভু, আমার বড় ছেলে আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিল, তিনদিন হাঁটাহাঁটি করে' দেখা না পেয়ে ফিরে গেচে। বড় মনের দুঃখে আছে।

সর্দ্দার

আচ্ছা, পর্শু আস্‌তে বোলো। দেখা মিলবে। (প্রস্থান ও মেজো সর্দ্দারের প্রবেশ) কি হে মেজো সর্দ্দার!

মেজো সর্দ্দার

বাজন্‌দারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম। তুমি যে সকাল সকাল সেজে প্রস্তুত! এখনি বেরবে না কি?

সর্দ্দার

আমার স্ত্রীকে ভাবচি মন্দরপুর থেকে এগিয়ে নিয়ে আসব।

মেজো সর্দ্দার

এতমাস অপেক্ষা করে ছিলে এখন বুঝি মুহূর্ত্তকালের দেরি সইচে না।

সর্দ্দার

আশার জিনিষ যখন দূরে থাকে ধৈর্য্যের দরকার হয়, যখন কাছে আসতে থাকে তখন ধৈর্য্য দূরে পালায়। কিন্তু মেজ সর্দ্দার, যা বলেচি করেচ ত?

মেজো সর্দ্দার

কোন্ কথাটা বলচ?

সর্দ্দার

সেই যে রঞ্জনের। তাকে ত—

মেজো সর্দ্দার

ও কাজটা আমার দ্বারা হয় না। ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে এর ভার নিয়েচে। এতক্ষণে তার—

৩

মোড়ল

প্রভু, আমার বড় ছেলে আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিল। তিনদিন হাঁটাহাঁটি করে' দর্শন না পেয়ে ফিরে গেচে। বড় মনের দুঃখে আছে।

সর্দ্দার

আচ্ছা, পর্শু আস্‌তে বোলো দেখা মিল্‌বে।

(মোড়লের প্রস্থান ও মেজ সর্দ্দারের প্রবেশ)

মেজো সর্দ্দার

নাচওয়ালা আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম। তুমি যে সকাল সকাল সেজে প্রস্তুত। এখনি বেরবে না কি?

সর্দ্দার

আমার স্ত্রীকে ভাবচি মন্দরপুর থেকে এগিয়ে নিয়ে আসব।

মেজো সর্দ্দার

এতমাস অপেক্ষা করে ছিলে, এখন বুঝি আর মুহূর্ত্তকালের দেরি সইচে না ?

সর্দ্দার

আশার জিনিষ যখন দূরে থাকে তখন ধৈর্য্যের দরকার হয়, যখন কাছে আস্‌তে থাকে তখন ধৈর্য্য দূরে পালায়। কিন্তু মেজো সর্দ্দার, যা বলেচি করেচ ত ?

মেজো সর্দ্দার

কোন্ কথাটা বল্‌চ ?

সর্দ্দার

সেই যে রঞ্জনের— তাকে ত—

মেজো সর্দ্দার

এসব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে' এর ভার নিয়েচে। এতক্ষণে তার—

৫

পূর্বানুগ। তবে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায় :

(i) "বড় মনের দুঃখে আছে-র পরে সংযোজন করা হয়েছে—" প্রভুর ভোগের জন্য বউমা নিজের হাতে তৈরি ছাচি কুম্‌ড়োর—
(ii) নাচওয়ালা > নাচওয়ালী
(iii) প্রস্তুত। > প্রস্তুত ?
(iv) 'এখনি বেরবে না কি' — বর্তমান পাঠে বর্জিত।
(v) 'ভাবচি' — বর্জিত।
(vi) তখন ধৈর্য্য > তখনই ধৈর্য্য
(vii) কোন্ কথাটা > কোন্ কাজের কথাটা
(viii) এর ভার > ভার

৬

পূর্বানুগ।

(i) আপনাকে প্রণাম > শ্রীচরণে প্রণাম
(ii) বউমা > আমার বধূমাতা
(iii) আমার স্ত্রীকে ভাবচি মন্দরপুর থেকে > আমার স্ত্রীকে মন্দরপুর থেকে
(iv) দেরি সইচে না ? > দেরি সইবে না ?

৭

পূর্বানুগ।

(i) বাজনদারদের > বাজনাদারদের

৮

সর্দ্দার

আমি আজই ডাকাব। তুমি যাও।

মোড়ল

প্রভু, আমার মেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেচে। সে প্রণাম করতে এসেছিল। তিনদিন হাঁটাহাঁটি করে' দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়ই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচি কুম্‌ড়োর—

সর্দ্দার

আচ্ছা, পর্শু আস্‌তে বোলো, দেখা মিল্‌বে।

(মোড়লের প্রস্থান ও মেজো সর্দ্দারের প্রবেশ)

মেজো সর্দ্দার

নাচওয়ালী আর বাজন্দারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দ্দার

আর রঞ্জনের সেটা কতদূর এগোলো খবর নিয়েচ?

মেজো সর্দ্দার

এসব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েচে। এতক্ষণে তার—

৯

সর্দ্দার

আজই ডাকাব। তুমি যাও।

মোড়ল

প্রভু, আমার মেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেচে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিনদিন হাঁটাহাটি করে' দর্শন না পেয়ে ফিরে গিয়েচে। বড়ই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতের তৈরি ছাঁচি-কুমড়োর—

সর্দ্দার

আচ্ছা পর্শু আস্‌তে বোলো, দেখা মিলবে।

(মোড়লের প্রস্থান, মেজো সর্দ্দারের প্রবেশ)

মেজ সর্দ্দার

নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দ্দার

আর রঞ্জনের সেটা কতদূর—

মেজ সর্দ্দার

এসব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে তার ভার নিয়েচে। এতক্ষণে তার—

১০

অপরিবর্ত্তিত।

সর্দার

রাজা কি—

মেজো সর্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশ জনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে— কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার

রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার

না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

পঙ্‌ক্তি ১৪৩১-১৪৪০ ১

রাজা কি—

রাজা বুঝতে পারেন নি।

দেখ, মেজ সর্দ্দার, ঐ মেয়েটাকে যেমন করে হোক এখান থেকে—

সেজন্যে ভেবো না, এইবার তার যা হ'বার তা হ'বে। এসব কাজ আমি পারিনে করতে, কিন্তু যে-মোড়লের উপর ভার দিয়েচি, সে যোগ্য লোক, কোনো কাজে নোংরামির ভয় করে না।

২

সর্দ্দার

রাজা কি—

মেজো সর্দ্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। অন্য দশজনের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে—

সর্দ্দার

দেখ, মেজসর্দ্দার, ঐ মেয়েটাকে ত আর এখানে—

মেজো সর্দ্দার

এসব কাজে আমার হাত খেলে না। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েচে সে যোগ্য লোক,— নোংরামির ভয় করে না।

৩

সর্দ্দার

রাজা কি—

মেজ সর্দ্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। অন্য দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাবে

সর্দ্দার

দেখ, মেজ সর্দ্দার, ঐ মেয়েটাকে ত আর এখানে—

মেজ সর্দ্দার

না, না, এসব কাজ আমার না। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েচে সে যোগ্য লোক। নোংরামিতে ভয় করে না।

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তন :

(i) অন্য দশজনের > দশজনের

(ii) দেখ, মেজ সর্দ্দার, ঐ মেয়েটাকে ত আর এখানে— > দেখ, ঐ মেয়েটাকে ত আর এক মুহূর্ত্ত এখানে—

(iii) আমার না। > আমার নয়।

(iv) নোংরামিতে > সে নোংরামিতে

৬

পূর্বানুগ।

(i) আমার না। > আমার নয়।

৭

পূর্বানুগ।

(i) নোংরামিতে > নোংরামিকে

৮

সর্দ্দার

রাজা কি—

মেজো সর্দ্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে— কিন্তু রাজাকে এরকম করে ঠকানো আমি ত কর্ত্তব্য মনে করিনে।

সর্দ্দার

রাজার প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দ্দার

না, না, এসব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েচে সে যোগ্য লোক, সে নরকের নোংরামিকেও ভয় করে না।

৯

পূর্বানুগ।

(i) নরকের নোংরামিকেও > কোনরকম নোংরামিকেই

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) এরকম করে ঠকানো > এরকম ঠকানো

সর্দার

কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা ?

মেজো সর্দার

আন্দাজে সবই জানে, পষ্ট জানতে চায় না।

সর্দার

কেন ?

মেজো সর্দার

পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার

হলই বা ?

মেজো সর্দার

বুঝছ না ? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর যে এক পিঠে গোঁসাই, আর-এক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারি ধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা হলে নামজপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।

পঙ্‌ক্তি ১৪৪১-১৪৫০ ১

মেজ সর্দ্দার, তোমার ঘোড়াটা কিন্তু আমি নিচ্চি।

কেন, কি হবে ?

ঐ ত বললুম, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলব। তোমার ত বিশেষ কোনো—

না, তোমার মত অত বড় তাগিদ আমার নেই। তা তুমি নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সব দল নিয়ে বাগানে চললুম— নৌকা করে যাওয়া যাবে। ঐ যে আমাদের মেয়েরা চলেচে ময়ূরপংখিতে— সঙ্গে নহবতের দল খুব জমিয়ে তুলেচে।

কিন্তু আমাদের ভোজের মধ্যে ঐ গোসাঁইকে যেন—

না, না, জয় পতাকা পুজোর ভার তার উপরে দিয়েচি— মন্ত্রপড়া শেষ করতে অনেক সময় লাগ্‌বে। আর বলে দিয়েচি একে একে আমাদের কারিগরের দলকে দিয়ে যেন পতাকা প্রদক্ষিণ করানো হয়, একপ্রহর রাত ত তাতেই কেটে যাবে।

গোসাঁই জানে ত রঞ্জনের কথা ?

আন্দাজে সে সবই জানে কিন্তু স্পষ্ট করে জানতে চায় না।

কেন ?

পাছে জানিনে এই কথা বলবার পথ ওর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

হলই বা।

আমাদের হল কেবল একটা পথ, সর্দ্দারের পথ— সোজা চলে ে
পারি তাতে যে বাঁচে আর যে মরে। ওর যে দুটো পথ। একদিকে ও সদ
যদিচ তার উপরে নামাবলী চাপা পড়েচে তবুও ও সর্দ্দার, আবার অ
একদিকে ও হল গোঁসাই। এইজন্যে সর্দ্দারী ধর্ম্মপালন কতকটা নিজের
অগোচরে ওকে করতে হয়, তাহলে নামজপের সময় খুব বেশি বাধা ঘটে
না।

২

সর্দ্দার

মেজ সর্দ্দার, তোমার ঘোড়াটা নিয়ে চললুম।

মেজো সর্দ্দার

কেন, কি হবে?

সর্দ্দার

ঐ ত বল্লুম, একটু এগিয়ে যেতে চাই। তোমার ত এখন বিশেষ কোনো—

মেজো সর্দ্দার

না, তোমার মত অত বড় তাগিদ আমার নেই। আমি দলবল নিয়ে নৌকো করেই বাগানে যাচ্চি। ঐ যে আমাদের মেয়েরা চলেচে ময়ূরপংখীতে, সঙ্গে নহবৎ বাজচে।

সর্দ্দার

কিন্তু দেখো, মেজ সর্দ্দার, আমাদের ভোজের মধ্যে ঐ গোসাঁইকে যেন আবার—

মেজো সর্দ্দার

না, না, ধ্বজাপূজার মন্ত্র পড়া শেষ করতেই তার রাত পুইয়ে যাবে।

সর্দ্দার

গোঁসাই জানে কি রঞ্জনের কথা?

মেজো সর্দ্দার

আন্দাজে সবই জানে, পষ্ট করে জান্‌তে চায় না।

সর্দ্দার

কেন?

মেজো সর্দ্দার

পাছে "জানিনে" এই কথাটা বলবার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দ্দার

হলই বা!

মেজো সর্দ্দার

বুঝচ না, আমাদের কেবল একটা পথ, সর্দ্দারের পথ। ও বেচারা একদিকে গোসাঁই বটে আবার এক দিকে সর্দ্দার, সেটা ওর নামাবলীতে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে না। এইজন্যে সর্দ্দারী ধর্ম্মটা কতকটা নিজের অগোচরে ওকে পালন করতে হয়। তাহলে নামজপের সময় খুব বেশি বাধা ঘটে না।

৩

সর্দ্দার

কেনারাম গোসাইঁ জানে কি রঞ্জনের কথা ?

মেজো সর্দ্দার

আন্দাজে সবই জানে, স্পষ্ট করে জান্‌তে চায় না।

সর্দ্দার

কেন ?

মেজ সর্দ্দার

পাছে "জানিনে" এই কথাটা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দ্দার

হলই বা।

মেজ সর্দ্দার

বুঝচ না! আমাদের কেবল একটা রাস্তা, সর্দ্দারের রাস্তা। ও বেচারা একদিকে গোসাইঁ আর একদিকে সর্দ্দার, নামাবলী কোথাও একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। এই জন্যে সর্দ্দারি ধর্ম্মটা কতকটা নিজের অগোচরে ওকে পালন করতে হয়। তাহলে নাম জপের সময় খুব বেশি বাধা হয় না।

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তন :

(i) স্পষ্ট > পষ্ট

(ii) পাছে 'জানিনে' > পাছে, জানিনে,

(iii) বুঝচ না! > বুঝছ না!

৬

পূর্বানুগ।

(i) পাছে 'জানিনে' > পাছে, জানিনে

(ii) নামাবলী কোথাও একটু > নামাবলীটা কোথাও একটু

৭

পূর্বানুগ।

(i) নামাবলীটা কোথাও একটু > নামাবলীটা একটু

৮

পূর্বানুগ।

(i) ও বেচারা একদিকে গোসাইঁ আর একদিকে সর্দ্দার, > কিন্তু ওর যে এক পিঠ গোসাইঁ আর এক পিঠ সর্দ্দার।

৯

সর্দ্দার

কেনারাম গোসাইঁ কি জানে রঞ্জনের কথা ?

মেজ সর্দ্দার

আন্দাজে সবই জানে, স্পষ্ট জানতে চায় না।

সর্দ্দার

কেন?

মেজ সর্দ্দার

পাছে "জানিনে" এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দ্দার

হ'লই বা?

মেজ সর্দ্দার

বুঝচ না? আমাদের ত শুধু একটা চেহারা, সর্দ্দারের চেহারা। কিন্তু ওর যে এক পিঠে গোসাঁই, আর এক পিঠে সর্দ্দার। নামাবলীটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দ্দারি ধর্ম্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয় তাহলে নামজপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

সর্দার

নামজপটা নাহয় ছেড়েই দিত ?

মেজো সর্দার

কিন্তু, এ দিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হোক। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার

মেজো সর্দার, তোমারও দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার

রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজও তোমার ঐ তিন শো একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সভার

পঙ্‌ক্তি ১৪৫১-১৪৬০ ১

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

এদিকে মানুষটা যে ধর্ম্মভীরু, অথচ রক্তে বইচে সর্দ্দারী। এইজন্যে ও যদি স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারী করতে পারে তাহলেই ওর মনটা সুস্থ থাকে।

কিন্তু মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেচি রক্তের সঙ্গে আর তোমার সর্দ্দারির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ রঙের মিল হয়ে যায়নি।

অনেক উন্নতি হয়েচে। মরবার আগে বোধহয় নিখুঁৎ হয়ে মরতে পারব। কিন্তু এখনো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। কাজের খাতিরে বিশুর মত মানুষকে দলে ফেলে তারপরে নাটভবনে পাশা খেলতে যেতে পারি কিন্তু ঐ তিনশো একুশ যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতে ঘেন্না করে তাকে যখন দুহাত

২

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দ্দার

মানুষটা ধর্ম্মভীরু, অথচ রক্তে বইচে সর্দ্দারি। অতএব ও যদি স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারি করতে পারে তাহলেই ওর মনটা সুস্থ থাকে।

সর্দ্দার

কিন্তু মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেচি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির এখনো সম্পূর্ণ রঙের মিল হয়নি।

মেজো সর্দ্দার

তবু অনেকটা উন্নতি হয়েচে। মরবার আগে নিখুঁৎ হয়ে মরতে পারব। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। বিশুর মত মানুষকে পায়ে দলে হাঁটু পর্য্যন্ত রক্তের দাগ নিয়ে আমাদের নাটভবনে পাশা খেল্‌তে যেতে পারি কিন্তু তোমাদের ঐ তিনশো একুশ, যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সুহৃদ

৩

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দ্দার

মানুষটা ধর্ম্মভীরু, অথচ রক্তে বইচে সর্দ্দারি। অতএব ও যদি স্পষ্টভাবে নাম জপ, আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারি করতে পারে, তাহলেই ওর মনটা সুস্থ থাকে।

সর্দ্দার

কিন্তু, মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেচি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির এখনো সম্পূর্ণ রঙের মিল হয়নি।

মেজো সর্দ্দার

তবু অনেকটা উন্নতি হয়েচে। মরবার আগে নিখুঁৎ হয়ে মরতে পারব। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। বিশুর দরের মানুষকে পায়ে দলে' হাঁটু পর্য্যন্ত রক্তের দাগ নিয়ে নাটভবনে পাশা খেলতে যেতে আমার তেমন বাধে না, কিন্তু তোমাদের ঐ তিনশো একুশ, যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সভার

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটির পরিবর্তন :

(i) কিন্তু, মেজো সর্দ্দার, > মেজো সর্দ্দার,

(ii) তবু অনেকটা উন্নতি হয়েচে। > অনেকটা উন্নতি হয়েচে।

(iii) 'মরবার আগে নিখুঁৎ হয়ে মরতে পারব।' (বর্জিত)

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তোমারো দেখেচি > তোমারো দেখ্‌চি

৮

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দ্দার

মানুষটার মনটা ধর্ম্মভীরু, রক্তটা সর্দ্দার, তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারি করতে পারলেই ও সুস্থ থাকে।

সর্দ্দার

মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেচি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির রঙের মিল হয়নি।

মেজো সর্দ্দার

রক্ত শুকিয়ে এলেই আর কোনো বালাই থাকবে না ; এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সভার

৯

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

মেজ সর্দ্দার

কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্ম্মভীরু, রক্তটা যাই হোক। তাই স্পষ্টভাবে নাম জপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারি করতে পারলেই ও সুস্থ থাকে।

সর্দ্দার

মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখ্‌চি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির রঙের মিল হয়নি।

মেজ সর্দ্দার

রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সভার

১০

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দ্দার

কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্ম্মভীরু, রক্তটা যাই হোক্। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারি করতে পারলেই ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েচে, নইলে চেহারাটা ভাল দেখাত না।

সর্দ্দার

মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেচি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির রঙের মিল হয়নি।

মেজো সর্দ্দার

রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সভার

মাঝখানে সুহৃদ ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।—

ঐ-যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার

চলে এসো মেজো সর্দার!

মেজো সর্দার

কেন? ভয় কিসের?

সর্দার

তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার

কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে— তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

পঙ্‌ক্তি ১৪৬১-১৪৭০ ১

দিয়ে জড়াতে হয় তখন কোনো তীর্থবারিতে স্নান করে নিজেকে শুচি মনে হয় না!

ঐ যে খঞ্জনী আস্‌চে।

আমার সময় নেই, তুমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাও ত কও।

না, আমারো সময় নেই। আমি চল্লুম।

আমিও চল্লুম।

২

বলে দু'হাত দিয়ে জড়াতে হয় তখন কোনো তীর্থের জলেই স্নান করে' নিজেকে শুচি বলে মনে হয় না।

সর্দ্দার

মেজো সর্দ্দার, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, কিছুকাল থেকে রাজার মধ্যেও একটা দ্বিধা প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। রক্তের মধ্যে কার যে কি লুকিয়ে থাকে, আর হঠাৎ কখন যে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কিছুই হিসেব পাওয়া যায় না।

মেজো সর্দ্দার

কিন্তু এবারকার পূজোয় ত রাজা অন্য বছরের চেয়ে বেশি বলির বরাদ্দ করে দিয়েচেন শুন্‌লুম।

সর্দ্দার

সেটাও ভাল লক্ষণ নয়, নিজের সঙ্গে লড়াই চল্‌চে। শেষ কয়দিন মাঝে

মাঝে প্রচণ্ড হয়ে উঠ্‌চেন— আমাদেরই কাছে যেতে ভয় হয়। এত বাড়াবাড়ি করচেন যে, খুব একটা ক্লান্তি আসবার সময় আস্‌চে।

মেজ সর্দ্দার

এসব মানুষের ক্লান্তি তাদের শক্তির চেয়ে ভয়ঙ্কর— সতর্ক হতে হবে।

সর্দ্দার

বুঝতে পারচি একটা সঙ্কটের সময় আসচে। মানুষ যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তখনি ভালোমন্দ নিয়ে তার বিচারবুদ্ধি জাগে। রাজার মগজে তারি একটু আমেজ দেখা যাচ্চে, যদিও সেটা স্পষ্ট করতে তাঁর খুব লজ্জা হয়। কিন্তু আমি বিপ্লবের গন্ধ পাচ্চি।

মেজো সর্দ্দার

শুধু রাজারই মধ্যে ছটফটানি দেখ্‌চি তা নয় আমাদের কারিগরদেরও কিসে মাতাচ্চে। হাওয়ায় একটা ভূতের আবির্ভাব।

সর্দ্দার

ভূত একদিন রাজাকে পেতে পারে, তোমার উপরেও তার দৃষ্টি আছে। কিন্তু ভূত ছাড়াবার ভার আমি নিলুম, আর রইল আমাদের ছোট সর্দ্দার আর মোড়লদের পরে।

মেজো সর্দ্দার

ঐ যে নন্দিনী আসচে।

সর্দ্দার

আমার সময় নেই, মেজো সর্দ্দার, তুমি ওর সঙ্গে যদি কথা কইতে চাও ত কও।

মেজো সর্দ্দার

না, আমার সময় আরো কম। আমি চল্লুম। প্রস্থান

~ ॥ ~

৩

মধ্যে সুহৃদ বলে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয় তখন কোনো তীর্থের জলেই স্নান করে নিজেকে শুচি বলে' বোধ হয় না।

সর্দ্দার

রক্তের মধ্যে কার যে কি লুকিয়ে থাকে আর কখন্‌ যে তা কি আকারে বেরিয়ে পড়ে তার কোনো ঠিকানা নেই। কিছুদিন থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে আমাদের রাজার রক্তের মধ্যে একটা অরাজকতার বীজ লুকিয়ে আছে।

মেজো সর্দ্দার

তা যদি বল তবে একথা মানতেই হবে ঐ অরাজকতার বীজ মানুষ মাত্রেরই মনে আছে। ঐটেই হল প্রাণের বীজ। সরাজকতার পাথরের দেয়াল চিরকাল সমানভাবে খাড়া থাক্‌ত যদি অরাজকতা তার ফাঁসের মধ্যে দিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে তাকে মাঝে মাঝে ফাটিয়ে না ফেলত।

সর্দ্দার

আমরা আছি ঐ পাথরের দেয়ালের পক্ষে।

মেজো সর্দ্দার

বিশ্ব আছে ঐ বীজটির পক্ষে। একদিন হঠাৎ দেখ্‌বে পাথর নিজেকেই ক্ষয় করে করে লুকিয়ে তাকে খাদ্য জোগাচ্চে।

সর্দ্দার

সর্দ্দারির পরে তোমার অটল শ্রদ্ধা নেই অথচ সর্দ্দারি করচ, এতে একদিন মুস্কিল ঘটাবে।

মেজো সর্দ্দার

ঠিক তার উল্টো। সর্দ্দারির সীমা কোথায় যে জাে সেই ত সময় বুঝে বিরুদ্ধের সঙ্গে আপোষ করে' সর্দ্দারিকে টিকিয়ে রাখে

সর্দ্দার

একটা দুর্য্যোগ কাছে এসেচে বলে বুঝচি। যখন আসবে তখন তো ব উপর নির্ভর করব না, মেজ সর্দ্দার! আমার অবস্থা ছোট ছোট সর্দ্দারদের পরে, আর ঐ আমাদের মোড়লদের উপর। ওরা একদিন ছিল গাছের ডাল, আজ হয়েচে কুড়ুলের হাতল। গাছের গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাতে ওদের দ্বিধা নেই।

মেজ সর্দ্দার

ঐ যে নন্দিনী আস্‌চে।

সর্দ্দার

আমার সময় নেই, মেজ সর্দ্দার, তুমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাও ত কও। (প্রস্থান)

মেজ সর্দ্দার

আমার সময় আরো কম, আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

৫

মাঝখানে সুহৃদ বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয় তখন কোনো তীর্থেরই জলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।

সর্দ্দার

একটা দুর্য্যোগ কাছে এসেচে বলে বুঝ্‌চি। যখন আস্‌বে তখন তোমার উপর নির্ভর চল্‌বে না, মেজ সর্দ্দার। আমার আস্থা ছোট সর্দ্দারদের পরে, আর ঐ আমাদের মোড়লদের উপর। ওরা একদিন ছিল গাছের ডাল, আজ হয়েচে কুড়ুলের হাতল। গাছের গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাতে ওদের দ্বিধা নেই।

মেজ সর্দ্দার

ঐ যে নন্দিনী আস্‌চে।

সর্দ্দার

আমার সময় নেই, মেজ সর্দ্দার, তুমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাও ত কও। (প্রস্থান)

মেজো সর্দ্দার

আমার সময় আরো কম, আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

৬

পূর্ব্বানুগ।

৭

পূর্ব্বানুগ।

৮

মাঝখানে সুহৃদ বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয় তখন কোনো তীর্থের জলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।— ঐ যে নন্দিনী আস্‌চে।

সর্দ্দার

চলে এস, মেজ সর্দ্দার!

মেজো সর্দ্দার

কেন বলত? ভয় কিসের?

সর্দ্দার

তোমাকে বিশ্বাস করিনে, তোমার চোখে ঐ রক্তকরবীর ঘোর লেগেচে।

মেজো সর্দ্দার

তোমার চোখও যে রাঙিয়ে উঠেচে তাতে শুধু কর্ত্তব্যের রঙ নয় ঐ রক্তকরবীর রঙও কিছু মিশিয়েচে, তাতেই রক্তিমা আরো ভয়ঙ্কর হয়েচে।

৯

মাঝখানে সুহৃদ বলে' বুকে জড়িয়ে ধরতে হয় তখন কোনো তীর্থদলে স্থান করে' নিজেকে শুচি মনে হয় না।— ঐ যে নন্দিনী আস্‌চে।

সর্দ্দার

চলে এস, মেজো সর্দ্দার

মেজ সর্দ্দার

কেন? ভয় কিসের?

সর্দ্দার

তোমাকে বিশ্বাস করিনে, আমি জানি তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেচে।

মেজ সর্দ্দার

কিন্তু তুমি জান না যে, তোমার চোখেও কর্ত্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেচে, তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌ল।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

সর্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে।

উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী

দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ! আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।

জানলায় ঘা দিয়ে

শোনো, শোনো, শোনো! দিন রাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই

ঠেলছ কাকে?

নন্দিনী

তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই

হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটো

পঙ্‌ক্তি ১৪৭১-১৪৮০ ১

শোনো, শোনো! শুনতে পাচ্চ? এখনো তোমার কান খুলল না, কান্নায় যে আকাশ ভরে গেছে। শুন্‌তেই হবে তোমাকে,— শুন্‌তেই হবে। এখানে আমি দিনরাত বসে থাক্‌ব যতক্ষণ না তুমি শোন। তোমার এই জাল আমি ছিঁড়ব তবে আমি উঠ্‌ব।

বৎসে, এখানে তুমি কি করচ?

গোসাঁই, বিশু পাগলকে কেন তোমরা বেঁধে নিয়ে গেলে?

আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যে, ওকে না বাঁধলে এখানকার ব্যবস্থাবন্ধন আলগা হয়ে যেত জেনেই ওকে বাঁধা হয়েচে।

তোমাদের যে ব্যবস্থাবন্ধনের গিঁঠে গিঁঠে এত লোকের গলায় ফাঁস লেগেচে তাকে কি চিরকালই রক্ষা করতে হবে? তুমি ত গোসাঁই মানুষ ভক্ত লোক, আমাকে সত্যি করে বল, তোমাদের তৈরি ঐ ফাঁসে তোমাদের ভগবানকে কি পীড়া দেয় না?

ভগবানের যে বিধানে বিশ্বজগতের স্থিতি আমাদের এই বিধান তারই

অঙ্গ, এ যদি নিশ্চয় না জানতুম তবে কি প্রতিদিন মন্দিরে ভগবানের কাছে এদের জয় প্রার্থনা করতুম ?

তাই যদি হয় আমি তাকে মান্‌ব না জগৎ কারাগারের সেই সর্দ্দার প্রহরীকে।

এ বড় হাসির কথা। তুমি তাঁকে মান্‌বে না। কি করতে পার তুমি!

যত ছোট হই আমি তাকে না মান্‌তে পারি। যতক্ষণ সাধ্য ঘা মেরে মেরে তার বন্দিশালার দরজা ভাঙবার চেষ্টা করতে পারি।

তাতে ভাঙবে তোমারই হাড়, দরজা ভাঙবে না।

সে আমি জানি। ভাঙুক্‌ বা না ভাঙুক্‌ এই ভাঙবার সাধনাই আমার মুক্তি।

এসব কথা ত তোমার নিজের নয়। এ যেন সেই বিশু পাগলের কথা।

হ্যাঁ তারই কথা ত। বন্দিশালায় যেতে যেতে সে আমাকে বলে গেছে, শিকলও বন্ধন নয়, প্রাচীরও বন্ধন নয়, অন্যায়ের কাছে মাথা হেঁট করে থাকাই বন্ধন। মাথা বিদীর্ণ হওয়াতে দুঃখ নয়, মাথা নীচু হওয়াতেই দুঃখ।

হরি হরি! ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট

২

৬ [দৃশ্যসূচক সংখ্যা]

শোনো, শোনো! শুনতে পাচ্ছ ? এখনো তোমার কান খুল্‌ল না ? এখানে আমি দিনরাত বসে থাক্‌ব যতক্ষণ না তুমি শোন।

(গোসাঁইজির প্রবেশ)

গোসাঁই

আ সর্ব্বনাশ, এ যে নন্দিনী [খঞ্জনী] বসে!

নন্দিনী

পালিয়ো না, গোসাঁই, বল আমাকে, বিশুপাগলকে কেন বেঁধে নিয়ে গেলে ?

গোসাঁই

আমি ত ঠিক জানিনে, তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ওকে না বাঁধলে এখানকার ব্যবস্থার বন্ধন আলগা হয়ে যেত।

নন্দিনী

তোমাদের এই ব্যবস্থাবন্ধনের গিঁঠে গিঁঠে মানুষের গলায় ফাঁস লেগেচে —এটাকে কি চিরকাল রক্ষা করতে হবে ?

গোসাঁই

ভগবানের যে-বিধানে বিশ্বজগতের স্থিতি আমাদের এই বিধান তারই অঙ্গ একথা নিশ্চয় জেনো।

নন্দিনী

তাই যদি হয়, সেই ভগবানকে মানব না, মানব না সেই জগৎ কারাগারের সর্দ্দার প্রহরীকে!

গোসাঁই

বড় হাসির কথা! তুমি তাঁকে মান্‌বে না? কি করতে পার তুমি?

নন্দিনী

যত ছোট হই তাকে না মান্‌তে পারি, তার বন্দিশালার দরজায় ঘা মারতে পারি!

গোসাঁই

তাতে ভাঙবে তোমারই হাড়, দরজা ভাঙবে না।

নন্দিনী

তা জানি। তবু এই ভাঙবার সাধনাই মুক্তি!

গোসাঁই

তোমার এ কথাগুলোতে দেখি বিশুপাগলের ট্যাঁকশালের ছাপ।

নন্দিনী

তারই কথা ত। বন্দিশালায় যেতে যেতে সে আমাকে বলে' গেচে, শিকলও বন্ধন নয়, দেয়ালও বন্ধন নয়, অন্যায়ের কাছে মাথা হেঁট করে থাকাই বন্ধন।

গোসাঁই

হরি হরি, ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট

৩

নন্দিনীর প্রবেশ

(জানলায় ঘা দিয়ে)

শোনো শোনো! এখনো তোমার চোখের ঢাকা কানের ঢাকা খুল্‌ল না। এখানে দিনরাত পড়ে থাক্‌ব যতক্ষণ না শোনো!

গোসাঁইজির প্রবেশ

গোসাঁইজি

ঠেল্‌চ কাকে, নন্দিনী?

নন্দিনী

তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোসাঁই

ভগবানের যে-বিধানে বিশ্বজগতের স্থিতি আমাদের বিধি-বিধান তারই অঙ্গ একথা নিশ্চয় জেনো।

নন্দিনী

তাই যদি হয়, তাহলে মান্‌ব না সেই জগৎ কারাগারের সর্দ্দার কোটালকে!

গোসাঁই

তাতে তোমারই হাড় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী

সেই গুঁড়ো হাড়েই আমার মুক্তি।

গোসাঁই

হরি, হরি, ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট

৫

নন্দিনীর প্রবেশ

(জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো। এখনো তোমার কানের ঢাকা খুল্‌ল না? এখানে দিনরাত পড়ে থাকব যতক্ষণ না শোনো।

গোসাইঁজির প্রবেশ

গোসাইঁ

ঠেলচ কাকে?

নন্দিনী

তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোসাইঁ

হরি হরি! ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

সর্দ্দার

তা হবে, মনের কথা কেউ জানে না। তুমি চলে এস আমার সঙ্গে।

(উভয়ের প্রস্থান — নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী (জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো! এখনো তোমার কানের ঢাকা খুলল না। দিনরাত পড়ে থাকব যতক্ষণ না শোনো।

গোসাইঁয়ের প্রবেশ

গোসাইঁ

ঠেলচ কাকে?

নন্দিনী

তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোসাইঁ

হরি, হরি, ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন ছোট

৯

সর্দ্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এস আমার সঙ্গে।

(উভয়ের প্রস্থান, নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী (জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো, শোনো! দিনরাত এখানে পড়ে থাকব যতক্ষণ না শোনো।

গোসাইঁয়ের প্রবেশ

গোসাইঁ

ঠেল্‌চ কাকে ?

নন্দিনী

তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোসাইঁ

হরি, হরি, ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট

১০

সর্দ্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এস আমার সঙ্গে।

(উভয়ের প্রস্থান, নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিঁদুর মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। ঐ কি আমাদের মিলনের রং ? আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।

(জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো, শোনো! দিনরাত এখানে পড়ে থাকব যতক্ষণ না শোনো।

গোসাইঁয়ের প্রবেশ

গোসাইঁ

ঠেল্‌চ কাকে ?

নন্দিনী

তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোসাইঁ

হরি, হরি, ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট

মুখে বড়ো কথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী

তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই

এসো আমার ঠাকুর-ঘরে, তোমাকে নাম শোনাই গে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে করব কী!

গোঁসাই

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে! আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই

দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি?

নন্দিনী

তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে

পঙ্‌ক্তি ১৪৮১-১৪৯০ ১

মুখে বড় কথা দিয়ে মারেন।

রঞ্জন কোথায় আছে? শুনেচি তাকে এখানে আনা হয়েচে!

এ প্রশ্ন সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে। এসব কথায় আমি থাকিনে।

তোমরা তাকে নিয়ে কি করতে চাও আমাকে বল্‌তেই হবে। কোথায় গেছে, সর্দ্দার, আমি ত তাকে খুঁজে পেলুম না।

তার স্ত্রী অনেকদিন পরে আস্‌চে তাকে সে দেখ্‌তে ছুটে গেছে।

স্ত্রীকে দেখ্‌তে যাবার জন্যে তার দরদ আছে তাহলে।

দেখনি, তার স্ত্রীর নামে গান বেঁধেচে কত?

তাহলে নিশ্চয় সে তার কথা রাখ্‌বে।

কি কথা?

সে যে বলেছিল আজ আমার সঙ্গে রঞ্জনের মিলন হবে।

তাই বলেচে নাকি? তাহলে হতে পারে। আমি বলি ততক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে এস, তোমাকে নাম শোনাই।

শুধু নাম নিয়ে আমার কি হবে?

মনে শান্তি পাবে, শক্তি পাবে, কোনো দুঃখে তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

তার চেয়ে আমি এই দরজায় বসে থাকব।

কতক্ষণ ?

যতক্ষণ না এই দরজা খোলে।

দেবতার চেয়ে মানুষের পরে তোমার বেশি বিশ্বাস ?

তোমার দেবতা যদি তোমাদেরই দেবতা হন তবে তাঁর পরিচয় আমার হয়েচে— এদিকে জালের আড়ালে যে-মানুষটি আছে তাকেও দেখেচি। তোমাদের ঐ জয় পতাকার দেবতা কোনোদিন নরম হবে

২

মুখে বড় কথা দিয়েই মারেন।

নন্দিনী

রঞ্জন কোথায় আছে বল্‌তে পার ? শুনেচি তাকে এখানে আনা হয়েচে।

গোসাইঁ

এ প্রশ্ন সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে। এসব কথায় আমি থাকিনে।

নন্দিনী

কোথায় গেছে সর্দ্দার, তাকে ত খুঁজে পেলুম না।

গোসাইঁ

তার স্ত্রী অনেককাল পরে আস্‌চে তাই দেখ্‌তে ছুটে গেচে।

নন্দিনী

বল কি ? স্ত্রীকে দেখতে যাবার জন্যে তারও দরদ আছে ?

গোসাইঁ

শোনো নি, স্ত্রীর নামে সে গান বেঁধেচে কত !

নন্দিনী

তাহলে সে নিশ্চয় কথা রাখবে।

গোসাইঁ

কি কথা ?

নন্দিনী

সে যে বলেছিল আজ আমার সঙ্গে রঞ্জনের মিলন হবে।

গোসাইঁ

বলেচে না কি ? তাহলে হতেও পারে। ততক্ষণ আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে এস, নাম শোনাই।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে আমি করব কি ?

গোসাইঁ

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

যদি পাই তাহলে আমাকে ধিক্‌ ! আমি এই দরজায় বসে থাক্‌ব।

গোসাইঁ

কতক্ষণ ?

নন্দিনী

যতক্ষণ না দরজা খোলে।

গোসাইঁ

দেবতার চেয়ে মানুষের পরে তোমার বেশি বিশ্বাস ?

নন্দিনী

দেবতা যদি তোমাদেরই দেবতা হন তবে তাঁর পরিচয় পেয়েচি। আর, জালের আড়ালে যে মানুষটি ঢাকা আছে তাকেও দেখ্‌লুম। তোমাদের জয়ধ্বজার দেবতা কোনোদিন নরম হবে

৩

মুখে বড় কথা দিয়ে মারেন।

নন্দিনী

সর্দ্দার কোথায় গেছে জান ? সে বলেছিল—

গোসাইঁ

তার স্ত্রী অনেককাল পরে আসচে, দেখ্‌তে ছুটে গেছে।

নন্দিনী

নিজের স্ত্রীর পরে তার দরদ আছে ?

গোসাইঁ

স্ত্রীর নামে সে যে গান বাঁধে।

নন্দিনী

তাহলে নিশ্চয় কথা রাখবে।

গোসাইঁ

কি কথা ?

নন্দিনী

বলেছিল রঞ্জনের সঙ্গে আজ আমার মিলন হবে।

গোঁসাই

হতেও পারে। এস, ততক্ষণ ঠাকুর ঘরে নাম শোনাই গে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে করব কি ?

গোসাইঁ

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

যদি পাই আমাকে ধিক্! আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাক্‌ব।

গোসাইঁ

কতক্ষণ ?

নন্দিনী

যতক্ষণ না দরজা খোলে।

গোসাইঁ

দেবতার চেয়ে মানুষের পরে বেশি বিশ্বাস ?

নন্দিনী

তোমাদের দেবতাকে চিনি, সেই জয়ধ্বজার দেবতা কোনোদিন নরম হবে

৫

পূর্বানুগ। কয়েকটি পরিবর্তন নিম্নরূপ :

(i) আসচে, দেখতে ছুটে গেছে। > আস্‌চে তাকে দেখ্‌তে ছুটেছে।

(ii) নিজের > তাহলে নিজের

(iii) নিশ্চয় > নিশ্চয়ই

(iv) যদি পাই > শাস্তি যদি পাই তবে আমাকে

(v) 'কতক্ষণ ? ... দরজা খোলে।' এই অংশ বর্জিত হয়েছে।

(vi) মানুষের পরে > মানুষের পরে তোমার

(vii) তোমাদের দেবতাকে চিনি, সেই জয়ধ্বজার দেবতা কোনোদিন নরম হবে > তোমাদের ঐ জয়ধ্বজার দেবতা! ও ত তোমাদের ধ্বজদণ্ডটারই মত' ও কোনোদিন নরম হবে

৬

পূর্বানুগ।

(i) ও কোনোদিন > কোনদিন

৭

পূর্বানুগ।

(i) যদি পাই > শাস্তি যদি পাই

(ii) বিশ্বাস ? > বিশ্বাস।

৮

মুখে বড় কথা দিয়েই মারেন।

নন্দিনী

সর্দ্দার কোথায় জান ?

গোসাঁই

তার স্ত্রী অনেককাল পরে আস্‌চে তাকে আনবার জন্যে ব্যস্ত আছে।

নন্দিনী

স্ত্রীর পরে তার দরদ আছে না কি ?

গোসাঁই

তার সোনার কণ্ঠহারে স্ত্রীর ছবি ঝোলানো।

নন্দিনী

তবে সে নিশ্চয়ই কথা রাখবে।

গোসাঁই

কি কথা ?

নন্দিনী

বলেছিল, রঞ্জনের সঙ্গে আজ আমার মিলন হবে।

গোসাঁই

হতে পারে। এস তোমাকে ঠাকুরঘরে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে করব কি ?

গোসাঁই

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাক্‌ব।

গোসাঁই

দেবতার চেয়ে মানুষের পরে তোমার বিশ্বাস বেশি ?

নন্দিনী

তোমাদের ঐ জয়ধ্বজার দেবতা কোনোদিন নরম হবে

৯

মুখে বড় কথা দিয়েই মারেন। দেখ নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী

তা'তে আমার কোন লাভ হবে না।

গোসাঁই

এস আমার ঠাকুর ঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে করব কি ?

গোসাঁই

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

শান্তি যদি পাই তবে ধিক্, ধিক্, ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোসাঁই

দেবতার চেয়ে মানুষের পরে তোমার বিশ্বাস বেশী।

নন্দিনী

তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে

১০

প্রায় অপরিবর্তিত।

(i) বেশী। > বেশি।

(ii) ধ্বজদণ্ডের > ধ্বজাদণ্ডের

না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে ? যাও, যাও, যাও ! মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যাবসা তোমার।

গোঁসাইয়ের প্রস্থান

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায় ? সত্য করে বলো।

নন্দিনী

তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস ! তুই ওদের চর।

নন্দিনী

কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে !

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কী কাজ ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস !

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি

পঙ্‌ক্তি ১৪৯১-১৫০০ ১

না— কিন্তু ঐ মানুষের মধ্যে একটা জায়গায় দরদ আছে আমি সে স্পষ্ট জান্‌তে পেরেচি।

তা যদি হয় তবে বসে থাক, আমার আবার পূজো আছে— সময় নষ্ট করতে পারব না। বৎসে, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, ভগবানের দক্ষিণ বাহু বড় দৃঢ়, তার থেকেই নিয়মবন্ধনের উৎপত্তি, তাতে যদি পীড়ন করে তবুও তা নম্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো।

গোসাঁইজি, সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের বামবাহু যদি মুক্তির আলিঙ্গন না দেয় তবে দক্ষিণ বাহুকে মান্‌ব না। তার মার খেয়ে মরব, তবুও না ! তুমি যাও, নাম শুনে যারা ভোলে তাদের নাম শোনাও গে !— শোনো, শোনো, আমার গলা কি শুন্‌তে পাচ্চ না ? তুমি যে বলেছিলে, রঞ্জনের সঙ্গে আমার মিলন তুমি দেখ্‌তে চাও তোমার আপন ঘরের মধ্যে। আমি ত তাই এসেচি। কোথায় রঞ্জন, তাকে ডাক— তোমার দরজা খোলো। ঐ শুন্‌চ ? তোমাদের উৎসবে আজ সানাই বাজ্‌চে। ঐ সানাই একই সঙ্গে আমাদেরও মিলনের সুর বাজাবে।

একি ! এ যে ফাগুলাল। তোমরা কি খবর পেয়েচ ?

খঞ্জনী, আমাদের বিশু ত তোমার সঙ্গে এল, এখন সে কোথায় আছে, বল সত্য করে।

তাকে বন্দী করে' ধরে নিয়ে গেছে।

রাক্ষসী, তাহলে তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস, তুই ওদের চর।

চন্দ্রা, কেমন করে একথা বল্‌তে পারলে ? আমি ওদের চর ?

চর নোস্‌ ? নইলে এখানে তোর কি কাজ ? কেন সবার মন ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস্‌ ? কতবার বিশুকে বলেচি ঐ ডাইনিকে বিশ্বাস কোরো না— বিশু তখন হেসেচে— এখন সে হাসি তার গেল কোথায় ?

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। তবু এতদিন আমি তোমাকে

২

না ; কিন্তু ঐ মানুষের মধ্যে দরদ জাগবেই।

গোসাইঁ

তা যদি হয় তবে বসে থাক। আমি পূজোয় চল্লুম। যাবার সময়, বৎসে, একটা কথা বলে যাই। ভগবানের দক্ষিণ বাহু বড় দৃঢ়, তার থেকেই নিয়মবন্ধনের উৎপত্তি, তাতে যদি পীড়ন করে তবু নম্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো।

নন্দিনী

আমি কখনোই তাকে স্বীকার করব না, যদি সঙ্গে সঙ্গে বামবাহু মুক্তির আলিঙ্গন না দেয়। মার খেয়ে মরতে যেন রাজি থাকি কিন্তু মারকে মানতে রাজি নই। যাও যাও, প্রাণ কেড়ে নিয়ে তোমরা নাম দিয়ে ভোলাও গে যাও ! গোসাইঁয়ের প্রস্থান

শোনো, শোনো, এখনো শুন্‌তে পাচ্চ না ? তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনের সঙ্গে আমার মিলন দেখ্‌তে চাও। তাই ত এসেচি। কোথায় রঞ্জন, তাকে ডাকো ! তোমার দরজা খোলো ! ঐ শুন্‌চ ? তোমাদের উৎসবে সানাই বাজচে, ঐ সানাই আমাদেরও মিলনের সুর বাজাবে। এ কি ! এ যে ফাগুলাল, তোমরা কি খবর পেয়েচ ?

ফাগুলাল

[খঞ্জনী] নন্দিনী, আমাদের বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন আছে কোথায় সত্য করে বল।

নন্দিনী

তাকে বন্দী করে ধরে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তাহলে তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েচিস্‌, তুই ওদের চর !

নন্দিনী

চন্দ্রা, কোন্‌ মুখে এমন কথা বল্‌তে পারলে ?

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কি কাজ ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস !

কতবার বিশুকে বলেচি ঐ ডাইনীকে বিশ্বাস কোরো না। শুনে বিশু হেসেচে, এখন সে হাসি গেল কোথায় ?

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। তবু এতদিন তোমাকে

৩

না। জালের আড়ালে যে মানুষটি ঢাকা পড়েচে তাকেও চিনি। তার মধ্যে দরদ জাগবেই। যাও, যাও, মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাও গে। (গোসাইঁয়ের প্রস্থান) (দ্বারে ঘা দিয়ে) শোনো। তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনের সঙ্গে তোমার নন্দিনীর মিলন দেখ্‌তে চাও। তাই ত এসেচি, কোথায় রঞ্জন, তাঁকে ডাকো।

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

আমাদের বিশু তোমার সঙ্গে এল। সে এখন কোথায় ? সত্য বল।

নন্দিনী

তাকে বন্দী করে নিয়ে গেচে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েচিস্‌, তুই ওদের চর।

নন্দিনী

চন্দ্রা, কোন্‌ মুখে এমন কথা বল্‌তে পারলে ?

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কি কাজ ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস্‌। কতবার বিশুকে বলেচি, ডাইনীকে বিশ্বাস কোরো না। শুনে বিশু হেসেচে। এখন সে হাসি গেল কোথায় ?

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। তবু তোমাকে

৫

না। কিন্তু এই যে মানুষ জালের আড়ালে চাপা পড়ে আছে একদিন তার জাল খুলে যাবে।— যাও যাও, মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাও গে। (গোসাইঁয়ের প্রস্থান) (দ্বারে ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো। তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনের সঙ্গে আমার মিলন দেখ্‌তে চাও। তাই ত এসেচি, কোথায় রঞ্জন, তাকে ডাকো।

—এর পরবর্তী পাঠ আগের তৃতীয় পাঠের অনুরূপ, নিম্নোক্ত পরিবর্তন সহ :

(i) কোথায় ? সত্য বল। > কোথায়, সত্য করে বল।

(ii) গেচে। > গেচে।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ একদিন জালের বাইরে আসবে। যাও, যাও, যাও! মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাও গে!

(গোসাঁইয়ের প্রস্থান)

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়? সত্য করে' বল।

নন্দিনী

তাকে বন্দী করে' নিয়ে গেচে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস, তুই ওদের চর।

নন্দিনী

কোন্ মুখে এমন কথা বল্‌তে পারলে?

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস!

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, তবু তোমাকে

৯

না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে? যাও, যাও, যাও! মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার। (গোসাঁইয়ের প্রস্থান)

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়? সত্য করে' বল।

নন্দিনী

তাকে বন্দী করে' নিয়ে গেচে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েচিস। তুই ওদের চর।

নন্দিনী

কোন্ মুখে এমন কথা বল্‌তে পার্‌লে?

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে বেড়াস!

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে কিন্তু তবু তোমাকে

১০

অপরিবর্তিত।

(i) কিন্তু তবু তোমাকে > কিন্তু তবু তোমাকে আমি

বিশ্বাস করে এসেছি। মনে মনে তোমাকে— সে কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী

হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা

তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে? সর্বনাশী!

নন্দিনী

ও যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে!

নন্দিনী

আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে মানুষ আমি তাকে বাঁচাব কী

পঙ্‌ক্তি ১৫০১-১৫১০ ১

সন্দেহ করিনি খঞ্জন। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্চে তোমার ব্যবহারটা ভাল নয়। ও ত আমার সঙ্গে আমার আড্ডায় যাচ্ছিল, তুমি ওকে ভুলিয়ে নিয়ে এলে, আর তার পরেই ওকে কোথায় ধরে নিয়ে গেল। এটা যেন কেমনতরো ঠেক্‌চে।

তা হবে তা' হবে, আমার সঙ্গে এসেই ও বিপদে পড়েচে। তোমাদের আড্ডায় ও নিরাপদে থাক্‌ত। সে কথা ও নিজেই বল্‌লে।

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে, সর্ব্বনাশী?

ও যে বল্‌লে, ও মুক্তি চায়।

তা ভালো মুক্তি তুমি দিয়েচ ওকে, আগুনখাকী! পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি!

আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে, চন্দ্রা,—ও আমাকে কেন বল্‌লে ঐ জানে, যে আর সব বন্ধন কিছুই না,— ভাঙতে হবে ভয়ের শিকল, বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়া— তবেই মুক্তি। বিপদ-তুফানের মাঝখানে মুক্তি। বন্দিশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, সবাইকে বোলো, আমি ছাড় পেয়েচি, তোমরা যারা বাইরে ছাড়া আছ তোমাদের উপায় কি? ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকেই ও যে মুক্তি চেয়েছিল, আমি ওকে বাঁচাব কেমন

২

সন্দেহ করিনি [খঞ্জন] নন্দিনী। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকচে যে। ও ত

আমার আড্ডাতেই যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ওকে ভুলিয়ে নিয়ে এলে, আর তার পরেই ওকে কোথায় ধরে নিয়ে গেল!

নন্দিনী

হবে, তা' হবে। আমার সঙ্গে এসেই ও বিপদে পড়েচে। তোমাদের আড্ডায় ও নিরাপদে থাক্‌ত। সে কথা ও নিজেই বল্‌লে।

চন্দ্রা

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে, সর্ব্বনাশী?

নন্দিনী

ও যে বল্‌লে ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েচিস্ ওকে, আগুনখাকী।

নন্দিনী

আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে চন্দ্রা! ও কেন আমাকে বল্‌লে, আর সব বন্ধন কিছুই না, ভাঙতে হবে ভয়ের শিকল, বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়াটা, বিপদের তলায় তলিয়ে পাব মুক্তি।— বন্দিশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, "সবাইকে বোলো, আমি ছাড় পেয়েচি; তোমরা যারা কেবল বাইরে ছাড়া আছ তোমাদের উপায় কি?" ফাগুলাল, ও বল্‌লে নিরাপদের মার থেকে ও মুক্তি চায়, আমি ওকে বাঁচাব কেমন

৩

সন্দেহ করিনি, নন্দিনী। কিন্তু আজ কেমনতর ঠেকচে যে! ও ত আমার আড্ডাতেই যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই ভুলিয়ে নিয়ে এলে, তার পরেই ওকে কোথায় ধরে নিয়ে গেল!

নন্দিনী

হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েচে। তোমাদের আড্ডায় নিরাপদে থাকত। সে কথা নিজেই বল্‌লে।

চন্দ্রা

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে, সর্ব্বনাশী?

নন্দিনী

ও যে বল্‌লে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েচিস ওকে, আগুনখাকী!

নন্দিনী

আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনি, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বল্‌লে, আর সব বন্ধন কিছুই না, ভাঙতে হবে ভয়ের শিকল, ভাঙতে হবে বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়াটা,— বিপদের তলায় তলিয়ে পেতে হবে মুক্তি। বন্দিশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল— "সবাইকে বোলো, আমি ছাড় পেয়েচি— তোমরা যারা কেবল বাইরে ছাড়া আছ, তোমাদের উপায় কি?" ফাগুলাল, ও যে বললে— নিরাপদের মার থেকে ও মুক্তি চায়, আমি ওকে বাঁচাব কেমন

৫

অনেকাংশে পূর্বানুগ। পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করা গেল :

(i) তার পরেই ওকে > তার পরেই ত ওকে

(ii) থাকত। > থাকত,

(iii) বললে। > বললে!

৬

পূর্বানুগ।

(i) সন্দেহ করি নি, নন্দিনী। কিন্তু আজ কেমন > সন্দেহ করিনি, নন্দিনী। মনে মনে তোমাকে আমি— সে কথা যাক্— কিন্তু আজ কেমনতরো

(ii) 'আমি ত ওর সব কথা ... বাঁচাব কেমন' > আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে, চন্দ্রা! ও কেন আমাকে বল্‌লে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। বন্দিশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, সবাইকে বোলো, "তোমরা যারা কেবল বাইরে ছাড়া আছ, তোমাদের উপায় কি?" ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে যে মানুষ মুক্তি চায়, আঁমি [আমি] তাকে বাঁচাব কি

(iii) তারপরেই ওকে > আর তার পরেই ওকে

৭

পূর্বানুগ।

(i) মুক্তি। > মুক্তি?

(ii) বন্দিশালায় ... উপায় কি? —অংশটি বর্জিত।

৮

কোনোদিন সন্দেহ করিনি, নন্দিনী। মনে মনে তোমাকে আমি— সেকথা থাক্! কিন্তু আজ কেমনতর ঠেকচে যে!

নন্দিনী

হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েচে,— তোমাদের আড্ডায় নিরাপদে থাক্‌ত, সেকথা নিজেই বল্‌লে।

চন্দ্রা

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে, সর্ব্বনাশী?

নন্দিনী

ও যে বল্‌লে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েচিস ওকে আগুনখাকী!

নন্দিনী

আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে, চন্দ্রা! ও কেন আমাকে বল্‌লে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি? বন্দিশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, সব্বাইকে বোলো, "তোমরা যারা কেবল বাইরে ছাড়া আছ, তোমাদের

উপায় কি ?" ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে যে মানুষ মুক্তি চায়, আমি তাকে বাঁচাব কি

৯

বিশ্বাস করে এসেচি। মনে মনে তোমাকে— সে কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতর ঠেকচে যে।

নন্দিনী

হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েচে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত সেকথা নিজেই বল্‌লে।

চন্দ্রা

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে ? সর্ব্বনাশী ?

নন্দিনী

ও যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভাল মুক্তি দিয়েচিস্ ওকে।

নন্দিনী

আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বল্‌লে, বিপদের তলায় তলায় গিয়ে তবে মুক্তি ? ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে মানুষ আমি তাকে বাঁচাব কি

১০

অপরিবর্তিত।

করে ?

চন্দ্রা

ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ঐ সুন্দর-পানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে ? কারিগর-পাড়া থেকে দল-বল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুর্‌মার করে ভাঙব।

নন্দিনী

আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল

কী করতে যাবে ?

নন্দিনী

ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা

ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ মায়াবিনী ! আর কাজ নেই।

পঙ্‌ক্তি ১৫১১-১৫২০ ১

করে ?

ও সব কথা আমরা বুঝিনে। ওকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারিস তোকে তাহলে আস্ত রাখব না। তোর ঐ সুন্দর মুখ দেখে আমরা ভুলিনে।

চন্দ্রা, এখানে বকাবকি করে লাভ নেই। কারিগর পাড়ায় খবর দিয়ে আসি, দলবল জুটিয়ে আনতে হবে। কোনো উপায় না যদি পাই তবে বন্দিশালার দরজা চুরমার করে ভাঙব।

২

করে ?

চন্দ্রা

আমরা ওসব কথা বুঝিনে। ওকে যদি ফিরিয়ে না আন্‌তে পারিস্‌ তাহলে মর্‌বি, মর্‌বি ! তোর ঐ সুন্দর মুখ দেখে আমরা ভুলিনে !

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে' কি হবে ? কারিগর পাড়ায় খবর দিয়ে আসি, দলবল জুটিয়ে আনা যাক্‌। বন্দিশালার দরজা চুরমার করে ভাঙব।

(চন্দ্রা ও ফাগুর প্রস্থান)

৩

করে ?

চন্দ্রা

আমরা ও সব কথা বুঝিনে। ওকে যদি ফিরিয়ে না আন্‌তে পারিস তাহলে মরবি, মরবি ! তোর ঐ সুন্দর মুখ দেখে আমি ভুলিনে।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কি হবে ? কারিগর পাড়ায় খবর দিয়ে আসি, দলবল জুটিয়ে আনা যাক্। বন্দিশালার দরজা চুরমার করে ভাঙব।

(চন্দ্রা ও ফাগুর প্রস্থান)

৫

পূর্বানুগ।

'করে ? ... চুরমার করে ভাঙব। (চন্দ্রা ও ফাগুর প্রস্থান)'— এই পর্যন্ত তৃতীয় খসড়ার পাঠ যথাযথভাবে রক্ষিত, তার পরের অংশ এই পঞ্চম খসড়ার পাঠে সংযোজিত :

নন্দিনী

আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল

কি করতে যাবে ?

নন্দিনী

ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা

তোমার ছলনা বুঝি গো, মায়াবিনী, ভাঙতে যাবে, না, আমাদের কাজ ভাঙাতে যাবে !

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

করে ?

চন্দ্রা

ওসব কথা বুঝিনে। ওকে যদি ফিরিয়ে না আন্‌তে পারিস্, মরবি, মরবি ! তোর ঐ সুন্দরপানা মুখ দেখে আমি ভুলিনে।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে' কি হবে ? কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দিশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী

আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল

কি করতে যাবে?

নন্দিনী

ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা

ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেচ, মায়াবিনী, আর কাজ নেই।

৯

পূর্বানুগ।

(i) ওকে যদি ফিরিয়ে > ওকে ফিরিয়ে যদি

(ii) ভাঙব। > ভাঙ্গাব।

(iii) ওগো, অনেক ভাঙা ভেঙেচ, মায়াবিনী, আর কাজ নেই। > ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেচ মায়াবিনী। আর কাজ নেই।

১০

অপরিবর্তিত।

(i) সুন্দরপানা মুখ > সুন্দরপানা মুখখানা

(ii) ভাঙন ভেঙেচ মায়াবিনী। > অনেক ভাঙন ভেঙেচ, মায়াবিনী,

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল

সবার আগে ঐ ডাইনিকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা

মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। খুর্‌পো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয় তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল

তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল

খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা হলে—

নন্দিনী

ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে, তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করি নে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ!

গোকুল

ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সর্দারকেই তুমি

পঙ্‌ক্তি ১৫২১-১৫৩০ ৫

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল

ঐ ডাইনীটাকে পুড়িয়ে মারতে হবে!

চন্দ্রা

মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্ব্বনাশ করে বেড়ায় সেই রূপটা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দাও। ক্ষুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয় তেমনি করে ওর মুখের উপর থেকে রূপ নিড়িয়ে ফেল। একেবারে সব সমান করে দাও।

গোকুল

তা পারি। একবার আমার এই হাতুড়িটা ওর নাকের উপরে—

ফাগুলাল

খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তাহলে—

নন্দিনী

ফাগুলাল, তুমি থাম। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়, আমি ওর মারকে একটুও ভয় করিনে। ও কি করতে পারে করুক্। কাপুরুষ!

গোকুল

ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয়নি। সর্দ্দারকেই তুমি

৬

পূর্বানুগ।

(i) ডাইনীটাকে > ডাইনীকে

৭

পূর্বানুগ।

৮

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল

সবার আগে ঐ ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা

মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্ব্বনাশ করে সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। ক্ষুরপো দিয়ে যেমন করে' ঘাস নিড়োয় তেম্‌নি করে' ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল

তা পারি। একবার এই হাতুড়িটা ওর মুখের উপর নাচিয়ে দিতে পারলে—

ফাগুলাল

খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তাহলে—

নন্দিনী

ফাগুলাল, তুমি থামো! ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়, আমি ওর মারকে একটুও ভয় করিনে। ও কি করতে পারে করুক, কাপুরুষ!

গোকুল

ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি। সর্দ্দারকেই তুমি

৯

পূর্বানুগ।

(i) ডাইনীকে > ডাইনিকে

(ii) একবার এই হাতুড়িটা ওর মুখের উপর নাচিয়ে দিতে পারলে—
> একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

(iii) ওর মারকে একটুও ভয় করিনে। > ওর মারকে ভয় করিনে।

(iv) করুক, কাপুরুষ! > করুক কাপুরুষ!

১০

অপরিবর্ত্তিত।

শত্রু বলে জানো! তা হোক, যে শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যেরকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

এক দল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা?

প্রথম

ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেছ?

তাকে পাঁচ দিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি।

পঙ্‌ক্তি ১৫৩১-১৫৪০ ১

ওগো, তোমরা কোথায় চলেচ?

আমরা ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

রঞ্জনকে দেখেচ?

তাকে পাঁচ দিন আগে দেখেছিলুম তারপরে আর দেখিনি।

২

একদল লোকের প্রবেশ

[খঞ্জন] নন্দিনী

ওগো, তোমরা কোথায় চলেচ?

১ [দলের লোক]

আমরা ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

[খঞ্জনী] নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেচ?

২ [দলের লোক]

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখিনি।

৩

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো তোমরা কোথায় চলেচ ?

১ [দলের লোক]

আমরা ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেচ ?

২ [দলের লোক]

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি।

৫ [খসড়া]

শত্রু বলে জান, কিন্তু সে সহজ শত্রু, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি— ঐ তোমাদের সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দ্দারকে তুমি শ্রদ্ধা কর! তার পায়ের তলার কাদা তুমি, তোমাদের বীরত্ব দেখেচি! চল আমার সঙ্গে, দেখি তোমার ঐ বীরের হাতের হাতুড়িটা তার মুখের সাম্‌নে কোন্ তালে নৃত্য করে! আর আমিও দেখিয়ে দেব সর্দ্দারকে আমি শ্রদ্ধাও করিনে ভয়ও করিনে।

ফাগুলাল

গোকুল, বালিকার সঙ্গে কলহ করে পৌরুষ দেখাবার এই কি সময়। চল আমার সঙ্গে। (প্রস্থান)

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, তোমরা কোথায় চলেচ ?

১ [দলের লোক]

আমরা ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেচ ?

২ [দলের লোক]

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখিনি।

৬

পূর্বানুগ।

(i) তাকে আমি শ্রদ্ধা করি— ঐ তোমাদের সুন্দরী— > তাকে আমি শ্রদ্ধা করি— কিন্তু ঐ তোমাদের মিষ্টিমুখী সুন্দরী— ঐ চিনির পুতুল—

(ii) তুমি শ্রদ্ধা কর! > তুমি শ্রদ্ধা কর ?

(iii) তোমাদের বীরত্ব দেখেচি! (বর্জিত)

(iv) কোন্ তালে > কোন্ ছাঁদে

(v) আর আমিও দেখিয়ে দেব > আমিও দেখিয়ে দেব

৭

শত্রু বলে জান, তা হোক, যে সহজ শত্রু, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি— কিন্তু ঐ তোমাদের মিষ্টিমুখী সুন্দরী— ঐ চিনিমাখা ননীর পুতুল—

নন্দিনী

সর্দ্দারকে তুমি শ্রদ্ধা কর ? তার পায়ের তলার কাদা তুমি।

ফাগুলাল

গোকুল, বালিকার সঙ্গে কলহ করে পৌরুষ দেখাবার এই কি সময় ? চল আমার সঙ্গে। (প্রস্থান)

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, তোমরা কোথায় চলেচ ?

১ [দলের লোক]

আমরা ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেচ ?

২ [দলের লোক]

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখিনি।

৮ [খসড়া]

শত্রু বলে' জানো, তা হোক, যে সহজ শত্রু তাকে আমি শ্রদ্ধা করি— কিন্তু ঐ তোমাদের মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দ্দারকে তুমি শ্রদ্ধা কর ? তার পায়ের তলার কাদা তুমি।

ফাগুলাল

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেচে, কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চল আমার সঙ্গে।

(ফাগুলাল চন্দ্রা গোকুলের প্রস্থান)

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, তোমরা কোথায় চলেচ ?

১ [দলের লোক]

আমরা ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেচ ?

২ [দলের লোক]

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম আর দেখিনি।

৯ [খসড়া]

শত্রু বলে' জানো। তা হোক, যে শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি— কিন্তু তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যে রকম! যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেচে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চল আমার সঙ্গে।

(ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান)

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, কোথায় চলেচ তোমরা?

১ [দলের লোক]

ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেচ?

২ [দলের লোক]

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম আর দেখিনি।

১০ [খসড়া]

অপরিবর্তিত।

ঐ ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী

ওরা কারা ?

তৃতীয়

ওরা সর্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে।

এই দলের প্রস্থান। অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো লাল-টুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ ?

প্রথম

সেদিন রাতে শম্ভু-মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে ?

দ্বিতীয়

ঐ-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

এই দলের প্রস্থান। অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জানো ?

প্রথম

চুপ, চুপ !

পঙ্‌ক্তি ১৫৪১-১৫৫০ ১

ঐ ওদের জিজ্ঞাসা কর, হয়ত বল্‌তে পারবে।

ওরা কারা ?

সর্দ্দারদের ভোজে ওরা মদ নিয়ে যাচ্চে।

ওগো লালকুর্ত্তিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেচ ?

সেদিন রাত্রে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে তাকে দেখেচি।

এখন কোথায় আছে সে ?

ঐ যারা সর্দ্দাররানীদের ভোজের সাজ নিয়ে চলেচে তাদের জিজ্ঞাসা কর ; ওরা অনেক কথা শুন্‌তে পায় যা আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না।

ওগো, রঞ্জনকে এরা সব কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেচে জান তোমরা ?

চুপ, চুপ !

২ [খসড়া]

৩ [দলের লোক]

ঐ ওদের জিজ্ঞাসা কর, হয়ত বল্‌তে পারবে।

[খঞ্জনী] নন্দিনী

ওরা কারা ?

৩ [দলের লোক]

সর্দ্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্চে।

(এই দলের প্রস্থান)

অন্য দলের প্রবেশ

[খঞ্জনী] নন্দিনী

ওগো লালকুর্ত্তিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেচ ?

১ [দলের লোক]

সেদিন রাত্রে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে দেখেচি।

[খঞ্জনী] নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে ?

২ [দলের লোক]

ঐ যে সর্দ্দাররানীদের ভোজের সাজ নিয়ে চলেচে ওদের জিজ্ঞাসা কর। ওরা অনেক কথা শুন্‌তে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

(এই দলের প্রস্থান ও অন্য দলের প্রবেশ)

[খঞ্জনী] নন্দিনী

ওগো রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেচে তোমরা কি জান ?

১ [দলের লোক]

চুপ্‌ চুপ্‌।

৩ [খসড়া]

৩ [দলের লোক]

ঐ ওদের জিজ্ঞাসা কর, হয়ত বল্‌তে পারবে।

নন্দিনী

ওরা কারা ?

৩ [দলের লোক]

ওরা সর্দ্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্চে।

(এই দলের প্রস্থান ও অন্য দলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো লাল-টুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেচ ?

১ [দলের লোক]

সেদিন রাত্রে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে দেখেচি।

নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে ?

২ [দলের লোক]

ঐ যে সর্দ্দার-রানীদের ভোজের সাজ নিয়ে চলেচে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। ওরা অনেক কথা শুন্‌তে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

(এই দলের প্রস্থান, অন্য দলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেচে তোমরা কি জান ?

১ [দলের লোক]

চুপ চুপ।

৫

পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের অনুরূপ। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন :

(i) (এই দলের প্রস্থান) ও অন্য দলের প্রবেশ > (এই দলের প্রস্থান ও অন্য দলের প্রবেশ)

(ii) সর্দ্দাররানীদের > সর্দ্দার-রানীদের

(iii) চুপ চুপ্! > চুপ্‌চুপ্!

৬

পূর্ব্বানুগ।

৭

পূর্ব্বানুগ।

(i) সেদিন রাত্রে > সেদিন রাতে

(ii) সর্দ্দাররানীদের > সর্দ্দারনীদের

৮

পূর্ব্বানুগ।

(i) জান > জানো ?

৯

ঐ ওদের জিজ্ঞাসা কর, হয়ত বল্‌তে পারবে।

নন্দিনী

ওরা কারা ?

৩ [দলের লোক]

ওরা সর্দ্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্চে।

(এই দলের প্রস্থান ও অন্য দলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো লালটুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেচ ?

১ [দলের লোক]

সেদিন রাতে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে দেখেচি।

নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে ?

২ [দলের লোক]

ঐ যে সর্দ্দারনীদের ভোজের সাজ নিয়ে চলেচে ওদের জিজ্ঞাসা কর, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

(এই দলের প্রস্থান অন্য দলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেচে তোমরা কি জান ?

১ [দলের লোক]

চুপ্ চুপ্!

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) তোমরা কি জান ? > তোমরা কি জানো ?

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ঐ-যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

এই দলের প্রস্থান। অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

প্রথম

শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে।

প্রস্থান

নন্দিনী

জানলায় ঘা দিয়ে

সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে

আবার এসেছ অসময়ে! এখনি যাও, যাও তুমি।

পঙ্‌ক্তি ১৫৫১-১৫৬০ ১

তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বল্‌তেই হবে।

আমাদের কান দিয়ে যা প্রবেশ করে আমাদের মুখ দিয়ে তা বের হয় না, তাইত আমরা টিঁকে আছি। নইলে আমরা ফুটো নৌকোর মত কোথায় তলিয়ে যেতুম। ঐ যে যারা ধ্বজাপূজার জন্যে অস্ত্রের রথ টেনে নিয়ে আস্‌চে ওদের একজন কাউকে জিজ্ঞাসা কর।

ওগো একটু থামো, আমাকে বলে যাও রঞ্জন কোথায়?

শোনো বলি, ঐ যে শানাইয়ের দল আস্‌চে ওরা এখানে পৌঁছিয়ে বাজনা বাজিয়ে দিলেই এই দরজা খুলে যাবে, তখন রাজা বেরিয়ে আসবেন। ধ্বজাপূজায় রাজাকে থাকা চাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সব খবর জান্‌তে পারবে। আমরা কোনো খবর শেষ পর্য্যন্ত জানিনে, টুক্‌রো টুক্‌রো জানি মাত্র

শোনো, আমার কথা শোনো, সময় হয়েচে তোমার ঘরের দরজা খোলবার।

খঞ্জনী, তুমি অসময়ে এসেচ, যাও, যাও তুমি!

২

[খঞ্জনী] নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বল্‌তেই হবে।

২ [দলের লোক]

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরয় না তাই আমরা টিঁকে আছি। নইলে ফুটো নৌকোর মত তলিয়ে যেতুম। ঐ যারা ধ্বজাপূজার জন্যে অস্ত্রের রথ টেনে নিয়ে আস্‌চে ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা কর।

(এই দলের প্রস্থান অন্য দলের প্রবেশ)

[খঞ্জনী] নন্দিনী

ওগো একটু থামো, আমাকে বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

১ [দলের লোক]

শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেচে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে থাক্‌তেই হবে। এখনি তাঁর দরজা খুলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো। আমরা খবরের আরম্ভটাই জানি, শেষ পর্য্যন্ত জানিনে। (প্রস্থান)

নন্দিনী [খঞ্জনী] (দ্বারে ধাক্কা দিয়ে)

শোনো! সময় হয়েচে ঘরের দরজা খোলবার।

নেপথ্যে

[খঞ্জনী] নন্দিন, অসময়ে এসেচ, যাও, যাও তুমি!

৩

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জানো, আমাকে বল্‌তেই হবে।

২ [দলের লোক]

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরয় না, তাই টিঁকে আছি। ঐ যারা ধ্বজাপূজায় অস্ত্রের রথ টেনে নিয়ে আস্‌চে ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা কর।

এই দলের প্রস্থান অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়?

১ [দলের লোক]

শোনো বলি লগ্ন হয়ে এসেচে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে থাক্‌তেই হবে। এখনি তাঁর দরজা খুলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো। আমরা খবরের সুরুটাই জানি, শেষটা জানিনে। (প্রস্থান)

নন্দিনী

(দ্বারে ধাক্কা দিয়ে) সময় হয়েচে ঘরের দরজা খোলবার।

নেপথ্যে

নন্দিন্, অসময়ে এসেচ, যাও, যাও তুমি!

৫

পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ, তবে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায় :

(i) জানো, > জান।

(ii) এই দলের প্রস্থান অন্য দলের প্রবেশ > (এই দলের প্রস্থান, অন্য দলের প্রবেশ)

(iii) শোনো বলি লগ্ন ... শেষটা জানিনে। (প্রস্থান) > শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেচে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো। আমরা খবরের সুরুটাই জানি, শেষটা জানিনে। (প্রস্থান)

(iv) তুমি! > তুমি।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জানো। আমাকে বলতেই হবে।

২ [দলের লোক]

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ঐ যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আস্চে ওদের জিজ্ঞাসা কর।

(এই দলের প্রস্থান ও অন্য দলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, বলে' যাও রঞ্জন কোথায়।

১ [দলের লোক]

শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেচে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর। আমরা সুরুটা জানি, শেষটা জানিনে।

(প্রস্থান)

নন্দিনী (জানলায় ঘা দিয়ে)

সময় হয়েচে ঘরের দরজা খোলবার।

নেপথ্যে

নন্দিন, অসময়ে এসেচ, যাও, যাও তুমি।

৯

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জানো, আমাকে বলতেই হবে।

২ [দলের লোক]

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ঐ যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আস্চে ওদের জিজ্ঞাসা কর।

(এই দলের প্রস্থান, অন্য দলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায় ?

১ [দলের লোক]

শোন বলি, লগ্ন হয়ে এসেচে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর। আমরা সুরুটা জানি শেষটা জানিনে।

(প্রস্থান)

নন্দিনী (জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

সময় হয়েচে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে

আবার এসেচ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা।

নেপথ্যে

কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও— এখনি যাও।

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি ? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

পঙ্‌ক্তি ১৫৬১-১৫৭০ ১

অপেক্ষা করবার সময় নেই আমার, একবার ঘরে যেতে দাও!

কি তোমার বলবার আছে বাইরে থেকে শীঘ্র বলে চলে যাও।

বাইরে থেকে আমার সব কথা তোমার কানে পৌঁছয় না।

আজ আমাদের ধ্বজাপূজা, এখনি যেতে হবে, তোমার সঙ্গে কথা ক'বার সময় নেই। তুমি আমার পূজায় ব্যাঘাত কোরো না। যাও, যাও, যাও তুমি, এখনি চলে যাও।

আমার ভয় ঘুচে গেছে, অমন করে আমাকে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, তোমার দরজা না খুলিয়ে আমি যাব না।

তুমি রঞ্জনকে চাও বুঝি ? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি তাকে এনে দিতে। হবে তোমার সঙ্গে তার মিলন। এখন যাও তুমি ওখান থেকে সরে। আমার পূজায় যাবার সময় তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না।

২

[খঞ্জনী] নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শীঘ্র আমাকে ঘরে ডেকে নেও!

নেপথ্যে

কি বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

[খঞ্জনী] নন্দিনী

বাইরে থেকে সব কথা তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, এখনি যেতে হবে। কথা কবার সময় নেই। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও, যাও তুমি এখনি চলে যাও।

[খঞ্জনী] নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেচে, অমন করে' আমাকে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি ? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি, তাকে এনে দেবে, হবে তার সঙ্গে তোমার মিলন। এখন যাও ওখান থেকে সরে। পূজায় যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না।

৩

নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শিগ্‌গির আমাকে ঘরে ডেকে নাও।

নেপথ্যে

কি বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে সব কথা তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, এখনি যেতে হবে— আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না, পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও, যাও তুমি, এখনি চলে যাও।

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেচে, অমন করে আমাকে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভাল, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি ? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি তাকে এনে দেবে, হবে তার সঙ্গে তোমার মিলন। এখন যাও সরে। পূজায় যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না।

৫

পূর্বানুগ। বানান ও বিরামচিহ্নের কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন,

(i) শিগ্‌গির > শীগ্‌গির
(ii) ডেকে নাও। > ডেকে নাও।
(iii) যেতে হবে — > যেতে হবে।
(iv) 'দাঁড়িয়ে থেকো না'-র পরে "তোমার বিপদ ঘটবে"— > তোমার বিপদ ঘটবে। —সংযোজন।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) এখনি যেতে হবে > আমাকে যেতে হবে।

(ii) যাবার সময় দরজার কাছে > যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে

৮

নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শীগ্‌গির আমাকে ঘরে ডেকে নাও।

নেপথ্যে

কি বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে সব কথা তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত ঘটবে। যাও, যাও, এখনি যাও!

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেচে, অমন করে তাড়াতে পারবে না, মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি, তাকে এনে দেবে। পূজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না, তোমার বিপদ ঘট্‌বে। যাও, যাও!

৯

নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুন্‌তেই হবে আমার কথা।

নেপথ্যে

কি বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও, এখনি যাও!

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেচে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি এখনি তাকে এনে দেবে। পূজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘট্‌বে।

১০

অপরিবর্তিত।

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্যে যুগ-যুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী

বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় করো না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী

আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও

পঙ্‌ক্তি ১৫৭১-১৫৮০ ১

পূজোর জন্যে তোমার দেবতা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন দেবতার সময়ের অভাব নেই। মানুষের প্রার্থনা মানুষের কাছে নাগাল পাচ্চে না বলে দুঃখ বেড়ে উঠ্‌চে।

দেখ, আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত, মনে হচ্চে আমার ভার আমি যেন আর বইতে পারচিনে, ধ্বজাপূজায় গিয়ে আমার এই অবসাদ ঘুচিয়ে আসব বলে প্রস্তুত হচ্চি, তুমি আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। তুমি তোমার রঞ্জনকে নিয়ে যেখানে খুসি চলে যাও।

আমি তোমার শ্রান্তি দূর করে দিতে পারি, আর কেউ পারবে না।

কি করে' তুমি পারবে?

তোমাকে ভালবেসে।

না, না, মায়াবিনী, তোমাদের মায়ার মদে আমি শ্রান্তি দূর করতে চাইনে। আমার সব কাজই বাকি রয়েচে, কোনোটাই শেষ হয়নি— তুমি আমাকে পথ ভোলাতে এসেচ? ঐ যে জয়বাদ্য বাজল, লগ্ন হয়েচে, এইবার আমার দরজা খুলবে, যদি তুমি পথ রোধ কর তাহলে তোমাকে দলে' তোমার উপর দিয়ে আমাকে যেতে হবে। সরে' যাও, সরে যাও তুমি।

২

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই— পূজোর জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌তে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে, তার সময় নেই।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় গিয়ে এই অবসাদ ঘুচিয়ে অ তুমি আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। যাও তোমার রঞ্জনকে নিয়ে যেখানে খু চলে যাও!

নন্দিনী

আমিই তোমার শ্রান্তি দূর করে দিতে পারি, আর কেউ পারবে না।

নেপথ্যে

কি করে পারবে?

নন্দিনী

ভালোবেসে।

নেপথ্যে

না, না, মায়ার মদে শ্রান্তি দূর করতে চাইনে। সব কাজই বাকি, কোনোটাই শেষ হয়নি। আমাকে পথ ভোলাতে এসেচ? আমার রথের তলায় গুঁড়ো হয়ে যাবে।— ঐ যে জয়বাদ্য বাজ্‌ল। লগ্ন হয়েচে। এইবার দরজা খুল্‌বে। সরে যাও, সরে যাও তুমি! (দ্বার উদ্‌ঘাটন)

৩

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পূজার জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করে' থাকতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে, তার সময় নেই।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় গিয়ে অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। মিনতি করচি, আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। যাও তোমার রঞ্জনকে নিয়ে যেখানে খুসি চলে যাও!

নন্দিনী

আমিই তোমার শ্রান্তি দূর করে দিতে পারি, আর কেউ পারবে না।

নেপথ্যে

কি করে' পারবে?

নন্দিনী

ভালোবেসে।

নেপথ্যে

না, না, মায়ার মদে শ্রান্তি দূর করতে চাইনে। সামনে চেয়ে দেখি আমার সব কাজই বাকি, কোনোটাই শেষ হয়নি। আমাকে চল্‌তে হবে, তুমি বাধা দিয়ো না। যদি দাও আমার রথের চাকার তলায় তুমি গুঁড়ো হয়ে যাবে —আমার থামবার শক্তি নেই যে।

নন্দিনী

আমার বুকের উপর দিয়ে তোমার চাকা চলে যাক্, আমি নড়ব না।

নেপথ্যে

ঐ জয়বাদ্য বাজ্‌ল, লগ্ন হয়েচে। এইবার দরজা খুলবে, সাম্‌নে থেকে সর। (দ্বার উদ্‌ঘাটন)

৫

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পূজার জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করে থাক্‌তে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে, তার সময় নেই।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত! ধ্বজা পূজায় গিয়ে অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। মিনতি করচি আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। যাও তোমার রঞ্জনকে নিয়ে যেখানে খুসি চলে যাও। আমাকে যদি বাধা দাও, আমার রথের চাকার তলায় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

নন্দিনী

আমার বুকের উপর দিয়ে তোমার চাকা চলে যাক্ আমি নড়ব না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েচ, আমাকে তুমি ভয় কর না, কিন্তু আজ আমাকে তোমার ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী

তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় চাইনে— আমি চাই যে সবাইকে যেমন তুমি ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) রথের চাকার তলায় > রথের চাকার তলে

৮

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পূজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে, তার সময় নেই।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আস্‌ব। মিনতি করচি আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। আমাকে বাধা দিলে রথের চাকার তলায় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

নন্দিনী

আমার বুকের ওপর দিয়ে তোমার চাকা চলে যাক্, আমি নড়ব না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েচ, তাই ভয় কর না— আজ আমাকে তোমার ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী

তোমার কাছে প্রশ্রয় চাইনে,—আমি চাই সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও

৯

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই ; পূজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজা পূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী

বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েচ তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী

আমি চাই সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও

১০

অপরিবর্তিত।

তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে

ঘৃণা করো! স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী

পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার।

দ্বার-উদ্‌ঘাটন

ও কী! ঐ কে প'ড়ে! রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা

কী বললে? রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা

ও কেন বললে না ওর নাম! কেন এমন স্পর্ধা করে এল!

নন্দিনী

জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী।—

রাজা, ও জাগে না কেন!

পঙ্‌ক্তি ১৫৮১-১৫৯০ ১

ও কে ও রাজা, ও কে? পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর? ওকে যে রঞ্জনের মত দেখচি।

রঞ্জন! সে কি কথা! কখনই রঞ্জন নয়!

জাগো, জাগো, রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখি! রাজা, ও জাগে না কেন!

২

নন্দিনী

ও কি! ও কে ও রাজা, পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর? ও যে রঞ্জনের মত দেখ্‌চি!

রাজা

রঞ্জন! সে কি কথা! কখনই রঞ্জন নয়!

নন্দিনী

জাগো, রঞ্জন, আমি এসেচি তোমার সখি। রাজা, ও জাগে না কেন?

৩

নন্দিনী

ও কি! ও কে ও, রাজা, পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর? রঞ্জনের মত দেখচি যেন।

রাজা

কি বল্‌লে ? রঞ্জন ? কখনই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

জাগো রঞ্জন, আমি এসে্‌চি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন ?

৫

তেমনি ভয় দেখাবে। ভয়ের চেয়ে প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি !

নেপথ্যে

ঘৃণা কর ! আজ তোমার স্পর্দ্ধা চূর্ণ করে ফেলব !

দ্বার উদঘাটন

নন্দিনী

ও কি ! ও কে পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর ? রঞ্জনের মত দেখ্‌চি যেন !

রাজা

কি বল্‌লে ? রঞ্জন ? কখনই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

জাগো, রঞ্জন, আমি এসেচি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন ?

৬

তেমনি ভয় দেখাবে। ভয়ের চেয়ে প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি !

নেপথ্যে

ঘৃণা কর ! আজ তোমার স্পর্দ্ধা চূর্ণ করে ফেলব। দেখব তোমার সেই সাথী কি করে তোমাকে রক্ষা করে— আর তোমার সেই রঞ্জনই বা কোথায় থাকে। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেচে।

নন্দিনী

সেই পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি ! খোলো তোমার দ্বার।

(দ্বার উদ্‌ঘাটন)

নন্দিনী

ও কি ! ঐ কে পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর ? রঞ্জনের মত দেখচি যেন !

রাজা

কি বললে ? রঞ্জন ? কখনই রঞ্জন নয়। বললে না কেন আমাকে তার নাম ? কেন অমন স্পর্দ্ধা করে এল ?

নন্দিনী

জাগো, রঞ্জন, আমি এসেচি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন ?

৭

পূর্বানুগ।

(i) ফেলব। > ফেল্‌ব।

(ii) বল্‌লে না কেন > সে তবে বল্‌লে না কেন

৮

তেমনি ভয় দেখাবে। প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে

ঘৃণা কর! স্পর্দ্ধা চূর্ণ করব! তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেচে।

নন্দিনী

সেই পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছে, খোলো তোমার দ্বার। (দ্বার উদ্‌ঘাটন)

ও কি! ঐ কে পড়ে? রঞ্জনের মত দেখচি যেন।

রাজা

কি বল্‌লে? রঞ্জন? কখনই রঞ্জন নয়! সে কেন বল্‌লে না তার নাম? কেন এমন স্পর্দ্ধা করে এল?

নন্দিনী

জাগো রঞ্জন! আমি এসেচি তোমার সখী। রাজা ও জাগে না কেন?

৯

তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে

ঘৃণা কর? স্পর্দ্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেচে।

নন্দিনী

পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার।

(দ্বার উদ্‌ঘাটন)

ও কি! ঐ কে পড়ে? রঞ্জনের মত দেখ্‌চি যেন।

রাজা

কি বল্‌লে? রঞ্জন? কখনই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

হাঁ গো এই আমার রঞ্জন।

রাজা

ও কেন বল্‌লে না ওর নাম? কেন এমন স্পর্দ্ধা করে এল?

নন্দিনী

জাগো, রঞ্জন আমি এসেচি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন?

১০

অপরিবর্তিত।

(i) কখনই রঞ্জন নয়। > কখনই নয়।

(ii) হাঁ গো এই আমার রঞ্জন। > হাঁ গো এই ত আমার রঞ্জন।

রাজা

ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।—

ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।

আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে!

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেছি— এত দিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে

পঙ্‌ক্তি ১৫৯১-১৬০০ ১

আমাকে ঠকিয়েচে এরা! সর্দ্দার আমাকে ঠকিয়েচে। ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

রাজা, তুমি এ'কে জাগিয়ে দাও না!

আমি জাগাতে পারিনে, কাউকে জাগাতে পারিনে। মারতে পারি বাঁচাতে পারিনে। আমি সেই শক্তিই বৎসর বৎসর ধরে দিনরাত্রি খুঁজ্‌চি— খুঁজতে গিয়ে কেবলি মেরেচি, কেবলি মেরেচি, একটা কীটকেও বাঁচাতে পারিনি।

তবে কি আমার রঞ্জন কোনোদিনই জাগবে না?

কোনোদিনই না।

তবে তুমি আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও! তুমি ত ঘুম পাড়াতে জান।

আমি কেবল তাই জানি, আর কিছু জানি [না]। আমি ওর অতুল সুন্দর যৌবন কেড়ে নিতে চেয়েছিলুম। পাত্র শূন্য করতে পেরেচি নিজে এক ফোটা [ফোঁটা] কিছুই পাইনি।

রাজা, কেন তুমি এমন সর্ব্বনাশ করলে? আমার আনন্দ দীপ একেবারে নিবিয়ে দিলে কি করে?

লোভ, লোভ! ভয়ঙ্কর লোভ! সে লোভ কেবলি নেয়, কিছুই পায় না—

২

রাজা

ঠকিয়েচে! আমাকে ঠকিয়েচে এরা! সর্দ্দার আমাকে ঠকিয়েচে!

আমাকে না জানিয়ে রঞ্জনকে আমার পরীক্ষাশালায় পাঠিয়েচে! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানচে না! ভাঙব এই যন্ত্র! ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্— বেঁধে নিয়ে আয় তাকে!

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও না!

রাজা

জাগাতে পারিনে, কাউকেই জাগাতে পারিনে। মারতে পারি বাঁচাতে পারিনে। বাঁচাবার শক্তিই দিনরাত খুঁজেচি— খুঁজতে গিয়ে ভেঙে ভেঙে পরীক্ষা করেচি, পরীক্ষা করতে গিয়ে মেরেচি, কেবলি মেরেচি, একটি কীটকেও বাঁচাতে পারিনি।

৩

রাজা

ঠকিয়েচে! আমাকে ঠকিয়েচে এরা। সর্দ্দার আমাকে ঠকিয়েচে। না জানিয়ে রঞ্জনকে আমার— সর্ব্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মান্চে না। ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে!

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও না!

রাজা

জাগাতে পারিনে, কাউকেই জাগাতে পারিনে। মারতে পারি, বাঁচাতে পারিনে।

নন্দিনী

তবে কি রঞ্জন কোনোদিন জাগ্‌বে না?

রাজা

কোনোদিনই না।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও! আমি সইতে পারচিনে। তুমি ত ঘুম পাড়াতে জানো। কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে, রাজা?

রাজা

লোভ, লোভ! ওর যৌবনকে চেয়েছিলুম। পাত্র শূন্য করলুম, কিছুই পেলুম না।

৫

পূর্বানুগ।

(i) রাজা? > রাজা!

'রাজা'র শেষোক্ত সংলাপের অংশটির পরিবর্তন করা হয়েছে এইভাবে:

রাজা

লোভ, লোভ, ওর যৌবনকে চেয়েছিলুম। পাত্র শূন্য করলুম, কিছুই পেলুম না। আমি যৌবনকে মেরেচি— এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমার সমস্ত ক্ষুধা নিয়ে আমি কেবল যৌবনকে মেরেচি। আমার ঘর ভরে

গেছে কঙ্কালে ; সাড়া দেয় না, বোবা চোখের কোটর শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

৬

(i) রঞ্জনকে আমার— সর্ব্বনাশ > রঞ্জনকে আমার কাছেক্ষ্ম সর্ব্বনাশ।
"ঠকিয়েচে। আমাকে ঠকিয়েচে এরা।" ... কোনদিনই না' পর্যন্ত পাঠ পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ। তার পরের অংশ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারচিনে। ওকে নিয়ে তুমি কি করেচ ?

রাজা

সোনা কেড়ে আনবার জন্যে যেমন করে পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করি, তেমনি করেই ওর হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলুম।

নন্দিনী

কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে, রাজা ?

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেচি— এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমার সমস্ত ক্ষুধা নিয়ে আমি কেবল যৌবনকে মেরেচি। আমার ঘর ভরে গেছে তার কঙ্কালে ; সাড়া দেয়, তাদের বোবা চোখের কোটর শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

৭

পূর্বানুগ।

(i) তাদের বোবা চোখের > বোবা চোখের

৮

রাজা

ঠকিয়েচে। আমাকে ঠকিয়েচে এরা। সর্দ্দার আমাকে ঠকিয়েচে। না জানিয়ে রঞ্জনকে আমার কাছে— সর্ব্বনাশ, আমার নিজের অস্ত্র আমাকে মানচে না। ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও না।

রাজা

জাগাতে পারিনে, জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারিনে। ওকে নিয়ে তুমি কি করেচ ? কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে ?

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেচি,— এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে

৯

রাজা

ঠকিয়েচে। আমাকে ঠকিয়েচে এরা। সর্ব্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মান্‌চে না। ডাক্‌ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও!

রাজা

আমি যমের কাছে জাদু শিখেচি, জাগাতে পারিনে, জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারচিনে। কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে?

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেচি— এতদিন ধরে' আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে

১০

অপরিবর্তিত।

কেবল যৌবনকে মেরেছি! মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে!

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলে নি?

রাজা

এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী

রঞ্জনের প্রতি

বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি—

আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি! তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল! সে কোথায় গেল? রাজা, কোথায় সেই বালক?

পঙ্‌ক্তি ১৬০১-১৬১০ ১

রঞ্জন, তুমি একটা কিছু আমাকে বল, একটা তোমার শেষ কথা— যা নিয়ে আমি বাঁচ্‌তে পারি।

২

নন্দিনী

তবে কি রঞ্জন কোনোদিনই জাগ্‌বে না?

রাজা

কোনোদিনই না।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও! আমি সইতে পারচিনে! তুমি ত ঘুম পাড়াতে জান।

রাজা

আমি ওর অতুল সুন্দর যৌবন ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলুম। পাত্র শূন্য করতে পেরেচি নিজে এক ফোঁটাও পাই নি।

নন্দিনী

কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে, রাজা?

রাজা

লোভ, লোভ! সে লোভ কেবলি নেয়, কিছুই পায় না।

নন্দিনী

রঞ্জন, একটা কিছু আমাকে বল। একটা তোমার শেষ কথা। তাই নিয়ে যাতে বেঁচে থাক্‌তে পারি।

৩

নন্দিনী

রঞ্জন, একটা কিছু আমাকে বল— একটা তোমার শেষ কথা— তাই নিয়ে যেন বেঁচে থাক্‌তে পারি।

৫

পূর্বানুগ।

৬

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলে নি?

বলেছিল। কিন্তু এমন করে' বলেছিল যে, সে আমি সইতে পারিনি। হঠাৎ আমার সমস্ত রক্ত যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠ্‌ল।

তাছাড়া নীচের পরিবর্তন :

(i) ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, > ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্,

৭

পূর্বানুগ।

৮

আমি কেবল যৌবনকে মেরেচি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেচে।

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলেনি?

রাজা

বলেছিল, কিন্তু এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারিনি। হঠাৎ আমার সমস্ত রক্ত আগুন হয়ে জ্বলে উঠল।

নন্দিনী (রঞ্জনের মৃতদেহের উদ্দেশে)

বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালক এই আমি পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়োয়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে সুরু হয়েচে। সেই যাত্রার বাহন আমি। রাজা,

৯

কেবল যৌবনকে মেরেচি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেচে।

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলে নি?

রাজা

এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারিনি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

নন্দিনী (রঞ্জনের প্রতি)

বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে সুরু হ'য়েচে। সেই যাত্রার বাহন আমি। তোমার জয়পতাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।

১০

কেবল যৌবনকে মেরেচি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেচে।

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলে নি?

রাজা

এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারিনি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

নন্দিনী (রঞ্জনের প্রতি)

বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে সুরু হয়েচে। সেই যাত্রার বাহন আমি। আহা, এই যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরী। তবে ত কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল? রাজা, কোথায় সেই বালক?

রাজা

কোন্ বালক ?

নন্দিনী

যে বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা

সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী

তার পরে কী হল তার ? বলো, কী হল ? বলতেই হবে, চুপ ক'রে থেকো না।

রাজা

বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী

রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা

কিসের সময় ?

পঙ্‌ক্তি ১৬১১-১৬২০ ৫

নন্দিনী

এইবার আমার সময় এসেচে।

রাজা

কিসের সময় ?

৬

নন্দিনী

এইবার আমার সময় এসেচে।

রাজা

কিসের সময় ?

৭

পূর্বানুগ।

৮

এইবার সময় এসেচে।

রাজা

কিসের সময় ?

৯

রাজা, এইবার সময় হয়েচে।

রাজা

কিসের সময় ?

১০

রাজা — কোন্ বালক ?

নন্দিনী — যে বালক এই ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা — সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মত তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্দ্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী — তার পরে ? কি হল তার ? বল, কি হল ? বল্‌তেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা — বুদ্বুদের মত সে লুপ্ত হয়ে গেচে।

নন্দিনী — রাজা, এইবার সময় হ'ল।

রাজা

কিসের সময় ?

নন্দিনী

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী

তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

তা হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন!

নন্দিনী

কোথায় যাব?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না। সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা,

---

পঙ্‌ক্তি ১৬২১-১৬৩০ ১

ও একটা কথা বলেচে, খঞ্জনী, আমি শুনতে পেয়েচি।— এই যে আমার ধ্বজা এসেচে।

৩

রাজা

এই যে ধ্বজা এসেচে। ভাঙো, ভাঙো ওটাকে! সেই ধূলোয় মিলিয়ে যাক্ যে ধূলো থেকে ঘাস বেরয়, লতায় ফুল ধরে।

৫

নন্দিনী

এতদিন তোমার দ্বারের কাছে অপেক্ষা করেছিলেম, আজ দ্বার ভাঙবা তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি!

নন্দিনী

হাঁ, আমি! আমাকেও তোমার ভয় করতে হবে।

রাজা

তোমাকে যে এই নিমেষেই মেরে ফেলতে পারি!

নন্দিনী

পার। তার পরে প্রতি মুহূর্তে আমার সেই মরাকেই তুমি ভয় করবে। আমার অস্ত্র নেই। আমার অস্ত্র মৃত্যু। আমার মৃত্যু তোমার মৃত্যুবাণ।

রাজা

আমাকে যদি সত্যিই ভয় না কর, তাহলে কাছে এস! রাখ তোমার ঐ হাত আমার হাতের উপরে! দেখি তোমার কত বড় সাহস!

নন্দিনী

এই রাখলুম।

রাজা

তাহলে চল আমার সঙ্গে।

নন্দিনী

কোথায় যাব?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারচ না, সে লড়াই সুরু হয়েচে। ঐ যে আমার ধ্বজা,—

৬

পূর্বানুগ।

(i) সত্যিই > সত্যই

(ii) তাহলে চল আমার সঙ্গে। > তাহলে চল আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী কর, নন্দিন!

৭

পূর্বানুগ।

(i) তোমার ঐ হাত আমার > তোমার হাত আমার

৮

নন্দিনী

এতদিন তোমার দ্বারের কাছে অপেক্ষা করে ছিলুম। আজ দ্বার ভাঙব। তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি?

নন্দিনী

হাঁ আমি।

রাজা

তোমাকে যে এই নিমেষেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী

পার। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

আমাকে সত্যিই ভয় নেই ? তাহলে কাছে এস। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে ? রাখ দেখি আমার হাতের উপরে হাত।

নন্দিনী

এই রাখলুম।

রাজা

তাহলে চল আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী কর, নন্দিন।

নন্দিনী

কোথায় যাব ?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারচ না, সেই লড়াই সুরু হয়েচে। এই আমার ধ্বজা

৯

নন্দিনী

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি ? তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেল্‌তে পারি।

নন্দিনী

তারপর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

তাহলে' কাছে এস। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে ? রাখ দেখি আমার হাতের উপর হাত।

নন্দিনী

এই রাখলুম।

রাজা

তাহলে চল আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী কর, নন্দিন।

নন্দিনী

কোথায় যাব ?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে কি পারচ না ? সেই লড়াই সুরু হয়েচে। এই আমার ধ্বজা,

১০

নন্দিনী

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি ? তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেল্‌তে পারি।

নন্দিনী

তারপর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

তাহলে কাছে এস। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে ? চল আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী কর, নন্দিন।

নন্দিনী

কোথায় যাব ?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝ্‌তে কি পারচ না ? সেই লড়াই সুরু হয়েচে। এই আমার ধ্বজা,

আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক

মহারাজ, একি কাণ্ড! একি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন!— আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কী মহাপাতক!— চল্ সর্দারদের খবর দিই গে।

প্রস্থান

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি। তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী

যাব আমি।

পঙ্‌ক্তি ১৬৩১-১৬৪০ ১

ভাঙো ওটাকে, ভেঙে শতখানা কর! সেই ধূলোয় একেবারে মিলিয়ে যাক্ যে ধূলো থেকে কচি ঘাস বেরয়, বনলতায় ফুল ধরে!

মহারাজ, এ কি করলেন, এ কি উন্মত্ততা! পূজার দিনে এ কি মহাপাতক! যাই সর্দ্দারদের খবর দিই গে, তারা আজ বাগানে চলে গেছে।

খঞ্জন, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বেদীর উপরে এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা, আজ তাকে ভাঙলুম। এইবার সেই বেদীটাকে ভাঙতে যেতে হবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?

যাব আমি।

২

রাজা

এই যে আমার ধ্বজা এসেচে। ভাঙো, ভাঙো ওটাকে! সেই ধূলোয় মিলিয়ে যাক্ যে ধূলো থেকে ঘাস বেরয়, লতায় ফুল ধরে। ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন!

দলের লোক

মহারাজ, এ কি কাণ্ড! কি উন্মত্ততা! পূজোর দিনে এ কি মহাপাতক! যা, ভাই, তোরা সবাই যা, শিগ্‌গির যা, সর্দ্দারদের খবর দে। তারা বাগানে চলে গেচে।

রাজা

নন্দিনী, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বেদীতে এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা! আজ

তাকে ভাঙলুম। এইবার সেই বেদীটাকে ভাঙতে যেতে হবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে এই ত রঞ্জনের শেষ কথা।

নন্দিনী

যাব আমি।

৩

ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন!

দলের লোক

মহারাজ, এ কি কাণ্ড! কি উন্মত্ততা! পূজোর দিনে এ কি মহাপাতক! যা ভাই তোরা শিগ্‌গির যা, সর্দ্দারদের খবর দে! তারা বাগানে যাবার উদ্যোগ করচে।

রাজা

নন্দিনী, লক্ষ লক্ষ মানুষের বধ-বন্ধনের মন্দিরে মিথ্যা প্রবঞ্চনার চূড়ায় এই ধ্বজাদণ্ডের প্রতিষ্ঠা। আজ তাকে ভাঙলুম। এইবার সেই মন্দিরকে ভাঙতে যেতে হবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, নিশ্চয় জেনো, রঞ্জনের এই শেষ কথা।

নন্দিনী

যাব আমি।

৫

আমি ভাঙি ওর দণ্ডটা, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন! তোমার হাত আমারই হাতের সঙ্গে মিলে আমাকে মারুক! মারুক!

দলের লোক

মহারাজ, এ কি কাণ্ড! কি উন্মত্ততা! পূজোর দিনে এ কি মহাপাতক! চল্, চল্, সর্দ্দারদের খবর দিই গে! (প্রস্থান)

রাজা

লক্ষ লক্ষ মানুষের বধ-বন্ধনের মন্দির চূড়ায় এই ধ্বজদণ্ডের প্রতিষ্ঠা। আজ তাকে ভাঙলুম। এইবার সেই মন্দিরকে ভাঙতে যেতে হবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, নিশ্চয় জেনো রঞ্জনের এই শেষ অনুরোধ!

নন্দিনী

যাব আমি।

৬

পূর্বানুগ।

(i) কি উন্মত্ততা! পূজোর দিনে > কি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন! পূজোর দিনে

৭

পূর্বানুগ।

৮

আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। তোমার হাত আমারই হাতের সঙ্গে মিলে আমাকে মারুক্, মারুক্!

দলের লোক

মহারাজ, এ কি কাণ্ড! এ কি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন? পূজোর দিনে এ কি মহাপাতক! চল্, সর্দ্দারদের খবর দিই গে! (প্রস্থান)

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি আছে। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয় পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী

যাব আমি।

৯

আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক্।

দলের লোক

মহারাজ! এ কি কাণ্ড! এ কি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন! পূজার দিনে কি মহাপাতক! চল্ সর্দ্দারদের খবর দিই গে। (প্রস্থান)

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি,— তুমিও ত আমার সঙ্গে যাবে, নন্দিনী, প্রলয় পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী

যাব আমি।

১০

আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক্, মারুক্, সম্পূর্ণ মারুক্, তাতেই আমার মুক্তি!

দলের লোক

মহারাজ! এ কি কাণ্ড! এ কি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন? আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের [এক দিকে] পৃথিবীকে আর একদিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেচে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কি মহাপাতক! চল্, সর্দ্দারদের খবর দিই গে। (প্রস্থান)

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি,— তুমিও ত আমার সঙ্গে যাবে, নন্দিনী, প্রলয় পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী

যাব আমি।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল

বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—

এ কে! এই বুঝি রাজা! ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা

কী হয়েছে তোমাদের? কী করতে বেরিয়েছ?

ফাগুলাল

বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা

ফিরবে কেন? ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন— আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই

পঙ্ক্তি ১৬৪১-১৬৫০ ১

খঞ্জন, বিশুকে ওরা কিছুতে ছেড়ে দেবে না— এ কি রাজা যে!

কি হয়েচে তোমাদের? কি করতে বেরিয়েচ?

বন্দিশালার দরজা ভাঙতে চলেচি— তা তুমি রাগ কর, আর যাই কর —আমরা ফিরব না।

আমিও বন্দিশালা ভাঙতে চলেচি। আমাকে তোমাদের দলপতি করে নাও।

খঞ্জন, এ ত তোমার নতুন একটা ফন্দী নয়? তোমাকে আমাদের আগে আগে যেতে হবে।

তাই আমি যাব।

২

রাজা

তোমার ঐ রক্তকরবীর মালা দাও আমাকে পরিয়ে।

নন্দিনী

এই নাও।

ফাগুলালের দল। ফাগুলাল

['খঞ্জন' বর্জন করে] নন্দিনী, বিশুকে ওরা কিছুতে ছেড়ে দেবে না। এ কে ? কি ভীষণ ! এই বুঝি রাজা ! ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চল্‌চে ? এখনো তোর ক্ষিদে মেটেনি ? আমাদের সব কটাকে একগ্রাসে খেতে চাস্ ?

রাজা

কি হয়েচে তোমাদের ? কি করতে বেরিয়েচ ?

ফাগুলাল

বন্দিশালার দরজা ভাঙতে চলেচি। তা তুমি রাগই কর আর যাই কর। আমরা মরি তবু ফিরব না। জানি, জানি, ও তোমার মুখোষ, তোমার মুখ আমাদেরই মত— আমরা ছেলেমানুষ নই যে আমাদের ভয় দেখাবে! আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চাও, কর, বিদ্রূপ কোরো না।

রাজা

বিদ্রূপ এ'কে বলে ? ঐ দেখ আমার ভাঙা ধ্বজা। এই আমার শেষ কীর্ত্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন্, এ ত ভালো বুঝতে পারচিনে, দেখ আমরা সরল মানুষ আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগু ভাই, তোমরা ত মৃত্যুকেই পণ করে নিয়েচ, তোমরা ত ঠকাবার কিছুই

৩

রাজা

তোমার ঐ রক্তকরবীর মালা দাও আমাকে পরিয়ে।

নন্দিনী

এই নাও।

(সদলে ফাগুলালের প্রবেশ)

ফাগুলাল

নন্দিনী! বিশুকে ওরা কিছুতে ছেড়ে দেবে না। এ কে! কি ভীষণ! এই বুঝি রাজা! ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চল্‌চে ? এখনো তোর ক্ষিদে মেটেনি ? আমাদের সব-ক'টাকে একগ্রাসে খেতে চাস ?

রাজা

কি হয়েচে তোমাদের ? কি করতে বেরিয়েচ ?

ফাগুলাল

বন্দিশালার দরজা ভাঙতে বেরিয়েচি তা তুমি রাগই কর আর যাই কর! মরি তবু ফিরব না! জানি, জানি ও তোমার মুখোষ! তোমার মুখ আমাদেরই মুখের মত। আমরা ছেলেমানুষ নই যে, সেজে আমাদের ভয় দেখাবে! আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চাও ত কর, বিদ্রূপ কোরো না৭

রাজা

বিদ্রূপ এ'কে বলে ? ঐ দেখ আমার ভাঙা ধ্বজা। ঐ আমার সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন্, এ ত ভালো বুঝতে পারচিনে। দেখ আমরা সরল মানুষ, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগু ভাই, তোমরা ত মৃত্যুকেই পণ করেচ, তোমরা ত ঠকাবার কিছুই

৫

পূর্ববর্তী পাঠের অনুরূপ, নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সহ :

(i) ক্ষিদে মেটেনি ? > ক্ষুধা মেটেনি ?

(ii) 'তোমার মুখ আমাদের মুখের মত' বর্তমান পাঠে বর্জিত।

(iii) বিদ্রূপ এ'কে বলে ? > বিদ্রূপ কি এ'কে বলে ?

(iv) ঐ আমার সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি। > ঐ আমার সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি, ঐ আমার শেষ কীর্ত্তি।

(v) তোমরা ত ঠকাবার > তোমরা ত ঠকবার

৬

পূর্বানুগ।

(i) (সদলে ফাগুলালের প্রবেশ) > (ফাগুলালের প্রবেশ)

৭

পূর্বানুগ।

(i) পরিয়ে। > পরিয়ে !

(ii) নন্দিনী ! > নন্দিনী,

(iii) চাস ? > চাস্ ?

(iv) নন্দিন্, এ ত ভালো বুঝতে > নন্দিন্, ভালো বুঝতে

৮

রাজা

তোমার ঐ রক্তকরবীর মালা দেবে আমাকে ?

নন্দিনী

এই নাও।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল

নন্দিনী, বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে ? এই বুঝি রাজা ? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চল্‌চে ? বিশ্বাসঘাতিনী !

রাজা

কি হয়েচে তোমাদের ? কি করতে বেরিয়েচ ?

ফাগুলাল

বন্দিশালার দরজা ভাঙতে— রাগই কর যাই কর, মরি তবু ফিরব না।

রাজা

ফিরবে কেন ? ভাঙার পথে আমিও ত চলেচি— ঐ তার প্রথম চিহ্ন, আমার ভাঙা ধ্বজা— আমার শেষ কীর্ত্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন, ভালো বুঝতে পারচিনে। আমরা সরল মানুষ, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগু ভাই, তোমরা ত মৃত্যুকেই পণ করেচ, ঠকবার ত কিছুই

৯

রাজা

তোমার ঐ রক্তকরবীর মালা দেবে আমাকে ?

নন্দিনী

এই নাও।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল

বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে ? এই বুঝি রাজা ? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চল্‌চে ? বিশ্বাসঘাতিনী !

রাজা

কি হয়েচে তোমাদের ? কি করতে বেরিয়েচ ?

ফাগুলাল

বন্দিশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা

ফিরবে কেন ? ভাঙার পথে আমি চলেচি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন, আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্ত্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন, ভালো বুঝতে পারচিনে। আমরা সরল মানুষ, দয়া কর, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগু ভাই, তোমরা মৃত্যুকেই পণ করেচ, ঠকবার ত কিছুই

১০

অপরিবর্ত্তিত।

(i) তোমরা মৃত্যুকেই > তোমরা ত মৃত্যুকেই

বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী

আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম, রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল

সর্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দে পড়ে আছে!

নন্দিনী

নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না!

ফাগুলাল

হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে!

পঙ্‌ক্তি ১৬৫১-১৬৬০ ১

জয়বাদ্যের দল, চল আমার সঙ্গে সঙ্গে।

২

বাকি রাখ্‌লে না!

ফাগুলাল

নন্দিন্, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

নন্দিনী

তাই যাব। চন্দ্রা কোথায়?

৩

বাকি রাখলে না!

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

নন্দিনী

তাই যাব। চন্দ্রা কোথায়?

৫

বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

নন্দিনী

আমি সেইজন্যেই বেঁচে আছি। চন্দ্রা কোথায়?

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

৮

বাকি রাখলে না!

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

নন্দিনী

আমি ত সেইজন্যেই বেঁচে আছি।

৯

বাকি রাখ্‌লে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

নন্দিনী

আমি ত সেইজন্যেই বেঁচে আছি।

১০

বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

নন্দিনী

আমি ত সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম, রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আন্‌তে। ঐ দেখ এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।

ফাগুলাল — সর্ব্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে।

নন্দিনী — নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুন্‌তে পাচ্চি। রঞ্জন বেঁচে উঠ্‌বে— ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল — হায়রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এই জন্যেই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে?

নন্দিনী

ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।—

চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল ?

ফাগুলাল

সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।—

কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো ? আমরা তোমারই বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

পঙ্‌ক্তি ১৬৬১-১৬৭০ ১

মহারাজ, তুমি ত ভুল বোঝনি ? আমরা তোমারই রাজ্যের বন্দিশালা ভাঙতে চলেচি।

আমিও তাই চলেচি।

সর্দ্দাররা এখনি খবর পাবে, তারা ঠেকাতে আস্‌বে।

২

ফাগুলাল

সে গেছে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দ্দারকে সে বড় বিশ্বাস করে।

রাজা

জয়বাদ্যের দল, তোরা থাম্‌লি কেন ? বাজনা ধর্‌!

ফাগুলাল

মহারাজ, ভুল বোঝনি ত ? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে চলেচি।

রাজা

আমারই ত বন্দিশালা বটে। তাই ত আমিও চলেচি। এ ত একা তোমাদের কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দাররা এখনি খবর পাবে। তারা ঠেকাতে আস্‌বে।

৩

ফাগুলাল

সে গেছে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দ্দারকে সে বড় বিশ্বাস করে।

রাজা

জয়বাদ্যের দল, তোরা হাঁ করে রইলি কেন? বাজনা ধর্!

ফাগুলাল

মহারাজ, ভুল বোঝনি ত? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা

সে আমারই বন্দিশালা বটে। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে ভাঙতে যেতে হবে। এ ত একলা তোমাদের কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

৫

ফাগুলাল

সে গোকুলকে সঙ্গে নিয়ে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে গেছে। সর্দ্দারকে সে বড় বিশ্বাস করে।— মহারাজ, ভুল বোঝনি ত? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েচি।

রাজা

হাঁ, হাঁ, সে আমারই বন্দিশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে ভাঙতে যেতে হবে। এ ত একলা তোমাদের কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দারেরা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

৬

পূর্বানুগ।

৭

পূর্বানুগ।

(i) আসবে। > আস্‌বে।

৮

নন্দিনী

চন্দ্রা কোথায়?

ফাগুলাল

সে গেছে গোকুলের সঙ্গে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দ্দারের পরে তার অগাধ বিশ্বাস। মহারাজ, ভুল বোঝনি ত? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েচি।

রাজা

হাঁ, হাঁ, সে আমারই বন্দিশালা। তোমাতে আমাতে দু'জনে মিলে কাজ করতে হবে, একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

৯

নন্দিনী

চন্দ্রা কোথায় ?

ফাগুলাল

সে গেচে গোকুলকে নিয়ে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দ্দারের পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু, মহারাজ, ভুল বোঝনি ত ? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েচি।

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দিশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

১০

নন্দিনী ও আসবে বলে আমি অপেক্ষা করে ছিলেম, ও ত এল। ও আবার আসার জন্যে আমি প্রস্তুত হব,— ও আবার আস্‌বে। চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল ?

ফাগুলাল

সে গেচে গোকুলকে নিয়ে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দ্দারের পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু, মহারাজ, ভুল বোঝনি ত ? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েচি।

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দিশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। এক্‌লা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিততে পারবে ?

রাজা

মরতে তো পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি— বেঁচেছি।

ফাগুলাল

রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন ?

রাজা

ঐ-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল ? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে

পঙ্‌ক্তি ১৬৭১-১৬৮০ ১

তা জানি।

তুমি তাদের সঙ্গে লড়বে ?

হাঁ।

তোমার সৈন্যেরা ত তোমাকে মান্‌বে না।

না, আমি একলা লড়ব।

জিৎতে পারবে।

না, কিন্তু মরতে পারব। এতদিন পরে মরবার একটা অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি, বুঝতে পারচি মরণটা সুন্দর। খঞ্জন, শুন্‌তে পাচ্চ ঐ যে তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

(প্রথম খসড়ার এখানেই সমাপ্তি)

২

রাজা

তা জানি।

ফাগুলাল

তাদের সঙ্গে লড়বে তুমি ?

রাজা

হাঁ।

ফাগুলাল

তোমার সৈন্যেরা ত তোমাকে মান্‌বে না।

রাজা

না, একলাই লড়ব তোমাদের সঙ্গে নিয়ে।

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

না। কিন্তু মরতে পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। নন্দিন, শুনতে পাচ্চ, ঐ যে তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

— ॥ —

ফসল কাটি ফসল কাটি ফসল কাটি

[দ্বিতীয় খসড়ার এখানে সমাপ্তি]

৩

রাজা

তা জানি।

ফাগুলাল

তাদের সঙ্গে লড়বে তুমি ?

রাজা

তাদেরই সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যেরা ত তোমাকে মানবে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

না পারি ত মরতে পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। নন্দিন্‌, শুনতে পাচ্চ ঐ যে তোমার ফসল কাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

[তৃতীয় খসড়ার সমাপ্তি]

৫

তৃতীয় খসড়ার পাঠের অনুরূপ। এই খসড়ার পাঠও একইভাবে শেষ হয়েছে অর্থাৎ নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই পাঠে অবশ্য সামান্য পরিবর্তন চোখে পড়ে। যেমন,

(i) সৈন্যেরা ত > সৈন্যরা ত

(ii) না পারি ত মরতে পারব। > না পারি মরতে পারব।

(iii) নন্দিন্‌, শুনতে পাচ্চ > বেঁচেচি। নন্দিন্‌, শুনতে পাচ্চ,

---

৬

পূর্ব্ববর্তী পাঠের অনুরূপ। এখানেই, এইভাবেই এই খসড়ায় নাটকটির সমাপ্তি টানা হয়েছে, অবশ্য, সমাপ্তিসূচক কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নি আগের খসড়ার মতো।

(i) গেয়ে চলেচে। > গেয়ে চলেচে।

৭

'তা জানি' থেকে গান গেয়ে চলেচে।' (এখানেই পূর্ব্ববর্তী খসড়াগুলিতে নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে) পর্যন্ত অংশ পূর্ব্ববর্তী খসড়ার অনুরূপ। কিন্তু, তার পরে নিম্নোক্ত অংশটি এই খসড়ায় নব-সংযোজনের চিহ্ন বহন করছে :

ফাগুলাল

রাজা শুন্‌তে পাচ্চ গর্জ্জন ?

রাজা

ঐ ত সর্দ্দার সৈন্যদল নিয়ে আস্‌চে। এত শীগ্‌গির কি করে সম্ভব হল ? তবে ত ওরা আগে থাক্‌তেই প্রস্তুত ছিল। কেবল আমিই জান্‌তে পারিনি কি ঘট্‌বে। ভেবেছিলুম সব আমিই চালাচ্চি।

ফাগুলাল

আমার দলবল ত এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দ্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেচে, তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে বলে গিয়েছিল সে কি আর হবে না ?

রাজা

সর্দ্দার যখন সতর্ক হয়েচে তখন আর উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে তার মত কেউ নেই।

ফাগুলাল

তাহলে শীঘ্র চল, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি গে।

নন্দিনী

কেবল আমিই একলা নিরাপদে থাকব ? আমার প্রাণের সাথী গেল, আমার গানের সাথী গেল।

সন্ধ্যাতারার শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ যে,
সন্ধ্যা হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ঐ যে।

তোর হঠাৎ খসা প্রাণের মালা
ভরল আমার শূন্য ডালা,
মরণপথের সাথী আমায়
করলিরে কে তুই ?

যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেল বেলার জুঁই
পথিকপরাণ, চল্ সে পথে তুই।
সে পথ বেয়ে গেছে যে (রে) তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথির তলে গানের আনাগোনা
রইল না কিছুই।
যে পথে তার পাপ্‌ড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই,
পথিকপরাণ, চল্ সে পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠ্‌বে ফুটে তারার মত কায়াবিহীন মায়া
ছুঁই তারে না ছুঁই?

[সপ্তম খসড়ার সমাপ্তি]

৮

সে ত জানি।

ফাগুলাল

তাদের সঙ্গে লড়বে?

রাজা

তাদেরই সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যেরা ত তোমাকে মান্‌বে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে?

রাজা

না পারি ত মরতে পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। বেঁচেচি।

ফাগুলাল

রাজা, শুন্‌তে পাচ্চ গর্জ্জন?

রাজা

ঐ ত দেখ্‌তে পাচ্চি, সর্দ্দার সৈন্য নিয়ে আস্‌চে। এত শীগ্‌গির কি করে সম্ভব হল? আগে থাক্‌তেই প্রস্তুত ছিল— কেবল আমিই জানতে পারিনি —চোখ বুজে ভাবছিলুম আমিই চালাচ্চি। আমাকে এতদিন সবাই মিলে ঠকিয়েচে। আমার শক্তি নিয়ে আমাকে

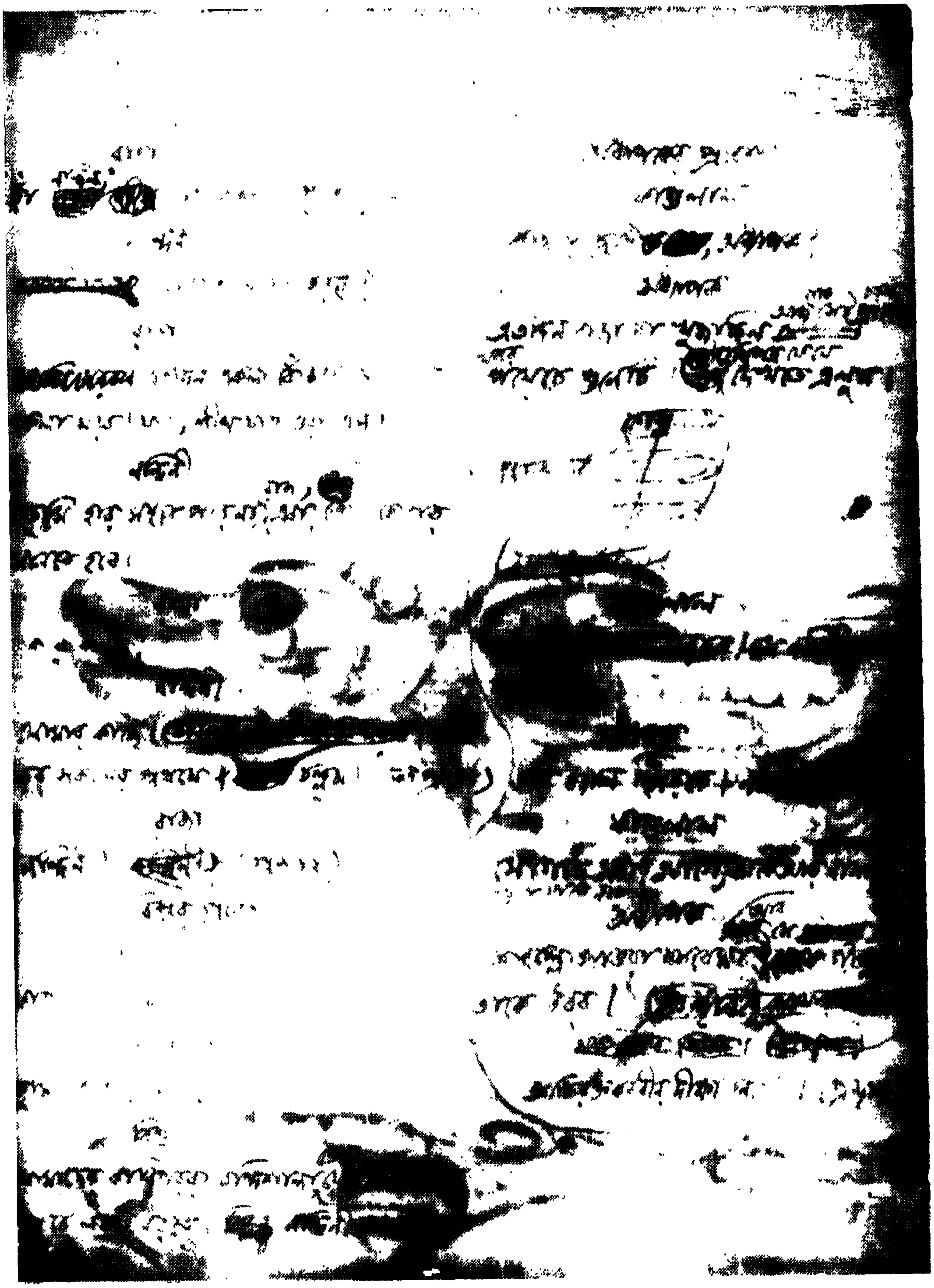

স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত একটি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি-পাতা। কানাই সামন্তর অনুমানক্রমে সম্প্রতি সপ্তম পাণ্ডুলিপিতে (151 vii) সংযুক্ত। রাজার 'হাঁ, নন্দিন' থেকে শুরু করে বিশুর গানের 'পরলি রে কে তুই' পর্যন্ত অংশটুকু সম্ভবত গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত 'সন্ধ্যাতারার শেষ চাওয়া' গানটির (দ্র পৃ. ৫৩৩) ঠিক পূর্ববর্তী সংলাপ। উলটো পৃষ্ঠায় যে লাল রঙের চিত্রণ ছিল, মুখপাতে মুদ্রিত ছবিটি থেকে তা বোঝা যাবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] !

[illegible]

[illegible] ।

তবে আর দেখি [illegible] !

[illegible]

[illegible] ?

[illegible]

[illegible] ?

[illegible] ?

৯

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যেরা ত তোমাকে মান্‌বে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

মরতে ত পারব! এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েচি— বেঁচেচি!

ফাগুলাল

রাজা, শুনতে পাচ্চ গর্জ্জন ?

রাজা

ঐ যে দেখচি সর্দ্দার, সৈন্য নিয়ে আসচে। এত শীগ্‌গির কি করে সম্ভব হল ? আগে থাক্‌তেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জান্‌তে পারিনি। ঠকিয়েচে আমাকে! আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে

১০

অপরিবর্তিত।

বেঁধেছে।

ফাগুলাল

আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

মনে ছিল, বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না?

রাজা

উপায় নেই। পথ ঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগুলাল

তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

পঙ্ক্তি ১৬৮১-১৬৯০ ৮

বেঁধেচে।

ফাগুলাল

আমার দলবল ত এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দ্দার নিশ্চয় ঠেকিয়ে রেখেচে, আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

মনে ছিল, বিশু পাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে, আমার গানের সাথীর সঙ্গে একসঙ্গে যাত্রা করব,— সে কি আর হবে না?

রাজা

সর্দ্দার যখন সতর্ক হয়েচে আর উপায় দেখিনে, পথঘাট আটক করতে তার মত কেউ নেই।

ফাগুলাল

তাহলে চল, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি গে। জানি, সর্দ্দার তোমাকে দেখ্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।

৯

বেঁধেচে।

ফাগুলাল

আমার দলবল ত এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দ্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেচে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

মনে ছিল বিশু পাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না?

রাজা

উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দ্দারের মত কাউকে দেখিনি।

ফাগুলাল

তাহলে চল, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তারপরে যা হয় হবে। সর্দ্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

১০

অপরিবর্ত্তিত।

নন্দিনী

একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে।—

সর্দার! সর্দার!— দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।— সর্দার!—

আমাকে দেখতে পেয়েছে।— জয় রঞ্জনের জয়!

দ্রুত প্রস্থান

রাজা

নন্দিনী!

প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক?

অধ্যাপক

কে যে বললে, রাজা এত দিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে

পঙ্‌ক্তি ১৬৯১-১৭০০ ৮

নন্দিনী

একলা আমাকেই নিরাপদের নির্ব্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দ্দার ভালো— ও আমার জয়যাত্রার পথ ঠিক করে রেখেচে। সর্দ্দার, সর্দ্দার! ঐ যে বর্শার আগে আমার কুঁদফুলের মালা দুলিয়েচে। ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব। সর্দ্দার! (দ্রুত প্রস্থান)

রাজা

নন্দিনী! (প্রস্থান)

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেচ অধ্যাপক?

অধ্যাপক

খবর পেলুম রাজা এতদিনে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে

৯

নন্দিনী

একা আমাকেই নিরাপদের নির্ব্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের

চেয়ে সর্দ্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দ্দার, সর্দ্দার! দেখ, ওর বর্ষার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েচে। ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব। সর্দ্দার! (দ্রুত প্রস্থান)

রাজা

নন্দিনী! (প্রস্থান)

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেচ অধ্যাপক?

অধ্যাপক

কে যে বল্‌লে রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে

১০

অপরিবর্তিত।

(i) রঙ করে দিয়ে যাব। সর্দ্দার! (দ্রুত প্রস্থান) > রঙ করে দিয়ে যাব। সর্দ্দার! আমাকে দেখতে পেয়েচে। জয় রঞ্জনের জয়! (দ্রুত প্রস্থান)

বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল

রাজা তো ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক

তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল

সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক

এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব।

প্রস্থান

বিশুর প্রবেশ

বিশু

ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল

তুমি কী করে এলে?

বিশু

আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?

পঙ্‌ক্তি ১৭০১-১৭১০ ৮

ছুটে বেরিয়েচে, পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এসেচি।

ফাগুলাল

রাজা ত ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেচে।

অধ্যাপক

তার জাল ছিঁড়েচে। নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল

সে গেচে সবার আগে। তাকে আর কোনোদিন নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক

কে বল্‌লে পাওয়া যাবে না? আর সে এড়িয়ে যেতে পারবে না, এইবার তাকে ধরব— রক্তকরবীর দীক্ষা নিয়েচি আমি। (প্রস্থান)

বিশুর প্রবেশ

বিশু

ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল

তুমি কি করে এলে ?

বিশু

আমাদের কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেচে। তারা গেছে লড়াইয়ে। আমি এসেচি নন্দিনীকে খুঁজতে। নন্দিনী কোথায় ?

৯

বেরিয়েচে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলেম।

ফাগুলাল

রাজা ত ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেচে।

অধ্যাপক

তার জাল ছিঁড়েচে। নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

সে গেচে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক

এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব। রক্তকরবীর দীক্ষা নিয়েচি আমি। (প্রস্থান)

বিশুর প্রবেশ

বিশু

ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

তুমি কি করে এলে ?

বিশু

আমাদের কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেচে। তারা ঐ চলেচে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায় ?

১০

অপরিবর্তিত।

(i) "রক্তকরবীর দীক্ষা নিয়েচি আমি!" (অংশটি বর্জিত)

ফাগুলাল

সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু

কোথায় ?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে।— বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে ?

বিশু

ও যে রঞ্জন !

ফাগুলাল

ধুলায় দেখছ ঐ রক্তের রেখা ?

বিশু

বুঝেছি, ঐ তাদের পরমমিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে ! আমার পাগলি ! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

ফাগুলাল

নন্দিনীর জয় !

বিশু

নন্দিনীর জয় !

পঙ্‌ক্তি ১৭১১-১৭২০ ৮

ফাগুলাল

সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু

কোথায় ?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে।

বিশু

তবে আর দেরি কেন, ফাগুলাল। জয় নন্দিনীর !

ফাগুলাল

চল। জয় নন্দিনীর।

৯

ফাগুলাল

সে গেচে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু

কোথায় ?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে।

বিশু

চল তবে, ফাগুলাল। তার সঙ্গে মিলি গে। জয় নন্দিনীর।

ফাগুলাল

চল, জয় নন্দিনীর।

১০

ফাগুলাল

সে গেচে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু

কোথায় ?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে। বিশু, দেখ্‌তে পাচ্চ ওখানে কে শুয়ে আছে ?

বিশু — ও যে রঞ্জন!

ফাগুলাল — ধূলায় দেখ্‌চ ঐ রক্তের রেখা ?

বিশু — বুঝেছি, ঐ তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী! এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়ত দেখা হতেও পারে। হয়ত আরেকবার ও আমার গান শুন্‌তে চাইবে, আমার পাগলী। আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্‌!

ফাগুলাল — নন্দিনীর জয়!

বিশু — নন্দিনীর জয়!

ফাগুলাল

আর, ঐ দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু

তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল— তার শেষ দান।

প্রস্থান

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আ য় আ য় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হা য় হা য় হায়।

পঙ্‌ক্তি ১৭২১-১৭২৯ ৮

বিশু

ঐ বুঝি ধুলোয় পড়ে ?

ফাগুলাল

হাঁ, ঐ ত রক্তকরবীর কঙ্কণ তার ডান হাত থেকে খসে পড়েচে। আজ সে তার হাতখানি রিক্ত করে দিয়ে চলে গিয়েচে।

বিশু

তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না তবু সে আমাকে শেষ দান দিয়ে গেছে, তার এই রাখীবন্ধন। চল। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে আয়রে চলে'
আয়, আয়, আয়।
ধূলো আঁচল ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়।

— / —

[অষ্টম খসড়ার সমাপ্তি]

৯

বিশু

ঐ যে দেখচি ধূলোয় পড়ে।

ফাগুলাল

হাঁ, ঐ ত তার রক্তকরবীর কঙ্কণ, ডান হাত থেকে খসে পড়েচে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু

তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না। নিতে হল, তার শেষ দান, তার এই রাখীবন্ধন। চল। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে, আয়রে চলে,
আয়, আয়, আয়!
ধূলার আঁচল ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়!

— / —

[নবম খসড়ার সমাপ্তি]

১০

ফাগুলাল

আর ঐ দেখ ধূলায় লুটচ্চে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন্ খসে পড়েচে! তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু

তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে, আয়রে চলে,
আয়, আয়, আয়।
ধূলার আঁচল ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়!

— / —

[দশম খসড়ার সমাপ্তি]

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

গ্রন্থপ্রসঙ্গ

১ প্রস্তাবনা

প্রথম রচনাকাল থেকেই 'রক্তকরবী' নিরন্তর আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করে চলেছে নানাভাবে। পাঠকের ও দর্শকের চোখে এই নাটক যেখানে আনন্দের উৎস, সাহিত্য-সমালোচকের কাছে সেখানে তা নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসারও সামগ্রী। নাটকটির ওপর আলোচনারও যেন শেষ নেই, নিত্য নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দেখবার জন্যে আমরা উন্মুখ হয়ে আছি, এখনও। অনেক চেষ্টা করেও এই নাটকটির অভিনয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুষ্কালে শান্তিনিকেতনে করাতে পারেন নি, যেমন করিয়েছেন অন্যান্য নাটকের ক্ষেত্রে। অথচ নাটকটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মমতা ছিল অপরিসীম। নাটকটির জন্মবৃত্তান্ত থেকে তা বোঝা যায়।

নাটকটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে মুদ্রিত সংস্করণের মাধ্যমে। তার বাইরে 'রক্তকরবী'র যে অস্তিত্ব রয়ে গেছে, তার দিকে আমাদের দৃষ্টি সচরাচর পড়ে না, বা আগে পড়ে নি। যাঁরা একটু বেশি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু, তাঁরা প্রসঙ্গক্রমে জেনেছেন যে গোড়াতে নাটকটির নাম ছিল 'যক্ষপুরী', পরে 'নন্দিনী'। তাঁদের আগ্রহ এখানে এসেই থেমে যেত, অথবা বলা যায় এইটুকু জেনেই তাঁদের আগ্রহ প্রশমিত রাখতে হত, কেননা, এর বেশি তথ্য আমাদের সামনে কখনো কেউ তুলে ধরতে চেষ্টা করেন নি।

১৯৭৮ সালে প্রয়াত পুলিনবিহারী সেনের সাগ্রহ সমর্থনে ও রবীন্দ্রভবনের আনুকূল্যে নাটকটির একটি পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ প্রস্তুতির দায়িত্ব পেয়ে এবং কাজে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বুঝতে পারি 'রক্তকরবী' সম্পর্কে আমাদের ধারণা কত অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

রচনার শুরু থেকে বিভিন্ন খসড়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এ-নাটক শেষ পর্যন্ত কীভাবে মুদ্রিত রূপটিতে পৌঁচেছে, তার পরিচয় দেবার জন্যই এই পাঠভেদ-সংস্করণের প্রয়াস। এর ভিতর দিয়ে নাটকটি কীভাবে প্রথম খসড়া থেকে মুদ্রিত একাদশ পাঠ পর্যন্ত স্তরে স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে, তা বিশদভাবে বোঝা যাবে।

এমন একটি কাজের পিছনে একটি আদর্শ বা প্রণালীতত্ত্ব অনুসরণের প্রসঙ্গ ওঠে। নাটকের পাঠভেদ-সংবলিত গবেষণামূলক কাজের একটা আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাই দু'খণ্ডে সমাপ্ত হোরেস হাওয়ার্ড ফার্নেস -সম্পাদিত 'হ্যামলেট'-এর পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণের মধ্যে। তাঁর কাজের আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ হলেও নানা

কারণে তার সর্বৈব অনুসরণ করা সংগত মনে হয় নি। আমাদের এই কাজটি মূলত খসড়ার পরিবর্তনজনিত পাঠান্তরের, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং সেই কারণেই, পাঠান্তরের বাইরে অন্য কোনো তথ্য বর্তমান সংস্করণে সংবদ্ধ করবার চেষ্টা নেই। এই কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়াটি পাঠ-পরিচয় ও তথ্যপঞ্জিসহ রবীন্দ্রভবনের গবেষণা পত্রিকা 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র ষোড়শ সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৮৬) প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেই তথ্যপঞ্জির অনেকটা অংশ সামগ্রিকভাবে 'রক্তকরবী'র সঙ্গে যুক্ত বলে ব্যবহৃত হল।

২ পাঠান্তর-প্রসঙ্গ ও উপস্থাপনা-প্রণালী

এ কাজটি সম্পূর্ণভাবে পাণ্ডুলিপিভিত্তিক। 'রক্তকরবী'র নেপথ্যবর্তী সবগুলি পাণ্ডুলিপিই, প্রথম খসড়া থেকে মুদ্রিত-পাঠের অব্যবহিত পূর্ববর্তী খসড়া পর্যন্ত, সম্পূর্ণ ও সংরক্ষিত থাকার ফলে, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাঠের ভিতর দিয়ে নাটকটি কীভাবে এগিয়ে গেছে, তার প্রায় সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এই সূত্রে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে একটিমাত্র খসড়া আজও পর্যন্ত রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহভুক্ত হতে পারে নি। তাই তার মূল দেখবার কোনো সুযোগ হয় নি আমাদের। মুদ্রিত আকারে সেটি পাওয়া যায় 'বহুরূপী' পত্রিকার ১৯৮৬ সালের মে-মাসের সংখ্যায়।

এখানে একটি বিশেষ প্রণালী অনুসারে বিভিন্ন খসড়ার পাঠান্তর দেখানো হয়েছে। 'রক্তকরবী'র মুদ্রিত প্রচলিত বা পরিচিত পাঠকে একাদশ পাঠ হিসেবে গণ্য করে, এই মুদ্রিত পাঠের দশ-পঙ্‌ক্তির এক-একটি একক প্রত্যেক পৃষ্ঠার ওপরে রেখে, তার নীচে, অনেকটা পাদটীকার আকারে, কীভাবে সেই পাঠ পর্যায়ক্রমে দশম খসড়ার পাঠে পৌঁছল অর্থাৎ কীভাবে তার রূপান্তর হল, তা দেখানো হয়েছে। প্রচলিত মুদ্রিত পাঠকে একাদশ পাঠ হিসেবে চিহ্নিত করি নি। কিন্তু প্রত্যেক খসড়ার পাঠ যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ : এইভাবে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই সংখ্যার সাহায্যে কোন্ পাঠ কোন্ খসড়ার অন্তর্গত তা বোঝা যাবে। যেমন '১' বলতে বোঝাবে প্রথম খসড়ার পাঠ। পাঠগুলি এক-একটি খসড়ায় কীরকম ছিল, এর থেকে তা জানা যাবে। ধরা যাক, একটি পাঠের সংখ্যা ৯, তার আগে ১ থেকে ৮ পর্যন্ত খসড়ার পাঠের উল্লেখ নেই। এর অর্থ দাঁড়াবে— নবম খসড়া থেকেই ওই পাঠ পাওয়া যাচ্ছে, তার আগে ওই পাঠ ছিল না। এইভাবে, সংখ্যাগুলি প্রত্যেক পাঠের বিবর্তনের নির্দেশক।

পাণ্ডুলিপিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক খসড়ায় অসংখ্য বর্জন ও সংযোজন আছে। শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ বা বাক্য যেখানে বর্জিত হয়েছে, তার ওপরের জায়গায়, কখনো তার পাশে নতুন পাঠ যোগ করা হয়েছে, অথবা কখনো কখনো ডান দিকের পৃষ্ঠার ফাঁকা অংশেও তা লিখিত হয়েছে। বর্জিত পাঠগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘন কালো কালিতে লেপে দেওয়া হয়েছে, ক্বচিৎ কলমের আঁচড়ে

কেটে দেওয়া হয়েছে। এইসব বর্জিত পাঠের অনেকটাই উদ্ধার করা গেছে। তার থেকে বোঝা যায় উদ্দিষ্ট পাঠটি গোড়ায় কীরকম ছিল। অবশ্য সেইসব বর্জিত পাঠ বর্তমান পাঠভেদ-সংস্করণে উল্লিখিত হয় নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য— পাঠান্তর-নির্দেশক বর্জন ও সংযোজনের পরিচয়জ্ঞাপক "<" চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বোপরি, পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত প্রত্যেক খসড়ার বানান ও যতিচিহ্ন সাধ্যমতো সংরক্ষিত রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে।

৩ 'রক্তকরবী'র পাণ্ডুলিপি-বিবরণ :

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয়। পরে, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠ অনুসরণ করে ১৩৩৩ সালে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় যথাক্রমে ভাদ্র ১৩৫২, আষাঢ় ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৬১, বৈশাখ ১৩৬৪, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ (নূতন সংস্করণ), আষাঢ় ১৩৬৮, বৈশাখ ১৩৭০, ভাদ্র ১৩৭৫, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, মাঘ ১৩৮৮, ভাদ্র ১৩৯৪, এবং শ্রাবণ ১৩৯৯-তে।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবার আগে, 'রক্তকরবী'র চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে একের পর এক খসড়া রচনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই খসড়াগুলির পাণ্ডুলিপি, একটি ছাড়া, রবীন্দ্রভবন শান্তিনিকেতনে সংরক্ষিত। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে পাণ্ডুলিপিগুলির পরিচয় দেওয়া গেল :

পাণ্ডুলিপি সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা
149 (i)	৮২
149 (ii)	১৫৫
151 (i এবং ii)	৭৮+৩৮ = ১১৬
151 (iii)	৫৯ } = ১০৭
151 (iv)	৪৮ }
151 (v)	১০৯
151 (vi)	১৫৩
151 (vii)	১০৩
151 (viii)	৫৭
151 (ix)	৩৭
	মোট = ৯১৯

এ ছাড়া, 'রক্তকরবী' সংক্রান্ত আরও দুটি খসড়া সংরক্ষিত রয়েছে রবীন্দ্রভবনে, এগুলির ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে MS. 135 এবং 151 (vii)। 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদ *Red Oleanders*-এর একটি পাণ্ডুলিপিও একই সঙ্গে সংরক্ষিত, তার ক্রমিক সংখ্যা MS. 36

এখানে চতুর্থ খসড়াটি উল্লিখিত হল না। এ বিষয়ে অনতিপরেই আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খসড়াটি রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহে না থাকায় তার পাণ্ডুলিপি-সংখ্যা উল্লেখ করার প্রশ্ন ওঠে না।

খসড়ার ক্রম অনুসারে পাণ্ডুলিপিগুলি এইভাবে সন্নিবেশিত করা যায় :

প্রথম খসড়া	: 151 (ix)
দ্বিতীয় খসড়া	: 151 (v)
তৃতীয় খসড়া	: 151 (iii) এবং (iv)
পঞ্চম খসড়া	: 151 (i) এবং (ii)
ষষ্ঠ খসড়া	: 149 (ii)
সপ্তম খসড়া	: 151 (vii)
অষ্টম খসড়া	: 151 (viii)
নবম খসড়া	: 149 (i)
দশম খসড়া	: 151 (vi)

বস্তুত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে পাঠ মুদ্রিত হয়, যে পাঠ পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়, তাকেই চূড়ান্ত পাঠ বলা যায় এবং এই পাঠের সঙ্গেই পাঠকের পরিচয় ঘটে এসেছে 'রক্তকরবী' রূপে। দশম পাঠের সঙ্গে উপরোক্ত মুদ্রিত পাঠের তুলনায় দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাদশ পাঠে পরিবর্তন করা হয়েছে সংলাপের এবং যতিচিহ্নের। 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়, কবি যে নিজেই সেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন, তা অনুমান করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি ছাড়া আর-একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালেই। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে 'বহুরূপী'র তদানীন্তন সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেও উদ্দিষ্ট পাণ্ডুলিপির ফোটোকপিটি চোখে দেখারও সুযোগ পাই নি। শ্রীকুমার রায়-সম্পাদিত 'বহুরূপী' পত্রিকায় (২৫ বৈশাখ ১৩৯৩, ৮মে ১৯৮৬) সেই পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রকাশিত হয়েছে। পুলিনবিহারী সেনের কাছ থেকে শুনেছিলাম— সেই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে জনৈকা গুজরাতি মহিলার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। 'রক্তকরবী'র এই কাজে অগ্রসর হবার পর রানী মহলানবিশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল। 'রক্তকরবী' সংক্রান্ত একটি দুর্লভ 'মুখবন্ধ'-র ফোটোকপি তিনি আমাকে এই কাজে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। 'রক্তকরবী' রচনার সময় মহলানবিশ পরিবারের সঙ্গে যে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, অনেকেরই তা জানা আছে।

প্রশ্ন উঠবে, 'বহুরূপী' পত্রিকায় মুদ্রিত রচনার পাণ্ডুলিপিটি কোন্ স্তরের খসড়া। দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডুলিপির মলাটে লেখা আছে 'নন্দিনী', কবির নিজের হস্তাক্ষরে। রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহে 151 (i) এবং (ii) শীর্ষক যে পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত হয়েছে,

তারও মলাটে কবির হস্তাক্ষরে 'নন্দিনী' লেখা (সমগ্র খসড়াটি আসলে দুটি খাতায় বিধৃত)। তাহলে বলা চলে, 'রক্তকরবী' নাটকের 'নন্দিনী' স্তরে কবি নিজের হাতে যে দুটি খসড়া রচনা করেন এটি তারই একটি। 'বহুরূপী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নন্দিনী' এবং রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহে সংরক্ষিত 'নন্দিনী'র খসড়ার পাঠ পারস্পরিকভাবে মিলিয়ে দেখে মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত 'নন্দিনী'র পাণ্ডুলিপির অব্যবহিত আগেই উক্ত 'নন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল। তাহলে বলা যায় যে উক্ত 'নন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি প্রকৃতপক্ষে 'রক্তকরবী'র চতুর্থ খসড়া। যেহেতু মূল পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ হয় নি, এবং নিছক মুদ্রিত একটি পাঠকে তদনুসারী বলার বাহ্যিক কোনো সুযোগ নেই আপাতত, তাই বর্তমানে পাঠভেদ-সংস্করণটিতে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত 'নন্দিনী'কে পঞ্চম খসড়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তদনুসারেই পাঠগুলি গ্রথিত করা হয়েছে। সুতরাং এই পাঠ-ভেদে চতুর্থ খসড়ার পাঠের কোনো উল্লেখ পাওয়া যাবে না।

প্রসঙ্গত, পাণ্ডুলিপিগুলির আকৃতিগত পরিচয়, এবং সেই সূত্রে 'রক্তকরবী' নাটকটি বিভিন্ন খসড়ার ভিতর দিয়ে কীভাবে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে তার রূপরেখাটি তুলে ধরা গেল :

(এক) প্রথম খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (ix)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭। আয়তন : 13.9" × 8.3", অথবা 34 সেমি × 21 সেমি।

চার পৃষ্ঠা সংবলিত ১০টি সূক্ষ্ম রুল-টানা স্বতন্ত্র কাগজে কবির নিজের হস্তাক্ষরে কালো কালিতে খসড়াটি লিখিত হয়েছে। পৃষ্ঠাগুলির ডানদিকের কোণে ইংরেজিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। যেমন, 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি। পাণ্ডুলিপিটি পাঠ-পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জিসহ রবীন্দ্রভবন-প্রকাশিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, মুদ্রিত আকারে পাণ্ডুলিপির পাঠ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এমনকী ছত্র, বানান, ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রেও। মনে হয়, এই পাণ্ডুলিপিতে যে পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা কবিকৃত নয়, পরবর্তীকালে কেউ তা দিয়ে থাকবেন। কিন্তু মাঝের কিছু অংশে পৃষ্ঠাসংখ্যা ঠিকমতো চিহ্নিত করা ছিল না আগে। পারম্পর্যসূত্রে পাঠ মিলিয়ে পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি এই কাজটি করার সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয়, এই খসড়ার কোথাও নাটকটির স্পষ্টত কোনো নামের উল্লেখ নেই। অবশ্য, ৩৭-সংখ্যক অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠায় উপরের দু-কোণে পেনসিলে 'রক্তকরবী-৯' লিখিত। এ যে কবির লেখা নয়, তা সহজেই অনুমেয়।

পাণ্ডুলিপিটির লিখনপদ্ধতি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রত্যেক পৃষ্ঠা খাড়াভাবে যথাবিধি দুই সমান ভাগে ভাঁজ করে বাঁ দিকের অংশে মূল পাঠ লিখিত হয়েছে, ডান দিকের অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে সংশোধন বা সংযোজনের কাজে ব্যবহারের জন্য। লক্ষ করা দরকার, এই বিশিষ্ট লিখন-পদ্ধতি 'রক্তকরবী'র সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই অনুসৃত। কোনো পাণ্ডুলিপিতেই রচনাকাল ও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই।

খসড়াটির আঙ্গিক অনেকটা 'কবির দীক্ষা' অথবা 'ফাল্গুনী'র সূচনা-র মতো সংলাপের পরম্পরা মাত্র, সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর নাম উল্লিখিত নেই। প্রথাগতভাবে দৃশ্যবিন্যাসও নেই। অর্থাৎ, নিছক সংলাপের আকারে একটানা সমগ্র নাটকটি লিখিত। একই সঙ্গে লক্ষণীয়, পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান -সূচক কোনো নির্দেশ নেই এই খসড়ায়। সূচনায় কোনো ভূমিকাও নেই।

খসড়াটির শুরু ও শেষ অংশ এইরকম :

(ক) শুরু :

আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা ? শীঘ্‌ঘির বের কর !
ও কি বল্‌চ, আজ সকাল থেকেই মদ ?
আজ যে ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, আজ ওদের অস্ত্রপূজা হবে।
বল কি ? ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে ?

(খ) শেষ :

তোমার সৈন্যেরা ত তোমাকে মান্‌বে না।
না। আমি একলা লড়ব।
জিৎতে পারবে।
না, কিন্তু মরতে পারব। এতদিন পরে মরবার একটা অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি, বুঝতে পারচি মরণটা সুন্দর। খঞ্জন, শুন্‌তে পাচ্চ ঐ যে তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

(দুই) দ্বিতীয় খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (v), পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৯। The Student Exercise Book-No. 5, D.M. Khan & Sons, 5 Colootola Street, Calcutta -নামক বাঁধানো মলাটের একটি খাতায় খসড়াটি লিখিত হয়েছে। খাতাটির আয়তন : 20.5 সেমি × 16.5 সেমি। খাতাটির পিছনের মলাটেও প্রস্তুতকারকের ওই পরিচয় মুদ্রিত। খসড়াটির কোথাও রচনাকাল ও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই। লিখন-পদ্ধতি আগের খসড়ার মতো।

পাণ্ডুলিপিটি কবির নিজের হাতে লিখিত। ইংরেজিতে পৃষ্ঠাঙ্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। 1-2 পৃষ্ঠায়, খসড়াটির শুরুতেই 'নাট্যপরিচয়' ('এই নাটকটি সত্যমূলক···আমরা জানতে পাই।') শীর্ষক একটি প্রতিবেদন আছে। তার পর ৩ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে নাটকটির পাঠ। পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ এবং ১১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

খসড়াটিতে প্রথাগতভাবে সংলাপের সঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম উল্লিখিত হয়েছে, যা আগের খসড়ায় ছিল না। তাছাড়া, সম্ভবত দৃশ্যবিন্যাস বা অঙ্কবিভাগের উদ্দেশ্যে খসড়াটি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। এই দ্বিতীয় খসড়ার শুরু ও শেষ হয়েছে নিম্নলিখিত রূপে :

(ক) শুরু :

১

['সুনন্দা' বর্জন করে] নন্দিনী (রাজার মহলের জানলার বাহিরে) শুন্‌তে পাচ্ছ? আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চ?

নেপথ্যে

যখনি ডাকো, ['খঞ্জন' বর্জন করে 'নন্দিন', 'নন্দিন' বর্জন করে 'নন্দা'] নন্দা, শুন্‌তে পাই। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও সময় নেই।

নন্দিনী

তোমার ঘরের মধ্যে আজ কি একবার যেতে দেবে?

(খ) শেষ :

ফাগুলাল

তোমার সৈন্যেরা ত তোমাকে মান্‌বে না।

[রাজা]

না, একলাই লড়ব তোমাদের সঙ্গে নিয়ে।

[ফাগুলাল]

জিৎতে পারবে?

[রাজা]

না। কিন্তু মরতে পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। নন্দিন, শুনতে পাচ্চ, ঐ যে তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

~ ॥ ~

ফসল কাটি ফসল কাটি ফসল কাটি

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'না একলাই···গেয়ে চলেচে' পর্যন্ত সংলাপের সঙ্গে বক্তার নাম উল্লেখ করা হয় নি এবং 'জিৎতে পারবে' শীর্ষক সংলাপের আগে 'রাজা' লিখিত আছে।

(তিন) তৃতীয় খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (iii) এবং 151 (iv)।

খসড়াটি সাধারণ একসারসাইজ খাতায় লেখা, মলাটের রং ধূসর বর্ণ। মলাটের ওপর নীচের লিপিটি মুদ্রিত :

The Kohinoor / Exercise Book / [রানীর ছবি] Subject..../ Name..../ Class..../ Sec..../ Address.../

Specially made for

The KAMALA AGENCY

Booksellers and Stationers etc.

SHILLONG

The Mary Art Press, 29, Beniatola Lane, Calcutta এবং পিছনের মলাটে Calender for 1923।

151 (iii) পাণ্ডুলিপিটির আয়তন : 20.5 সেমি × 16.00 সেমি এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা 59। 151 (iv) পাণ্ডুলিপিটির আয়তনও অনুরূপ, স্বভাবতই, কেননা একই একসারসাইজ বুকে, দুটি খাতায় এই তৃতীয় খসড়াটি লিখিত। অর্থাৎ, এই পাণ্ডুলিপিটি দুটি খাতায় বিভক্ত হয়ে লিখিত। এই খসড়ায়, পূর্ববর্তী পাঠের পরবর্তী অংশ লিখিত হয়েছে এবং তার পৃষ্ঠাসংখ্যা 48। তাহলে, দুটি খাতা মিলিয়ে এই তৃতীয় খসড়াটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০৭। খসড়াটি কবির নিজের হাতে লেখা। রচনাকাল ও স্থানের উল্লেখ নেই। খসড়াটির লিখনপদ্ধতি পূর্বানুরূপ। এই খসড়ার শুরু ও শেষ অংশ :

(ক) শুরু :

১

অধ্যাপক

নন্দিনী, ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে দেখি, আর আমার মনটা বিদ্যার চর্চ্চা থেকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

নন্দিনী

কেন, অধ্যাপক ?

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

না পারি ত মরতে পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। নন্দিন্, শুনতে পাচ্চ ঐ যে তোমার ফসল কাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

~ o ~

(চার) পঞ্চম খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (i) এবং 151 (ii)। দুটি খাতায় একত্রে বিধৃত। যথাক্রমে প্রথমটিতে 78 পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খাতায় পরবর্তী অংশ আরও 38 পৃষ্ঠায় লিখিত হয়ে মোট ১১৬ পৃষ্ঠায় পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত। খসড়াটি কবির নিজের হাতে লেখা। মলাটের ওপরে কবির নিজের হাতে লেখা 'নন্দিনী ১' এবং 'নন্দিনী ২'।

মলাটের বর্ণনা এইরকম :

Coronation

Exercise Book

[রাজা ও রানীর প্রতিকৃতি]

AD 1911

Name..../ School or College....

Ganendra Kristo Nag

116, 117 & 118 Old China Bazar Street, Calcutta

খাতা দুটির কাগজ সূক্ষ্মরুলটানা। আয়তন আগের খাতার অনুরূপ এবং লিখনপদ্ধতিও। খসড়াটির শুরু ও শেষ অংশ নিম্নরূপ :

(ক) শুরু :

অধ্যাপক

নন্দিনী, ক্ষণে ক্ষণে তোমায় দেখি আর আমার মনের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা থেকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

নন্দিনী

কেন অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কেউ বিস্মিত হয় না, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাবচ বল দেখি !

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

না পারি ত মরতে পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। বেঁচেচি। নন্দিন্, শুনতে পাচ্চ, ঐ যে তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে !

~ ॥ ~

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বহুরূপী' পত্রিকায় 'নন্দিনী' শীর্ষক যে পাণ্ডুলিপির খসড়াটি মুদ্রিত (এবং যা খসড়ার ক্রম অনুসারে চতুর্থ) তার পাঠ এই পঞ্চম খসড়ার অনুরূপ। সেই মুদ্রিত 'নন্দিনী'র খসড়াটির শুরু ও শেষ অংশ প্রসঙ্গত তুলে ধরা গেল :

(ক) শুরু :

১

অধ্যাপক

নন্দিনী, ক্ষণে ক্ষণে তোমায় দেখি, আর আমার মনটা বিদ্যার চর্চ্চা থেকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

নন্দিনী

কেন, অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাকে দেখে ত কেউ আশ্চর্য্য হয় না, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে হল আরেক কথা। এখানে যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা কি ভাবচ বল দেখি ?

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

না পারি ত মরতে পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। বেঁচেচি। নন্দিন্, শুন্‌তে পাচ্চ ঐ যে তোমার ফসল কাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

'বহুরূপী'তে মুদ্রিত 'নন্দিনী' শীর্ষক খসড়াটি যে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পঞ্চম খসড়ার পূর্ববর্তী খসড়া, তার প্রমাণ, উক্ত 'নন্দিনী'র শুরু হয়েছে তৃতীয় খসড়ার অনুসরণে '১' চিহ্নিত করে, আগের খসড়ার মতো দৃশ্যবিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে, যা পঞ্চম খসড়ায় বর্জিত।

(পাঁচ) ষষ্ঠ খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 149 (ii), পৃষ্ঠাসংখ্যা 155। কালো রেক্সিনে বোর্ডে বাঁধানো মলাট, সাধারণ মাপের একসারসাইজ খাতা, পৃষ্ঠাগুলি সাদা। যথারীতি, ওপর থেকে নীচে পৃষ্ঠাগুলি লম্বালম্বিভাবে দুভাগে ভাঁজ করে তার বাঁ দিকে মূল রচনা এবং ডানদিকের অংশটি সংযোজন ও সংশোধনের জন্য রক্ষিত হয়েছে। পৃষ্ঠাঙ্ক ইংরেজিতে, পেনসিলে লেখা। খসড়াটির কোথাও রচনাকাল ও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই।

খসড়াটির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে,

.Copy by Sudhenduranjan Ray (end of 1923 or beginning of 1924–Gurudev was then staying with Sri Prasanta Mahalanabis at his Alipore Residence.)

যদিচ এই খসড়াটি অনুলিপি, কিন্তু সংযোজন ও সংশোধনগুলি কবি-কৃত এবং ৬৭টি সংযোজন, বর্জন ও সংশোধনের চিহ্ন এখানে আছে।

এই খসড়াটির সম্ভাব্য রচনাকালের (১৯২৩-এর শেষ অথবা ১৯২৪-এর গোড়ায়) উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। আরও জানা যাচ্ছে যে এই সময় কবি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় আলিপুরে বাস করছিলেন।

খসড়াটির শুরু এবং শেষ অংশ এইরকম :

(ক) শুরু :

অধ্যাপক

নন্দিনী!

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

ঐ চেয়ে দেখ! ওরা পৃথিবীর বুক চিরে গর্ত্তর ভিতর থেকে বোঝা মাথায় কীটের মত বেরিয়ে আসচে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু

ধন, সব ঐ ধূলোর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। তুমি কোন্ সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে গিরিশিখরের রহস্য নিয়ে এই গুহাচরদের গর্ত্তের ধারে এসে পৌঁচেছ। যে গ্রহ তোমাকে এনেচেন তাঁর অভিসন্ধি কি তাই ভাবি। এর শেষ কোথায় ?

নন্দিনী

তুমি বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের, অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কেউ বিস্মিত হয় না, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাবচ বল দেখি ?

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে ?

রাজা

না পারি ত মরতে পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি। বেঁচেচি। নন্দিন্, শুনতে পাচ্চ, ঐ যে তোমার ফসল কাটার দল গান গেয়ে চলেচে !

~ o ~

(ছয়) সপ্তম খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (vii), পৃষ্ঠা সংখ্যা 103। কালো রঙের রেক্সিনে বাঁধানো রুলটানা সাধারণ আকারের একসারসাইজ খাতায় খসড়াটি লিপিবদ্ধ। সম্ভবত অমিয় চক্রবর্তী এই খসড়াটির অনুলিপি করে থাকবেন। কিন্তু সংশোধন ও সংযোজনগুলি কবি-কৃত, স্বভাবতই, কখনো কালো কালিতে, কখনো লাল কালিতে।

এই খসড়ায় কোথাও নাটকটির নাম উল্লিখিত নেই। রচনাকাল ও রচনাস্থান সম্পর্কেও একই কথা।

খসড়াটির শুরু ও শেষ হয়েছে এইভাবে :

(ক) শুরু :

অধ্যাপক

নন্দিনী !

নন্দিনী

কি অধ্যাপক !

অধ্যাপক

তুমি অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন ? যখন মনটাকে নাড়া

দিয়ে যাও তখন না হয় একটু সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার ?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখ। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মত বেরিয়ে আস্‌চে। এই যক্ষপুরে আমাদের-যা কিছু ধন, সব ঐ ধূলোর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। তুমি কোন্ সুবর্ণরেখা নদী বেয়ে, গিরিশিখরের রহস্য নিয়ে এই গুহাচরদের গর্ত্তের ধারে এসে পৌঁচেছ। যে গ্রহ তোমাকে এনেচেন তাঁর অভিসন্ধি কি তাই ভাবি। এর শেষ কোথায় ?

নন্দিনী

তুমি বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের, অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কেউ বিস্মিত হয় না, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাব্‌চ বল দেখি ?

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

আমার দলবল ত এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দ্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেচে, তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে বলে গিয়েছিল সে কি আর হবে না ?

রাজা

সর্দ্দার যখন সতর্ক হয়েচে তখন আর উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে তার মত কেউ নেই।

ফাগুলাল

তাহলে শীঘ্র চল, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি গে।

নন্দিনী

কেবল আমিই একলা নিরাপদে থাকব ? আমার প্রাণের সাথী গেল, আমার গানের সাথী গেল !

সন্ধ্যাতারায়, শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ যে,
সন্ধ্যা হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ঐ যে !

তোর হঠাৎ খসা প্রাণের মালা
ভর্‌ল আমার শূন্য ডালা,
মরণ পথের সাথী আমায়
করলি রে কে তুই ?

যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেল বেলার জুঁই
পথিকপরাণ, চল্ সে পথে তুই।
সে পথ বেয়ে গেছে যে (রে) তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথির তলে গানের আনাগোনা
রইল না কিছুই।
যে পথে তোর পাপ্‌ড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই,
পথিকপরাণ, চল্ সে পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠ্‌বে ফুটে তারার মত কায়াবিহীন মায়া
ছুঁই তারে না ছুঁই ?

(সাত) অষ্টম খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151(viii), পৃষ্ঠা সংখ্যা 57। পাণ্ডুলিপিটির বিবরণ :

The Sterling (মাঝখানে এক রমণীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত) writing pad-এ খসড়াটি লিখিত। সাদা কাগজে ওপর থেকে নীচে লেখা প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাধারণত ১৮, ২০ ও ২১টি ছত্র আছে, পাত্র-পাত্রীর নাম বাদ দিয়ে। আয়তন : 10" × 8" অথবা 25 সেমি × 20 সেমি।

খসড়াটির পৃষ্ঠাঙ্ক কবির নিজের হাতে বাংলায় চিহ্নিত এবং সমগ্র খসড়াটি কবির নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত। লক্ষণীয়, ১৫ পৃষ্ঠার পর ভুলবশত ১৬, ১৭ পৃষ্ঠার উল্লেখ নেই। রচনাকাল বা রচনাস্থানের উল্লেখ নেই।

এই খসড়াটিতেই সর্বপ্রথম 'রক্তকরবী' নামটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং তা কবির নিজের হস্তাক্ষরে।

খসড়াটির শুরু ও শেষ অংশ তুলে ধরা গেল :

(ক) শুরু :

অধ্যাপক

নন্দিনী !

নন্দিনী

কি অধ্যাপক !

অধ্যাপক

বারে বারে তুমি অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন ? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় একটু সাড়া দিয়েই বা গেলে ! একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার ?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বল্‌লে ঐ চেয়ে দেখ। আমা[illegible]ইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটে[illegible] মত বেরিয়ে আস্‌চে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধূলার নাড়ীর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে ?

নন্দিনী

বারে বারে তুমি ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের, অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে কারো বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাবচ বল দেখি ?

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

চল। জয় নন্দিনীর।

বিশু

ঐ বুঝি ধূলোয় পড়ে ?

ফাগুলাল

হাঁ ঐ ত রক্তকরবীর কঙ্কণ তার ডান হাত থেকে খসে পড়েচে। আজ সে তার হাতখানি রিক্ত করে দিয়ে চলে গিয়েচে।

বিশু

তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না তবু সে আমাকে শেষ দান দিয়ে গেছে, তার রাখীবন্ধন। চল। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে'
আয়, আয়, আয়।
ধূলোর আঁচল ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায় !

~ ॥ ~

(আট) নবম খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 149(i), পৃষ্ঠা সংখ্যা 82। অন্যান্য বিবরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— পাণ্ডুলিপির আকার অনেকাংশে 151 (vi) পাণ্ডুলিপির সমতুল্য। এই খসড়াটি অন্য কারো হাতে তৈরি অনুলিপি। হলদে রঙের মলাটের রুলটানা একসারসাইজ খাতায় লেখা এই খসড়ার কোথাও রচনাকাল ও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই। কবির হাতে ক্বচিৎ সংশোধন বর্জন ও সংযোজনের চিহ্ন রয়েছে।

খসড়াটির শুরু ও শেষ অংশ উদ্ধৃত হল :

(ক) শুরু :

নন্দিনী

(আপন মনে) আজ আমার রঞ্জন আস্‌বে, আস্‌বে, আস্‌বে।

অধ্যাপক

নন্দিনী !

নন্দিনী

কি অধ্যাপক !

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন ? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে ! একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি !

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার ?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বল্‌লে ঐ দেখ— দেখ, আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মত সুরঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে আস্‌চে। এই যক্ষপুরে— আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধূলোর নাড়ীর ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে ?

নন্দিনী

বারে বারে তুমি ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে' তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে-আলো আসে তা'তে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাবচ বল দেখি।

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

চল, জয় নন্দিনীর

বিশু

ঐ যে দেখচি ধূলোয় পড়ে।

ফাগুলাল

হাঁ ঐ ত তার রক্তকরবীর কঙ্কণ, ডান হাত থেকে খসে পড়েচে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু

তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না। নিতে হল, তার

শেষ দান, তার এই রাখীবন্ধন। চল। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে, আয়রে চলে,
আয়, আয়, আয়!
ধূলার আঁচল ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়!

~ ॥ ~

(নয়) দশম খসড়া। পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (vi) পৃষ্ঠা সংখ্যা 153। আয়তন: 7.8" × 6.3" অথবা 19.8 সেমি × 16 সেমি।

বিবরণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য : হলদে রঙের মলাট-দেওয়া রুলটানা কাগজের খাতায় খসড়াটি লেখা হয়েছে। এবং তা কবির নিজের হস্তাক্ষরে। সর্বোপরি, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা এই যে, কবির নিজের হস্তাক্ষরেই মলাটের ওপর লেখা আছে 'রক্তকরবী'।

খসড়াটির সবচেয়ে গুরুত্ব এই যে, মুদ্রিত হওয়ার অব্যবহিত আগে অর্থাৎ সর্বশেষ দশম খসড়াটি প্রস্তুত করার পূর্ব মুহূর্তে এখানেই মূল রচনার চূড়ান্ত রূপটি দেখতে পাচ্ছি এবং সেই সূত্রেই নবাগত চরিত্র কিশোরকে দেখতে পাই।

খসড়াটির শুরু ও শেষ অংশ উল্লিখিত হল :

(ক) শুরু :

নন্দিনী ও কিশোর (সুরঙ্গা-খোদাইকর বালক)

কিশোর আর ফুল চাই নন্দিনী, আরো এনেচি।

নন্দিনী দৌড়, দৌড়, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস্ নে।

কিশোর সমস্ত দিন ত কেবল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সোনার তাল তুলে আনি, তার মধ্যে থেকে একটু সময় চুরি করে' তোর জন্যে ফুল খুঁজে আন্‌তে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী ওরে কিশোর, জান্‌তে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর তুমি বলেছিলে রক্তকরবী তোমার চাইই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এদের জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েচি।

নন্দিনী আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

(খ) শেষ অংশ :

ফাগুলাল

আর ঐ দেখ ধূলায় লুটচ্চে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন্ খসে পড়েচে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু

তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে, আয়রে চলে
আয়, আয়, আয়।
ধূলার আঁচল ভরেচে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়।

~ ॥ ~

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য— এই দশম খসড়ার পরে যে খসড়া 'প্রবাসী'-তে প্রেরিত হয়, তা ছিল একাদশ খসড়া যার ওপর ভিত্তি করে 'রক্তকরবী'র মুদ্রিত পাঠ দাঁড়িয়ে আছে। অনুমান করা যায় একাদশ খসড়াটি দশম খসড়ারই প্রায় অনুরূপ, যদিও সেখানে কিছু কিছু পাঠের পরিবর্তন করা হয়েছিল, বিশেষত নাটকের শুরুতে কিশোর-নন্দিনীর সংলাপে। কিন্তু সেই একাদশ খসড়াটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

এইভাবেই 'রক্তকরবী'র পাঠ পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। পাঠভেদ-সংবলিত 'রক্তকরবী'র এই সংস্করণটির মধ্যে তার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

এখন, পাণ্ডুলিপি-বিবর্তনের চিত্রটি সামনে রেখে পারস্পরিক তুলনায় খসড়াগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, অনেকটা 'কবির দীক্ষা' অথবা 'ফাল্গুনী'র সূচনা-র মতো প্রথম খসড়াটি নিছক সংলাপ-সর্বস্ব, বলা যায় তা 'রক্তকরবী'র ভ্রূণ রূপ। তার মধ্যে নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের মৌল আদল ও সংলাপের মূল কাঠামোটি বিধৃত থাকলেও বস্তুত তার ভিতর দিয়ে নাটকীয় রূপটি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খসড়ায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকীয় রূপটি তুলে ধরেছেন উপযুক্ত আঙ্গিকে। এই খসড়াটির সূচনায় রয়েছে 'নাট্যপরিচয়', যার ভিতর দিয়ে কবি নাটকটির বিষয়বস্তু ও ভাবগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এই স্তর থেকেই নাটকটি যথার্থ রূপ নিয়েছে। তৃতীয় খসড়াটি এরই অনুগামী। এই স্তরে কবির মনে যক্ষপুরীর ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই খসড়া দুটির আবহ সেইভাবেই রচিত। পরবর্তী চতুর্থ এবং পঞ্চম খসড়াটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নন্দিনী' (এই স্তরে 'নন্দিনী'র দুটি খসড়া পাওয়া যাচ্ছে, এ কথা আগে উল্লিখিত হয়েছে)। অর্থাৎ কবির দৃষ্টি পড়েছে নন্দিনীর চরিত্রের উপর। ফলে, নন্দিনী চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সমগ্র নাটকের মধ্যে চরিত্রটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ খসড়া থেকে সপ্তম খসড়া পর্যন্ত, শব্দগত পাঠান্তর ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এই অর্থে এই স্তরটিকে 'নন্দিনী'র স্তর বলা যেতে পারে। অতঃপর অষ্টম খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ সরাসরি নাটকটির নাম রেখেছেন 'রক্তকরবী' এবং পরবর্তী নবম ও দশম খসড়া বহুলাংশে তারই অনুসারী। বস্তুত, সর্বশেষ এই স্তরটিই নাটকটির চতুর্থ বা রক্তকরবী-স্তর। বিভিন্ন খসড়ার ভিতর দিয়ে নাটকটি শেষ পর্যন্ত এই অষ্টম খসড়ায় পৌঁছে

একটি স্থিতিশীল রূপ পেয়েছে, বিশেষত সমাপ্তির দিক থেকে। নাটকটি কীভাবে সমাপ্ত হবে, পূর্ববর্তী খসড়াগুলির দিকে লক্ষ রেখে বলা যায়, সে বিষয়ে কবির মন যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এই অষ্টম খসড়ায় এসে কবি সেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন এবং তার ফলে, সুনিশ্চিতভাবে নাটকটির সমাপ্তিসূচক পরিকল্পনাটি করতে পেরেছেন। তবু নাটকটির পূর্ণায়ত রূপটি পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় দশম খসড়া পর্যন্ত যেখানে অকস্মাৎ নবাগত চরিত্র কিশোরকে পাই। 'রক্তকরবী'র গোড়াতেই কিশোরকে এনে কবি রক্তকরবীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সেই সূত্রে রক্তকরবীর তাৎপর্যও সুকৌশলে নাটকের শরীরে বিধৃত করেছেন যা পূর্ববর্তী খসড়াগুলির মধ্যে ছিল না। প্রতিমা গড়তে গিয়ে পটুয়া যেমন শেষ তুলির টানে মূর্তিটিকে জীবন্ত করে তোলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি চকিত আশ্চর্য স্পর্শে এই চরিত্রটিকে এনে নাটকটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এইভাবেই 'রক্তকরবী' চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে।

'রক্তকরবী'র একাদশ খসড়াটির পাণ্ডুলিপি, সহজেই অনুমেয়, মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়— যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'ক্রোড়পত্র' রূপে প্রকাশিত হয় এবং এই মুদ্রিত পাঠ অনুসারেই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে।

প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত, 'প্রবাসী'-তে মুদ্রিত পূর্বোক্ত 'রক্তকরবী'র (সূত্র-নির্দেশ : R ৮৯১.৪৪২৭-র ঠা-র (T-2/25/1/31) পাঠে দেখা যায়, কোনো কোনো অংশ পেনসিলের দাগে রবীন্দ্রনাথ নিজের হস্তাক্ষরে চিহ্নিত করেছেন। এর থেকে মনে হয়, 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হবার পরেও, কবি নাটকটির আরও একবার পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন এবং এইসব চিহ্নিত অংশ প্রকৃতপক্ষে কবির কাছে বর্জনীয় বলেই মনে হয়েছিল। হয়তো বা তাঁর মনে হয়েছিল সংশ্লিষ্ট অংশগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় গুণসম্পন্ন নয়, অথবা বলা যেতে পারে, নাটকীয় সংঘটনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাছাড়া, পেনসিলের দাগে অভিনয়-সংক্রান্ত কিছু কিছু নির্দেশও দিয়েছেন যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্ভাব্য ও প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কার্যকর হয় নি। তা যদি হত, তাহলে আমরা 'রক্তকরবী'কে বর্তমান অবস্থায় না দেখে আর-এক রূপে দেখতে পেতাম। এদিক থেকে, 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত 'রক্তকরবী'র পাঠে কবিকৃত প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি খুবই অর্থবহ সন্দেহ নেই।

এখানে সেই প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি (অর্থাৎ 'রক্তকরবী'র যে অংশগুলি কবি বর্জনীয় মনে করেছিলেন) উদ্ধৃত করা গেল :

১ "নন্দিনী
আমার রঞ্জনের জোর ... ভাঙতেও পারে।"
২ "অধ্যাপক
ও নিজে আস্ত নয় ... থাকো গে।"
৩ "অধ্যাপক
হয় তো তোমার ... ভয়।"

এবং

৪ "জান, ... বেছে নেয়।"
৫ "নন্দিনী
কুঁদফুলের ... মালা দুলবে।"
৬ "নন্দিনী
অদ্ভুত তোমার ... ধানের ক্ষেত।"
৭ "নন্দিনী
পৃথিবী আপনার ... নিয়ে আস।"
৮ "নন্দিনী
জাদু বলছ ... আনতে পারিনে।"
৯ "নেপথ্যে
আমার যা ... সময় গেল।"
১০ "নেপথ্যে
নন্দিন, একদিন ... বুঝেছিলুম।"
১১ "নন্দিনী
বুঝতে পারলুম ... খুলতেই হবে।"
১২ "চন্দ্রা
বেয়াই, ... ও উড়ছে।"
১৩ "চন্দ্রা
কেন ? ... কী বলে ?"
১৪ "নন্দিনী
সেই অচেনার ... ঘোর ভাঙল।"
১৫ "বিশু
ঘরে ঢুকে ... রেগে ওঠে।"
১৬ "সর্দ্দার
ওকি ... বস্তুতত্ত্বের ওপর।"
১৭ "অধ্যাপক
দেখো না ... খুঁটিতে বাঁধা।"
১৮ "অধ্যাপক
শিকড়ের মুঠো ... তাকিয়ে আছি।"
১৯ "চিকিৎসক
দেখলুম ... ভেবে দেখছি।"

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা এবং জগদানন্দ রায় -কর্তৃক শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত) সংস্করণই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত নাটকটির শেষ সংস্করণ। অতঃপর, ১৩৫২ সালের সংস্করণটি পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত। এই সময় থেকে, 'রক্তকরবী'র পাঠ আধুনিক মুদ্রণ-রীতির অনুসারী হয়ে আসছে ছেদচিহ্ন ও বানানের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ-কৃত মূল ছেদচিহ্ন ও বানানের রূপ বহুলাংশে বর্জিত হয়ে।

এখন, পাণ্ডুলিপিতে কবি কীভাবে খসড়াগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা জানা দরকার। একটি পৃষ্ঠাকে দুই সমান ভাগে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করে বাঁদিকের অংশ মূল পাঠের জন্য এবং ডানদিকের অংশটি সংশোধন বা সংযোজনের কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে পাণ্ডুলিপিগুলিতে। এই বিশিষ্ট লিখনপদ্ধতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম খসড়ার পাণ্ডুলিপিতেও (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা 151 (ii)) একই পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখি। দেখা যাচ্ছে, ডান দিকের ফাঁকা অংশটিতে, সংশোধন ও সংযোজনের কাজ ছাড়াও, মাঝে মাঝে ইংরেজিতে কিছু কিছু শব্দ উল্লেখ করেছেন। এই ইংরেজি শব্দগুলি বা বাক্যাংশগুলি মূল পাঠের সঙ্গে যুক্ত নয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত এইসব শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কবিমনের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে এগুলি মূল্যবান চাবিকাঠি হতে পারে। শব্দগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা দেখানো গেল :

	<u>সংশ্লিষ্ট সংলাপের অংশ</u>	<u>শব্দ-তালিকা</u>
১	আমরা সেই মরাধনের শব সাধনা করি তার প্রেতকে বশ করতে চাই।	ghost, genii
২	ঐ জালের জানলার ভিতর দিয়ে মানুষটা ছেঁকে বেরিয়ে খাঁটি অমানুষটি গাঢ় হয়ে উঠেচে।	non-human
৩	পৌষের গান। ফসল পেকেচে, কাটতে হবে, তারি ডাক।	harvesting season
৪	নন্দিন্, তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকেও একটা মায়ার আবরণে আধঢাকা করে রেখেচেন ?	mystery
৫	তার পালের উপরে হাওয়ার ছন্দটি খেলে আমার হালের মধ্যে তার জবাবটি চম্‌কিয়ে ওঠে। তার উদ্যমের সঙ্গে আমার সংযমের এই তাল-মেলানো নাচ।	impulse, reserve
৬	চন্দ্রার 'রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েচিস্, তুই ওদের চর' শীর্ষক সংলাপের মাথায় লেখা	ogress

লক্ষণীয়, কেবলমাত্র এই পঞ্চম খসড়াতেই কবিকৃত এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য কোনো খসড়ায় এই দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না।

বর্তমানে যে পাঠভেদ-সংস্করণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে কেবলমাত্র প্রত্যেক খসড়ার গৃহীত পাঠই দেখানো হয়েছে এবং একটা খসড়ার সঙ্গে অন্য খসড়ার পাঠভেদের রূপটি তুলে ধরেছি। কিন্তু উল্লেখ করা দরকার— প্রত্যেক খসড়াতেই বারংবার বহুলভাবে বর্জন সংশোধন ও সংযোজনের চিহ্ন রয়ে গেছে। কীভাবে খসড়াগুলিতে পাঠ-পরিবর্তন করা হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত রক্তকরবীর প্রথম খসড়াটির 'পাঠ-পরিচয়' থেকে বোঝা যাবে। দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে পাঠ বর্জিত হয়ে তার জায়গায় নতুন পাঠ যুক্ত হয়েছে। এইসব বর্জিত পাঠের অনেকটা অংশই উদ্ধার করতে পারা গেছে। বর্জিত পাঠের সঙ্গে গৃহীত পাঠের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে একটি পাঠকে ঠিকমতো দাঁড় করাতে গিয়ে কবিকে কতটা সংশয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্জিত ও গৃহীত পাঠের তুলনামূলক আলোচনার ভিতর দিয়ে কবির মানসিক প্রক্রিয়ার রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

'রক্তকরবী'তে ব্যবহৃত গানগুলির বিবর্তনও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে, 'তোমায় গান শোনাব' শীর্ষক গানটির 'কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে' পঙ্‌ক্তিটির পাঠগত পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, তা তুলে ধরা গেল :

১ প্রবাসী। আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৩১-এ প্রকাশিত 'রক্তকরবী'র মুদ্রিত সংস্করণে :

'কান্নাধারার দোলা...'

২ ১ম সংস্করণ (বিশ্বভারতী প্রকাশিত) ১৩৩৩,-এ

'কান্নাধারার দোলা...'

৩ পুনর্মুদ্রণ ১৩৫২ :

'কান্নাধারার দোলা...'

৪ পুনর্মুদ্রণ, ১৩৮২ :

'কান্নাধারার দোলা...'

৫ নূতন সংস্করণ ১৩৬৭ :

'কান্নাধারার দোলা...'

৬ গীত-মালিকা। জগদানন্দ রায় প্রকাশিত, বিশ্বভারতী, ১ম সংস্করণ, ১৩৩৩ :

'কান্নাহাসির দোলা...'

৭ গীতবিতান, ৩য় খণ্ড। জগদানন্দ রায় প্রকাশিত ১ম সংস্করণ, ১৩৩৯ (পৃঃ ৭৩৪) :

'কান্নাহাসির দোলা'

৮ অখণ্ড গীতবিতান জগদানন্দ রায় প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, পৌষ ১৩৫২ :

'কান্নাহাসির দোলা...'

৯ গীতমালিকা ১ম (স্বরবিতান ৩০), ২য় সংস্করণ ১৩৪৫, দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি, সম্পাদনা শৈলজারঞ্জন মজুমদার :

'কান্নাহাসির দোলা,

১০ গীতমালিকা, ১ম (স্বরবিতান ৩০), পুনর্মুদ্রণ : তারিখ ?

'কান্নাহাসির দোলা...'

১১ গীতবিতান ২য়, নূতন সংস্করণ ১৩৫৪ :

'কান্নাহাসির দে লা...'

১২ অখণ্ড সূচিসহ একত্র প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৭-'কান্নাধারার দোলা...'

'রক্তকরবী'র খসড়াগুলিতেও 'কান্নাধারার দোলা' পাঠই আছে। গানের মধ্যে কীভাবে কখন 'কান্নাধারার' পরিবর্তে 'কান্নাহাসির' পাঠান্তর ঘটল, তা অনুসন্ধানের বিষয়।

'রক্তকরবী'র ২-সংখ্যক খসড়ায় (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা-151 (v)) 'নাট্য পরিচয়' শীর্ষক একটি ভূমিকায় বা প্রতিবেদনে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির বক্তব্য তুলে ধরেছেন। 'রক্তকরবী'র প্রচলিত সংস্করণে এই 'নাট্যপরিচয়' মুদ্রিত হয়ে আসছে। এই প্রতিবেদনটি এখানে উদ্ধৃত হল :

"নাট্যপরিচয়"

এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেচে কিনা ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হ'তে হবে। এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থলটির প্রকৃত নামটি কি সে সম্বন্ধে ভৌগোলিকের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাক নাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধন-দেবতা কুবেরের স্বর্ণ-সিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়। একে রূপকও বলা যায় না। যে জায়গাটার কথা হচ্ছে এখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুরঙ্গ খোদাই চল্‌চে, এইজন্যেই লোকে আদর করে' একে যক্ষপুরী নাম দিয়েচে। এই নাটকে এখানকার সুরঙ্গ খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে এর একটি ডাক নাম আছে— মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে। রাজমহলের বাহির দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতর অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ-আলোচনা করেচেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দ্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের

মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেচে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দ্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায় তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের পরে।

এছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দ্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ ত হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী ['সুনন্দা' বর্জিত করে] নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েচে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জালনার বাহির বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কি রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির বারান্দায়। ভিতরে কি হচ্ছে তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

এর পাশাপাশি, একই সঙ্গে, আর-একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছেন। তাঁর এই প্রতিবেদনটি (কবির অভিভাষণ) 'প্রস্তাবনা' রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণে (১৩৩৩ সাল)-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তখন নাটকটির প্রকাশক ছিলেন রায়সাহেব জগদানন্দ রায়। আলোচ্য অভিভাষণটি তার আগে 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩২ [২৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড] সংখ্যায় "রক্তকরবী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক শিরোনাম নিয়ে প্রকাশিত (পৃ. ২২-২৪) হয়। বলা বাহুল্য, 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত 'প্রস্তাবনা' এবং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৩ সালের কুড়ি বছর পরে ১৩৫২ সালে নাটকটির যখন পুনর্মুদ্রণ করা হয়, তখন প্রকাশক ছিলেন পুলিনবিহারী সেন। এই পুনর্মুদ্রণের সময় থেকে নাটকটির ভূমিকা স্বরূপ 'প্রস্তাবনা'র জায়গা নেয় 'নাট্যপরিচয়', যার বিবরণ একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয়, 'প্রস্তাবনা' শীর্ষক আলোচনাটি, স্থানান্তরিত হলেও বর্জিত হয় নি। ১৩৫২ সালের পুনর্মুদ্রণে এই অংশটি গ্রন্থশেষে 'গ্রন্থপরিচয়'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখাটি এখানে সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়া গেল :

"রক্তকরবী"

(কবির অভিভাষণ)

আজ আপনাদের বারোয়ারী সভায় আমার "নন্দিনী"র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হ'লে ভিখ মিলবে না। কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি

করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন, আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চ'লে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে ফেলে তার কার্যপ্রণালী অন্বেষণ করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর ল্যাজে ক'রে আগুন লাগায় এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তাহলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাব-সন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ ক'রে এলেন— গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধ'রে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদি কবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন গ্রাস করেন নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ-দ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে এমনো একটা সূচনা আছে।

আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের আঘাত লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ। সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে ল্যাজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থানের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণ-সিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার

রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই ক'রে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর ক'রে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চচূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল কেউ তা মানবে না। এটা যে বর্তমানকালেরই, হাজার জায়গায় তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হ'য়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ ক'রে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্চে। তা ছাড়া, শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষ হিংসা বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই রচনাটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ ক'রে নিয়েছিলেন সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল?

আরো একটা কথা মনে রাখতে হ'বে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তী কালের অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারীর প্রবীণমণ্ডলীর কাছে একথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথা সম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারিনে, বিধাতা তাঁদের এই রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বার হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর এক বাঙালি কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণ বিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণ বিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এক কালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন তখনই আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম

রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর ; আর একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহমিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা। মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেকদিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেকদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের, আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। সেই ছবিটির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন, আর রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয় ; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের গান, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগেই বলেছি, 'রক্তকরবী'র 'কবির অভিভাষণ'-এর এই খসড়াটির ফোটোকপি ১৯৭৮ সালে নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে 'রক্তকরবী'র পাঠভেদ-সংস্করণের কাজে ব্যবহারের জন্য আমাকে দিয়েছিলেন। এই ফোটোকপিতে দেখা যায়— লেখাটির ডানদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে কিছু কিছু পাঠ-পরিবর্তন করেছেন, বিশেষত ছেদচিহ্নের। দুর্ভাগ্যবশত এই খসড়াটির রচনাকাল (তারিখ) নেই। এই খসড়াটির সঙ্গে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত মুদ্রিত রচনাটির কিছু কিছু অমিল আছে, অন্তত ছেদচিহ্নের ক্ষেত্রে। শব্দগত পরিবর্তনও কিছু আছে। নির্মলকুমারী মহলানবিশের সংগ্রহ থেকে যে খসড়াটি এখানে উদ্ধৃত করেছি, দেখা যায়, তার শেষে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর রয়েছে, খসড়াটিও তাঁরই হাতে লেখা। এরই অনুসরণে 'প্রবাসী'র লেখায় যেসব পরিবর্তনের চিহ্ন দেখি তা'ও কবির সম্মতিক্রমেই ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়।

বস্তুত, 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণে 'প্রস্তাবনা' রূপে যা মুদ্রিত হতে দেখি এবং এখনও পর্যন্ত 'গ্রন্থপরিচয়'-এ যা মুদ্রিত হয়ে আসছে, তা প্রকৃতপক্ষে নির্মলকুমারী মহলানবিশের সংগ্রহে রক্ষিত খসড়ারই অনুরূপ।

কিন্তু, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত অন্য একটি খসড়া (MS. 135) রয়েছে অনুলিপি করেছিলেন বিধুভূষণ গুপ্ত) যা এই খসড়াটির পূর্বরূপ বলেই মনে

হয়। MS. 135-পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ যেভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথ এই অনুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েই সেই অংশগুলি বর্জন করেছিলেন। দুটি খসড়ার পাঠ মিলিয়ে দেখলেই তাদের পার্থক্য বোঝা যাবে। দ্বিতীয় খসড়াটির পাঠ এইরকম :

"আজ আপনাদের এই বারোয়ারি সভায় পালা অভিনয়ের জন্যে আমাকে ডাক পড়েচে, কখনো ডাকেন না, এবারে কি কারণে কৌতূহল হয়েচে। আপনাদের মতো ক্ষমতাশালী লোকদের কৌতূহলকে আমি ডরাই! আমার বিশ্বাস, পালা সাঙ্গ হলে আপনাদের কাছে ভিখ্ মিল্‌বে না, কৌতুক করে' কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করবে! আমার এক ভরসা কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা আজ এখানে অনেকেই আছেন প্রবীণ; অতএব স্বভাবতই আপনারা সন্দেহ করবেন আমার এই পালার মধ্যে একটি গূঢ় অর্থ আছে। যদি থাকে সেটা গূঢ়ই থাক্। তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেই হল। রামায়ণের দশমুণ্ড বিশহাত রাবণ স্বর্ণলঙ্কায় রাজত্ব করেন আর সেই লঙ্কার মহৈশ্বর্য্যে সামান্য একটি বন্যবানর ল্যাজে করে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি কবিগুরু যদি আজকের এই সভায় উপস্থিত করতেন তাহলে নিশ্চয়ই গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা হলহলা উঠ্‌ত; ভয় করতেন কোনো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে; তাঁর দাড়িটা আস্ত নিয়ে বৃদ্ধকবির তমসাতীরে ফিরে যাওয়া কঠিন হত। অথচ আজ হাজার হাজার বছর ধরে দেখা গেল। গূঢ় অর্থ গূঢ়ই রয়ে গেল। সন্দিগ্ধ লোকেরা নিঃসংশয়ে রামায়ণের রসভোগ করে এলেন।

যদি কৃপণতা না করে আমার পালার প্রধান রাজাটির দেহে অনেকগুলি মুণ্ড ও অনেকগুলো হাত বসিয়ে দিতে পারতুম তাহলে আমার মনের মতো হত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কলিযুগে আমার এতটা সাহস হয় না। ত্রেতাযুগের রাবণ হাতমুখের বাহুল্য নিয়ে যেসব কাণ্ড করতেন, আমার পাত্রটি বৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা ততোধিক কাণ্ড করে থাকেন নাটকে এমন কথার আভাস আছে। আমার এই আধুনিক বিজ্ঞানবিশারদের মতই ত্রেতাযুগের রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারীদের দ্বারে বেঁধে বরাবর তাদের দিয়ে আপনার ঘরের কাজ করিয়ে নিতে পারত; কিন্তু তার সমৃদ্ধির মাঝখানে একটি রাজকন্যা এসে দাঁড়ালেন; তখনি ধর্ম্ম জেগে উঠ্‌লেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরসৈন্যকে দিয়ে তিনি রাক্ষস সৈন্যগুলোকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিকটি এমন ঘটনা ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া কলিযুগের রাক্ষসদের সঙ্গে কলিযুগের বানরদের যে একটা যুদ্ধ ঘটবে সব শেষে তার সূচনা আছে। আদিকবির সাতকাণ্ডের মধ্যে স্থানাভাব ছিল না এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণ উভয়কে স্বতন্ত্র মহল দিয়েছিলেন। আমার স্বল্পায়তন নাট্যটিতে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ। বাল্মীকির রামায়ণকে, তার ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করে থাকেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকরা ঠক্‌বেন। এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিথ্যা। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানেই স্বর্ণলঙ্কার নানা চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দ্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে ল্যাজের আগুনে নষ্ট না হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্‌ত।

স্বর্ণলঙ্কার মতই আমার পালার ঘটনাস্থানটির একটি ডাকনাম আছে। তাকে লোকে যক্ষপুরী বলে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে তাল তাল সোনা এবং অন্যান্য সম্পত্তি। সেই পাতালে সুরঙ্গ খোদাই করে' এখানকার রাজা সেই ধনহরণে নিযুক্ত। এইজন্য আদর করে এই পুরীকে লোকে বলে যক্ষপুরী। লক্ষ্মীপুরী এ'কে কেন বলে না, তার কারণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের সঙ্গে এই নাটকের কিছু কিছু যে মিল দেখ্‌তে পাচ্ছি তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণের থেকে এর গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ কবিগুরু আমার এ গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতেই হরণ করেচেন। তাঁর রাবণ তাঁর স্বর্ণলঙ্কা যে তাঁর পূর্ব্বকালবর্তী বা সমকালবর্তী একথা আমি বিশ্বাস করিনে। এ সমস্ত যে বর্তমান কালবর্তী তার হাজার প্রমাণ আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে যে কেমন করে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন তার আর একটি প্রমাণ আমি দেব। কর্ষণজীবী এবং শোষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলোচনা করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লিকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষ হিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসদেরই মতো। আমার মুখের এই কথাটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেচেন তা একটু মন দিয়ে দেখ্‌লেই ধরা পড়বে। দূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন যে হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা না একালের ? সেটা কি তাঁর মতো সেই ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা ? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল ? আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। কৃষি যে লোভে আত্মবিস্মৃত হচ্চে ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়চে নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চট্‌কলে মরতে আসবে কেন ? বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তীকালের, অর্থাৎ পরস্ব। এগুলিকে তিনি এমনি কৌশলে ঢাকা দিয়ে নিয়েচেন তাতে সন্দেহ আরো বেশি হয়। ['তিনি চিত্রকূট কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি নানা দেশের কথা বলেচেন, অথচ সাতকাণ্ডের মধ্যে কোথাও দক্ষিণ আফ্রিকার নামও নেই।'— অনুচ্ছেদটির শেষে এই অংশটি বর্জিত হয়েছে অর্থাৎ কেটে দেওয়া হয়েছে।]

বারোয়ারির প্রবীণ মণ্ডলীর কাছে এ কথাটি বলে ভালো করলুম না— পূর্ব্বে হতেই সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথা সম্বন্ধে আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলে' তাঁরা সন্দেহ করে থাকেন। পুণ্যশ্লোক আদিকবি বাল্মীকির প্রতি আমি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে' আবার হয়ত তাঁরা আমাকে একঘরে' করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার

কথা এই যে, আমার পূর্ব্বেই কৃত্তিবাস নামক আর এক বাঙালী কবি তাঁর চোর অপবাদ স্পষ্ট ভাষায় রটনা করেচেন, আমার অপরাধ তার চেয়ে গুরুতর নয়।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি। আর রাবণ হ'ল চীৎকার, অশান্তি। একটি বনের ছায়া, পল্লবের মর্ম্মর, আরেকটিতে শান-বাঁধানো রাস্তা আর জয়যাত্রার রথে যন্ত্রদানবের বীভৎস শৃঙ্গ ধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক কথা নয়। আমার পালাটিও রূপক নাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা। কতকগুলি গুণকে মানুষের মুখোশ পরিয়ে কোনো কৃত্রিম কাহিনী রচে' দেওয়া নয়। সে বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেকদিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুইজন মানুষ, আরেকদিকে দুই শ্রেণীর মানুষ। আমার নাটকও ব্যক্তিগত মানুষেরই একান্ত সুখদুঃখের কথা, অথচ এর মধ্যে শ্রেণীগত মানুষকেও দেখা যায়।

ভূমিকা একটু বড়ো হল তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে বারোয়ারির প্রবীণদের আমি ভয় করি। তাঁরা যখন কাব্য না বুঝতে পারেন তখন নিজের বুদ্ধিকে নিন্দা করেন না, নিন্দা করেন কবিকে। এইজন্যে কিছু বেশি করে বলতে হল, কিন্তু সেটাও হয়ত ভুল করলুম, কারণ, কথার পরিমাণ যতই বেশি হবে, না বোঝার পরিমাণও ততই বেশি হতে পারে।

["এইবার প্রণিধান করুন— ঐ দেখুন, যক্ষপুরীর রাজার জানলার বাইরে নন্দিনী এসে ডাকাডাকি করচে'। অদ্ভুত এই জানলা, জালের তৈরি। এর ভিতরকার রহস্য বাইরের লোকে কিছুই জানে না। নাট্যের ঘটনাটি যতটুকু দেখা যাচ্চে সমস্তই এই জালের জানলার বাইরে।"]

শেষের অনুচ্ছেদটি কেটে দিয়ে বর্জন করা হয়েছে।

৪ 'রক্তকরবী'র বিভিন্ন সংস্করণ ও মুদ্রণ

ক. পাণ্ডুলিপি থেকে 'রক্তকরবী' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'প্রবাসী'-র আশ্বিন ১৩৩১-এ 'ক্রোড়পত্র' রূপে সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮৮।

খ. রক্তকরবী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। কলিকাতা। প্রকাশক রায়সাহেব জগদানন্দ রায়। প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৩ সাল। পৃষ্ঠাসংখ্যা V . ১০৩। 'প্রবাসী'র পাঠ অনুসরণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই প্রথম সংস্করণে 'প্রস্তাবনা' শীর্ষক 'কবির অভিভাষণ'টি অন্তর্ভুক্ত হয়। 'কবির অভিভাষণ' বা 'প্রস্তাবনা 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৩২ (২৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড) সংখ্যায় ('রক্তকরবী/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর') প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'প্রস্তাবনা'র পাণ্ডুলিপিই নির্মলকুমারী মহলানবিশের সংগ্রহে থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে 'রক্তকরবী'র এই একটিমাত্র সংস্করণই প্রকাশিত হয়।

গ. রক্তকরবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্ট্রীট। কলিকাতা। পুনর্মুদ্রণ। ভাদ্র ১৩৫২।

প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৯।

এই মুদ্রণে, নাটকটির 'ভূমিকা' হিসেবে 'প্রস্তাবনা'র বদলে দ্বিতীয় খসড়ার সূচনায় অন্তর্ভুক্ত 'নাট্যপরিচয়' শীর্ষক রচনাটি সংযুক্ত হয়েছে। অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, 'যক্ষপুরী'র রাজপ্রাসাদের জালাবরণ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্র থেকে গৃহীত। গ্রন্থমধ্যে অন্য কোনো চিত্র নেই। গ্রন্থশেষে 'গ্রন্থপরিচয়' (৭৫-৭৯ পৃষ্ঠা) সংযোজিত। এই অংশে প্রথম সংস্করণের 'প্রস্তাবনা' ('প্রবাসী'র পাঠ অনুসরণে) শীর্ষক আলোচনাটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে 'যাত্রী' গ্রন্থে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে (৩৮-৩৯পৃ.) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাও উদ্ধৃত হয়েছে।

ঘ. রক্তকরবী / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। পুনর্‌মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৫৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ১১২ = ১১৮। প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা।

'প্রচ্ছদ ও গ্রন্থের অন্তর্গত সমুদয় চিত্রবিভূষণ স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত।'

গ্রন্থশেষে 'গ্রন্থপরিচয়' অংশটি পূর্বানুগ।

ঙ. রক্তকরবী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। পুনর্‌মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৬১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫ + ১১১ = ১১৬।

প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা।

টাইটেল পৃষ্ঠার আগে একটি নতুন চিত্র সংযোজিত। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্রবিভূষণ পূর্বানুগ।

চ. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। পুনর্‌মুদ্রণ বৈশাখ ১৮৭৯ শক [১৩৬৪] মে ১৯৫৭। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬ + ১১২ = ১১৮। প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

অন্যান্য অংশ পূর্বানুগ।

ছ. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী/ নূতন সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ (১৮৮২ শক)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+১১৬। প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

গ্রন্থপরিচয় (পৃ. ১০৭-১১৫) অংশের অতিরিক্ত সংযোজন :

"রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ Red Oleanders বিলাতে প্রচারিত হইলে উহার

নানা সমালোচনা হয়, তৎসম্পর্কে The Manchester Guardian কাগজে কবির যে বক্তব্য মুদ্রিত হয় তাহাতে নাটকের মূল প্রসঙ্গ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছিল মনে হয়। The Visva-Bharati Quarterly কার্তিক ১৩৩২ (October 1925) সংখ্যা হইতে উহা অতঃপর সংকলিত হইল।" এরপর The Visva-Bharati Quarterly পত্রিকাটির অক্টোবর ১৯২৫ সংখ্যা থেকে 'Red Oleanders : Author's Interpretation' শীর্ষক রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

জ. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট। কলিকাতা। পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬৮ (১৮৮৩ শক), বিশ্বভারতী, ১৯৬১ (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা/রবীন্দ্রসাহিত্য। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩।)

প্রকাশক কানাই সামন্ত।

গ্রন্থপরিচয় (পৃ. ১১৫-১২৩) এবং অন্যান্য অংশ পূর্বানুগ।

ঝ. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭০ (১৮৮৫ শক), পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩।

গ্রন্থপরিচয় (পৃ. ১১৫-১২৩)। মুখপাতচিত্র : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক কানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

ঞ. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা। পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৮২ (১৮৯৭ শক), ১৯৭৫/পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩।

প্রকাশক রণজিৎ রায়। বিশ্বভারতী, ১০ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭১।

নাট্য পরিচয়, প্রচ্ছদ ও চিত্রবিভূষণ এবং গ্রন্থপরিচয় পূর্বানুগ।

ট. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা/ পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮ (১৯০৩ শক)/ পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩।

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭। অন্যান্য অংশ পূর্বানুগ।

ঠ. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা/ পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৪ (১৯০৯ শক)/ পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩।

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক। বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭। অন্যান্য অংশ পূর্বানুগ।

ড. রক্তকরবী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা/ পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৪।

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ। বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭।

গ্রন্থপরিচয় পূর্বানুগ।

৫ 'রক্তকরবী' রচনার নেপথ্যলোক ও ইতিবৃত্ত

১৩৩০ বঙ্গাব্দের নববর্ষ উদ্যাপনের (১৪ এপ্রিল ১৯২৩) বারো দিন পরে গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগেই কবি বিশ্রামের জন্য শিলঙ যাত্রা করেন ২৬ এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে। শিলঙে ছিলেন 'জিৎভূম' নামে একটি বাড়িতে। অনতিদূরে ময়ূরভঞ্জের রাজার শৈলাবাস। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুমাস ছিলেন শিলঙে, ফিরে আসেন আষাঢ়ের গোড়ায় বা জুন মাসের মাঝামাঝি।

শিলঙে এইসময় ছিলেন দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি— অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কবির সঙ্গে এঁদের মাঝে মাঝেই দেখা হত,বিশেষত নানান সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এর কিছুকাল আগে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা দেখার সুযোগ পান; তার বিবরণ রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন। কবি গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই বিবরণ শুনেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এই তথ্য জানানোর পর অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, তখনও তিনি জানতেন না যে কবির মনে একটি নাটকের প্লট তৈরি হচ্ছিল এই বিবরণকে কেন্দ্র করে। শিলঙে থাকতে এই সময়ে 'রক্তকরবী' রচনার নেপথ্যের বিবরণ মাননীয়া লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম, ১৯৮৬ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখের এক সাক্ষাৎকারে তাঁর হো চি মিন সরণির বাসভবনে। সেই বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

কবির এবারের এই যাত্রায় সঙ্গে ছিলেন মীরা দেবী, প্রতিমা দেবী, পুপে এবং রাণু অধিকারী। শ্রীমতী রাণুর পিতার সঙ্গে আগেই কবির পরিচয় হয়েছিল এবং এই পরিবারটির সঙ্গে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠছিল। শ্রীমতী রাণু সেই সূত্রেই তাঁর বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতনে এসে থাকতেন। এবারেও তিনি সেইভাবেই কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তখন তিনি সদ্য বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হয়ে কলেজে পড়েন। বয়স ষোলোর কাছাকাছি। সম্ভবত এবারে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁদের শিলঙে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যান শান্তিনিকেতনে। শিলঙের 'জিৎভূম' বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, সুন্দর বাংলো, সুন্দর নির্জন পাহাড়ি পরিবেশে তাঁদের দিনগুলো কেটে যেত আনন্দের মধ্যে।

কবি একা একটি ঘরে থাকতেন, তার পাশের ঘরে থাকতেন মীরা দেবী, রাণুকে নিয়ে। তার উল্টোদিকের ঘরে প্রতিমা দেবী থাকতেন পুপে বা নন্দিতাকে নিয়ে। এই সময়, এই বাংলোর নীচে থাকতেন মিস গ্রিন নামে এক মার্কিন মহিলা। প্রায় প্রতিদিন প্রতিমা দেবী মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। এই 'জিৎভূম' বাংলোর কাছেই ময়ূরভঞ্জের রাজার আবাস, সেখানে তখন থাকতেন সুচারু দেবী। সঙ্গে পুত্র ধ্রুবেন্দ্র এবং মেয়ে সিসি। সিসির সঙ্গে রাণুর 'খুব ভাব' ছিল। তাঁরা মাঝে মাঝেই

একসঙ্গে বেড়াতেন। একবার একটা অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে বিধানচন্দ্র রায় তাঁর মূল্যবান সাদা শালটি কবিকে দিতেই তিনি সেই শাল রাণুকে দেন গায়ে দেবার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণত একটা কালো রঙের জোব্বা গায়ে দিয়ে বের হতেন। একদিন ময়ূরভঞ্জের রাজার বাড়িতে তাঁদের নেমন্তন্ন ছিল। রাণুর চুল ছিল খুব লম্বা এবং ঘন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, এই রকমই থাক্, বিনুনি করিস না। সেদিনও খোলা চুলেই রাণু রাজার বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত, মীরা দেবী বললেন, 'আয় তোর চুল বেঁধে দিই।' রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'না, না, ঠিক আছে।' মীরা দেবী আর কিছু বললেন না। প্রতিমা দেবী এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না, চুপচাপ থাকতেন। শেষ পর্যন্ত খোলা চুলেই রাণু কবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

এই সময় দীনেশচন্দ্র সেনও কবির সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলেন। কবি তাঁকে সপরিবারে একদিন নিমন্ত্রণ করেন। এইভাবেই দিন কাটছিল তখন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরে জানলার ধারে একটি টেবিলে লিখতেন। রাণু সারা বাড়িতে দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে ডেকে বলতেন, 'নাটক লিখছি, তোকে অভিনয় করতে হবে।' কবি রাণুকে একবার বলেছিলেন, 'নন্দিনী-তুই।' কিন্তু রাণু নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। তাঁর বিয়ে হয়ে যায় ১৯২৫ সালে। শ্রীমতী রাণু 'রক্তকরবী'তে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন নি, কিন্তু একবার বিসর্জন নাটকে অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করেন ১৯২৩ সালে।

এই সময়কার একটি বর্ণনা 'শিলঙের চিঠি' (৯ জুন ১৯২৩ তারিখে রচিত, 'পূরবী' কাব্যে সংকলিত) শীর্ষক কবিতায় পাই, তার প্রসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

> "গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ার শরবতে,
> ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে।
> মেঘ-বিছানো শৈলমালা, গহন-ছায়া অরণ্যে
> ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, 'কোলে, আমার শরণ নে।'
> ঝর্না ঝরে কল্‌কলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে,
> বুকের মাঝে কয় কথা সে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
> বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
> নিশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
> পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
> নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে।
> দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
> একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
> চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
> মোদের 'পরে বাদল-মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।"

এরই সূত্র ধরে কবি লিখছেন—

"জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।"

কবিতাটি লেখার আগে, শিলঙে পৌঁছবার বারো- তেরো দিন পরে ১১ মে (১৯২৩) তারিখে শিলঙ থেকে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে যে চিঠি লেখেন, তার শেষের দিকে তিনি বলছেন— "তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে।" অনুমান করা চলে, শিলঙে পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই, মে মাসের শুরুতে 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং মে মাসের শেষের দিকে খসড়াটি লিখতে শুরু করেন। নির্দিষ্ট কোন্ তারিখে তিনি এই কাজ শুরু করেন, তা জানার প্রধান বাধা এই যে কয়েকটি খোলা কাগজে লিখিত প্রথম খসড়াটির কোথাও কোনো তারিখ উল্লিখিত নেই, অথবা অন্য কোথাও কবি তা ব্যক্ত করেন নি। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন এ বিষয়ে স্পষ্টত কাউকেই কোনো আভাস দেন নি, কিন্তু বোঝা যেত যে তিনি গভীর কোনো চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা 'নাটক গোচের' অথবা 'শিলঙের চিঠি'তে উল্লিখিত 'নাটকের' সূত্র ধরে বলা যায়, কবি একান্ত নিভৃতে তখন 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়াটি রচনায় ব্যস্ত ও মগ্ন। তিনি এই খসড়াটিকে 'নাটক গোচের' বলেছেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে তখনও পর্যন্ত নাটকের রূপটি কবির মনে নীহারিকার মতো বিরাজ করছিল, স্পষ্ট কোনো আকার ধারণ করে নি। প্রথম খসড়াটির গঠনের দিকে লক্ষ রাখলে এই ধারণাই গড়ে ওঠে।

এই সূত্রেই অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে কবির আরও কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :

১ ... শীঘ্রই আসবে আশা করে তোমার দু'খানা চিঠির জবাব দিই নি। তার উপর একখানা নাটক লেখায় ও আর একখানা নাটক অভিনয় ব্যাপারে ঘোরতর ব্যস্ত ছিলুম।

... আমার নূতন নাটকটি পড়া হয়ে গেল। ৪ জুলাই ১৯২৩

২ নাটকটার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেচ সেটি বেশ হয়েচে। কেবল ওর মধ্যে আপত্তিকর কথা আছে এই যে তুমি বলেচ এ নাটক বিশেষভাবে পশ্চিমের পক্ষে উপযোগী। ... স্বরচিত যন্ত্রের হাতে মানুষ পীড়িত হচ্চে এই তথ্যটি ন্যূনাধিক পরিমাণে সব দেশেরই— কিন্তু তথ্য পদার্থটিই ত সাহিত্য নয়। মানুষের বেদনা— তার কারণ যাই থাক্— যখন সাহিত্যের আকার ধারণ করে তখন তার আর দেশভেদ থাকে না। আগস্ট ? ১৯২৩।

৩ আমি বোধ হয় শনিবারে আশ্রমে পৌঁছব। নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি— তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া

সবটা একটানে পড়ে' গেলে বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কি না। ১১ অক্টোবর ১৯২৩।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, 'রবীন্দ্রজীবনী'র তৃতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন,

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইল ২৫ আশ্বিন ১৩৩০ (১২ অক্টোবর ১৯২৩)।

কবি আশ্রমেই থাকিলেন ; বিজয়াদশমীর দিন তিনি তাঁহার 'যক্ষপুরী' নাটক পড়িয়া শুনাইলেন ; কিন্তু এখনো মনের মতো হইতেছে না ; তাই প্রকাশের তাড়া নাই।"

ঠিক এইসময় ২৫ আশ্বিন ১৩৩০ (১২ অক্টোবর ১৯২৩)-এর পূজাবকাশের অব্যবহিত আগে রবীন্দ্রনাথ ১৯ ভাদ্র ১৩৩০ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন : "যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্রমাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভালো হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।..."

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে 'বিজয়াদশমীর দিন তাঁহার যক্ষপুরী নাটক' প'ড়ে শোনাবার আগেই কবি জানিয়েছেন যে তিনি নাটকটির অভিনয় না করিয়ে তা প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। এবং আরও জানা যাচ্ছে তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাটকটির নাম 'যক্ষপুরী' রাখবার কথা ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩০-এর আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে বা জুনের মাঝামাঝি শিলঙ থেকে ফিরে আসেন। ফিরে আসার তিন মাস সময়সীমার মধ্যে কবির মনে নাটকটি 'যক্ষপুরী' রূপেই বিরাজ করছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় খসড়া তারই উৎসার। অবশ্য অনতিপরেই 'যক্ষপুরী'র বদলে কবি 'নন্দিনী'র কথা ভেবেছেন, পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি লিখেওছেন নিজের হাতে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে কোথাও 'যক্ষপুরী' নামকরণের চিহ্ন মাত্র নেই।

প্রসঙ্গক্রমে লেনার্ড এলমহার্স্টের "Personal Memories of Tagore" শীর্ষক রচনার প্রসঙ্গিক অংশ স্মরণযোগ্য :

> "Apart from accompanying him on a short visit to Mysore in 1922, I had not travelled as his intimate companion and secretary until the autumn of 1923, after my return from an exploratory journey to China on his behalf. He asked me then to share with him the task of carrying around what he termed 'his begging bowl' to the princely courts of Kathiawar and Baroda. Day by day, as we travelled, he would spend his spare hours reading, or dreaming about the new play he was then busy writing. When we arrived at the State of Limbdi he began to complain sadly that he had

come to the last scene of the last act of his latest play and that, having lived for so long on such intimate terms with the characters of his invention, he could not bear to bring the play to a sudden end or say to these people his final farewell. 'I have delayed the guillotine for one more day,' he would say, 'but fall it must.' When this work was finally published as *Rakta Karabi* (or Red Oleanders), I found to my surprise that it was dedicated to myself. The present translation into English does not do, it is said, full justice to the quality of the original."

(Rabindranath Tagore : A Centenary Volume 1861-1961, Sahitya Akademi, Reprinted 1986, p. 17)

Rabindranath Tagore : A Biography (1980) বইটিতে এল্‌ম্‌হার্স্টের আরও কিছু স্মৃতিচারণের উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণ কৃপালানি। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :

"Twelve months later Tagore enlarged to me upon the ideas he had tried to incorporate in the play, but he also hinted that it was originally the human relationship between himself and myself and W. that had given him the embryonic idea on which his imagination had set to work." (p. 321)

"They tell me," said Tagore, "that my recent poems have something of the old fire in them and that my latest play is of a decent vintage?" "We all agree," came the response, "but tell us what was the source of your inspiration?" "Why, of course, it is W.," laughed Tagore, "she not only showers affection upon me but she gives me inspiration. She even begged of me that this new drama should he dedicated to her. I told her, Never, you have had nothing to do with it. But she knew, and I know, that she is the figure around whom the whole theme revolves....' (p. 323)

বস্তুত, এই 'W' বা শ্রীমতী রাণু অধিকারীই (এখন লেডী মুখোপাধ্যায়) যে নন্দিনীর মতো একটি 'মানবীর ছবি' আঁকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে প্রয়াত কবি অমিয় চক্রবর্তী ন্যু ইয়র্ক থেকে ৫ মে ১৯৮০ তারিখের একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন— 'রক্তকরবীর নায়িকা— আমার মনে হয়— শ্রীমতী রাণু অধিকারী' (এখন লেডী মুখার্জী) দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তিনি ঐ সময়ে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন কাশী থেকে— তাঁর একটি স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এবং চারিত্রিক মাধুর্য কবিকে আনন্দিত করে।'

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায়, আমাকে লেখা কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। শিলঙ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ 'দ্বারিক'-এর দোতলার হল-ঘরে নাটকটি পড়ে শোনান আশ্রমিকদের কাছে। সেদিনকার কথা স্মরণ করে প্রমথনাথ বিশী (১৬ জুন ১৯৭৮) জানিয়েছিলেন :

> "পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা ঠিক স্মরণ নেই— Foolscap খাতা কি না তাও মনে থাকা সম্ভব নয়। তবে খাতায় যদি পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ না থাকে তবে কেমন হ'ল ? খুব সম্ভব ওটা একেবারে খসড়া— তাঁর নিজের কাজ চালাবার জন্যে। আমাদের যেটা পড়ে শুনিয়েছিলেন তাতে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ ছিল— তবে বর্তমান আকারে নয়।"

অমিতা ঠাকুর লিখেছিলেন (২০ জুন ১৯৭৮) :

> "রক্তকরবী গুরুদেব আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন যেমন অন্যান্য রচনা লেখার পর পড়ে শোনাতেন।..."

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন (১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯)

> "সেই প্রথম পাঠের দিনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অনেকের মধ্যে আমারও হয়েছিল— তৎকালীন 'দ্বারিক'-এর দোতলার হল-ঘরে। তবে, আমি তখন আশ্রম বিদ্যালয়ের অন্যতম বালক ছাত্র, বয়সে নবীন।"

কবি অমিয় চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত চিঠির প্রাসঙ্গিক আরও খানিকটা অংশ :

> "যে সন্ধ্যায় নাটকটি তিনি জনকয়েক শ্রোতার কাছে আগাগোড়া স্বকণ্ঠে পড়ে শোনান, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। একটি অস্বাভাবিক এবং মজার ঘটনা মনে পড়ছে— সেইদিনই যে তিনি ওটি পড়ে শোনাবেন তা আমরা জানতাম না। সারাদিন তাঁরই আপিসে কাজ করে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি হঠাৎ শুনলাম তাঁর ভৃত্য বনমালী উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম [ধরে] ডাকছে এবং লণ্ঠন হাতে আমাকে খুঁজছে। আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে শুনলাম 'উনি আপনাকে খুঁজছেন— তাঁর পাঠ এখন আরম্ভ হবে।' দ্বিরুক্তি না করে সোজা কবির আসরে যোগ দিলাম। তাঁর কণ্ঠে সমস্ত নাটকটি শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম, এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যদিও পরে তিনি বহু অদল বদল করেছিলেন।"

দেখতে পাচ্ছি, যে সান্ধ্য আসরে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকটির একটি খসড়া পড়ে শোনান সেখানে উপস্থিত আশ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন প্রমথনাথ বিশী, অমিয় চক্রবর্তী, অমিতা ঠাকুর এবং নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মনে হয়, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় খসড়াটি কবি তাঁর শ্রোতাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন।

৬ 'রক্তকরবী'র নায়িকার নামকরণ-প্রসঙ্গ

'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়ায় প্রথাগতভাবে নাটকটির-পাত্র-পাত্রীর নাম ছিল না যদিও সংলাপ থেকে তাদের পরিচয় বোঝা যায়। নামের উল্লেখ না থাকলেও কিশোর ও গোকুল ছাড়া অন্য সব চরিত্রই এই খসড়ায় উপস্থিত রয়েছে। দ্বিতীয় খসড়া থেকে

পাত্র-পাত্রীর নাম এসেছে— রাজা অধ্যাপক বিশু রঞ্জন ফাগুলাল চন্দ্রা গোঁসাই সর্দার পুরাণবাগীশ, সকলেরই। প্রথম খসড়ায় বিশুর পরিচয় মাতাল হিসেবে, পরে সে হয়েছে বিশু পাগল।

কিন্তু বড়ো পরিবর্তনটি অন্যত্র। এতকাল যাকে আমরা নন্দিনী বলে জেনে এসেছি, প্রথম খসড়ায় তার নাম ছিল খঞ্জনী, যাকে সবাই খঞ্জন বলে ডাকে। সম্ভবত রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়েই খঞ্জন। চঞ্চল পাখি খঞ্জনের আচরণ কি নায়িকা খঞ্জনীর মধ্যে পাই? না, নায়িকা খঞ্জনীর আচরণে আদৌ কোনো চঞ্চলতার ছাপ নেই। বরং, সে যে সকলের আনন্দের কারণ, সৌন্দর্যের লীলায় ও ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে তার নন্দিত রূপে সকলেই মুগ্ধ : এই ভাবটিই বিধৃত হয়েছে খঞ্জনীর ভিতর দিয়ে। সম্ভবত চরিত্রটির এই অন্তর্নিহিত মহিমার অনুভব সতত ধ্বনিসচেতন কবির শ্রবণেন্দ্রিয় কবিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এই নামকরণ থেকে। তাই, পরবর্তী খসড়ায় খঞ্জনী হয়েছে সুনন্দা, তারপরে নন্দিনী। যখন কবি তাঁর 'মানবী'র ছবিটি নামের ভিতর দিয়ে ধরতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন দেখা যাচ্ছে খঞ্জনী বর্জন করে সুনন্দা লিখছেন আবার পরমুহূর্তেই সুনন্দাকে সরিয়ে দিয়ে এনেছেন নন্দিনীকে।

কীভাবে নন্দিনীর নামকরণের বিবর্তন ঘটেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল :

(১) কি পাগ্‌লী!

ঐ আস্‌চে তোমার খঞ্জন। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমার [আমরা] যাই।

কেন, বেয়াই, খঞ্জনকে পেলে তোমার নেশায় পর্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন?

(প্রথম খসড়া থেকে)

(২) রঞ্জন, তুমি একটা কিছু আমাকে বল, একটা তোমার শেষ কথা— যা নিয়ে আমি বাঁচতে পারি।

ও একটা কথা বলেচে, খঞ্জনী, আমি শুনতে পেয়েচি। এই যে আমার ধ্বজা এসেচে। ভাঙো ওটাকে, ভেঙে শতখানা কর! সেই ধূলোয় একেবারে মিলিয়ে যাক্ যে ধূলো থেকে কচি ঘাস বেরোয়, বনলতায় ফুল ধরে!

(প্রথম খসড়া থেকে)

(৩) [সুনন্দা বর্জন করে] নন্দিনী (রাজার মহলের জানলার বাহিরে) শুন্‌তে পাচ্চ? আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চ?

নেপথ্যে

যখনি ডাকো, [খঞ্জন বর্জন করে নন্দিন, নন্দিন বর্জন করে] নন্দা, শুন্‌তে পাই। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও সময় নেই।

(দ্বিতীয় খসড়া থেকে)

(৪) নেপথ্যে

[খঞ্জনী বর্জন করে] নন্দিন, একথা তুমি ছাড়া আর কেউ মুখে আন্‌তে পারত না। সবার সঙ্গে মিলে আমি ধান কাটব?

নন্দিনী

সব রকম কাজেই তোমার চেহারা মনে আন্‌তে পারি। আমার ত বাধে না। আমি জানি যে, তোমার বজ্রকঠিন হাত নিয়ে যদি ধান কাট্‌তে আস তোমার মতো কেউ পারবে না।

(দ্বিতীয় খসড়া থেকে)

(৫) [খঞ্জনী বর্জন করে] নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেচে, অমন করে আমাকে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি ? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি, তাকে এনে দেবে, হবে তার সঙ্গে তোমার মিলন। এখন যাও ওখান থেকে সরে। পূজায় যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না !

(দ্বিতীয় খসড়া থেকে)

পরবর্তী খসড়াগুলিতে খঞ্জনী-নন্দিনীর এই দ্বিধা আর নেই। এ কথা উল্লেখ করা অসংগত হবে না যে চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়ার নাম কবি নিজেই পাণ্ডুলিপির মলাটে 'নন্দিনী' বলে চিহ্নিত করেছেন।

৭ 'রক্তকরবী'র অভিনয়-প্রসঙ্গ

শান্তিনিকেতন-পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে সব নাটক রচনা করেছেন, সবগুলিই রচিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, এমনকি যাঁরা অভিনয় করবেন কখনো কখনো তাঁদের কথা মনে রেখে। বস্তুত এই পর্বের অধিকাংশ নাটকই শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু 'রক্তকরবী' শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় অভিনীত হতে পারে নি। অথচ, প্রথমাবধি এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবার জন্য কবির কী গভীর আগ্রহই না ছিল। লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ সূত্রে আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বলেছিলেন। তাতে মনে হয়, যাকে সামনে রেখে নন্দিনীর সৃষ্টি সেই শ্রীমতী রাণুর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে তাঁর মানবীর ছবি নন্দিনীকে প্রত্যক্ষ করতে কবি ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু কবির এই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয় নি। শ্রীমতী রাণুকে দিয়ে যখন অভিনয় করা গেল না নন্দিনীর ভূমিকা, তখন রবীন্দ্রনাথ হতাশ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটকটির অভিনয়ের সম্ভাবনা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেন নি। তার প্রমাণ পাই ১৯ ভাদ্র ১৩৩০ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে, যাতে তিনি মন্তব্য করেছেন যে 'অভিনয়ের পূর্বে' তিনি নাটকটিকে ছাপতে দিতে চান না। এ বিষয়ে আমাকে লেখা অমিতা ঠাকুরের পূর্বোক্ত চিঠির (২০ জুন ১৯৭৮) প্রাসঙ্গিক অংশ মূল্যবান তথ্য হিসেবে গণ্য করা যায় :

"সাধারণত উনি কোনো নাটক রচনার পর তা অভিনয় করবার জন্য

ব্যগ্র হয়ে পড়তেন কিন্তু এর বেলা সেরকম তো কিছু মনে পড়ছে না। আমরা তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। অন্য যাঁরা একটু বড়ো ছিলেন, 'নন্দিনী'র অংশ গ্রহণ করার মতো কেউ ছিলেন না এমনকি অভিনয় (বড়ো কিছু) করার মতো কেউ ছিলেন না। এটা একটা কারণ হ'তে পারে। ... আমার তপতী অভিনয় ওঁর ভালো লাগে ও তপতী অভিনয় অনুষ্ঠিত হবার পর আমায় বার বার বলতে থাকেন 'নন্দিনী' করার জন্য। আমার কেমন মনে হয়েছিল ওটা আমি পারব না। উনি অনেক করে বলেন কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় করালেন না। ... আমি যে কত বড়ো অন্যায় করেছি তা এখন বুঝতে পেরে মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করি। উনি বলেন "আমি তোকে শেখাবো তুই ঠিকই পারবি।" নন্দিনীর একটা ছবি তাঁর মনের মধ্যে ছিল যার সঙ্গে আমার কিছু মিল পেয়ে থাকবেন।"

'রক্তকরবী'র গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরেও কবি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থায় শান্তিনিকেতনে নাটকটির অভিনয় আর হল না। তবে শান্তিনিকেতনে না হলেও পরবর্তীকালে ১৯৩৪ সালের ৬ এপ্রিল 'দি টেগোর গ্রুপ'-এর প্রযোজনায় (১ দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রীট, কলকাতা) নাট্য-নিকেতন রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা ৭টায় কলকাতায় সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে এই 'প্রথম অভিনয়-রজনী'র বিবরণ দেওয়া আছে। 'বিহার ভূকম্প-পীড়িতের সাহায্যার্থে' এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

'রক্তকরবী'র এই 'অভিনয়-সূচী'-তে 'নাট্য বিধায়কগণে'র পরিচয় দেওয়া আছে। তার থেকে জানতে পারি যে, তিরিশ জনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী এই নাট্যাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, কানাইলাল ঘোষাল, জগমোহন মুখোপাধ্যায়, নিশীথরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল কুঠারী, জ্যোৎস্নানাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমুখ।

সংগীত-বিধায়কগণের নামগুলি এই রকম : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অদিতি দেবী, ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অসিতকুমার ঘোষাল, অমিয়কুমার ঘোষ, পরিতোষকুমার পাল এবং নবমোহন রায়।

রঙ্গমঞ্চ বিধায়কগণ-এর পরিচয় পাই এইভাবে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর প্রযোজক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পুস্তিকায় বা 'অভিনয়সূচী'তে নাটকের 'পাত্র ও পাত্রী'দের উল্লেখ থাকলেও পূর্বোক্ত 'নাট্যবিধায়কগণে'র মধ্যে কে কোন্ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তা জানানো হয় নি।

এই অভিনয়সূচী-তে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্বাক্ষরিত 'রক্তকরবী' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে যা 'রক্তকরবী' গ্রন্থের 'নাট্য পরিচয়'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূল্যবান বিবেচনা করে প্রতিবেদনটি তুলে ধরা গেল :

এই নাট্যব্যাপার চলেছে "যক্ষপুরী"তে যেখানে মাটির তলায় কবর দেওয়া থাকে যক্ষের ধন,— পাতালের কাছাকাছি একটা জায়গায়। যক্ষপুরের ভারবাহীর দল— মাটির তলাকার সোনা তোলার কাজে দিনরাত নিযুক্ত— খুঁড়ে তুল্‌ছে মাটি, কেটে চলেছে সুড়ঙ্গ, বহে আন্‌ছে কত কত সোনা তাল তাল অবিরাম। এখানকার "মালিক" যে, সে আছে অষ্টপ্রহর, অসংখ্য মানুষের সুখদুঃখ থেকে দূরে, একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে ভীষণ তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানুষের প্রাণ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে স্ফীত হবার যাদু সে জানে,— তাই নিয়ে অমানুষিক নির্ম্মমতার নানা পরীক্ষায় সে নিযুক্ত। তার পরীক্ষাশালায় যে প্রবেশ করে সে বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার হয়ে। তার অস্তিত্ব হয় ছায়ার মতো নিঃস্বত্ব। বিরাট এই জালের তৈরি বেড়া এর বাহিরে খোদাইকরদের কাটা নানা কালো কালো খানাখন্দগুলোই ক্ষুধার্ত্ত দানবের কবলের মতো পড়ে দৃষ্টিপথে। এইখানে তপ্ত ফাল্গুনের প্রখর আলোয় কোনো এক প্রমত্ত বসন্তদিন ফুটিয়ে তুললে একটি "রক্তকরবী"। আনন্দহীন কর্ম্মের আবর্জনার একধারে মূল্যহীন আনন্দের ইসারা জানালে সেই ফুল! 'বিশু পাগল' সে আগলভাঙা প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই রক্তকরবীকে ঘিরে— মরুভূমির খোলা বাতাস যেন সে! কর্ম্মের শেষে যক্ষপুরে ওঠে "চাঁদ", শান্ত তার দৃষ্টি— জাগায় নেশার অতৃপ্তি কারিগরদের মনে, মাত্‌লামির অট্টহাস্যের ধ্বনি জাগে, অশান্ত রাত্রির পারে তলিয়ে যায় চাঁদ মাতালের হাতে ভাঙাচোরা একটা স্বর্ণপাত্রের মতো।

প্রথম—

যক্ষপুরীর মানুষধরা ফাঁদে কখন্ ধরা পড়েছে নন্দিনী। ছিল সে "রঞ্জনের" নর্ম্মসখী, প্রেমের নন্দনবনে, এখানে এসেছে প্রাণগ্রাসী পাতালপুরীর হাঁ-করা গহ্বরের প্রদোষান্ধকারে। "রঞ্জনের" বাঁশির ডাকের সুর আসে নন্দিনীর চোখে, তার হাসিতে, তার চলায় বলায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে যক্ষপুরীর বাহনের দল। তার কাছে ছুটে আসে "কিশোর", না-দেখা বনের রক্তকরবী ফুলের সন্ধান দেয় নন্দিনীকে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত হয় অধ্যাপনায়, ওর কাছে কাছে ঘুরে বেড়ান 'অধ্যাপক', ইনি শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করেছেন অনেককাল, এখন নন্দিনীকে দেখে অবধি আনন্দরহস্যের সীমা পান না। তাঁর নিরঞ্জন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রক্তকরবীর রঙের অঞ্জন লাগ্‌ল। রঞ্জনের বাঁশি ডাকে থেকে থেকে নন্দিনীকে কাজের ভিড়ের মধ্যেও। এই খবরটা জানে মালিক ;— আর সে এও জানে যে, যে সোনা সে পায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ দেউলে ক'রে সেই সোনা দিয়ে সে আনন্দ পায় না কণামাত্র। তাই সে ঐশ্বর্য্যের পিঞ্জরে গর্জ্জাতে থাকে বন্ধ্যা সম্পদের নিস্ফলতায়। রঞ্জন আর নন্দিনীর মাঝে সে সৃষ্টি করতে চায় প্রচণ্ড বিচ্ছেদ। পিপাসার্ত্ত নীরস কণ্ঠের নিরানন্দ অট্টহাসি হাসে সে আপন জটিল জালের আড়ালে ব'সে— নন্দিনীর 'পরে তার নিগূঢ় টান নির্ম্মম ঈর্ষায় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়—

যক্ষপুরীতে ধ্বজা পূজার উৎসব লেগেছে— কর্ম্মক্লান্ত দিনের মাঝে একটুখানি অবসর, যার অবসান হল বীভৎস উল্লাস আর নিদারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি কোস্তাকুস্তির প্রাণান্তকর দৃশ্যে!

তৃতীয়—

শক্তিদেবীর কাছে অসংখ্য বলির মধ্যে রঞ্জনও কখন প্রাণ হারালো। তখন আর সইল না, নন্দিনী উঠ্‌ল রুদ্রাণী হয়ে। জাল থেকে বেরোলো রাজা, অন্তহীন সংগ্রহের মোহ গেল তার ছুটে। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নিজেরই বিরুদ্ধে। মুক্তির প্রবল আবেগ, ধ্বংসের প্রচণ্ড ঝটিকা, নিরুদ্ধ শক্তির বিরাট ভূকম্পনের মধ্যে যক্ষপতির জয়যাত্রা শুরু হল নন্দিনীর হাতে হাত রেখে। মৃত্যুর তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হয়ে। ভেঙে পড়ল যক্ষপুরীর সেই ধ্বজদণ্ড যা পৃথিবীর মর্ম্মকেন্দ্র বিদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে ছিন্নভিন্ন একটা গন্ধর্ব্ব নগরীর মতো মিলিয়ে গেল যক্ষপুরী হাওয়ায় হাওয়ায়। যে কবর থেকে উঠেছিল সেই পুরী, সেই কবরেই তলিয়ে গেল বিরাট মিথ্যা— ভাঙন আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল একটিমাত্র রক্তকরবী গাছ। সবুজপাতার ছায়া শুকনো মাটিতে মেলে দিয়ে।

'রক্তকরবী'র অভিনয় সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় -প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি/ পারুল দেবীকে/' (প্রকাশন বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৪, অগস্ট ১৯৮৭) শীর্ষক গ্রন্থের 'স্মৃতিচারণ, তৃতীয় অধ্যায়' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"কবি একদিন বললেন আমার সেজদাকে "ওহে আমি যে তোমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে যেতে চাই।" এ সৌভাগ্যে আমরা দিশাহারা হয়ে গেলাম। বললাম, 'আমরা আপনাকে নিয়ে যাব, বলুন কবে যাবেন ?' কারণ তার দু'দিন পরেই প্রশান্তদার বাড়িতে কবির 'রক্তকরবী' অভিনয় হবে, আমরাও আসবো। কিন্তু কবি সেই দিনটিই স্থির করলেন আমাদের বাড়িতে আসবার। (পৃ. ৭২)

"গানবাজনা হল, কবি তাঁর নানা দেশ ভ্রমণের কথা বললেন। কিছুক্ষণ পরে পরে বরফ থেকে ফল বার করে, রস করে কবিকে দেওয়া হতে লাগল। কোথা দিয়ে যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল বোঝা গেল না। ক্রমে কবির ফিরে যাওয়ার সময় হল। সন্ধ্যায় 'রক্তকরবী' অভিনয় হবে। (পৃ. ৭২)

"কবি ফিরে গেলেন— সঙ্গে আমার দাদারা। আমরা সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম এবং 'রক্তকরবী' দেখেছিলাম। মনে আছে, সেদিন কবিকে নিয়ে, গাড়ী নিয়ে, গাড়ীবারান্দার নীচে পৌঁছানো মাত্র প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছিল।" (পৃ. ৭৩)

'রক্তকরবী'র অভিনয় দেখার পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য অবশ্য আমরা পাই না। কেবল হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে (৭এপ্রিল ১৯৩৪) তিনি এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যটি লিখেছিলেন : 'কাল রক্তকরবী অভিনয় থেকে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়াসাঁকোয় ফিরে তোমার প্রেরিত ফল ও মিষ্টান্নের অর্ঘ্য দেখে খুসি হয়েছি ...।' (চিঠিপত্র ৯, পৃ. ২২৭)

৮ সমাপ্তিসূচক মন্তব্য :

১৯৭৮ সালে 'রক্তকরবী'র পাঠভেদ সংস্করণ প্রস্তুতির কাজে হাত দিয়েছিলুম। দীর্ঘ কুড়ি বছর এই কাজটিতে মগ্ন থেকে অবশেষে তা শেষ করলুম ১৯৯৮ সালে।

এই কাজের শুরুতে আমার পাথেয় ছিল প্রয়াত পুলিনবিহারী সেনের আনুকূল্য অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ। দুঃখ এই, তাঁকে কাজটি দেখাবার সুযোগ নেই। তাঁর উদ্দেশে

আমার এই কাজ নিবেদন করছি সশ্রদ্ধ প্রণামের সঙ্গে।

সূচনায়, প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ সিংহকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের সহযোগিতার কথাও উল্লেখযোগ্য।

এই কাজে যাঁদের সাহায্য পেয়েছিলুম তাঁদের অনেকেই লোকান্তরিত। এঁদের মধ্যে আমার পিতৃপ্রতিম অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, নির্মলকুমারী (রানী) মহলানবিশ, কবি অমিয় চক্রবর্তী ও অমিতা ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যু ইয়র্ক থেকে অমিয় চক্রবর্তী 'রক্তকরবী' সম্পর্কে যেসব তথ্য জানিয়েছিলেন আমাকে লেখা তাঁর চিঠির মধ্যে, তা মূল্যবান।

এমন একটি কাজের প্রয়োজনে মাননীয়া লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যলাভ করেছি একাধিকবার এবং সেইসূত্রে 'রক্তকরবী'র নেপথ্যবর্তী অনেক কথা জেনেছি। তাঁর সৌজন্য ও আতিথেয়তা ভোলবার নয়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গোড়া থেকেই শ্রীশঙ্খ ঘোষ নিরন্তর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং পরামর্শ দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করেছেন। তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থনবিভাগের সকল কর্মীর সার্বিক সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

গ্রন্থমুদ্রণের শেষ পর্যায়ে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সাগ্রহ সহযোগিতার কথাও উল্লোখযোগ্য।

পরিশেষে একটি নিবেদন। এই কাজ সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক। 'রক্তকরবী'র পাঠভেদ-সংবলিত রূপটি তুলে ধরার জন্যে দশটি অপ্রকাশিত কিন্তু সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে মুদ্রিত প্রচলিত পাঠের সঙ্গে সংবদ্ধ করতে গিয়ে তার উপযুক্ত নতুন একটি মডেল বা আদর্শ এবং বিন্যাস প্রণালী আমাকেই তৈরি করে নিতে হয়েছে। কারণ, এই ধরনের কাজের দৃষ্টান্ত আমার সামনে ছিল না। সর্বোপরি, পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার অনেক ক্ষেত্রেই ছিল দুরূহ কাজ। বারংবার পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠ মিলিয়ে দেখতে গিয়ে যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টা করেছি। তথাপি, আমার ঐকান্তিক চেষ্টা ও সতর্কতা সত্ত্বেও, যদি কোথাও ত্রুটি ঘটে থাকে, ধরে নিতে হবে— তা একেবারেই অনভিপ্রেত ও অনিচ্ছাকৃত। অলমিতি।

পঁচিশে বৈশাখ ১৪০৫
৯ মে ১৯৯৮
কলকাতা।

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

মূল্য ২৬৫.০০ টাকা
ISBN-81-7522-184-4